ভারতের সংবাদপত্র
ও
সাংবাদিকতার ইতিহাস
১৭৮০-১৯৪৭

তারাপদ পাল

ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাস

১৭৮০-১৯৪৭

পত্র ভারত

বাবা, মা

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

এবং

সুরঞ্জন সরকার-এর

পুণ্যস্মৃতিতে

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

সাংবাদিকতার তাত্ত্বিক পাঠ নিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে; আর হাতে-কলমে শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে 'যুগান্তর' দৈনিকে। এই গ্রন্থ রচনার নেপথ্যে এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রচ্ছন্ন প্রভাব থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং 'যুগান্তরে'র কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় সাংবাদিকের প্রত্যক্ষ প্রভাব এখনও মনের মধে অত্যন্ত সক্রিয়; সেই সঙ্গে আছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দু'জন বিশিষ্ট সাংবাদিকও।

বিভিন্ন সময়ে যেসব সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে সাংবাদিকতা ও লেখা-লেখি করে জীবিকার্জন করতে হয়েছিল, আমার এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের শুভ মুহূর্তে তাঁদের কথা বিশেষ ভাবেই মনে পড়ছে। সেই সঙ্গে মনে পড়ছে আরও অনেক সুহৃদ-বন্ধু, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শুভানুধ্যায়ীর কথা, যাঁরা নানান সময়ে, নানানভাবে আমার মনোজগতকে প্রভাবিত, আলোড়িত ও সক্রিয় করেছেন. সাংবাদিকতা ও সাহিত্য রচনায় উৎসাহ জুগিয়েছেন। এই সুযোগে তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জন্মাবধি মা ও বাবার পরম স্নেহচ্ছায়ায় থেকে সাংবাদিকতা, সাহিত্যচর্চা প্রভৃতি করার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছি, তারই স্মারক স্বরূপ আমার এই প্রথম গ্রন্থটি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে তাঁদেরকে উৎসর্গ করতে পেরে আজ খুবই আনন্দ বোধ করছি।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, 'যুগান্তরে'র সহকারী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' রচনা করে এবং গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়ে আমাকে অপরিশোধ্য স্নেহ-ঋণে আবদ্ধ করেছেন; কেবল কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে ঋণ শোধ করা যাবে না। বন্ধুবর শ্রীশ্যামদুলাল কুণ্ডু এঁকেছেন বই-এর প্রচ্ছদ, শ্রীমতী জয়া পাল বহু শ্রম স্বীকার করে তৈরি করে দিয়েছে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, শ্রীমান বলাই পাল সাহায্য করেছে প্রুফ-সংশোধনের কাজে—অকৃত্রিম এঁদের ভালবাসা। এঁদেরকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

'সাহিত্য সদনে'র পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মীবৃন্দের সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং অরোরা প্রিন্টার্সের কর্মীবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হল। 'সাহিত্য সদন' এই গ্রন্থ প্রকাশের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে নিঃসন্দেহে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের এই দুঃসাহস সার্থক হোক, এ-ই আমার প্রার্থনা।

এছাড়া এই গ্রন্থ রচনার কাজে বিভিন্ন সময়ে নানানভাবে অনেকে আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশিষ্টে সংযোজিত 'প্রাচীন ভারতে সাংবাদিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ তিনটি 'পৌরাণিক যুগে সাংবাদিকতা' নামে পূর্বে 'সমকালীন' পত্রিকায় এবং 'গুপ্তচর-চক্র থেকে ডাকঘর' রচনাটি 'যুগান্তর সাময়িকী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

অনিবার্য কারণে কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়, হয়তো আছেও। উৎসাহী পাঠকগণ সেরকম কিছু দেখলে অনুগ্রহ করে তা জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে এবং পরবর্তী সংস্করণে তা অবশ্যই সংশোধিত হবে।

সাধ্যমতো চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ অনিবার্যভাবে থেকে গেছে। সহৃদয় পাঠকগণ তা নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন বলে আশা করি!

গ্রন্থের সর্বত্র ইচ্ছাকৃতভাবেই সম্বোধনসূচক তাঁর, তাঁদের, যাঁর, যাঁদের ইত্যাদির জায়গায় তার, তাদের, যার, যাদের—অর্থাৎ বর্জন করে লেখা হয়েছে। চন্দ্রবিন্দুর ভার বর্জন করার জন্যেই এরকম করেছি; এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অসম্মান করা হয়েছে, বা পাঠকদের বুঝতে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে করি না। যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি ও প্রমাদের জন্য লেখকই দায়ী, অন্য কেউ নয়।

গ্রন্থটি ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে কৌতুহলী ও উৎসাহী পাঠক, লেখক, সাংবাদিক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগলে শ্রম সার্থক বিবেচনা করব।

অয়ম্ আরম্ভ শুভায় ভবতু।

তারাপদ পাল

১ ফাল্গুন, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ
'নীলাদ্রি'
আতাবাগান, গড়িয়া
২৪ পরগনা

সূ চি প ত্র

প্রাক কথন

১

২

৩

প্রথম পর্ব ১৭৮০-১৯০০

প্রথম অধ্যায় । ১৭৮০-১৮১৮

দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৮১৮-১৮৩৫

তৃতীয় অধ্যায় । ১৮৩৫-১৮৫৭

চতুর্থ অধ্যায় । ১৮৫৭-১৯০০

দ্বিতীয় পর্ব ১৯০০-১৯৪৭

প্রথম অধ্যায় । ১৯০০-১৯০৮

দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৯০৮-১৯২০

প্রাক কথন

প্রাক কথন

১

পর্বকথা

ভারতে মুদ্রিত সংবাদপত্রের জন্ম ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে। এই দীর্ঘ দুশো বছরের অধিক সময়ে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে দেশের সামগ্রিক ইতিহাসে, ভৌগোলিক সীমানায়। সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি রাজনীতি—সব কিছুতে। এমনকী পৃথিবীর ইতিহাসেও। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সংবাদপত্র জগতেরও পরিবর্তন ঘটেছে—নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনাবলির মধ্যে দিয়ে; উত্থান-পতন ও চড়াই-উতরাই-এর পথ বেয়ে। ১৯৪৭-এ আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। তারপর থেকে আজকেব ভারতের সংবাদপত্র ক্রমে গড়ে উঠেছে বিরাট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র জীবন শুরু হয়েছিল তিরিশ টাকা (মতান্তরে বত্রিশ) মূল্যের মুদ্রাযন্ত্র নিয়ে। আজ সে কথা ভাবাও যায় না। যেমন ভাবা যায় না আজকের সমাজে সংবাদপত্রহীন দৈনন্দিন জীবনের কথা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র আজ আমাদের রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে। প্রায় সোয়াশো বছর আগে জে. এ. ব্রডাস সংবাদপত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,

আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়—সংবাদপত্র। যে পরিবার একটিও সংবাদপত্র রাখে না এবং মনোযোগ দিয়ে পড়ে না, সেই পরিবার উনিশ শতকে বসবাস করছে একথা বলা যায় না।

এখন এই উক্তি আরও ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠছে।

আধুনিক সভ্য সমাজ দৈনন্দিন জীবনে যত সহজে দৈনিক সংবাদপত্রকে গ্রহণ করেছে বা মেনে নিয়েছে, তেমন সহজে আর কিছুকেই মেনে নিতে পারেনি। জর্জ হর্নের মতে,

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেই পৃথিবীর এক একটি দিনেব ইতিহাস—সেই দিনের একটি সংবাদপত্র।

চলমান জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের, প্রতিটি ঘটনার, সমগ্র ঘটনাবলি ও ঘটনাস্রোতের জীবন্ত কাহিনি এক একটি দিনের সংবাদপত্র। আজকের যুগে, পৃথিবীর প্রতিদিনের ইতিহাস, কাহিনিকে প্রতিদিনই আমরা জানতে পারি সংবাদপত্রের মাধ্যমে।

সমাজের সঙ্গে সমকালীন সংবাদপত্রের সম্পর্ক অতি নিবিড়, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজ জীবনে একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। একদিকে চলতি সমাজের ছবিকে যেমন সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, তেমনি অপরদিকে সংবাদপত্রও চলমান সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। উদাহরণ হিসেবে বিশ শতকেব প্রথম দশকের কথা বলা যেতে পারে। কিংবা তার আরও আগে ও পরে—সমাজ-সংস্কারের সূচনা থেকে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘ এক শতাব্দীর অধিক কালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্য উপলব্ধি করা যাবে। অতীতের ঘটনাবলি, সমাজজীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদিকে জানা যায় ইতিহাস-গ্রন্থ, সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদির মাধ্যমে। তেমনি চলমান জীবনকে চেনা যায় সংবাদপত্রের পাতায়। এমনকী, সংবাদপত্র প্রচারের পর থেকে ইতিহাস রচনার মূল সূত্র হিসেবে তার স্থান ও গুরুত্বও মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃত। একদিকে সংবাদপত্রের মূল্য যেমন তাৎক্ষণিক—বড়জোর দৈনিক, অপরদিকে পুরোনো সংবাদপত্র তেমনি সেই দিনের, সেই সময়ের ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উপকরণ।

সংবাদ ও সংবাদপত্র

সংবাদপত্রের জন্ম 'সংবাদ'কে অবলম্বন করে। সংবাদের জন্ম মানুষের জন্মগত স্বাভাবিক 'জানা ও জানানোর কৌতূহল ও আগ্রহ' থেকে। সংবাদকে তাই সব সময়ই হতে হয় 'নতুন'. 'প্রাসঙ্গিক', 'সাম্প্রতিক' এবং 'অতিসাম্প্রতিক'। 'সংবাদ' তাকেই বলা হবে, যা উল্লেখযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যমণ্ডিত এবং অসাধারণ— তা সে প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক যাই হোক না কেন। বাংলা 'সংবাদ' শব্দটিকে ইংরাজি News-এর প্রতিশব্দ বলে বিবেচনা কবা হয়। সংবাদের অন্যান্য বাংলা প্রতিশব্দ—সন্দেশ. খবর ইত্যাদি। ভাষাতত্ত্ব ও ভাষার ইতিহাসের বিচারে কোনটা

আগে, কোনটা পরে তা' বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

আমাদের দেশে ইংরেজদের আগমনের পরে ছাপাখানা বা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এবং এই সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে 'সাংবাদিক' ও 'সাংবাদিকতা'র নবীন সূচনা ঘটেছে। তাই বলে, এ-থেকে এই রকম মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই যে, ইংরেজদের আগমনের আগে আমাদের দেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা বলে কিছু ছিল না।

পৃথিবীর প্রথম সংবাদপত্র (দৈনিক নয়) প্রকাশিত হয় জার্মান ও সুইজারল্যান্ড থেকে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে। ইংরাজি, ফরাসি, ওলন্দাজ ও জার্মান ভাষায় নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে আম্‌স্টার্‌ডাম থেকে ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম প্রয়াস দেখা যায় ১৬৯০-এ। ইংল্যান্ড থেকে পৃথিবীর প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৭০২-এ। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে বোস্টন থেকে প্রকাশিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক)।

সংবাদপত্রের ইংরাজি প্রতিশব্দ 'Newspaper' হলেও সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার ইংরাজি প্রতিশব্দ যথাক্রমে 'Journalist' ও 'Journalism'। এই দুইটি শব্দেরই উৎস ইংরাজি 'জার্নাল' (Journal) শব্দ। ইংরাজি ভাষায় এই 'জার্নাল' শব্দটির জন্ম ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে। অর্থ— রোজনামচা বা কড়চা, এখন অর্থবিস্তারের ফলে রোজনামচা ও কড়চা ছাড়াও পত্র-পত্রিকাও বোঝায়। Shorter Oxford Dictionary-তে 'জার্নাল' শব্দের অর্থ বলা হয়েছে,

> 'a day's work– a record of travel– ... – a record of public events or transactions noted down as they occur, without historical discussion– a daily newspaper or other publication; hence, by extension, any periodical publication containing news in any particular sphere.

ফলে 'জার্নাল' ও 'নিউজপেপার' এই দুইটি শব্দকে সমার্থকই বলা যায়। যদিও, সংবাদপত্র বোঝাতে 'জার্নাল' অপেক্ষা 'নিউজপেপার' শব্দটিই সর্বাধিক প্রচলিত ও সর্বজন-গ্রাহ্য; এবং 'জার্নাল' শব্দটি সাধারণত সাময়িকপত্র ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য এ কথাও ঠিক, সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে, এই দুটি শব্দের বিষয় ও বস্তুগত কিছু পার্থক্য অনুধাবন করা আদৌ কঠিন নয়। তবে, 'জার্নালিস্ট' ও 'জার্নালিজম্‌' এই দুটি শব্দ যথাক্রমে সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা অর্থেই গ্রাহ্য ও ব্যবহৃত হয়, অন্য কোনো শব্দ দিয়ে এদেরকে সেইভাবে চিহ্নিত করা হয় না। ইংরাজি ভাষায় 'জার্নালিস্ট' শব্দটি এসেছে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে এবং 'জার্নালিজম্‌' শব্দটির আবির্ভাব ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। *Shorter Oxford Dictionary* অনুসারে 'জার্নালিস্ট' হল,

'One who earns his living by editing or writing for a public journal---one who keeps a journal.'

এবং 'জার্নালিজম্' হল,

'The occupation or profession of a journalist -journalistic writing---the practice of keeping a journal.'

এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দৈনন্দিন ঘটনাবলি, কাজকর্ম ইত্যাদির বিবরণ, হিসাব ও খতিয়ান রাখা ও জানানো সাংবাদিকতা। এই কাজ যারা করেন তারা সাংবাদিক। এবং মাধ্যম হিসাবে যেটি ব্যবহৃত হয় তা হল 'জার্নাল'—পরবর্তীকালে 'নিউজপেপার' বা সংবাদপত্র। এগুলির মধ্যে প্রাচীনতম শব্দ 'জার্নাল'এর জন্ম বা আবির্ভাব ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে হলেও 'জার্নাল' লেখা ও রাখার কাজ তার থেকেও অনেক প্রাচীন।

সাংবাদিকতার প্রাচীনত্ব

ভারতবর্ষে প্রায় আড়াই হাজার বছরের আগে থেকেই 'সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার' কাজের অস্তিত্ব দেখা যায়। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদি (বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি); সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ইতিহাস ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই কাজকে সেই সময়ে 'সাংবাদিকতা' বলে অভিহিত করা হত না। সেকালের ঘটনাবলি ইত্যাদিকে তৎকালীন রীতি, পদ্ধতি ও আঙ্গিক অনুসারে সংগ্রহ করে রাখা হত। পুরাণাদি গ্রন্থের মধ্যে তার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ভারতের বৈদিক যুগের সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় চতুর্বেদের অন্যতম 'ঋগ্‌বেদ' এ। এই ঋগ্‌বেদে 'সূত' ও 'পালাগল' এই দুই শ্রেণির কর্মচারীর উল্লেখ আছে। 'সূত' হল পুরাণকথক, রাজ-সাংবাদিক, আবার সারথিও। ইংরাজিতে এর প্রতিশব্দ 'royal herald'। 'পালাগল'—সংবাদ-বাহক (courier)। রামায়ণ, মহাভারত কেবল প্রাচীন মহাকাব্যই নয়, তৎকালীন সমাজের আলেখ্য বলেও পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত। এই মহাকাব্যদ্বয়ের আরম্ভেই সাংবাদিকতার লক্ষণ স্পষ্ট। প্রথমটি শুরু হচ্ছে একটি পরিকল্পনার সংবাদ দিয়ে, দ্বিতীয়টি সাংবাদিক সম্মেলন বা 'প্রেস কনফারেন্স' দিয়ে। এই দুই মহাকাব্যে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও সাংবাদিক-প্রায় চরিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। নারদ, বাল্মীকি, সুগ্রীব, হনুমান, সঞ্জয়, বিদুর—এরা সবাই সাংবাদিক। এদের সঙ্গে আরও অনেকেই আছে। ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পটভূমিতে, বহু ঘটনা ও চরিত্রের মিছিলে এরা মিলেমিশে হারিয়ে গেছে। খুঁজে নিতে হয়, কিন্তু

চিনতে অসুবিধে হয় না। কাজের মধ্যেই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। মহাভারতে সংঘটিত কুরুক্ষেত্র মহাসমরের বিশদ বিবরণ পাওয়া গেছে 'সঞ্জয়'-এর কাছ থেকে। জতুগৃহে মাতা কুন্তিসহ পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্তটির সংবাদ চতুরতার সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন বিদুর। ঐতিহাসিক যুগেও দেখা যাচ্ছে, সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য বিশেষ এক শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করা হত। তাদেরকে কোথাও অবশ্য সরাসরি 'সাংবাদিক' নামে চিহ্নিত করা হয়নি, কিন্তু সাংবাদিকের কাজের সঙ্গে এদের কাজের কোনো পার্থক্য ছিল না। *A History of the Press in India* গ্রন্থে এস. নটরাজন লিখেছেন ঃ

> The international character of the modern newspaper begins in Europe in middle of the 16th century We first see the handwritten 'newsletters' of trading houses appearing as 'newsbooks' This carried political and economic intelligence and were published by enterprising printers as of general interest... . Considerable ingenuity has been shown in tracing similarities between the modern newspaper and older manifestation of the written word The proclamation of governments, the reports of the spies on which rulers depended, the writers maintained by Mughal rulers, even the exchange of gossip at one market place and round the villages well--all these have been mentioned as serving the role of the Press.

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা থেকে 'ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ' (গোপন তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ) ও 'ডাক ও তার' বিভাগের জন্ম। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর '*বাংলা সাময়িক পত্র*' *১ম খণ্ড* (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা, মাঘ ১৩৫৪) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> মোগল আমলে বাদশাহরা প্রতি প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে চর রাখিতেন; এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কখনও মাসে একবার, কখনওবা সপ্তাহে সপ্তাহে লিখিয়া পাঠাইত। গোপনীয় রাজকীয় কথা না থাকিলে এই সকল সংবাদের চিঠি রাজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হইত,...। এই প্রথার অনুকরণে সেনাপতি, শাসনকর্তা এবং করদ-রাজারাও রাজদরবারের ঘটনা, রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ জানিবার জন্য সম্রাটের সভায় নিজ নিজ সংবাদ-লেখক—'ওয়াকেয়া-নবিস' রাখিতেন।...এই সকল সংবাদ-লিপির নাম ছিল 'আখ্‌বার' বা ডবল বহুবচনে 'আখ্‌বারাৎ'।

শ্রী মাখনলাল সেন *'স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র'* গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> সংবাদপত্র বলতে আমরা এখন যা বুঝি, হিন্দু ভারতে বা বৌদ্ধ ভারতে অথবা মুসলিম ভারতে তা ছিল না। কিন্তু সংবাদপত্র, News Letter, চিরদিনই ছিল—যদিও সে সংবাদপত্র

মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হত না, হাতে লেখা হত এবং সাধারণ্যে প্রচারিত হত না, রাজা-বাদশাদের জন্যেই রচিত হত। সাধারণের জন্য যে সংবাদ রাজ-তরফ থেকে প্রচারিত হত, তা হয় ঘোষক দ্বারা, আর না হয় শিলালিপি, তাম্রফলক, ইষ্টক প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ অথবা স্তম্ভে খোদাই ক'রে দেখান হত। সকল দেশেরই তাই। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পত্রের সাহায্যে সংবাদের আদাপ্রদান একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। তখনও সেই সংবাদপত্র News Letter তৈরি করবার যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হত, আজও তাই হয়, যদিও রকমটা আর সে-রকম নেই।

সভ্যতার পীঠস্থান প্রাচীন রোমের দিকে তাকালে দেখা যায়, ঘটনা দুর্ঘটনা যুদ্ধ অগ্নিকাণ্ড নির্বাচন ইত্যাদি দৈনন্দিন, আনুষ্ঠানিক ও সাময়িক ঘটনাবলি সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রতিদিনই জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা হত। তাকে বলা হত Acta Diurna বা দৈনিক ঘটনাবলি। যোড়শ শতকে ভেনেসীয় সাধারণতন্ত্রে সমজাতীয় সংবাদাদি প্রচার করা হত Notizie Scritte নামক হাতে লেখা 'বুলেটিনে'র মাধ্যমে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পরেও দীর্ঘদিন এই রীতি অনুসৃত হয়েছিল। সংবাদপত্র প্রকাশ ও সাংবাদিকতার সর্বপ্রকার উন্নতি উনিশ ও বিশ শতকে। কিন্তু এই পরিবর্তিত বিভিন্ন অবস্থায় এদের মূলগত ও বস্তুগত বিষয়ের কোনো পার্থক্য ঘটেনি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, 'সাংবাদিকতা' শব্দের আবির্ভাব ও অভিধা যোড়শ শতকের হলেও, এর অস্তিত্ব প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান।

সাংবাদিকতা ও মাধ্যম

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও যন্ত্রযুগের অনুবর্তী হয়ে সাংবাদিকতার উন্নতি ও সম্যক বিকাশ ঘটেছে। ভারতবর্ষে সেই ঢেউ এসেছে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। কিন্তু সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত মূল কাজ পৌরাণিক যুগ থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। আজকের মতো সেদিন এর কোনো নাম ছিল না। তাই নাম দিয়ে কাজকে খুঁজে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় কাজের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে।

মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার এই ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায়। শুরু হয় সংবাদপত্র ছাপানো। যন্ত্রবিজ্ঞানের দৌলতে বাতিল হয়ে যেতে থাকে পুরোনো রীতির হাতে লেখা সংবাদপত্র। যোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের হাতে-লেখা কাগজগুলি একে একে ছাপার হরফে প্রকাশিত হতে থাকে। ওই সব কাগজে প্রধানত

স্থান পেতে থাকে সাধারণের জ্ঞাতব্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংবাদাদি। এ-ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয় বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

ভারতে পুরোনো রীতির বদল ঘটে মুদ্রাযন্ত্রের দৌলতে, ইউরোপীয় বা ইংরেজদের সৌজন্যে। এই বদলের ইতিহাসে সেইসঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে ওঠে কয়েকটি নাম—কলকাতা, জেমস অগস্টাস হিকি এবং 'বেঙ্গল গেজেট'।

'সংবাদপত্র' সাংবাদিকতার একটি প্রধানতম মাধ্যম (medium)। মাধ্যম আরও আছে—বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র, হোর্ডিং, ইলেক্ট্রনিক-ডিসপ্লে ইত্যাদি। মাধ্যম ব্যতীত সাংবাদিকতা কার্যকর হতে পারে না। বলা বাহুল্য, এইসব মাধ্যমগুলি আধুনিক যুগের অবদান। এর মধ্যে 'সংবাদপত্র'ই প্রাচীনতম। এই কারণে অনেকে মনে করেন, সংবাদপত্র আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত সাংবাদিকতা বলে কিছু ছিল না। কারণ, মাধ্যম ছিল না। বিষয়টি পুনঃপর্যালোচনা পূর্বক নতুন করে ভেবে দেখা দরকার। সংবাদপত্র যখন এল তখন ইলেক্ট্রনিক্স-মিডিয়া ছিল না। এখন ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার যুগ চলছে। এই নতুন মিডিয়ার ক্রম-প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন মিডিয়াগুলির গুরুত্ব খর্ব হচ্ছে। আগামী দিনের কথা আমরা এখনই খুব জোর দিয়ে বলতে পারি না। তবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও প্রসার মিডিয়ার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন যেভাবে ঘটিয়ে দিচ্ছে, তাতে আগামী দিনে আরও বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ অনেক কিছুই ঘটার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ মিডিয়ার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতেই থাকবে, নতুন মিডিয়া অনেক আসবে, সেগুলি যথেষ্ট গুরুত্বও পাবে। কিন্তু সেদিন, আজকের দিনের এইসব মাধ্যম বা মিডিয়াগুলিকে কি অস্বীকার করা যাবে, না করা সমীচীন হবে? আসলে আমাদের সমাজ-ইতিহাস থেকে বিচার করে দেখা দরকার, সংবাদপত্র আবিষ্কারের আগে, খবরাখবর বা সংবাদাদি আদান-প্রদান, সংগ্রহ ও প্রচার হত কি না; হলে, তা কীভাবে হত; মাধ্যমের ব্যবস্থা কী ছিল। সেই সঙ্গে এও লক্ষ করা দরকার—সংবাদ সংগ্রহ, প্রচার ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে—তা কেবলই ব্যক্তিগত পর্যায়ের থাকত, না, তার সঙ্গে জনসাধারণেরও সম্পর্ক থাকত। সেইসঙ্গে সেকালের সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতটির বিষয়ও বিচার-বিশ্লেষণের পটভূমি হিসাবে গ্রহণ ও স্বীকার করতে হবে। তাহলেই আমরা দেখতে পাব যে, মনুষ্যসমাজে সভ্যতা বিস্তারের পরে তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো এক সময়ে সাংবাদিকতার বীজও অঙ্কুরিত হয়েছিল। তা ক্রমে ক্রমে উন্নত ও বিস্তৃত হচ্ছিল। তারই পরম্পরায় পরবর্তীকালে সংবাদপত্রের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং, সংবাদপত্র আবিষ্কারের পূর্বেও যে সমাজে সাংবাদিকতার অস্তিত্ব ছিল তা অস্বীকার করা উন্নাসিক মানসিকতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। পৃথিবীর যে-সকল দেশে প্রাচীনকালেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল—সেই সব দেশে প্রাচীনকাল থেকেই

সাংবাদিকতাও ছিল। তাই, ভারতবর্ষেও প্রাচীনকাল থেকেই সাংবাদিকতা ছিল। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, যে দেশে যখন যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে—সেই দেশে তখন তখন সাংবাদিকতারও জন্ম হয়েছে, তাদের নিজ নিজ ভঙ্গি ও পদ্ধতিতে। তাই, কেবল মাধ্যম, ও আধুনিককালের মাধ্যমগুলিকেই সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকতার উৎস বলে মনে করা বা ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

আজকের সমাজে সংবাদপত্রের প্রভাব অত্যন্ত তীব্র। এর মূল কারণ, সংবাদপত্র নয়, 'সংবাদ'। আজকের দিনে সংবাদ জানার প্রধানতম উপায় সংবাদপত্র, সেখানে ঈপ্সিত খবর থাকে। সেই খবর জানার বা পড়ার জন্যই মানুষ খবরের কাগজ পড়ে, 'কাগজে'র জন্য নয়। আমেরিকার জনৈক সংবাদপত্র প্রকাশক Harry Chandler এক জায়গায় বলেছেন,

> ...daily assurance of the exact fact– so far we are able to know and publish them

—এ-ই হল সংবাদপত্রের ভিতরের বস্তু। আমাদের যা কিছু আকর্ষণ ও লক্ষ তা' হল ওই ভিতরের বস্তুই। সাংবাদিকতার আসল কারবারও এই ভিতরের বস্তু অর্থাৎ 'সংবাদ'কে নিয়ে—আঙ্গিক, পদ্ধতি বা মাধ্যমকে নিয়ে নয়।

হিকির পত্রিকা, বা বোল্টসের প্রচেষ্টা থেকেই ভারতবর্ষে সাংবাদিকতা শুরু—এমন মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বৈদিক-যুগ থেকেই (লিখিত প্রমাণ সাপেক্ষে) ভারতে সাংবাদিকতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সমাজ জীবনের বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতার রূপ বদলেছে। ভারতে সাংবাদিকতা আজ যে পরিণতি লাভ করেছে, তার জন্য সে নিঃসন্দেহে পশ্চিমের কাছে ঋণী। কিন্তু 'সাংবাদিকতা'র জন্য বিদেশের কাছে তার কোনো ঋণ নেই।

সাংবাদিকতা ও সাহিত্য

সাম্প্রতিককালে 'সাংবাদিকতা' শব্দের ব্যাপকতর অভিধায়, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রে এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যের সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব হয় না। এটা নিঃসন্দেহে সাংবাদিকতার উন্নতি ও বিস্তৃতির ফলশ্রুতি।

এই প্রসঙ্গে লন্ডনের The Sunday Times পত্রিকার প্রধান সম্পাদক

জেমস গোমার বেরী কেমস্‌লীর উক্তি উল্লেখ্য ঃ

Journalists cannot overstate his indebtedness to literature. He cannot deal with the problems of today and tomorrow unless he is informed about the past out of which they grow. The political writer who knows nothing of history and economics is in blinkers. Every journalist should be familiar with at any rate the greatest works in imaginative literature, and posses sound elementary knowledge.

এর মধ্যে সাংবাদিকের গুণগত যোগ্যতার বিষয়টিও লক্ষ্যণীয়।

সংবাদপত্র বর্তমানকালে কেবলমাত্র সংবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটায় সেখানে নানাবিধ নতুন বিষয় সংযোজিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে। সেই দিক থেকে সাংবাদিকের কাজের ও ক্ষেত্রের পরিধিও বিস্তার লাভ করেছে। সঙ্গে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের পার্থক্যও অনেক ক্ষেত্রে কমে এসেছে। সাংবাদিক রচনা অনেক সময় সাহিত্যের মর্যাদা পায়। সাংবাদিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন, আবার সাহিত্যিকও সাংবাদিকের কলম তুলে নেন। কেমস্‌লি লিখছেন ঃ

There are points, indeed, at which the two world have seemed to merge; there has never been a complete demarcation. *Robinson Crusoe* is literature, and Defoe was the most accomplished 'allround' journalist of his time. Benjamin Franklin was a great figure in the early litarary annals of the United States as well as a pioneer of the American mewspaper press. .. The best of *The Times* fourth leaders could take their place in any collection of essays, and there are many practising journalists who have a high reputation as men of letters.

—এই অবস্থার আর এক পরিণতি ঃ সাংবাদিকতার মধ্যে সাহিত্যগুণের সমাবেশ। বিশেষ বিশেষ সাংবাদিক-রচনা সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাতে সাংবাদিকতার জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে আমাদের দেশে, ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনারও সুযোগ ঘটছে।

সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ

সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকের কাজের পরিধি ও অঙ্গীভূত বিষয়গুলি আজ বহু ব্যাপক এবং বিস্তৃত। সংবাদ সংগ্রহ করা এবং লেখা, সংবাদ সম্পাদনা, সংবাদ ও ঘটনাবলির ভিত্তিতে সম্পাদকীয় মন্তব্য রচনা, সংবাদপত্রসহ নানাবিধ পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও

প্রকাশ— এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। নানাবিধ মিডিয়া বা মাধ্যমের আবির্ভাবের ফলে সাংবাদিকতার ধরন-ধারণ ও পদ্ধতি কেবল পালটায়নি, বহু রকমেরও হয়েছে। বহুবিধ নতুন নতুন জ্ঞাতব্য ও বিজ্ঞাপিতব্য বিষয় সংযোজিত হয়েছে সাংবাদিকতার সঙ্গে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চাহিদা ও রুচিরও পরিবর্তন ঘটেছে। এই সকল বিষয়কে উপেক্ষা করে সাংবাদিকতা সম্ভব নয়। ফলত সাংবাদিকের কাজও হয়েছে নানা ধরনের, নানা পদ্ধতির, বহু রকমের। ভবিষ্যতে হয়তো এসবের আরও পরিবর্তন ঘটবে। যদিও সাংবাদিকের কাজের মূল বিষয়টি অপরিবর্তিতই থেকে যাবে, যেমন এখনও আছে।

সাংবাদিকের আসল কাজ হল, দেশ জাতি ও জনগণের স্বার্থে ও জ্ঞাতার্থে প্রয়োজনীয় সকল বিষয় 'ইনফরমেশন' বা 'নিউজ' বা সংবাদ হিসেবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করা। মাধ্যম অনুসারে সংগ্রহ ও প্রকাশের রীতি-পদ্ধতির বিভিন্নতা অবশ্যই থাকে। প্রকাশ-মাধ্যমের মুখ্য বিষয় তিনটি—পাঠ, শ্রাব্য ও দৃশ্য। শ্রাব্য কোথাও একক (বেতারের ক্ষেত্রে), কোথাও দৃশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত (দূরদর্শন/টেলিভিশন)। শ্রাব্য দৃশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে, দৃশ্যকে অবশ্যই গতিশীল অর্থাৎ 'চলচ্চিত্র' হতেই হয়। আবার পাঠ্যের (সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে) দৃশ্য যখন সংযুক্ত হয়, তখন সেই দৃশ্য হয় স্থির (still) দৃশ্য সাধারণত এককভাবে স্থিরই (ব্যানার, হোর্ডিং, পোস্টার, ডিসপ্লের ক্ষেত্রে), তবে ইলেক্ট্রনিক্সের সহায়তায় চলমানও হয়। আজকের সাংবাদিকতা অতীতের গণ্ডি বা পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে গণযোগাযোগ বা Mass Communication-এ রূপান্তরিত হয়েছে। এবং কেবল পাঠ্য-মাধ্যমেই তা আজ আর আবদ্ধ নয়, একক ও সংযুক্তভাবে দৃশ্য-ও শ্রাব্য-মাধ্যমেও সম্প্রসারিত। বিজ্ঞাপন (Advertisement) ও জনসংযোগ (Public Relations) কার্যাবলিও Mass Communication-এ অন্তর্ভুক্ত। Mass Communication-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় বা মাধ্যমগুলি হল ঃ সংবাদপত্র, রেডিও / বেতার, টেলিভিশন / দূরদর্শন, বিজ্ঞাপন, জনসংযোগ ও চলচ্চিত্র / দলিল চলচ্চিত্র। এগুলির কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নামীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—Paper Mill / কাগজ কল, ছাপাখানা, Film ও Sound Studio, Transmission Centre, প্রেক্ষাগৃহ, রেডিও ও টেলিভিশন কারখানা, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বা News Agency, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ বিভাগ, প্রেস বা পাবলিক ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো, এবং বিভিন্ন ধরনের ইন্‌টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন। এগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বহু সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

শ্রী আর. কে. চ্যাটার্জী তাঁর *Mass Communication* গ্রন্থে এ-সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

Mass communication functions in relation to actual events, policies and programmes, and in terms of needs and objectives that the nation sets before itself. It is an extremely live subject. The press, for example, not merely informs and educates but it is also the inspector of public affairs and the custodian of people's rights. The electronics media such as radio, television and films effect the minds of the people so intimately that through them the people almost sense, as it were, a feeling of actual participation in national affairs. ... mass communication is the process through which people are approached. It is a scientific method .. developed ... into a fine art.

মাধ্যম সম্বন্ধে শ্রী চাটার্জী তাঁর উক্ত গ্রন্থে আরও লিখেছেন ঃ

Mass media constitute the means. ...
The activities of mass media follow closely the developments in various fields, informing people, reacting to policies and creating the social climate in which development and nation-building programmes can take place. ... Mass media are every day dealing with problems that affect the destiny of the nation and, in the wider context, of humanity as a whole. ...
The industrial revolution has brought about many changes in the life of man in various fields : ..But, perhaps, of even greater significance in the life of man has been the growth of mass media by the application of which millions of people have come to know new ideas, philosophies, approaches and attitudes to life. ...Mass media are disseminating facts, transmitting knowledge of many things and providing the speediest and the most effective means whereby the national leaders can approach the people in times of crisis and strains. Mass media do not give the news only but they provide information on different aspects of life and its problems. They also provide cultural fare and entertainment.

গণমাধ্যম ও সংবাদপত্র

সংবাদপত্র গণমাধ্যমগুলির মধ্যে শুধু প্রাচীনতমই নয়, এখনও পর্যন্ত বলিষ্ঠতম মাধ্যম রূপেই স্বীকৃত। সমাজে রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র প্রভৃতির বিস্তার ও প্রভাব যতই বাড়ুক না কেন, সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও প্রভাব তাতে কিছু মাত্রই ক্ষুন্ন হয়নি। বরং

চাহিদা, অতীতের তুলনায়, ক্রমবর্ধমান। কারিগরি উন্নতি সংবাদপত্রকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সংবাদপত্রের কাজের ক্ষেত্রও হয়েছে বহু বিস্তৃত। সংবাদপত্রের সবথেকে বড় সুবিধা হল এর স্থায়িত্ব এবং দলিল ও ইতিহাস-সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সুবিধা। অসুবিধা ঃ নিরক্ষর মানুষের কাছে আবেদনহীন।

বিষয়সূচির বৈচিত্র্যেও আজকের সংবাদপত্র যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বিভিন্ন সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করে যে বিষয়সূচি পাওয়া যায়, তা এই রকম ঃ

সংবাদ— রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শাসন ব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি, সরকারি কার্যকলাপ, সংস্কৃতি, জনজীবন, সমাজজীবন, দেশের সাম্প্রতিকতম অবস্থা ও পরিস্থিতি, বিদেশনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশ-বিদেশের ঘটনাপ্রবাহ, সভা-সমিতি-অনুষ্ঠান, পরিকল্পনা, আবিষ্কার, গবেষণা, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, শিক্ষা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়, ব্যাবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়; জনমত (চিঠিপত্র); বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টগণের অভিমত; আলোকচিত্র; সম্পাদকীয় মন্তব্য; সংবাদ ও ঘটনাবলির ভিত্তিতে বিভিন্ন তথ্য সংবলিত পর্যালোচনামূলক ভাষ্য; প্রকাশিত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার ওপর আলোচনা; ভ্রমণ কাহিনি, পর্যটন, রোজনামচা, ব্যক্তিগত কলাম, গল্প কবিতা উপন্যাস প্রভৃতি সৃজনমূলক সাহিত্য; প্রাত্যহিক ঘটনাবলি ও চলমান জীবনযাত্রার ওপর সরস ও ব্যঙ্গধর্মী, কখনও বা বিশ্লেষণধর্মী, নিবন্ধ; জীবনের ও সমাজের বিভিন্ন দিক ও অবস্থার ওপর আলোকপাত করে বিশেষ নিবন্ধ; চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পকলা বিষয়ের আলোচনা; খেলাধূলা; বাজার পর্যালোচনা ও বিকিকিনির খবর; ফ্যাশন, কৃষি, বিজ্ঞান, মহিলাসমাজ, যুব সমাজ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা; কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র; জ্যোতিষ ও ভাগ্যফল; বিশেষ বিশেষ সাম্প্রতিক ঘটনার অন্তর্তদন্তমূলক রচনা; ঐতিহাসিক সূত্র, নেপথ্যরহস্য উদ্ঘাটন, অতীত-নজির উল্লেখ পূর্বক বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিশ্লেষণ; ক্ষেত্রবিশেষে ঘটনাভিত্তিক গবেষণাধর্মী নিবন্ধ; ঐতিহাসিক ঘটনা, মনীষীদের জীবনকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা; নানাবিধ শিক্ষামূলক তথ্যসমৃদ্ধ 'ইন্‌ফরমেটিভ' রচনা; বিজ্ঞাপন; বিশেষ ক্রোড়পত্র; প্রভৃতি।

আরও বিভিন্ন প্রসঙ্গ আসতে পারে, আসেও, ঘটনা পরিস্থিতি ও অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে—যা অনিয়মিত এবং উপলক্ষ্যকেন্দ্রিক। এ-ছাড়া প্রায় সকল দৈনিকেই বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সাপ্তাহিক বিশেষ পৃষ্ঠা রাখা হয়। তার মধ্যে সিনেমা-থিয়েটার ও খেলাধূলা খুবই 'কমন'। থাকে ছোটদের জন্য বিশেষ পৃষ্ঠা। মহিলাদের জন্যও। কৃষি বা চাষবাস, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যাবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি, জীবিকানুসন্ধান, ফ্যাশন ও সাজসজ্জা এই সব বিষয় নিয়েও সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পৃষ্ঠা প্রকাশিত হয়। অনেকে গ্রাম ও গ্রামজীবন এবং উন্নয়ন প্রসঙ্গ নিয়েও পৃষ্ঠা করেন। চাকরির

বিজ্ঞাপন ও টেন্ডার-বিজ্ঞপ্তি নিয়েও বিশেষ পৃষ্ঠা হতে দেখা যায়। তবে সব কিছুই নির্ভর করে পত্রিকাটির পরিকল্পনা, চরিত্র ও পাঠকদের চাহিদার ওপর। কোনো কোনো পত্রিকা আবার বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে 'বৈশিষ্ট্য' বা 'স্বাতন্ত্র্য' গড়ে তোলে।

সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, স্থানীয় ও ক্ষুদ্র সংবাদপত্র

সংবাদপত্রের ইতিহাস আলোচনায় সাময়িক পত্র ও স্থানীয় বা ক্ষুদ্র সংবাদপত্রকে বাদ দেওয়া যায় না, উচিতও নয়।

সংবাদপত্র বলতে আমরা সাধারণভাবে দৈনিক সংবাদপত্রকেই বুঝি। কিন্তু দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস থেকে জানা যায়, সকল ক্ষেত্রেই সংবাদপত্র দৈনিক প্রকাশিত হত না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে—সাতদিনে, পনেরো দিনে বা মাসে একবার করে প্রকাশিত হত। আমাদের দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসও সেই একই কথা বলে। ভারতের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে। কিন্তু প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ-এর ২৯ জানুয়ারি। অর্থাৎ, ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসের আদি পর্বের প্রায় প্রথম সাড়ে উনচল্লিশ বছর সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক সংবাদপত্রেরই ইতিহাস। সেই সকল পত্রিকার সবগুলিই যে প্রচুর সংখ্যায় ও সুবিস্তৃত এলাকায় প্রচারিত ছিল, বা হত, তা-ও নয়। প্রকাশিত ও প্রচারিত পত্রগুলির মধ্যে বেশিরভাগই ছিল স্থানীয়-সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র চরিত্রের। সেই সময় এই রকম হওয়ার সঙ্গত কারণও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তাতে সংবাদপত্রের ইতিহাসের ক্ষতি কিছুই হয়নি। সে তার আপন গতিতেই এগিয়ে গেছে। সংবাদপত্রগুলিও তাদের ভূমিকা যথাযথভাবেই পালন করেছে। বস্তুতপক্ষে, সেই সময়ে সংবাদপত্র প্রকাশ-ব্যবস্থা ওই রকম হওয়াই ছিল অনিবার্য। কিন্তু পরবর্তীকালে, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রভৃতি পত্রিকা এবং স্থানীয় সংবাদপত্র (local ও small newspaper) আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করে। অর্থাৎ সকল শ্রেণির বা বর্গের পত্র-পত্রিকা তথা সংবাদপত্রকে নিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকতার ইতিহাস। পৃথিবীর সব দেশেই একই রকম ঘটেছে। যে কোন দেশ ও জাতির জীবনে, সমাজে এই তিন শ্রেণির সংবাদপত্রের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অসীম। এই তিন শ্রেণির পত্রিকার অস্তিত্ব ব্যতীত সাংবাদিকতার জগৎটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ইতিহাসও পূর্ণতা পায় না।

এই শ্রেণিবিন্যাস ও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের লক্ষ করা প্রয়োজন।

সংবাদপত্র সাধারণত সংবাদের ভিতর দিয়েই দেশকে এবং জাতিকে দেখে ও প্রকাশ করে। মুখ্যত সংবাদপত্র বস্তুমূলক। কিন্তু সাময়িক পত্র প্রধানত আদর্শমূলক, সাহিত্যিক দৃষ্টি সম্পন্ন। বস্তুকে ও বাস্তবকে জাতীয় আদর্শের আলো ফেলে বিচার করাই সাময়িক পত্রের প্রধান কাজ। (মাখনলাল সেন। স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬। পৃঃ ১৫-১৬)।

স্থানীয় সংবাদপত্র হল, ক্ষুদ্রকায় সংবাদপত্র যা ছোট ছোট এলাকার, গ্রামগঞ্জের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিকে ব্যক্ত করে। এদেশের সংবাদপত্র জগতের একটি বড় দুর্বলতা এই শ্রেণির সংবাদপত্রের অভাব। বিদেশের মতো আমাদের দেশে এই রকম সংবাদপত্রের ব্যাপকতা ঘটেনি। এই ধরনের সংবাদপত্রগুলি সাধারণত দৈনিক প্রকাশিত হয় না। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক এবং কখনও-কখনও দ্বি-সাপ্তাহিকও হয়ে থাকে। সান্ধ্য দৈনিক বা বৈকালিক দৈনিক হিসাবে যে-সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়, বিশেষ করে আমাদের দেশে, তার সংখ্যা খুবই নগণ্য; এবং সেগুলিকে এখনও পর্যন্ত ক্ষুদ্র পত্রিকার পর্যায়েই রাখা যেতে পারে। তবে, বড় দৈনিক প্রভাতী সংবাদপত্র যখন সান্ধ্য বা বৈকালিক দৈনিক প্রকাশ করে, তখন তারা যে-সকল সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগায়, তা অবশ্যই বৃহৎ সংবাদপত্রেরই অনুরূপ। তাদের প্রচারসংখ্যা যা-ই হোক না কেন, মুদ্রণ-সংখ্যা যথেষ্ট বেশিই হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র সংবাদপত্র সম্পর্কে শ্রী মাখনলাল সেন তাঁর উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

বর্ত্তমানে স্বাধীন ভাবতে বৃহৎকায় নাগরিক সংবাদপত্রের চেয়ে ক্ষুদ্রকায় পল্লী-কেন্দ্রিক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই সব সংবাদপত্রের রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং সামাজিক নীতি পল্লী-জীবনের ভিত্তি অবলম্বন ক'রে স্থির করতে হবে। তাদের ভাষাকে করতে হবে সহজ, সরল, তাদের মূল্য করতে হবে অত্যন্ত সুলভ। সেই প্রকারে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রই হবে প্রকৃত জাতীয় সংবাদপত্র, তাহাই জাতির বর্ত্তমানের প্রয়োজন বহুলাংশে পূর্ণ করবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে ক্ষুদ্র সংবাদপত্র শ্রেণির যে সকল পত্র প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে কতগুলি সঠিকভাবে ও কী পরিমাণে সংবাদপত্র-পদবাচ্য তা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। এবং এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে একদা এই শ্রেণির পত্রিকার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ও উৎসাহব্যঞ্জক!

২

পটভূমি

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। বাণিজ্য করতে এসে এই দেশটাকে তারা পেয়েছিল 'পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা' হিসেবে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তারা দেওয়ানি লাভ করে। কিন্তু নামে দেওয়ান হলেও, কার্যক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠতে থাকে সর্বেসর্বা। এইভাবে বাণিজ্যিক ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে চলে জমিদারি লাভ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াস। তারই পরিণতি হিসেবে তাদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে নানাবিধ সামাজিক উপকরণ। তারই পথ বেয়ে তারা একদিন উপলব্ধি করে—খবরের কাগজ চাই।

ইউরোপে সেই সময়ে, সংবাদপত্র সুপরিচিত বহুলপ্রচারিত যোগাযোগ মাধ্যম। সংবাদপত্রের উপযোগিতার সঙ্গেও তাদের পরিচয় ঘটেছে এদেশে আসার আগেই। এদেশে এসে তারা জাঁকিয়ে বসেছে, তাই সংবাদপত্র না থাকার অভাবটাও তারা উপলব্ধি করে। সংবাদপত্র না থাকলে খবরাখবর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ব্যাবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত খবরাখবর তাদের বেশি করে দরকার। কেন না, ব্যাবসা-বাণিজ্য তখন আর কেবলমাত্র কোম্পানির একচেটিয়া মালিকানায় বা তত্ত্বাবধানে সীমিত নয়। কোম্পানির কর্মচারীরাও ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ব্যাবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিলেন। কোম্পানি বাণিজ্য করতে এসেছে— মুনাফা লুটছে একচেটিয়াভাবে। আর তারা এসেছে কোম্পানির চাকরি করতে। কিন্তু সাতসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে এসে তারা কি খালি কোম্পানির মুনাফা লোটায় সাহায্য করবে, আর কোনোরকমে নিজেদের চাকরি বজায় রাখবে? তা-ও কি কখন হয়? তাহলে আর দেশ, আত্মীয়-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্রদের ছেড়ে এই ভারতে আসার ও কষ্ট করে থাকার সার্থকতা কোথায়? কোম্পানির ব্যবসায়ে লাভের অঙ্ক যত মোটা হচ্ছে, ব্যক্তিগতভাবে কর্মচারীদের লোভ ও আকাঙ্ক্ষার চোখও জ্বল জ্বল করে উঠছে। বিত্ত সঞ্চয়ের আশার আলোও দেখতে পাচ্ছে তারা। অতএব তারা যে যেভাবে পারল ব্যক্তিগত বাণিজ্যেও অংশ নিতে শুরু করল। বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে আরও অনেক কিছুই জড়িয়ে পড়তে লাগল ক্রমান্বয়ে। সেইসঙ্গে সংবাদপত্রের প্রয়োজনও উপলব্ধ হতে থাকল ধাপে ধাপে।

১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে উইলিয়ম বোল্টস প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির মধ্যে এই উপলব্ধির ইঙ্গিত স্পষ্ট। যেমন স্পষ্ট মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রকাশের অভীপ্সা। কিন্তু বোল্টসের সেই ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত বাস্তবরূপ পায়নি। তার প্রতি বিরূপ কোম্পানি-কর্তৃপক্ষ তাকে জাহাজে চড়িয়ে ভারত থেকে তাড়িয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল।

এই ঘটনা থেকে আরও কয়েকটি বিষয়ও লক্ষণীয় ঃ কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের মধ্যে বিরোধ এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ উভয়ের ভবিষ্যৎ কার্যাবলিকে প্রভাবিত করতে চলেছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষমহল মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রকাশের বিরোধী। তার কারণ, সংবাদপত্র থাকলে, সহজেই সকল সংবাদ, তথ্য, দুর্বলতা ফাঁস হয়ে যাবে, এবং সাধারণের গোচরে আসবে; সেই সব খবর ইংল্যান্ডেও পৌঁছবে। ইংল্যান্ডে পৌঁছলে কোম্পানির চাঁইদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। আবার এদেশের ইংরেজ সমাজ জেনে গেলেও নানারকম বিপত্তি দেখা দেবে। শুধু তাই নয়, ভারতীয়রাও কোম্পানির সেই দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে। বিশেষ করে সেই সময় কোম্পানির বহু কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দেশীয় রাজন্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে নানা রকম অবৈধ ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত আছে বলে অনেক অভিযোগ জমা হয়েছিল কোম্পানির ফাইলে। অভিযোগ যেমন ইংরেজ মহল থেকে ছিল, তেমনি ছিল ভারতীয়দের দিক থেকেও। স্বজন-পোষণ, নানা রকম দুর্নীতিমূলক কাজ প্রভৃতিতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষদের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ উৎসাহ ছিল—তা অস্বীকার করা যায় না। এমনকী তারা নিজেরাও ওইসব কাজে লিপ্ত থাকতেন। ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষমহল, ভারতস্থ কোম্পানির কর্তৃপক্ষদের এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দেবে না। অতএব শত্রুকে, তা সে স্বজাতিই হোক আর 'নেটিভ'ই হোক, কোনো সুযোগ নিতে দেওয়া হবে না। বোধহয় এটাই ছিল তাদের অভিপ্রায়। এর থেকে এটাও বোঝা যায় যে, সংবাদপত্রের উপযোগিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন কর্তৃপক্ষমহল, নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভারতে সংবাদপত্রের জন্ম দিতে অনিচ্ছুকই শুধু ছিলেন না, ইংরেজদের মধ্যে এই প্রয়াস দেখতে পেয়ে ভীতও হয়ে উঠেছিলেন। ইউরোপের মাটিতে সংবাদপত্রের শক্তি ও ক্ষমতা তারা দেখেছেন। সেই জিনিসকে এদেশে নিয়ে আসা শেষ পর্যন্ত 'খাল কেটে কুমির আনা' হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু, সংবাদপত্র প্রকাশের এই প্রয়াসকে বেশিদিন দাবিয়ে রাখা গেল না। বারো বছর পরই, ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে জেমস্ অগস্টাস হিকি প্রকাশ করলেন 'বেঙ্গল গেজেট' (Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser)—প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

এদেশস্থ ইংরাজদের (কোম্পানির কর্মচারীদের) গতিবিধি, কর্যকলাপ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কোম্পানির হাতেই ছিল। তাই ব্যক্তিগতভাবে কোনো কিছু করতে গেলে কোম্পানির কাছ থেকে অনুমতি নিতে হত। যে কর্তৃপক্ষ বোল্টসকে ছাপাখানা বসাবার বা খবরের কাগজ প্রকাশের অনুমতি দেয়নি, তার ওপর এ-হেন ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য ভারত থেকে বিতাড়িত করেছিল, সেই কর্তৃপক্ষই হিকিকে সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দিলেন—এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও উল্লেখ্য ঘটনা।

বোল্টস যে বছর এদেশ থেকে বহিষ্কৃত হন, তার ছ'বছর পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে এদেশে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস। অনেকগুলি ভারতীয় ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। 'তাঁহারই ইচ্ছায় ভারতের কৌলিক ও সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতি' চর্চা শুরু হয়। এর কিছুদিন পরই স্যার ফিলিপ্ ফ্রান্সিস এদেশে আসেন গভর্নর জেনারেল পরিষদের অন্যতম সদস্য হয়ে। ইংল্যান্ডের সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। এদেশে আসার আগেই, সংবাদপত্রে ছদ্মনামে 'লেটার্স অব্ জুনিয়াস' লিখে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এদেশে আসার নেপথ্যে তার এই খ্যাতিই সম্ভবত অভিশাপ হিসাবে কাজ করেছিল। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে এই ঘটনা 'শাপে বর' হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিশেষ করে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে। এদেশে আসার অল্প দিনের মধ্যেই হেষ্টিংস ও তাঁর পরিষদের সঙ্গে ফ্রান্সিসের বিরোধ দেখা দেয়। তাঁরই পরোক্ষ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিকি সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন। এবং সম্ভবত ফ্রান্সিসের সহযোগিতায়ই তিনি কোম্পানির কাছ থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয় অনুমতি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। ফ্রান্সিসের সহযোগিতা ভিন্ন হিকির পক্ষে সেই সময় সংবাদপত্র প্রকাশ করা সম্ভব হত কি না তা বলা মুশকিল।

পর্ব বিভাগ

সময়ের হিসাবে ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসকে তিনটি বড় অংশে বা পর্বে ভাগ করা যায়।

প্রথম ঃ ১৭৮০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ। দ্বিতীয় ঃ ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়কাল। তৃতীয় ঃ ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়। বর্তমান গ্রন্থে প্রথম দুটি পর্বের, অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত সময়কালের, ইতিহাস বা কাহিনি বিধৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচ্য পর্ব দুটি আবার বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত।

প্রথম পর্ব : ১৭৮০-১৯০০

১৭৮০-১৮১৮

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৮০ থেকে ১৮১৮—এই উনচল্লিশ বৎসর ভারতের সংবাদপত্র জগতে ইংরেজদেরই একচেটিয়া প্রভুত্ব। শুধু তাই নয়, ওই সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত ও প্রচলিত সংবাদপত্রে ভারতীয় বিষয় সম্পূর্ণ রূপেই অবহেলিত, উপেক্ষিত। তাদের যা কিছু কাজ-কারবার তার সবই ভারতস্থ ইংরেজ-সমাজকে নিয়ে। তাদের স্বার্থ, তাদের দ্বন্দ্ব, তাদের গৌরব, কলঙ্ক ইত্যাদি নিয়েই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পূর্ণ। দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্রের মান বা standard, রুচিবোধ, সুনির্দিষ্ট ভূমিকা—এসবেরও তেমন কিছু বালাই ছিল না। প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যাও খুব একটা উল্লেখ্য নয়। এবং প্রথম থেকেই, বেশিরভাগই, পারস্পরিক কলহ, কেচ্ছা, নোংরামো প্রভৃতির মধ্যে আবদ্ধ। এককথায় বলা যায়, এই সময়ের সংবাদপত্রগুলি একচেটিয়াভাবে তৎকালীন ভারতস্থ ইউরোপীয় সমাজেরই দর্পণ।

'Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser' প্রকাশিত হওয়ার (১৭৮০) অল্পদিনের মধ্যেই হিকির সঙ্গে হেস্টিংস ও তার কোম্পানির বিরোধ দেখা দেয়। যতদিন ফ্রান্‌সিস এদেশে ছিলেন ততদিন হেস্টিংস হিকির বিরুদ্ধে তেমন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হননি। কিন্তু তিনি এদেশ ত্যাগ করার পরই হিকি ও তার সংবাদপত্রের জীবনে ঘনিয়ে আসে চরম বিপর্যয়। হিকির গেজেট প্রকাশিত হওয়ার দশ মাসের মধ্যেই (নভেম্বরে) প্রকাশিত হয় 'ইন্ডিয়া গেজেট'—'বেঙ্গল গেজেট'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এবং হেস্টিংসের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়।

কলকাতা থেকে এরপর আরও কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয় যথাক্রমে ১৭৮৫ এবং ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৮৯ থেকে ১৮১৭ পর্যন্ত যতগুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়—সবগুলিই ছিল ইংরেজ-মালিকানার, তার মধ্যে দৈনিক পত্রিকা একটিও ছিল না। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্সর প্রথা চালু হয়, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে ওঠেন। কোনো সম্পাদক বা সংবাদপত্রের মালিককে নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হলে, তাকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতেও কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত হতেন না। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মার্‌কুইস অব ওয়েলেস্‌লি ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য তিনি পাঁচদফা 'রেগুলেশন্‌স' জারি করেন। সরকারিভাবে, আইনের মাধ্যমে সংবাদপত্র দমনের সূত্রপাত ঘটে এখান থেকে। এই দমন নীতির মূল কাঠামো দীর্ঘদিন যাবৎ সংবাদপত্র দমন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহাল থাকে। ১৮১৩

খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নতুন সনদ মঞ্জুর করা হয়। তাতে ইংল্যান্ডস্থ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোম্পানির হাত থেকে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নেন। ফলে কোম্পানি ছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্য সংস্থা ভারতীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। তারাই নিজ নিজ স্বার্থের তাগিদে সংবাদপত্রের বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হেস্টিংসের (আর্ল অব্ ময়রা) সময়ে সেন্সর প্রথার অসারত্ব প্রমাণিত হয়।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা পত্রিকা 'দিগ্দর্শন'। তারপর বেরোয় 'সমাচার দর্পণ' উনিশ শতকের আরম্ভ থেকে এদেশে যে-পরিবর্তনের ঢেউ উদ্বেল হয়ে উঠতে চাইছিল তারই পথ ধরে মুদ্রিত সংবাদপত্র এ-দেশবাসীর মনে এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। ভারতের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনেও একটা পরিবর্তনের সুর গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকে—এই সময়ের মধ্যেই। উনিশ শতকের শুরু থেকে ইংরেজি শিক্ষাও প্রবর্তিত হতে থাকে ভারতীয়দের মধ্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, ইউরোপীয়দের সংস্পর্শ, ইংরাজদের প্রকাশিত সংবাদপত্র ও তার ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি ভারতীয়দের মনে নতুন চিন্তার সূত্রপাত ঘটায়।

> ১৮০১ খ্রষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ভাব ও চিন্তাধারার ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙ্গালার নবজাগরণের প্রাণস্পন্দন এই সময় বিশেষ করিয়া অনুভূত হইয়াছিল। মিশনরীদের দ্বারা যখন হিন্দুধর্মের উপর আঘাত পড়িল এবং হিন্দুগণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত হিন্দুই মিশনরীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই আঘাতকে প্রতিঘাত করিবার মধ্যেই বাঙ্গালী তাহার আত্মশক্তির পরিচয় পাইয়াছে! সমস্ত হিন্দু একযোগে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইয়াছেন। (শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ। কলিকাতা, ১৯৫৯)।

১৮১৮—১৮৩৫

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে থেকে ৯ জুলাই-এর মধ্যে কোনো এক তারিখে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'বাঙ্গাল গেজেট'— প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র। প্রকাশ করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এই সময় থেকে ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে আর এক অধ্যায়ের শুরু। তাই ১৮১৮ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দকে প্রথম পর্বের দ্বিতীয় অংশরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সময় থেকে সংবাদপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ভারতীয়গণ যেমন নিবিড়ভাবে সক্রিয় অংশ নিতে থাকেন, তেমনি বিভিন্ন ভারতীয় বিষয়সমূহও সংবাদপত্রে নিজস্ব স্থান পাকা করে নিতে থাকে। সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের বীজ রোপিত হয়। সংস্কারের আন্দোলনও আরম্ভ হয়ে যায়। সেই

আন্দোলনে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে থাকে। ফলে তর্ক-বিতর্কের উত্তপ্ত ঝড়ও বইতে শুরু করে। এই সময়ে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবে সমাজের আর্থিক কাঠামোয়ও পরিবর্তন দেখা দেয়। কিন্তু সেদিকে ভারতীয়গণের দৃষ্টি তেমনভাবে পড়েনি। এমনকী সমকালীন সংবাদপত্রের মধ্যেও তার কোনো ছাপ দেখা যায় না।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম প্রকাশ করেন 'ক্যালকাটা জার্নাল'। 'ক্যালকাটা জার্নাল' সংবাদপত্রের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কাঠামোয় বদল ঘটায়। সাংবাদিকতার একটা আদর্শও ফুটে ওঠে পত্রিকাটির মধ্যে। রামমোহন রায় এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। সংবাদপত্র জগতে রামমোহনের আগমন নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করে। এক এক করে অনেকগুলি ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়— বিভিন্ন দেশীয় ভাষায়। ভারতীয়গণ ইংরাজি ভাষায়ও সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এর মধ্যে দিয়েই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে গণতান্ত্রিক সচেতনতার সূত্রপাতও ঘটে। এমনিভাবে সমকালীন সংবাদপত্রসমূহে একদিকে ধর্ম-সমাজসংস্কারের লড়াই যেমন জমে ওঠে, তেমনি স্থানীয় ঘটনাবলি, অভাব-অভিযোগ, প্রশাসন ও ব্রিটিশনীতির সমালোচনা ইত্যাদিও প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে, ক্রমান্বয়ে বিদেশি শাসক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকে এইসব পত্র-পত্রিকার ওপর। পরিণতিতে, ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে জারি হয় 'অ্যাডাম্'স রেগুলেশন্স'। ভারতের সংবাদপত্র শাসনকল্পে প্রথম 'গ্যাগিং অ্যাক্ট'।

এই আইনকে কেন্দ্র করে ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। এই আইনের বিরুদ্ধে কলকাতার তথা বাংলার ছ'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি— চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর—তীব্র প্রতিবাদ জানান। এই প্রতিবাদ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে *'রাজশক্তির অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আইনসম্মত প্রণালীতে প্রথম সংগ্রাম। এই ঘটনা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ নির্দেশ করিয়া দিল'।* লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩০-৩১) উপলক্ষ্যে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন ঃ

> ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে কোন ইংরেজ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে লণ্ডন সহরে ভারতবাসী ও ইংরেজ একত্রে মিলিত হইয়া ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি স্থির করিবেন। আর ইহা কখনও সম্ভবপর হইত না যদি রাজা রামমোহন রায় অগ্রণী হইয়া তিনজন ঠাকুর, একজন ঘোষ ও একজন ব্যানার্জীর সহযোগে ইহার গোড়াপত্তন না করিতেন। তাঁহারা যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, গোলটেবিল বৈঠক তাহারই পরিণতিমাত্র।

বাংলা দেশের তুলনায় অন্যান্য প্রদেশে এই সময়েও সংবাদপত্র প্রকাশের তেমন উদ্দামতা দেখা যায়নি। তবে অল্প কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়ে বাণিজ্যিক কারণে সংবাদপত্র প্রকাশে পারসিদের উদ্যোগী হতে দেখা যায়। ইংরেজ মহলে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিলে দ্বারকানাথ ঠাকুর অগ্রণী হয়ে কয়েকটি সংবাদপত্রকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। ভারতীয়গণ সংবাদপত্রের গুরুত্বকে কীভাবে নিচ্ছেন—এটা তারই একটা ইঙ্গিত। এই সময়ে কোম্পানির কর্মচারীদের সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা নিষেধ ঘোষিত হওয়ায়, তারা সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযোগ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তার পরিবর্তে বহু নতুন ও বেসরকারি ব্যক্তি সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন এবং সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। এ-থেকে দুটি বিষয় লক্ষ করা যায় ঃ এক, ইংরেজ মহলে (কোম্পানির কর্মচারী মহলে) কোম্পানির বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে এবং তাতে নতুন সম্ভাবনার বীজ রোপিত হয়। দ্বিতীয়ত, বহু নতুন ব্যক্তি সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগে উৎসাহিত হন।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আগমনের পর থেকে ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশের বন্যা দেখা দেয়। ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার জন্ম এই সময়েই।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে, কোম্পানিকে নতুন সনদ মঞ্জুর করার ব্যাপার নিয়ে,দেশে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দেয়। দেশীয় কাগজগুলি, তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে, কোম্পানিকে সনদ মঞ্জুর করার পক্ষে সোচ্চার হয়। ১৮২৯-এব ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার টাউন হলে এ-সম্পর্কে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে, নীলকর অত্যাচার ইত্যাদির মধ্যে, দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কোম্পানির পক্ষ সমর্থন করার কুফল টের পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু, তবুও ওই ঘটনা রাজনৈতিক সচেতনতার ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে। এবং এই ব্যাপারে সংবাদপত্রের উপযোগিতাও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তী ঘটনা, আইনসঙ্গতভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান।

১৮৩৫-৫৭

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল মেটকাফে প্রচণ্ড বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই ভারতের সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দান করেন। এর জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকারও করতে হয়।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় পর্যন্ত মেটকাফে প্রদত্ত স্বাধীনতা মোটামুটিভাবে বহাল ছিল। মহাবিদ্রোহের সময় আপতকালীন ব্যবস্থা হিসেবে এক বছরের জন্য

সাময়িকভাবে লর্ড ক্যানিং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। মেটকাফে কর্তৃক স্বাধীনতা দান থেকে ক্যানিং কর্তৃক স্বাধীনতা খর্ব করা পর্যন্ত সময়কে তৃতীয় অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দামতা দেখা যায়। সরকারি আনুকূল্যও লাভ করে কয়েকটি এলাকার দেশীয় পত্রিকা। অপরদিকে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে সংবাদপত্রসমূহ যোগ্য ও সঙ্গত ভূমিকা পালন করে। জনসাধারণের মধ্যে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও উপযোগিতা ব্যাপকভাবে উপলব্ধ হয়। কিন্তু সেই পরিমাণে সরকারের দিক থেকে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায় না। এই সময়ের সংবাদপত্রসমূহকে তারা তেমন আমল দেননি। একই সময়ে ইরাজ-মালিকানার সংবাদপত্রগুলি ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোম্পানিকে বিশেষভাবে প্ররোচিত করে। এই সময়ে প্রকাশিত হয় ভারতের প্রথম জাতীয় পত্রিকা 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকেও পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। সরকারি সাহায্যপুষ্ট দেশীয় পত্রিকার মধ্যে সাংবাদিকতার কোনো লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি।

এই সময়ে বাষ্পচালিত যন্ত্রের প্রচলন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষার অগ্রগতি সংবাদপত্র জগতে অলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশের প্রায় সর্বত্রই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। লিথোগ্রাফির আবিষ্কার এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। উর্দু, ফারসি, হিন্দি, গুরমুখী, মারাঠি, গুজরাতি প্রভৃতি ভাষায়ও অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভারতের মহিলাদের জন্য প্রথম পত্রিকা 'স্ত্রীবোধ' প্রকাশিত হয় বোম্বাই থেকে। এই সময়ে ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশেও ভারতীয়দের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। কলকাতা থেকে এই সময়ে প্রকাশিত হয় 'সম্বাদ ভাস্কর'। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তির দুর্নীতি প্রকাশ করার জন্য 'সম্বাদ ভাস্করে'র শ্রীনাথ রায়কে মৃত্যু বরণ করতে হয়। এই সময় গুজরাত, বোম্বাই, দিল্লি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সংবাদপত্র প্রকাশে উল্লেখ্য ভূমিকা নেয়। বোম্বাইতে সংবাদ-সংগ্রাহকদের সুবিধার জন্য সরকারি ব্যবস্থাধীনে 'এডিটর্‌স রুম'-এর প্রবর্তন হয়। এই সময়ে হাতে লেখা পত্রিকার বাহুল্যও লক্ষ করার মতো।

১৮৫৭-১৯০০

প্রথম পর্বের চতুর্থ অংশের সময়কাল ১৮৫৭ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ।

কঠোর হাতে মহাবিদ্রোহ দমন করল ইংরেজ সরকার। কিন্তু একবারও ভেবে দেখল না, কেন এই বিদ্রোহ! এ কোন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে! দেশীয়

কাগজগুলি বরাবরই পরোক্ষভাবে এই বিষয়ে সরকারকে সচেতন ও সতর্ক করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনো ফল হল না, প্রতিক্রিয়া হল উলটো। বিদ্রোহের জন্য দায়ী করা হল দেশীয় কাগজগুলিকে। ঠিক এই সময়েই বিদেশি-মালিকানার কাগজে দেখা গেল ভারত-বিরোধী জেহাদ। 'রক্তের বদলে রক্ত'র দাবি করল তারা প্রকাশ্যে। কিন্তু সরকার তাদের কোনো দোষ দেখতে পেল না। ক্যানিং প্রবর্তিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ও দমন আইনের ফলে বহু কাগজ ক্ষতিগ্রস্ত হল। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল উর্দু সংবাদপত্র। অনেক কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। এই আইন অনুসারে ১৮৫৭-র ১৩ই জুন প্রথম মামলার শুনানি আরম্ভ হল। বিচারের নামে চলল প্রহসন। এক বছর পরে, ১৮৫৮-র ১৩ই জুন দমন আইন প্রত্যাহৃত হল।

এরপর, সংবাদপত্র জগতে আবার নতুন প্রাণচাঞ্চল্য, নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকারের প্রশ্ন দেশবাসীর মনে বড় হয়ে উঠতে থাকে। বোম্বাইতে সমাজ সংস্কার বিষয় জোরদার হয়ে ওঠে। কারসোনদাস মূলজি, বাহারাম মালাবারি, কাশীনাথ ত্রিম্বক, বালগঙ্গাধর তিলক, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রমুখরা সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ করেন। বাংলাতেও দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র খুবই শক্তিশালী ও প্রাচুর্যময় হয়ে উঠতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতগণ সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে সমাজসংস্কার ও রাজনীতির প্রশ্ন নিয়ে সরব আলোচনা চলতে থাকে সংবাদপত্রের পাতায়। বাংলার রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন ঘটে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'ইন্ডিয়ান মিরর', 'বেঙ্গলি' এবং গ্রামাঞ্চল থেকে প্রকাশিত বহু পত্র-পত্রিকা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। রবার্ট নাইট বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইন্ডিয়ান্ স্টেট্স্ম্যান'।

মিরাট, আগ্রা, লখনউ, আলিগড়, লাহোর ও দিল্লি থেকে উর্দু সংবাদপত্র নতুনভাবে যাত্রা শুরু করল। মুসলিম ধর্মীয় বিরোধ নিয়ে তারা তখন সরব। হিন্দি সংবাদপত্র জগতে এলেন ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র। ১৮৬৭-র পর থেকে হিন্দি সংবাদপত্রের জীবনেও ধ্বনিত হল নতুন সুর। ১৮৮০-র পর থেকে পাঞ্জাবি সংবাদপত্র ক্রমান্বয়ে সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৮৪-র পর থেকে দক্ষিণ ভারতে কন্নড়, তামিল, তেলেগু ও মালয়লম্ ভাষার দেশীয় সংবাদপত্রের অগ্রগতি ঘটে। ১৮৭৮-এ মাদ্রাজ থেকে বেরোয় 'হিন্দু'—সদ্য কলেজের গণ্ডি পেরোনো কয়েকজন ছাত্রের প্রচেষ্টায়। ১৮৫৯ থেকে এদেশে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া শুরু হয়। 'রয়টার'ই প্রথম সংবাদ সরবরাহ শুরু করে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে সরাসরি টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সুবিধা দেখা দেয়।

সিপাহি বিদ্রোহের পর ইংল্যান্ডের রানি সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৭০-এ 'ভারতীয় দণ্ডবিধি'তে রাজদ্রোহ বিষয়ক ধারা সংযোজিত হয়। 'এজ অব্ কনসেন্ট বিল' নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকের বিরুদ্ধে, 'এজ অব্ কনসেন্ট বিলে'র বিরোধিতা করার জন্য, রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। রাজদ্রোহ আইনের এটাই প্রথম মামলা। সংবাদপত্রের সুর ও ভাষা বদলাবার প্রয়াসে দেশীয় সংবাদপত্রে এই সময় থেকে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য এতে সফল হয়নি। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়ম হান্টার-এর সহযোগিতায় প্রেস কমিশন গঠিত হয়। প্রেস কমিশন গঠিত হওয়ার পরে, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় সংবাদপত্রকে দমনের জন্য 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' জারি হয়। এই আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আইনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকা' রাতারাতি সম্পূর্ণরূপে ইংরাজি সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এই আইন প্রত্যাহৃত হয়। লর্ড রিপন ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন যুগের বীজ রোপিত হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'ইলবার্ট বিল' প্রশাসন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের সমান অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। ইংরেজ মহল খেপে ওঠেন। বিশেষ করে ইংরেজ আমলা ও বণিকরা। বিরোধের প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়। রিপনকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় তাদের হাতে, এবং এই আন্দোলনে মোটামুটিভাবে তাদেরই জয় হয়। সংশোধন করে 'ইলবার্ট বিল'-এর যা চেহারা দাঁড়ায় তার অর্থ হল : ভারতীয়দের জন্য এক বিরাট শূন্য! প্রদত্ত অধিকার ভোগের শর্তাবলীর দ্বারাই অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের বিচারকে কেন্দ্র করে কলকাতা, বাংলা ও সারা ভারতে অনুষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম রাজনৈতিক বিক্ষোভ। ১৮৯৮-এ রাজদ্রোহ ধারাকে আরও শক্তিশালী করে সংশোধন করা হয়। টেলিগ্রাফ আইন, ডাকঘর আইন ইত্যাদির দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে কেড়ে নেওয়া হতে থাকে। এইভাবে সংবাদপত্র ও জনমতের স্বাধীনতা খর্বের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন দেখা দেয়। অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম ও লর্ড ডাফরিনের চেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

এমনিভাবে এই সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে দেখা দেয় বিরাট পরিবর্তন। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও। সব মিলিয়ে স্বাধিকার রক্ষা ও স্বাধীনতার দাবি দেশবাসী ও দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পর্ব

১৯০০-১৯৪৭

বিশ শতকের শুরু থেকেই ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নতুনতর অধ্যায়ের শুরু।

ভারতবাসীর মনে প্রাণে যে আন্দোলিত-বিক্ষোভ প্রস্তুতি নিচ্ছিল তা পূর্ণতা পেল ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের আগমনে। ভারতের এক নতুন রূপ প্রকাশ পেল তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ও সংবাদপত্রে। এই শতকের শুরু থেকেই ভারতের সংবাদপত্রের যে চেহারা ফুটে উঠতে থাকে, আগে তা তেমন করে আর কখনও দেখা যায়নি। তাই এখান থেকেই ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্বের শুরু। এই সময় থেকে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময় ভারতের স্বদেশি আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল বলে চিহ্নিত এবং এই সময়ে সংবাদপত্রের ইতিহাসও ব্যাপকভাবে এর দ্বারাই প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত।

রাজনৈতিক দিক থেকে এই পর্বকে যেমন কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়, তেমনি সংবাদপত্রের ইতিহাসও কয়েকটি ভাগে বিভাজ্য।

১৯০১-১৯০৮

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব; কংগ্রেসের মধ্যে নীতিগত টানা-পোড়েন—দ্বন্দ্ব—নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই শিবিরে ভাগ; আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাধিকার, সাম্য ও স্বনির্ভর হয়ে ওঠার প্রয়াস; দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে মাতৃমুক্তির সঙ্কল্প গ্রহণ—কেবল রাজনৈতিক নয়, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিও বটে; জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন— এই সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময়কাল মূলত 'ডন্', 'নিউ ইন্ডিয়া', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার যুগ। একদিকে সরকারের দমন-পীড়ন নিষ্পেষণ, অপরদিকে এই সকল পত্রিকার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে প্রত্যয়দৃপ্ত বিদ্রোহ। ১৯০৮ ৮ই জুন 'নিউজ্‌পেপার্স্ (ইন্‌সাইটমেন্ট টু অফেন্সেস) অ্যাক্ট' জারি হয়। ১৯০৭-এর মাঝামাঝি সময় থেকেই সংবাদপত্র-দলন অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই নতুন আইন তাকে আরও বলশালী করে তোলে।

১৯০৮-১৯২০

দ্বিতীয় ভাগ। ১৯০৫-১৯০৭-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশি আন্দোলনে, এবং স্বদেশি আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনের চেহারা নেয়। এরই প্রতিফলন দেখা যায় ১৯০৮-১৯২০-র অধ্যায়ে। এই পর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

গান্ধিজির আগমন ঘটে। তিনি আসায় রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের কিছুটা রূপান্তর ঘটে। কিংবা বলা যায়, রাজনৈতিক আন্দোলন ও ক্রিয়াকলাপে নতুনত্ব দেখা যায়। এই সময়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক নতুন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির দ্বার উন্মোচন করে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পরপর অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার প্রবর্তিত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগে চলে নির্মম হত্যাকাণ্ড। রাজকীয় ঘোষণা ও রাউলাট আইন পাশ। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন এবং কংগ্রেসে গান্ধিজির নেতৃত্ব। এই সকল ঘটনাবলির দ্বারা ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন এক বিশেষ রূপ নিতে থাকে।

১৯২০-১৯৩৯

কংগ্রেসে গান্ধিজির নেতৃত্ব (১৯২০) থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯) পর্যন্ত আর একটি অংশ। এই সময়ে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে গান্ধিজির নেতৃত্ব একদিকে যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রূপান্তর আনে, তেমনি সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও নতুন নীতি ও আদর্শের প্রবর্তন করে; সমকালীন সংবাদপত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

১৯৩৯-১৯৪৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পুনরায় রূপান্তর ঘটতে থাকে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও একটা বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে ভারতীয় সংবাদপত্র নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। এই সময়টা রাজনৈতিক দিক দিয়ে খুবই ঘটনাবহুল, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত—যেমন ভারতের ক্ষেত্রে, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। এই সকল ঘটনাবলি থেকে ভারতের সংবাদপত্র নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। বহির্ভারতের সঙ্গে ক্রমে তাদের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে। অপরদিকে, এই সময়ে ভারতের সংবাদপত্রের জীবনেও অনেকগুলি উল্লেখ্য ঘটনা ঘটে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসের তৃতীয় পর্বের শুরু।

অবদান

ভারতের সংবাদপত্রের প্রথম একশো সাতষট্টি বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মোটামুটিভাবে তার এই অবদানগুলি চোখে পড়ে ঃ

সমাজসংস্কার, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারের পরিবর্তন, যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা, এবং সব মিলিয়ে ভারতের উনিশ শতকীয় নবজাগরণ বা নবচেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদপত্রের বলিষ্ঠ ভূমিকা। ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি সম্পর্কে বিদেশিদের ভ্রান্ত-ধারণা অপনোদনের প্রয়াস। পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা বা চিন্তাভাবনার সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সেই সঙ্গে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে স্বদেশীয় চিন্তাভাবনা সংগঠন। বিদেশি শাসকের সামনে ভারতের নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরা। ভারতীয় বিদ্বৎ-মানসে যে নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল তাকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সহজে ও ব্যাপকভাবে সংহত করে জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়া।

রাজনৈতিক চিন্তা, স্বাধিকার ও মুক্তি লাভের আন্দোলনেও সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রই জনমতের প্রধান বাহন। তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা জনমত নিষ্পেষণেরই নামান্তর। এই সত্যতা উপলব্ধির মধ্য দিয়েই এদেশে প্রথম রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তাই ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে 'অ্যাডাম্'স গ্যাগ্' জারি হলে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিতেই প্রথম ওই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। সেই প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই রাজনীতি-চিন্তার ও রাজনৈতিক-স্বাধিকার দাবির আন্দোলনের বীজ প্রথম রোপিত হয়।

দেশের কুসংস্কার, ভ্রান্তধারণা, সাধারণ মানুষের অকারণ ভীতি ইত্যাদি দূর করে মনুষ্যত্বের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মনে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তার স্বরূপ উপলব্ধিতে সংবাদপত্রই প্রথম সাহায্য করে। রাজনৈতিক চেতনার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে কী হচ্ছে না হচ্ছে তারও খবর পৌঁছে দিচ্ছে সংবাদপত্র। এমনি করে সকল মানুষের সমানাধিকারের অনুভূতি সকল ভারতবাসীর মনে জাগ্রত হয়।

স্বদেশি আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও সংবাদপত্র ছিল অন্যতম বড় হাতিয়ার। এই হাতিয়ারকে সার্থকভাবে ব্যবহারও করা হয়, তাই রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য বারবার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে উদ্যত হতে দেখা যায় বিদেশি শাসককে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনমত বিভিন্ন আদর্শে ও নীতিতে সংগঠিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারাকে, মতবাদকে জনসমক্ষে তুলে ধরে। পারস্পরিক বিচার-বিশ্লেষণ, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদির

মাধ্যমে সঠিক কর্মসূচি নির্ণয়ের পথ সুগম হয়। অপরদিকে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিরও রূপ প্রকাশ পেতে থাকে সংবাদপত্রে। বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মুখোশও খুলে যায়। গণচতনার সার্বিক রূপকে প্রত্যক্ষ করা সহজ হয়। এবং সব মিলিয়ে সংবাদপত্রের আদর্শের দিকটি ব্যাপক আকারে ফুটে উঠতে দেখা যায়। একই সঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রেও নতুন প্রাণের সঞ্জীবনী ধারা উৎসারিত হয় সংবাদপত্রের দৌলতেই।

সংবাদপত্র দমনের ঘটনা, বৃত্তি ও পেশাগত সংগঠন তৈরির প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতাকে সোচ্চার করে তোলে। ফলে বিভিন্ন সংবাদপত্র-সংস্থা গড়ে উঠতে দেখা যায় এই সময়েই। এই সময়ের সংবাদপত্রের যে-বৈশিষ্ট্য সব থেকে বেশি পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয় তা তার আদর্শের দিক। এ কথা বললে ভুল হয় না যে, এই সময়ের ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণের মধ্যে আদর্শটাই ছিল সব থেকে বড় ও একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেখা গেছে, এই আদর্শবাদের ওপর ভিত্তি করেই পরাধীনতার বন্ধনপাশ ছিন্ন করার একাগ্র সাধনা। সাংবাদিক মাখনলাল সেন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> ঊনবিংশ শতকের দেশীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলি ভারতের পরবশতার অবসানের মূল সূত্র ধরে অপ্রত্যাশিত শক্তি নিয়োগে কাজ করেছিল বলেই অপ্রত্যাশিতভাবেই পরবশতার অবসান ঘটেছে—পৃথিবীতে যেমনটি ঘটতে আর কখনো দেখা যায়নি।... ঊনবিংশ শতকের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলি সকল গরলকে অমৃতে রূপান্তরিত করে ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য তা সঞ্চয় করে রেখে যেতে পেরেছিল বলেই বিংশ শতকের মধ্যাহ্নের পূর্বেই ভারত পরবশতা থেকে মুক্তি পেয়েছিল।...

ঊনবিংশ শতকে স্বাধীনতার পূজারীরা বাঙালি জাতির মনে যে শক্তির সঞ্চার করে দিয়েছিলেন,...জাতির মানুষের মনে মনে সেই শক্তির প্রবাহ অত্যন্ত সার্থকভাবে বহিয়ে দিয়েছিল সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র, সমগ্র প্রেস।

উনিশ শতকের চারের দশকে এসে সংবাদপত্র সংস্থাকে বাণিজ্যিক সংস্থায় রূপান্তরিত করার প্রয়াস দেখা যায়, তবে তা তেমন ব্যাপক ছিল না।

এ যুগে আমরা লড়াই করি আদর্শের জন্য, নীতির জন্য এবং সংবাদপত্রই এ বিষয়ে আমাদের আদর্শ ও নীতির দুর্গ

—হেইনের এই উক্তির সত্যতাকে এই সময়ে যেমনভাবে উপলব্ধি করা যায়, অন্য সময়ে তেমনটি আর বিশেষ নজরে পড়ে না, বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে।

বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা

সংবাদপত্র জনমতকে সংগঠিত করে, জনমতকে প্রতিফলিত করে। শাসকগোষ্ঠী ও জনগণ বা শাসিতের মধ্যস্থ তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা নেয়। জনস্বার্থ ও জনমতের রক্ষাকবচ। জনমতের স্বাধীনতার পরিচায়ক। সাংগঠনিক দায়িত্ব যে কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক সংগঠনের থেকে কোনো অংশেই কম নয়। 'সংবাদপত্র বিশ্বজীবনের বিশ্বকোষ, পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে সবকিছুই আমাদের জানায়। তারা হল মানবজাতির আলাপ-আলোচনার সর্বজনীন মঞ্চ, কেবলমাত্র মাঝে মাঝে তাদের কথা বজ্রপাত করে।' (ট্রিয়ন এডওয়ার্ড)। 'সংবাদপত্রে সর্বাধিক পরিমাণে থাকবে সংবাদ-তথ্য, এবং সব থেকে কম থাকবে মন্তব্য।'(কবডেন)। 'সংবাদপত্রের সততা ও অসততা নির্ভর করে তার পরিচালকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর।' (ব্রিয়ানট)।

এই বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঃ গত ১৬৭ বছরের ইতিহাসে ভারতের সংবাদপত্র এই নীতিসমূহকে একবারও উপেক্ষা করেনি। এই সময়ের মধ্যে এর সার্বিক প্রতিফলন দেখা গেছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, দেশের সব সংবাদপত্র একই সুরে, একই মতবাদের ভিত্তিতে কথা না-ও বলতে পারে। এবং তা না বলা, সংবাদপত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কখনোই ক্ষুন্ন করে না। বিশেষ করে স্বাধীন মত প্রকাশের মুখ্য মাধ্যম হিসেবে যদি সংবাদপত্রকে মেনে নেওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠী তাদের সংবাদপত্রের মাধ্যমে অবশ্যই নিজেদের গোষ্ঠীগত মতামত প্রকাশ করতে পারে। বিগত সময়কালে তা হতেও দেখা গেছে। যেমন,ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসের প্রথম যুগে, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের প্রশ্নে যখন দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলি সোচ্চার ছিল তখন বিভিন্ন মতবাদকে তুলে ধরা হয়েছিল। তার জন্য পারস্পরিকভাবে বহু তর্ক-বিতর্কের ঝড়ও বয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় স্বার্থরক্ষার প্রশ্নেও এক সময় ইংরাজ-মালিকানার ও ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের সঙ্গে দেশীয় সংবাদপত্রের মত-পার্থক্য দেখা গেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে কেবল ইংরাজ স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় স্বার্থের বিতর্কই হয়নি, দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যেও গোষ্ঠীগত নীতি-পার্থক্য নিয়ে বিতর্ক চলেছিল। সংবাদপত্রের এটি স্বাভাবিক লক্ষণ।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, এই রকম আদর্শ, নীতি, বিশ্বাস, মতবাদ ইত্যাদির বিভিন্নতা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক যতই উত্তপ্ত উদ্বেলিত হোক না কেন, যুগের প্রয়োজনকে কখনোই দাবিয়ে রাখা যায় না। সে তার দাবি ঠিকই মিটিয়ে নেয়। অধিকার আদায় করে নেয়। তাই উনিশ শতকের রক্ষণশীল মতবাদ,

সংস্কারপন্থী বা প্রগতিবাদী মতবাদকে পরাজিত করতে পারেনি। স্বাধিকাব ও স্বাধীনতার দাবিকে ইংরেজ শাসক ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী উপেক্ষা করতে পারেনি। এই মত-বিভিন্নতা প্রকাশের সুবিধা হল—তার দ্বারাই সমকালীন দাবি ও অভীপ্সাকে চিনতে পারা যায়, অভীপ্সার বিরোধী পক্ষকে চেনা যায়, পরস্পর বিরোধী বা বিপরীত মতবাদসমূহের যুক্তি, শক্তি ইত্যাদিকে যাচাই করা যায়। এই ভাবে স্বাভাবিক পথেই ক্ষুদ্র-স্বার্থগোষ্ঠী বৃহৎ-স্বার্থগোষ্ঠীর কাছে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে এবং হারিয়ে যায়। এর জন্য অবশ্য প্রয়োজন সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপকতা। অন্যথায়, ক্ষুদ্র-স্বার্থগোষ্ঠী যদি আর্থিক দিক দিয়ে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হয়, এবং সেই সুযোগে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ওপর তাদের একচেটিয়া প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মালিকানা বিস্তৃত হয়, তাহলে অবশ্যই সেই সকল সংবাদপত্রে তাদেরই অভীপ্সা, নীতি, মতবাদ প্রভৃতিরই প্রতিষ্ঠা হবে। সমগ্র জনমতকে তারা প্রভাবিত করতে পারবে। আলোচিত একশো সাতষট্টি বছরের ইতিহাসে তাই দেখা যায়, ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে ব্যাপকভাবেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। আর্থিক সামর্থ্য-অসামর্থ্য, প্রতিযোগিতার ক্ষমতা-অক্ষমতা প্রভৃতি বাধা হতে পারেনি। আদর্শই একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে কাজ করেছে। সেই কারণে সংবাদপত্র, তা সে বাণিজ্যিক সংস্থা হলেও, তার আদর্শের দিকটাকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। সরকার যেমন জনগণের প্রতি তার দায়িত্বকে অবহেলা করতে পারে না, সংবাদপত্রও তেমনি তার সাংগঠনিক দাযিত্বকেও অবহেলা বা উপেক্ষা করতে পারে না। আদর্শ উপেক্ষার, দায়িত্ব অবহেলার দুর্বলতা দেখা দিলে সংবাদপত্রের চরিত্রহানি ঘটতে বাধ্য। তাকে কিছুতেই এড়ানো যাবে না।

৩.

স্বাধীনতার আগে-পরে

> পরবশতার অবসানেই জাতির সকল মানুষের কাছে স্বাধীনতা স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে উঠে না,...রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই সংবাদপত্রকে স্বাধীনতার অধিকারী ক'রে তোলে। স্বাধীনতা সর্ব্বজনীন হয় স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতি মানুষকে স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠবার সকল বিঘ্ন থেকে মুক্ত ক'রে দেওয়ায়।...জাতির সংবাদপত্র সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। (মাখনলাল সেন। *স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র*। পৃঃ ১)।

ভারতের সংবাদপত্র একশো সাতষট্টি বছরের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় পার হয়ে, স্বাধীনতার পর বিগত ছয় দশকে বিতর্কিত বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। অনেকেই ক্ষুব্ধ সংবাদপত্রের কার্যকলাপে। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে উঠছে চরিত্রহীনতার অভিযোগ। বিষয়টি তাই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

> সকল দেশের সম্রাটরাই শুরু থেকেই সংবাদপত্রকে শাসন করেচেন এবং সে শাসনের ধারাও প্রায়ই একপথে বয়ে গিয়েচে। সংবাদ গোপন রাখা, সংবাদকে বিকৃত করা, রঙীন করা, সংবাদপত্রের অবাধ গতি রুদ্ধ রাখা, কাগজ ও কালিকলম সরবরাহ রাষ্ট্রের হাতে রাখা, সাংবাদিককে জরিমানা করা, কারারুদ্ধ রাখা, নির্ব্বাসনে পাঠানো প্রায় সকল রাষ্ট্রে সমানভাবেই চলে এসেচে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছিল বলেই শুরু থেকেই সংবাদপত্র রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের মানুষের মাঝে একটা যোগসূত্র হয়ে উঠেছিল। তাই রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের অধিকার নিয়ে যে অবিরাম সংঘর্ষ হয়েচে, সংবাদপত্র তাই থেকেই শক্তি সংগ্রহ ক'রে তৃতীয় শক্তি হয়ে উঠেচে।

পরাধীনতার কালে বিভিন্ন স্তরে সংবাদপত্রের যে ভূমিকা দেখা গেছে কালের প্রয়োজনেই তা নিরূপিত হয়েছিল। প্রথম স্তরে দেশবাসীকে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে পরিচিত করাবার প্রয়োজন ছিল। বহুযুগ ধরে চলে আসা রক্ষণশীল গণ্ডি থেকে বের করে এনে সাধারণ মানুষকে মনুষ্যত্বের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করে নবজীবনের মন্ত্রে অভিষিক্ত করা এবং রক্ষণশীল স্বার্থের নিষ্পেষণ, নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করা ছিল প্রধান লক্ষ্য। পরবর্তী স্তরের লক্ষ হয় চিন্তার মুক্তি। এবং শেষ স্তরে পরাধীনতার অবসান, ইংরাজ শাসকের কাছ থেকে জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তি লাভ। এই

প্রয়োজনের নিরিখে, তৎকালীন ভারতীয় সংবাদপত্র, নানা রকম বিরোধিতার মধ্য দিয়েও সঠিক ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবাদের বিভিন্নতা থাকলেও লক্ষ সবারই ছিল এক। তাই সেই সময় সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করাও ছিল সহজ। কেন না লড়াইটা ছিল বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই পটভূমির বদল ঘটেছে। ভারতের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক পটভূমিরও পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় একদিকে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠি ও অপরদিকে সংবাদপত্রের দায়িত্ব পালনের আদর্শও বদলিয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষ, যা আগে টুকরো টুকরো রাজ্যে, রাজা-বাদশাহদের অধীনে বিভক্ত ছিল, একটি রাজ্যে বা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। এই দুই বিষয়েই অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বেড়েছে। উপরন্তু সংবিধান অনুসারে স্বাধীন ভারতের যে নীতি নির্ধারিত হয়েছে, তা রূপায়ণের দায়িত্বও স্বস্কন্ধে বর্তেছে। অতএব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি দিক দিয়ে ভারতের সাংবিধানিক নীতিই এখন যেমন শাসক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইত্যাদির প্রধানতম লক্ষ্য, আদর্শ ও নীতি, তেমনি সংবাদপত্রেরও। এই পর্যায়ে এসে সংবাদপত্রের দায়িত্ব আরও খানিকটা বেড়ে যায়। সরকার ও জনগণের মাঝখানে থেকে জনস্বার্থ রক্ষা করতে হয় সংবাদপত্রকে। বিভিন্ন জনমতকে তুলে ধরতে হয় উভয়ের গোচরে আনার জন্য। সরকারি নীতি ও কার্যাবলী যদি জনস্বার্থ ও সাংবিধানিক মৌল নীতির পরিপন্থী হয়, তাহলে সেই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে সরকারকেও সতর্ক করে দিতে হয়। সেই সঙ্গে দেশের সার্বিক উন্নতির---আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি—দিকে তাকিয়ে জনগণ ও সরকার উভয় পক্ষকেই প্রয়োজন অনুসারে সংযত, সংহত ও সচেষ্ট হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাতে হবে। তা যদি সম্ভব হয় তাহলে জাতীয় সংবাদপত্রের চরিত্র বজায় রাখা যায়।

স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে লক্ষ করা যায় ঃ সাধারণভাবে যেসকল সংবাদপত্র জাতীয় পত্রিকার মর্যাদায় আসীন এবং যেগুলি বৃহৎ সংবাদপত্ররূপে চিহ্নিত, সেগুলি বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। মূলত দেশের পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী ও অধিক বিত্তের অধিকারীরা ওইসব সংবাদপত্রের পরিচালক ও মালিক। এই অবস্থা দেশের সংবাদপত্র জগতের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এক শ্রেণির সংবাদপত্র আছে, যেগুলিকে দলীয় মুখপত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রয়াস না থাকলেও, দলীয় মতবাদকে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা দেওয়ার লক্ষ অবশ্যই আছে। এদের আর্থিক সামর্থ্য, প্রচার সংখ্যা ইত্যাদি অত্যন্ত সীমিত। এই উভয় শ্রেণির মাঝখানে অন্যান্য যেসকল সংবাদপত্র আছে, সেগুলির সামনে

প্রতিযোগিতামূলকভাবে বাণিজ্যিক সাফল্য লাভের প্রয়াস বর্তমান। এই প্রথম ও মধ্যম শ্রেণির সংবাদপত্রের সঙ্গে বহু লোকের জীবিকার প্রশ্নও জড়িয়ে আছে। কলকারখানা, অফিস ইত্যাদির শ্রমিক কর্মচারীগণের মধ্যে আর্থিক সাম্য আদায়ের লড়াইয়ের নীতি ওই সকল সংবাদপত্র কর্মীগণের মধ্যেও বর্তমান। আর্থিক সাম্য, সাফল্য, সামাজিক কৌলিন্য ইত্যাদির প্রশ্নও (কেন না সামাজিক কাঠামো ও মূল্যবোধই তো আজ বদলে গেছে) সাম্মানিক স্তরে সম্পৃক্ত। সংবাদপত্র আজ যেমন, সাধারণভাবে, বৃহৎ আর্থিক সাফল্যমণ্ডিত ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে, তেমনি সাংবাদিক-বৃত্তিও বড় চাকুরির আর্থিক সাফল্য ও সম্মানের সমতুল। এই পর্যায়ে একই পেশার বাকিরা একই সম্মান ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পেতে চাইবেন—সেটা খুবই স্বাভাবিক। এবং এ কথাও ঠিক, আজকের সাংবাদিকগণ সকলেই আদর্শের জন্য সাংবাদিকতা করেন না, চাকুরি হিসেবে কাজ করেন। আদর্শ হিসেবে যাঁরা সাংবাদিকতা করেন তাদের সংখ্যা খুবই কম। আর্থিক স্বার্থ ও সম্মানের ক্ষেত্রে আঁচড় লাগলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা থেকেই এর সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। এই অবস্থাটা অবশ্যই একপক্ষীয়ভাবে সৃষ্টি হয়নি। এর নেপথ্যে বিবিধ কারণ বর্তমান। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সামাজিক আর্থিক এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোর যে-বদল ঘটেছে তার প্রভাব আজ সমাজের প্রতিটি স্তরেই, রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভূত হচ্ছে। সাংবাদিক ও সংবাদপত্র ব্যতিক্রমী হবে কীভাবে?

এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক মাখনলাল সেন লিখেছেন :

> যে আদর্শ লইয়া ভারতে সংবাদপত্র সৃষ্টি হইয়াছিল, যে আদর্শের জন্য ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষভাগে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে অনেকগুলিই সেই আদর্শ রক্ষা করিতে পারে নাই।
>
> দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টায় ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি ধনাগমচেষ্টায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সরকার সেই তৃষ্ণার তৃপ্তিসাধনের জন্য অর্থ ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেন। এবং সংবাদপত্রগুলি আদর্শচ্যুত হইয়া আত্মবিক্রয় করে।
>
> এবং—
>
> আজ রাষ্ট্র জনশক্তিকে অবহলা করতে পারচে না, জনশক্তি রাষ্ট্রকে স্বৈরাচারী হতে দিচ্ছে না, আর রাষ্ট্র ও জনগণ উভয় পক্ষই চাইছে সংবাদপত্রের সমর্থন। রাষ্ট্র যখন সেই সমর্থন পায় না, তখন, হয় উৎকোচ দিয়ে সংবাদপত্রকে জয় করতে চায়, আর না হয় তার কণ্ঠরোধ করে। ঠিক তেমনই জনশক্তি যখন সংবাদপত্রের সমর্থন চেয়েও পায় না, তখন সংবাদপত্রকে শাসন করবার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে— হয় সংবাদপত্রকে বয়কট ক'রে, আর না হয় সংবাদপত্রের কারখানা ও কার্যালয় আক্রমণ ক'রে জিনিসপত্র তছনছ ক'রে দেয়। রাষ্ট্র উৎকোচ দেয় বিজ্ঞাপন দিয়ে, নানা সুবিধে দিয়ে, আর জনগণ উৎকোচ দেয় পার্টি সৃষ্টি ক'রে, গরম চানাচুর-ভাজার মতো সাগ্রহে ক্রয় ক'রে। রাষ্ট্র ও জনগণের দণ্ড

ও পুরস্কার সংবাদপত্রকে তার স্বধর্ম থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েচে, এ-কথা বল্লে অন্যায় বলা হবে না। সংবাদপত্র এই দণ্ড-পুরস্কারের জন্য তার মুখ্য ধর্ম্ম বাস্তব বিচারকে objective analysis-কে গৌণ ক'রে প্রচারধর্ম্মী হয়েচে এবং উত্তেজনাকে ছড়িয়ে দেবার কাজেও আত্মনিয়োগ করেচে। একেই বলা যায় স্বধর্ম্মচ্যুতি। হয় সে রাষ্ট্রকে খুশি করতে চায়, নয় খুশি করতে চায় জনগণকে। যে-কালে রাষ্ট্রের সহিত জনগণের বোঝা-পড়ার সংঘর্ষ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেচে, সেই কালে সংবাদপত্রকে হয় রাষ্ট্রের আর না হয় জনগণের মনোরঞ্জন করার জন্য দুয়েরই অকল্যাণ করতে হয়েচে। তার নিরপেক্ষ থাকার উপায় নেই।

স্বাধীনতা লাভের পব কংগ্রেস দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সমকালীন অধিকাংশ বৃহৎ সংবাদপত্রের সঙ্গেই কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীগণও কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর প্রধান কারণ, সেই সময় পর্যন্ত ভারতের সব থেকে বড় ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল হিসাবেই কংগ্রেসের সম্মান ও মর্যাদা অটুট ছিল। দ্বিতীয়ত স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসই একচেটিয়া নেতা ছিল। তখনও পর্যন্ত, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ ও দলের জন্ম হলেও, জাতীয় নেতৃত্বে তারা অধিষ্ঠিত হননি। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল বর্তমানের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেদিক থেকে স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসের প্রতি ওই সকল সংবাদপত্র ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক।

আর্থিক ও বাণিজ্যিক সাফল্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ সংবাদপত্রের পরিচালক ও মালিকদের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে। বর্তমান কালে একটি সংবাদপত্র পরিচালনায় প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন। তার পরিমাণ একটি বৃহদাকার বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত পুঁজির থেকে কম নয়। স্বাধীন দেশে সবাই যখন নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষায় এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় যত্নবান, সেই সময় সংবাদপত্র মালিকগণ যদি নিজস্ব সংস্থাকে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবেচনা করেন, তাহলে কেবল তাতেই দোষ দেখলে চলে না। তারই সমান পুঁজিপতি যদি অন্য ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা লাভের অধিকারী হন, তাহলে সংবাদপত্র পরিচালকই বা কেন সেই ভাবে মুনাফা লাভের আশা করবেন না—বিশেষ করে সেই সুযোগ যখন আছে! সেই সব পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মীরাও যখন দেখলেন মালিক পত্রিকার ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভবান হচ্ছেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাদের ন্যায্য প্রাপ্য ও অংশ তারা বুঝে নেবেন না, তাও তো হয় না। এমতাবস্থায়, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র মালিক উভয়ের দিক থেকেই সংবাদপত্রের বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করা একটা বড় লক্ষ্য ও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, পরবর্তী বিভিন্ন ধাপের নির্দলীয় সংবাদপত্রের ওপরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। এই অবস্থায়

দেশের সাধারণের আর্থিক অবস্থাও প্রচুর পরিমাণে ইন্ধন জোগায়।

সাংবাদিকও একজন খেটে খাওয়া মানুষ, জীবন-যাপনের জন্য তারও অর্থের প্রয়োজন—যেমন একজন অসাংবাদিক ব্যক্তির, কিংবা একজন কলকারখানার বা খেতের শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজন। এবং যেহেতু সাংবাদিকতাই তার জীবিকা, তার থেকেই তিনি জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় অর্থ প্রত্যাশা করেন। না খেয়ে, না পরে কেবলমাত্র আদর্শের জন্য সাংবাদিকতা করার মধ্যে যতই রোমাঞ্চ থাক, তার মধ্যে বাস্তবতার কোনও প্রতিফলন ঘটে না, এবং কেউই সেইভাবে কাজ করতে পারেন না। অতএব, তার অর্থের প্রয়োজনকেও অস্বীকার করা যায় না। সেই প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের। সেই কারণেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সচেতন থাকতে হয়। এই পরিস্থিতিতে কেউই কারও স্বার্থ খর্ব হতে দিতে চান না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই ক্রমান্বয়ে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানে তা প্রসার লাভ করেছে মাত্র।

বড় পদের চাকুরির মতো সংবাদিকতা নিঃসন্দেহে আজ এক লোভনীয় বৃত্তি ও পেশা। ফলে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে এর আকর্ষণ বাড়ছে। অপরদিকে সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে শিক্ষিত (trained) সাংবাদিকের অভাবও দেখা যাচ্ছে। এইভাবে চাকুরির চাহিদা বাড়ছে, কর্মীর সরবরাহও বাড়ছে। কিন্তু সেই পরিমাণে চাকুরির ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়নি, হচ্ছে না। যদিও বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার (টেলিভিশন-মিডিয়া) দৌলতে সাংবাদিকগণের চাকুরির ক্ষেত্র, চাহিদার তুলনায় অনেক কম হলেও, অন্তত কিছু পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে। তবুও সাংবাদিকের বৃত্তি-জীবিকার সামনে আজ তীব্র প্রতিযোগিতা! ফলত ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াসহ সংবাদপত্র সংস্থা সেই সুযোগ অবহেলা করবেন এমন কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। ফলে আদর্শের দোহাই দিতে গেলে, সাংবাদিকের চাকুরি বজায় থাকবে এ কথাও বিশ্বাস করা যায় না। তা ছাড়া সংবাদপত্র একটা নীতির ওপর ভিত্তি করে চলে, এবং সেই নীতি কখনোই সাংবাদিকগণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না। নির্ধারিত হয় সংবাদপত্রের মালিক ও পরিচালকদের দ্বারা। অতএব, সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে সংবাদপত্রের সেই নীতি মেনেই কাজ করতে হয়। কোনো সাংবাদিকের যদি সেই নীতি পছন্দ না হয়, তিনি সেই সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। এটি অত্যন্ত সহজ কথা। প্রসঙ্গত, মার্কসীয় দার্শনিক ও সাংবাদিক সরোজ আচার্যর অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

> সংবাদপত্র এখন মোটা মূলধনী শিল্প, বেতন-ভুক সাংবাদিক কলকারখানার মজুরদের চেয়ে স্বাধীন নন, সংবাদপত্রের বিষয় বক্তব্য এবং বাচনভঙ্গী নির্ধারিত হয় বিশেষ বিশেষ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী—যে নীতির নিয়ন্তা সাংবাদিক প্রায়ই নন। (সাংবাদিকতা ও কিংবদন্তী / সাহিত্যে শালীনতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ। কলকাতা, ১৯৬৯)।

সংবাদপত্র ব্যতীত সাংবাদিকতা করা যায় না। অতএব, যদি কোনো আদর্শবান সাংবাদিক, আদর্শের জন্য সংবাদপত্র ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি কীভাবে সাংবাদিকতা করবেন? ফ্রি-ল্যান্সার হিসাবে তিনি কাজ করতে পারেন। কিন্তু তাতে জীবিকার সংস্থান প্রায়শই হয় না। দ্বিতীয়ত, তাঁর মতামত কোনো সংবাদপত্র যে, ফ্রি-ল্যান্সার বলেই, স্থায়ীভাবে মেনে নিয়ে তাঁর রচনাবলি ছাপবেন, এমন কোনো নিশ্চয়তাও নেই। তিনি যে কোনো মুহূর্তেই প্রত্যাখ্যাত হতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে তাঁকে একটা আপস-রফায় আসতেই হয়। আর্থিক সামর্থ্য থাকলে তিনি স্বমতের একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কিন্তু সেই সামর্থ্য ক'জন সাংবাদিকের থাকে? অন্য সংবাদপত্রে যেতে গেলেও, যে-পত্রিকায় যাবেন, তার নীতিকেই স্বীকার করে নিতে হবে। মনে রাখা দরকাব ঃ

> সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আর সাংবাদিকের স্বাধীনতা সমার্থক নয়। কোন দেশেই নয়। সম্পাদকীয় স্বাধীনতার প্রবল প্রতিবাদী (১) রাষ্ট্র-শক্তি এবং (২) সংবাদপত্রের স্বত্ত্ব-স্বামীত্ব। ...সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে বিরোধটা আগে ছিল প্রধানত রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে, এখন বিরোধ সংবাদপত্র সংগঠনের অভ্যন্তরে নীতিগত কর্তৃত্ব নিয়ে। (ঐ)।

নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে বড় থেকে ছোট—সব পত্রিকারই এক অবস্থা। পত্রিকার মালিক ও পরিচালকরাই নীতি নির্ধারণ করেন।

> কোন রাজনৈতিক দল কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন যদি কোন খবরের কাগজের মালিক হয়, সে ক্ষেত্রেও সম্পাদকের ক্ষমতা এবং দায়িত্বের সীমা নির্দেশ করার অধিকার, সেই খবরের কাগজের বৈষয়িক কর্তাদের।...সাংবাদিক স্বাধীনতার সমস্যা অত্যন্ত জটিল এবং তার সমাধান নিছক ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন চিন্তার প্রিভিলেজ আদায় অথবা প্রতিবাদের উপরে নির্ভর করে না। (ঐ)।

এই নীতি নির্ধারিত হয় সাধারণত দলীয় স্বার্থে, ব্যবসায়িক স্বার্থে, গোষ্ঠী স্বার্থে। কিংবা মালিক-পরিচালকের নিজস্ব মতাদর্শের ভিত্তিতে। এইসব কিছুর মধ্যেই যে জনস্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হবে এবং স্বাধীন দেশের দায়িত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের ভূমিকা সঠিকভাবে পালিত হবে, তাব কোনো গ্যারান্টি নেই। বড় কাগজগুলি তাদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যস্ত। ছোট ও মাঝারি সংবাদপত্রগুলি নিজ নিজ দলের মতবাদ ও দলীয় স্বার্থের মধ্যে সীমিত। এই দুই-এর মাঝখানে পত্রিকার সংখ্যা কম এবং যা-ও আছে, তা এই উভয় শ্রেণির মধ্যপথ অবলম্বন করে স্বকীয়তা অপেক্ষা অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারলেই সন্তুষ্ট। এদেশে এযাবৎ এই তিন শ্রেণির পত্র-পত্রিকাব সংখ্যাই বেশি।

গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে স্বাধীন মত প্রকাশের সাংবিধানিক মৌল অধিকার সকলেরই আছে। এই অধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন মতাবলম্বীগণ সংবাদপত্র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে নিজেদের মত প্রচারে যতটা আগ্রহী ততটা সাংবাদিকতা করায় নয়। ফলে একালে যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে সবই মুখ্যত মতবাদ-প্রধান। তাই সেই সব সংবাদপত্রে মতবাদ যতটা অগ্রাধিকার পাচ্ছে, সংবাদ ততটা পাচ্ছে না। যদিও রাজনীতির দিক থেকে গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে, তবুও সাম্প্রতিককালে পরমত অসহিষ্ণুতা এমন ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, কোনোরকম বিরোধী মতবাদকে কেউই সহ্য করতে পারছেন না। এক মতবাদ-গোষ্ঠী অপর মতবাদ-গোষ্ঠীর অভিমতের বিরুদ্ধে সর্বদাই প্রতিবাদমুখর, এবং যেখানে যুক্তি নীতি ইত্যাদির জোরে সেই বিরোধী মতবাদকে পরাজিত করা যায় না, সেখানে হিংসার পথ গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেকেই চান, সকলেই তার মতকে গ্রহণ করুক। সেটা যখনই হয় না, তখনই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এই খ্যাপামির তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, যেভাবেই হোক, অপর পক্ষের মতামতকে দমন করার জন্য বলপ্রয়োগ করতেও কোনো বাধা দেখা যায় না। প্রসঙ্গত 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর ঘটনা উল্লেখ্য। আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণের কুকীর্তি 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত হলে, ক্ষিপ্ত রাজা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে গুন্ডাবাহিনীর সাহায্যে গুম্ করেছিলেন। সেকালের অত্যাচারের চেহারাটা ছিল এই রকম। একালে দলীয় শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হয়তো এর রূপটা বদলিয়েছে মাত্র, রকমটা থেকেই গেছে।

তা ছাড়াও একালের ব্যবসায়িক, দলীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সংবাদপত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গহানি ঘটেছে। সংবাদপত্র কেবলমাত্র মতবাদের জন্য নয়, সংবাদের জন্যও। সংবাদপত্রে সবথেকে বেশি পরিমাণে সংবাদই প্রকাশিত হওয়া দরকার। সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকাই বাঞ্ছনীয়। নীতির প্রকাশ ঘটবে কেবলমাত্র সম্পাদকীয় মন্তব্যে। কিন্তু মতাদর্শ ও নীতি অনুসারে সংবাদকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে সংবাদের নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হওয়া স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে যদি একদেশদর্শিতার দোষ দেখা যায়, তাহলে তো কথাই নেই। এই পরিস্থিতি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে চরম দুর্বলতা। এই জাতীয় দুর্বলতা সাম্প্রতিককালের সংবাদপত্রে—বৃহৎ ও দলীয়, উভয় শ্রেণির সংবাদপত্রেই—অত্যন্ত স্পষ্ট। ফলে বিভিন্ন কাগজে একই সংবাদের তথ্যগত বিভিন্নতা দেখা যায়। অনেক সংবাদলেখক আবার সংবাদের সঙ্গে মতামত, মন্তব্য ইত্যাদি যোগ করেন—যা সর্বৈবভাবে নীতি বিরুদ্ধ। এই অবস্থাও সংবাদপত্র-বিরোধের অন্যতম কারণ।

মাখনলাল সেন লক্ষ করেছেন,—

ভারতের মুক্তি লাভের পর সংবাদপত্রগুলির বিপদের তেমন ভয় নাই। কিন্তু তথাপি স্বাধীনতাকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা সংবাদপত্রগুলির নাই। সংবাদপত্র এখন বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ঠিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সংবাদপত্র হিসাবে নহে, প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ব্যবসায়ী হিসাবে। এখন ব্যবসায়ী সুলভ অর্থলিপ্সা ছাড়া সংবাদপত্রগুলির আর কোন লিপ্সাই নাই। যে অধঃপতন মহাযুদ্ধের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, স্বাধীনতা লাভের পরও সেই অধঃপতন বন্ধ না হইয়া ক্রমেই দ্রুততর বেগ ধারণ করিতেছে এবং সংবাদপত্রগুলির মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে বণিকসুলভ প্রতিযোগিতা।

সংবাদ প্রকাশের একটা জাতীয় নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে এইরকম নীতির অভাব আছে। 'জাতীয় নীতি' হিসাবে বিভিন্ন সংবাদপত্র যে-নীতি গ্রহণ করেন তার মধ্যে গোষ্ঠীগত বা দলগত মতাদর্শের প্রভাব থাকে পনেরো আনা। কেবলমাত্র তাদের দৃষ্টিতে জাতীয় নীতি যা হওয়া উচিত তাই হয়। তা ছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যয়ভার বহনের জন্য যারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন, তারা খুব সহজেই সংবাদপত্রের সামগ্রিক নীতিকে প্রভাবিত করে থাকেন। কোনোভাবে যদি সেইসব সংবাদপত্রে তাদের স্বার্থবিরোধী কিছু প্রকাশিত হয়, তৎক্ষণাৎ তারা তাদের সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারেন। সেই অবস্থা দেখা দিলে সংবাদপত্রের জীবন-প্রদীপও নিভু নিভু হয়ে পড়বে। তাই সংবাদপত্রকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে ও প্রয়োজনে অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও অনেক সময় সেই বিরোধী অবস্থার কাছে মাথা নত করতেই হয়।

অপরদিকে স্বাধীনতা লাভের কিছু আগে থেকে শুরু করে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই অন্যতম ফলশ্রুতি) ভারতের সংবাদপত্র ক্ষেত্রে আমদানি হয়েছে এক শ্রেণির 'চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী' সংবাদপত্রের, 'ইয়োলো জার্নালিজ্‌ম'-এর। সেইসব সংবাদপত্র অত্যন্ত নীচুস্তরের জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য এবং সেইভাবে কিছু অর্থ উপার্জনের মোহে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চরিত্র-হননের জন্য, কেবলমাত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টিতেই আগ্রহী। তাদের আগ্রহ 'রঙিন সংবাদ' পরিবেশন করার, 'স্ক্যান্ডাল' ছড়ানোর। সামাজিক অস্থিরতা তাদের এই অপপ্রয়াসের সুযোগকে দিচ্ছে বাড়িয়ে। সমাজের এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে উত্তেজনার আগুন পোহানোর এবং চটুলতা, পরশ্রীকাতরতা ও কুৎসাপঙ্কে অবগাহনের অভিলাষে জোগাচ্ছে মদত। ফলে ওই সব সংবাদপত্রে অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে চটুল, মিথ্যা, রঞ্জিত, অতিরঞ্জিত, কুৎসিত ও চাঞ্চল্যকর সংবাদ—যার ভিত্তির সত্যতা সন্দেহজনক।

পরিশেষ

এই সকল নানা কারণে বারবার মনে হয়, আজকের সংবাদপত্র সমাজে তার সুনির্দিষ্ট আসন থেকে বিচ্যুত। সম্মান ও মর্যাদার আসন সে হারিয়ে ফেলছে ক্রমে। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে সংবাদপত্রের যে তেজোদ্দীপ্ত গৌরবোজ্জ্বল নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা দেখা গেছে, সেই সময়ের সংবাদপত্রকে দেশবাসী শ্রদ্ধাসহকারে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে তা আজ কোথায়? সংবাদপত্রের প্রতি দেশবাসীর আস্থা ও বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আজকের সংবাদপত্রের পাঠক ও চাহিদা বেড়েছে ঠিকই, বাড়ছেও। কিন্তু একেই সম্মান মর্যাদা ও সঠিক ভূমিকার একমাত্র মাপকাঠি বলা যায় না। পাঠকের কাছে সংবাদপত্র আজ বিনোদনের একটি উপকরণ যেন, অভ্যাসের বশে দেখার বস্তু। তাই আজকের সংবাদপত্র যেন কেবল ব্যবসায়িক উপকরণ—জনমতের দর্পণ নয়। সামাজিক, আর্থিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও সে আজ কোনোরকম নেতৃত্ব দিতে অক্ষম।

সংবাদপত্রকে এই অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের বহু প্রকাশ অনস্বীকার্য। কিন্তু দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তা কতটা সম্ভব ভেবে দেখা দরকার। নিঃস্বার্থ, নির্ভেজাল দেশপ্রীতি, জনপ্রীতি এযুগে খুবই দুর্লভ। তার প্রমাণ দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই টের পাওয়া যায়। সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতা এই পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের জাত-মান সব কিছুকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু সরকারও দলীয় রাজনীতির দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে শত বাঁধনে বাঁধা। তাই সরকার যেসব কাগজকে সাহায্য করবেন, সেইসব কাগজ বাস্তব ক্ষেত্রে কতটা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ও প্রয়োজনে সরকারের ও সরকারি নীতির সমালোচনা করতে পারবে তা বলা দুষ্কর। যে-দলই সরকারের ক্ষমতায় আসীন হোক না কেন, সরকার খুব স্বাভাবিক কারণেই তার সমর্থক পত্র-পত্রিকার প্রতিই সহানুভূতিশীল হবে। সরকারি নীতির দিক থেকে, সরকারের নিজের স্বার্থেই এই মনোভাবের পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> সংবাদপত্র রাষ্ট্রের সহায়তা অবশ্যই করবে। কিন্তু তাকে তা করতে হবে রাষ্ট্রপালকদের মুখের দিকে চেয়ে নয়, জাতির জনগণের মুখের দিকে চেয়ে। আড়ম্বরের প্রতি অনুরাগ, শক্তির দাপট প্রকাশ হচ্ছে রাষ্ট্রের সহজাত প্রবৃত্তি, সামন্ততন্ত্রের এবং সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম দান। কোন গণরাষ্ট্রই এর প্রভাব অতিক্রম ক'রে চলতে পারেনি। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালকরাও আড়ম্বরের আয়োজন করেন, শাসনের হুমকি দেখান। ওতে বিচলিত হলে চলবে না। শান্ত নির্ব্বিকার তপঃশুদ্ধ যে প্রকৃতি ভারতীয় ব্যবস্থাকে একদিন মহিমময় ক'রে তুলেছিল, রাষ্ট্রসমাজে তাই ফিরিয়ে আনাই হবে স্বাধীন ভারতের সংবাদপত্রের স্বধর্ম্ম।

সেই ধর্ম্মাচরণের ফলেই অনুষ্ঠিত হবে সেই বিপ্লব, যে বিপ্লবকে রূপায়িত করবার জন্য পরবশ ভারতের শ্রেষ্ঠতম সন্তানগণ সর্ব্বস্ব পণ রেখেছিলেন, যে বিপ্লবের রথচক্র অকস্মাৎ কর্দ্দমে প্রোথিত হওয়ায় স্বাধীন রাষ্ট্র সর্ব্বতোভাবে এখনো স্বরাষ্ট্র হয়ে ওঠবার অবকাশ পেল না। (মাখনলাল সেন। স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র। পৃ:৬৩)।

আমাদের দেশের সংবাদপত্র জগতের একটি বড় দুর্বলতা স্থানীয় সংবাদপত্রের (লোকাল বা কমিউনিটি নিউজপেপার) অভাব। বিদেশের মতো আমাদের দেশে এই রকম সংবাদপত্রের ব্যাপকতা ঘটেনি। শহর নিয়েই দেশ নয়। শহরে আর্থিক সাফল্যের সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণেই থাকে। গ্রামাঞ্চলে এই সম্ভাবনা খুবই কম। ফলে সেখানে প্রয়াসের অভাবও বর্তমান। অথচ শহরকেন্দ্রিক সংবাদপত্রে খুব স্বাভাবিকভাবেই গ্রামজীবন উপেক্ষিত ও অবহেলিত। বৃহৎ সংবাদপত্রেও গ্রামাঞ্চলের খবরাখবর আশানুরূপ স্থান পায় না। কারণ ওইসব কাগজের পরিমণ্ডল সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক। সেখানে তাই স্থান সংকুলান হওয়া সহজ নয়। তাই গ্রামাঞ্চল থেকে, জেলা থেকে বহুল পরিমাণে 'লোকাল নিউজপেপার' প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা না হলে ওই সমস্ত এলাকা উপেক্ষিত হতেই থাকবে। সুনিবিড়ভাবে ওই সব এলাকার অভাব-অভিযোগ, জনমত সর্বসমক্ষে ও সরকারের গোচরে আনা যাবে না। এর জন্য বৃহৎ ও দলীয় সংবাদপত্রগুলির ওপর দোযারোপ করে লাভ নেই। এযাবৎ এই জাতীয় যতগুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, সেগুলি কতটা সংবাদপত্র-পদবাচ্য তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। তাই ছোট ছোট ও স্থানীয়-সংবাদপত্রের বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি গড়ে তোলা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'গণমাধ্যম কেন্দ্র'র মাধ্যমে এই বিষয়টিকে যথাযথভাবে সফল করে তোলার স্বার্থে সঠিক কর্মসূচি গড়ে তোলার দিকেই নজর দেওয়া সঙ্গত হবে। উৎসাহী সাংবাদিক এবং স্থানীয় সমর্থ ব্যক্তিদেরও অগ্রণী হতে হবে। সরকার অবশ্য ইতিমধ্যেই ক্ষুদ্র সংবাদপত্র সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন। এই নীতি কীভাবে পালিত হবে এবং তার দ্বারা এই জাতীয় সংবাদপত্র প্রকাশে কতটা উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে তা লক্ষণীয়।

মোট কথায় স্মরণীয় যে, যে সংবাদপত্র স্বাধীন জনমতের পোষক তার পথ সুগম করতে না পারলে, সুষ্ঠুভাবে জনমত প্রকাশের (তা যে-মতাদর্শ ভিত্তিকই হোক না কেন) স্বাস্থ্যকর বিস্তৃতি ঘটাতে না পারলে স্বাধীনতার সার্থকতা বিঘ্নিত হবেই। সংবাদপত্রও সমাজে তার সঠিক আসনে অধিষ্ঠিত হবে না।

প্রথম পর্ব

১৭৮০-১৯০০

প্রথম অধ্যায় । ১৭৮০-১৮১৮

যাত্রারম্ভ

আধুনিক সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা প্রথম আন্তর্জাতিক চেহারা নেয় যোড়শ শতকের মধ্যভাগে— ইউরোপে। তার আগে ইউরোপে, ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাতে-লেখা পত্রিকার চল ছিল। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর পত্রিকা ছাপানো শুরু হলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের হাতে-লেখা পত্রিকাগুলি একে একে ছাপার হরফে প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণের জ্ঞাতব্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংবাদাদি প্রধান বিষয় হিসাবে ওই সব কাগজে স্থান পেত। পত্রিকাগুলির মালিক ছিল বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। জার্মান ও সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি শহরে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধারাবাহিকভাবে এই রকম কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু সেগুলির আত্মপ্রকাশ নিয়মিত ছিল না। প্রথম নিয়মিত প্রকাশিত সংবাদপত্রের গৌরবের অধিকারী 'আভিসা' ও 'রিলেশনস' নামে দুটি সংবাদপত্র। প্রকাশিত হয় ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে জার্মান ও স্ট্র্যাসবার্গ থেকে। জার্মান ও সুইজারল্যান্ড থেকে এই রীতি প্রসারিত হয় হল্যান্ডে। ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডাম্ থেকে প্রথম ও নিয়মিতভাবে প্রকাশ শুরু হয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের—ইংরাজি, ফরাসি, ওলন্দাজ ও জার্মান ভাষায়। পৃথিবীর প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ইংল্যান্ডে ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম প্রয়াস দেখা যায় ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরই তার মৃত্যু ঘটে। এরপর ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে বোস্টন থেকে প্রকাশিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক আকারে। এবং ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া থেকে প্রকাশিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও তার প্রসারের ইতিহাস। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ভাস্‌কোডাগামা ভারতে আসার সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের পর, পোর্তুগিজরাই ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র আমদানি করেন ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রাচ্য দেশে ক্রিশ্চানধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ ছাপার জন্যই তারা সেই মুদ্রাযন্ত্র আনেন। প্রায় সমসময়েই তারা তামিল ও মালয়ালম ভাষায় বই ছাপানো শুরু করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তাদের প্রথম ছাপাখানা বসায় বোম্বাই-এ ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তী ছাপাখানা বসে মাদ্রাজে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। এর পরে কলকাতায় স্থাপিত হয় ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে— প্রথম সরকারি ছাপাখানা। ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরে অবশ্য ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারিদের নিজস্ব ছাপাখানা বসেছিল। কিন্তু শ্রীরামপুর সে সময়ে ছিল ওলন্দাজ অধিকৃত এলাকা এবং তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ওয়েলেস্‌লি তাদেরকে কলকাতায় ছাপাখানা বসাবার অনুমতি না দেওয়ায়ই তারা শ্রীরামপুরে ওই ছাপাখানা বসায়। সে সময় ছাপার জন্য বাংলা হরফ ছিল না। শ্রীরামপুরস্থ ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারিদের উদ্যোগে পঞ্চানন কর্মকার নামক জনৈক বাঙালি প্রথম বাংলা হরফ তৈরি করেন। সেইসব বাংলা হরফের নক্সা তৈরি করে দিতেন শ্রীযতীন্দ্রকুমার রায়। বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ, হ্যালহেডের 'ব্যাকরণ', প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে—ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার সাত বছর আগে।

প্রত্যাখ্যাত অভিলাষ

ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম প্রয়াস একেবারে সূচনাতেই নাটকীয়ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়— কোম্পানির কর্তাদের বিরোধিতার জন্য। এই প্রয়াসের নায়ক ছিলেন উইলিয়ম বোল্টস্ নামে জনৈক ওলন্দাজ।

ঘটনাটা ঘটে ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে।

সে সময় ছাপাখানা বসাতে ও সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হলে কোম্পানির ডিরেক্টরদের অনুমতির প্রয়োজন হত। কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী উইলিয়ম বোল্টস্ কলকাতায় ছাপাখানা বসিয়ে সেখান থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের অভিপ্রায় জানালে তার প্রস্তাবকে কোম্পানির ডিরেক্টরেরা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। বোল্টস্ প্রথম কলকাতায় আসেন কোম্পানির একজন 'ফ্যাক্টর' হিসাবে। সে সময় ইউরোপ থেকে সদ্য আগত কোম্পানির কর্মচারীরা সাধারণত এদেশে এসেই দেশীয় ভাষার মধ্যে ফারসি ও হিন্দুস্তানি ভাষা শিখত। কিন্তু বোল্টস এসে শিখতে চাইলেন বাংলা।

শিখলেনও। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এদেশে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হলেন। কিন্তু কিছুদিন কোম্পানির অধিনে চাকরি করার পর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল ঃ দেশীয় নবাবদের সঙ্গে তিনি ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছেন, ওলন্দাজদের সঙ্গে বেআইনি কাজেও লিপ্ত আছেন। অতঃপর, এই অপরাধে তার চাকরি যায়। তা ছাড়াও, যে কোনো কারণেই হোক, এদেশে কোম্পানির কার্যকলাপে তিনি বিশেষ খুশি ছিলেন না। সেমতাবস্থায় তিনি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে তাকে জাহাজযোগে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পিছনে কোম্পানির আতঙ্কও যথেষ্ট কাজ করেছিল।

বোল্টস্‌কে এদেশ থেকে বিতাড়িত করার ও ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়ার সব আয়োজন সম্পূর্ণ। জাহাজ অপেক্ষা করছে বন্দরে যাত্রা শুরু করার। আর সামান্য কয়েকটা দিন মাত্র বাকি। এমন সময়ে বোল্টসের স্বাক্ষরে কলকাতার কাউন্সিল হলে ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হল ঃ

> দেশে ছাপাখানা না থাকায় ব্যবসা-পত্তর সম্পর্কিত ও অন্যান্য বিষয়ের খবরাখবর প্রচার বিষয়ে প্রচুর অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। বোল্টস্‌ শীঘ্রই এদেশে একটি ছাপাখানা বসাবেন। সুতরাং ছাপাখানার কাজ চালাতে সক্ষম এমন কোন লোককে যথাযথ সুযোগ দিতে তিনি প্রস্তুত। যতদিন না ছাপাখানা বসছে, ততদিন উৎসাহী ব্যক্তিরা বোল্টসের বাড়ি এসে বিভিন্ন সংবাদাদি পড়তে ও সংগ্রহ করতে পারবেন। এ-সম্পর্কে সেখানে জনসাধারণের জন্য নানা রকম খবরাখবর সম্বলিত পত্রপত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি রাখা থাকবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হতে দেখে ইংরেজ-মহল রীতিমতো বিস্মিত হল। এ কী করে সম্ভব! এত কম সময়ের মধ্যে কি বোল্টস্‌ ছাপাখানা বসাতে সক্ষম হবেন? সুযোগ পেলে কী হত বলা মুশকিল। কিন্তু কোম্পানির ডিরেক্টররা তাকে আর সময় দিলেন না। অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করে জাহাজে চড়িয়ে দেওয়া হল। তিনি বিতাড়িত হলেন ভারতবর্ষ থেকে।

এই ঘটনার পর পরবর্তী বারো বছরের মধ্যে এদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের আর কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি। পরবর্তী ঘটনা ঘটল বারো বছর পর, ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি।

হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'

দিনটি ছিল শনিবার। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হল 'বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা জেলারেল অ্যাডভার্টাইজার' ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত পত্রিকা, সাপ্তাহিক। ভাষা ইংরাজি। পত্রিকার মালিক, সম্পাদক, প্রকাশক—ইংরেজ—জেমস্ অগস্টাস্ হিকি, একাই একাধারে সব। ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসের শুরু এখান থেকেই।

তারপর কত বছর পার হয়ে গেছে। কত যুগ। কত পরিবর্তন ঘটেছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। পরিবর্তন ঘটেছে সংবাদপত্র জগতেরও। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতে। সেই সঙ্গে উন্নতি ঘটেছে সাংবাদিকতার। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকতা গণ-সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলেও রাজনৈতিক-শাসন ও অর্থনৈতিক-শাসন ক্ষেত্রে এক বিতর্কিত ভূমিকায় অংশ নিয়েছে।

'জব চার্ণক কর্তৃক কলকাতা পত্তনের পর একটা গোটা শতক ধরে বাংলা দেশ ছাপাখানার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। এমন কি, বাস্তবিকভাবে প্রথম দিকে এর সদ্ব্যবহারও হয়নি।' প্রসঙ্গক্রমে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হান্টার আরও বলেছেন, 'কলকাতায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'। প্রথম দশ মাস পত্রিকাটি মোটামুটি অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু তার পরেই কাগজের সুর নিম্নস্তরের হয়ে পড়ে এবং ডাকঘর থেকে এই কাগজ বিলি বন্ধ হয়ে যায়।'

অনেকে মনে করেন, হিকির 'গেজেট' বের করার নেপথ্যে তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের (হেস্টিংসের) পর্ষদের অন্যতম সদস্য ফিলিপ্ ফ্র্যান্সিসের পরোক্ষ হাত ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। তা না হলে হিকির পক্ষে এভাবে হঠাৎ কাগজ বের করা সম্ভব হত না। এমনকী, কোম্পানির কাছ থেকে তার অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারটিও রহস্যময় বলে মনে করা হয়। ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের নবগঠিত কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য হিসাবে ফিলিপ্ ফ্র্যান্সিস ভারতবর্ষে আসেন ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। ভারতবর্ষে আসার আগেই ইংল্যান্ডের সাংবাদিকতার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ট। তিনি সেখানে 'লেটারস্ অব্ জুনিয়াস' লিখে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁকে ভারতে পাঠানোর ব্যাপারে সেটাও একটা কারণ হতে পারে বলে অনেকের বিশ্বাস। যাই হোক, সংবাদপত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্যপদে থাকার শেষ বছরে তিনি কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সেই কারণে, হিকির কাগজ বের করার ব্যাপারে তার কোনোরকম পরোক্ষ ভূমিকা থাকা অস্বাভাবিকও

ছিল না। আরও লক্ষণীয়, হেস্টিংসের শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। হিকির কাগজ সব সময় হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সরব ও সোচ্চার ছিল, কিন্তু ফ্র্যান্সিসের বিরুদ্ধে কলম ধরেনি। হিকির 'গেজেটে'র প্রতি হেস্টিংস খুশি না থাকলেও, ফ্র্যান্সিস যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, হিকির বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। ফ্র্যান্সিস ভারত ত্যাগ করার পর হেস্টিংস 'বেঙ্গল গেজেট'কে চিরদিনের মতো স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা নেন এবং সফল হন। আরও লক্ষণীয়, হিকির কাগজে সরকার সম্পর্কিত যেসব খবর বেরোত, সেগুলো হিকির পক্ষে সংগ্রহ করা একেবারেই সম্ভব হত না—যদি তার নেপথ্যে কোনো উপযুক্ত প্রভাবশালী সরকার-বিরোধী সরকারি কর্মচারী না থাকত। সেই উপযুক্ত ব্যক্তি ফিলিপ্ ফ্র্যান্সিস হওয়া বিচিত্র নয়।

'বেঙ্গল গেজেটে' যা প্রকাশিত হত, তার প্রায় সবটাই ছিল বিজ্ঞাপন। সেই সঙ্গে থাকত বিদেশি ইংরেজি পত্রিকা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি, স্থানীয় ও দূরের বিভিন্ন সাংবাদিক ও লেখকদের কিছু লেখা। বিশেষ আকর্ষণ ছিল "পোয়েটস্' কর্নার"—জনসাধারণের কাছে 'নিবেদন' গোছের রচনা, লিখতেন হিকি স্বয়ং। আর থাকত কলকাতাস্থ ইউরোপীয়দের ঘরোয়া কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার মুখরোচক খবর। প্রথম দশ মাস 'বেঙ্গল গেজেট' রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল সম্পূর্ণ নির্বিবাদী। কিন্তু তারপর থেকেই ক্রমান্বয়ে কাগজের পাতায় বিক্ষোভের ঝাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং বাংলায় কর্মরত কোম্পানির কিছু কর্মচারী গেজেটের জনপ্রিয়তায় ক্রমে ভীতগ্রস্থ হয়ে পড়তে থাকেন, 'বেঙ্গল গেজেট' আকারে ছিল বারো ইঞ্চি লম্বা, আট ইঞ্চি চওড়া। প্রতি পাতায় তিনটি করে 'কলাম' থাকত। ছাপা ও অঙ্গসজ্জা অপরিচ্ছন্ন। পত্রিকার রচনাগুলির মধ্যেও রুচিবোধ ও শালীনতার অভাব ছিল। এটা হয়তো পুরোপুরি হিকির দোষ নয়। কেন না, তৎকালীন কলকাতাস্থ ইংরেজ সমাজের চিত্রটাই ছিল শালীনতা ও পরিচ্ছন্নতাহীন, বিকৃত রুচির পরিপোষক। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বেঙ্গল গেজেট'-এ প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মধ্যে। তৎকালীন কলকাতাবাসী ব্রিটিশরা ছিলেন নানাবিধ সামাজিক-দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত। তাদের নৈতিক মানেরও কোনও বালাই ছিল না। প্রসঙ্গত উদাহরণ হিসেবে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের ভাব-তর্জমা দেওয়া গেল ঃ

> এখন কলকাতাবাসী জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক দু'টি সুদেহী আফ্রিকান—যাদেরকে কথ্য-ভাষায় 'কাফ্রি' বলা হয়—মেয়েছেলে চান। তাদের বয়স ১৪ থেকে ২০/২৫-এর মধ্যে হবে। গড়ন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হওয়া দরকার। সকল রকমভাবে যাতে দেহভোগের কাজে লাগে সেই রকম।...ইত্যাদি।

রুচি বিকৃতির এরকম ভূরিভূরি নিদর্শন হিকির গেজেটের বিজ্ঞাপনের মধ্যে বিদ্যমান। তাই 'বেঙ্গল গেজেটে'র নিত্যকার বিষয় হিসেবে ব্যক্তিগত আক্রমণ, কেচ্ছা, অসম্মানজনক রচনা প্রকাশ প্রভৃতি তৎকালীন কলকাতার ইংরেজ সমাজে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

'বেঙ্গল গেজেটে' একদিন একটি সংবাদ প্রকাশিত হল—

একান্ত ব্যক্তিগত ব্যবস্থাক্রমে শ্রীমতী ইমফে ভারতের গভর্নর জেনারেলের পত্নী হয়েছেন।

—এই সংবাদ প্রকাশের ফলে হেস্টিংস হিকির ওপর প্রচণ্ডভাবে খেপে গেলেন।

'ইন্ডিয়া গেজেট'

'বেঙ্গল গেজেটে'র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে 'ইন্ডিয়া গেজেট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের সম্ভাবনার খবর বিজ্ঞাপিত হল। প্রস্তাবিত পত্রিকার পক্ষে এবং হিকির গেজেটের বিরুদ্ধে নানা রকম প্রচার শুরু হল। 'বেঙ্গল গেজেটে'র পাঠকগণ যাতে 'বেঙ্গল গেজেটে'র বদলে নতুন 'ইন্ডিয়া গেজেট' পড়েন সেই মর্মে বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হল। ১৭৮০ খ্রিস্টব্দের জুন মাসে হিকি তার পত্রিকার পাঠকদের কাছে আবেদন জানালেন যে, তারা যেন কাগজকে পরিত্যাগ না করেন।

নভেম্বর মাসে 'ইন্ডিয়া গেজেট' প্রকাশিত হল। 'বেঙ্গল গেজেট' অপেক্ষা তার চাকচিক্য ছিল অনেক বেশি। দৃশ্যত মনোরম। 'ইন্ডিয়া গেজেট' হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতা ও সরকারি আনুকূল্য দুই-ই পেল। ডাক-ব্যয় সংক্রান্ত সুবিধাও তাকে দেওয়া হল। 'বেঙ্গল গেজেট'কে এই সুবিধা দেওয়া হয়নি।

এই ব্যবস্থায় হিকি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। ফলে নতুন পত্রিকাটির সঙ্গে যারা সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং নেপথ্যে যারা পরোক্ষ-সহযোগিতা করছিলেন তাদের সকলের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু হল 'বেঙ্গল গেজেটে'র পাতায়। এই সব ঘটনার সঙ্গে শ্রীমতী হেস্টিংসকেও জড়াতে ছাড়লেন না হিকি। ফলে হেস্টিংস ও তার সরকার এবং হিকির মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র হয়ে উঠল। হিকির লেখায় নোংরামি চরমভাবে ফুটে উঠতে থাকল। হেস্টিংস ও তার অনুগামীদের ব্যঙ্গ করে কাল্পনিক ব্যঙ্গাত্মক রচনাও লেখা হতে থাকল। নন্দকুমারের মামলাকে কেন্দ্র করে বেআইনি-অর্থোপার্জনের কাহিনিসহ প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পেকে আক্রমণ করে লেখা প্রকাশিত হল। শ্রীমতী হেস্টিংসকে 'মেরিয়ান অ্যালিপুর' এবং ইম্পেকে

‘পুলবুন্‌ডি’ নাম দিয়ে ব্যঙ্গরচনা ছাপা হল। ইতিমধ্যে ফিলিপ ফ্র্যান্সিস ভারত ত্যাগ করলেন। অতঃপর হেস্টিংসের ক্রোধের খড়্গ নেমে এল হিকির ওপর।

প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ

১৭৮০-র ১৪ নভেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম থেকে এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ডাকঘর মারফত ‘বেঙ্গল গেজেট’ বিলি নিষেধ ঘোষিত হল। গভর্নর জেনারেল ও রেভারেন্ড কিরিয়েন্ডার সুপ্রিম কোর্টে হিকির বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিকিকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারি করলেন। চারশো লোকের এক সশস্ত্র বাহিনী হিকিকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে আনতে গেল। হিকির লোকজন সেই বাহিনীকে মেরে তাড়িয়ে দিল। পরে হিকি আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আশি হাজার টাকা জামিন দাবি করা হলে হিকি তা দেওয়ার অক্ষমতা জানায়। জামিন না-মঞ্জুর হয়। সে-সময়ে কোনো ‘প্রেস ল’ না থাকায় হিকি জেলখানায় বসেই ‘বেঙ্গল গেজেট’ সম্পাদনা করতে থাকেন; পত্রিকাটিও যথারীতি প্রকাশিত হতে থাকে। তার ভাষা তখন আরও তীব্র হয়ে ওঠে, কাগজের আকর্ষণও যায় বেড়ে।

মামলার বিচার চলা কালে তার কাছে পুনরায় আশি হাজার টাকা জামিন দাবি করা হয়। এই ভাবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ জামিন হিসাবে দাবি করার বিরুদ্ধে তিনি রানির সচিবের কাছে এক চিঠি লিখলেন। সেই চিঠির নকল ১৭৮১-র ১৬ ও ২৩ জুনের গেজেটে প্রকাশিত হল। কিন্তু তার সেই আবেদনও না-মঞ্জুর হল। বিচারে হিকির দু'বছরের কারাদণ্ড ও দু'হাজার টাকা জরিমানা ধার্য হল। সেই সঙ্গে তাকে মানহানির অপরাধে হেস্টিংসকে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হল।

ছাপাখানার হরফ ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানিয়ে হেস্টিংস ও তার অনুগত কয়েকজন পুনরায় মামলা দায়ের করলেন। সেই মামলায় হিকি জিতলেন। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ হেস্টিংসের কাছ থেকে তিনি রেহাই পেলেন না। ইলাইজা ইম্পের সহযোগিতায় তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে হাত করে হিকির বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দায়ের করতে থাকলেন। জরিমানার অর্থ মেটাতে না পারায়, ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে, শেষ পর্যন্ত হিকির ছাপাখানা আটক করে বিক্রি করে দেওয়া হল। এবং এইভাবে, চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ‘বেঙ্গল গেজেট’-এর কণ্ঠ।

চলার পথে

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'ক্যালকাটা গেজেট'। প্রথম সরকারি প্রয়াস। সরকারি কাগজও বটে। এখনও সরকারি গেজেট হিসাবে (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের) কলকাতা থেকে এর প্রকাশ অব্যাহত। 'ক্যালকাটা গেজেটে' একমাত্র সরকারি বিজ্ঞপ্তিসমূহই (Notifications) প্রকাশিত হয়, অন্য কিছু নয়।

কলকাতা থেকে এরপর প্রকাশিত হয়—'বেঙ্গল জার্নাল' (ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৫), 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন অর ক্যালকাটা অ্যামিউজমেন্ট' (এপ্রিল, ১৭৮৫), এবং 'ক্যালকাটা ক্রনিক্‌ল' (ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৬)। এর মধ্যে একটি (ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন) মাসিক পত্রিকা, অন্যগুলি সাপ্তাহিক। সকলেরই ভাষা ইংরাজি। প্রথম ছয় বছরে (১৭৮০-৮৬) কলকাতা থেকে মোট ছয়টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয় 'মাদ্রাজ ক্যুরিয়র'—মাদ্রাজের প্রথম সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক। আট বছর পর ক্যুরিয়র-এর সম্পাদক পদ থেকে অপসৃত হয়ে বয়েড প্রকাশ করেন 'হরকরা'। এক বছর পর তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'হরকরা'রও মৃত্যু হয়। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'মাদ্রাজ গেজেট' ও 'ইন্ডিয়া হেরাল্ড'।

বোম্বাই থেকে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে—'বোম্বাই হেরাল্ড'। ১৭৯০-এ প্রকাশিত হয় 'ক্যুরিয়র'। ১৭৯১-এ হেরাল্ড ও ক্যুরিয়র একত্রিত হয়ে 'বোম্বাই গেজেট' নাম নিয়ে সরকারি প্রকাশনে রূপান্তরিত হয়। 'ক্যুরিয়র'ই প্রথম কাগজ, যাতে প্রথম দেশীয় ভাষায় (গুজরাতি) বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।

'বোম্বাই গেজেট' এবং 'মাদ্রাজ ক্যুরিয়র'—দুটি পত্রিকাই ছিল মুখ্যত সরকারি মুখপত্র এবং সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যম।

দমন পীড়ন নিয়ন্ত্রণ

১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সংবাদপত্রের ওপর নানা রকম বিধিনিষেধ আরোপ শুরু হয়। প্রথম নিষেধ আরোপিত হয় বাংলা দেশের সংবাদপত্রের ওপর। বলা হয় : 'জেনারেল অর্ডার্‌স' শিরোনামে গভর্নর জেনারেল পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রকাশ করা যাবে না। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ সরকার 'সেন্‌সারশিপ্‌' ব্যবস্থা চালু করে। ফলে কোনো সরকারি সংবাদ বা বিজ্ঞপ্তি ছাপতে গেলে তা আগে সমর সচিবকে দেখিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বোম্বাইতেও এই ব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সম্পাদকগণ সহজে এইসব সরকারি

বিধিনিষেধ মেনে নিলেন না।

কলকাতাবাসী জনৈক আইরিশ-আমেরিকান উইলিয়ম দুনে নিজের সম্পাদনায় ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'বেঙ্গল জার্নাল'। তিনি ছিলেন পেশায় মুদ্রক। 'বেঙ্গল জার্নাল' প্রকাশের ব্যাপারে তিনি দু'জন আইনবিদকে মালিকানার অংশীদার হিসাবে নিয়েছিলেন। পত্রিকাটি প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যেই সরকারের সঙ্গে তার বিরোধ বেধে যায়। 'মারাঠা যুদ্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিশ মারা গেছেন'—এই মর্মে এক ভুল সংবাদ প্রকাশিত হয় 'বেঙ্গল জার্নালে'। সরকার থেকে সম্পাদককে তার জন্য ভুল সংশোধন করে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। সম্পাদক তাতে রাজি না হওয়ায় তাকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। কিন্তু সেই সময়ে তাকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়নি। তবে দুনেকে 'বেঙ্গল জার্নাল'-এর সম্পাদক পদ ছাড়তে হয়। 'বেঙ্গল জার্নাল' ছেড়ে তিনি নিজেই প্রকাশ করেন 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্লড'। এই সময়ে দুনে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। সম্পাদক হিসাবেও তিনি সুচিহ্নিত ছিলেন। দু'বার তাঁর বাড়ি আক্রান্ত হয়। তিন বছর যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে পত্রিকাটি চালাবার পর, আবার বিরোধ শুরু হয় সরকারের সঙ্গে। পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্লড' বয়কট করেন। দুনে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর পত্রিকার যাবতীয় সত্ত্ব বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক হয়, ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি নতুন মালিকের হাতে 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্লড' স্থানান্তরিত হবে। কিন্তু তার আগেই, ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর স্যার জন শোর-এর একান্ত সচিব ক্যাপটেন কলিন্‌স তাঁকে রাজভবনে এক সাক্ষাৎকারের জন্য ডেকে পাঠান। সেখানে গেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়; তিনদিন আটকে রাখা হয় ফোর্ট উইলিয়মে। তারপর জাহাজে চড়িয়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় ইংল্যান্ডে। সেখানে পৌঁছে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু কেন এইভাবে তাকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করা হল সে-সম্পর্কে দুনেকে কিছুই জানানো হয়নি। কলকাতায় তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার মূল্যের সম্পত্তি সঞ্চয় করেছিলেন। সেই সম্পত্তিরও কিছুই তিনি ফেরত পাননি, এমনকী কোনো ক্ষতিপূরণও নয়।

দুনেকে বিতাড়িত করার পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোর লিখেছিলেন, 'এদেশে ছাপাখানার জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা খুবই বিপজ্জনক।' ১৭৯১ থেকে ১৭৯৮—এই সময়ের মধ্যে পত্রিকাসমূহের সম্পাদকগণের সঙ্গে সরকারের প্রায়ই বিরোধ দেখা দিত। সম্পাদকগণ শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করতেন।

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। তিনি এসেই ভারতে ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃত করা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার

স্বপ্নে মেতে ওঠেন। মহীশূরের টিপু সুলতানের সঙ্গে শুরু হয় যুদ্ধ। এমনি সময়ে (১৭৯৮) ডঃ চার্লস ম্যাকলিয়েন 'বেঙ্গল হরকরা' প্রকাশ করেন কলকাতা থেকে। তিনি কাগজের মালিক হলেও 'বেঙ্গল হরকরা'র সম্পাদক ছিলেন অন্য ব্যক্তি। কাগজে প্রথমে জনৈক পোস্টমাস্টার ও পরে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের কাজের সমালোচনা এবং সরকার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করায় সম্পাদককে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। সম্পাদক ক্ষমা চাইলেন বটে, কিন্তু ডঃ ম্যাকলিয়েন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে তাকে গ্রেপ্তার পূর্বক নিগ্রহ করে বিতাড়িত করা হয় ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েও অবশ্য তিনি ভারতস্থ ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে তার বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করা থেকে বিরত হননি। জানা যায়, তারই ফলশ্রুতি ও প্রতিক্রিয়া হিসাবেই নাকি ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি পদত্যাগ করে ভারত থেকে চলে যেতে বাধ্য হন।

ওয়েলেসলি ভারতে এসে এখানকার ইউরোপীয় সম্পাদকদের ঔদ্ধত্যে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে কঠোর হাতে তাদের দমন করার নীতি গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে জারি করেন 'পাঁচ দফা রেগুলেশন্স'। তাতে বলা হয় ঃ

(১) প্রত্যেক সংবাদপত্রের শেষে পৃষ্ঠার নীচে মুদ্রকের নাম ছাপতে হবে;

(২) সরকারের প্রধান সচিবের কাছে প্রতিটি পত্রিকার সম্পাদক, সত্ত্বাধিকারী প্রমুখর নাম পাঠাতে হবে;

(৩) রবিবার ছুটির দিন, তাই ওই দিন পত্রিকা প্রকাশ করা যাবে না;

(৪) সরকারের প্রধান সচিবের অজ্ঞাতে কোনও পত্রিকাই প্রকাশ করা যাবে না; এবং

(৫) উক্ত চারটি বিষয়ের একটিও অগ্রাহ্য করলে শাস্তি হিসেবে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সকলকে ইংল্যান্ডে বিতাড়িত করা হবে।

সেই সঙ্গে সেন্সার প্রথাও বেশ জোরদার করা হয়, এবং কোন সংবাদ প্রকাশ করা যাবে, কোনগুলি যাবে না— সে-সম্পর্কেও কিছু নিষেধবিধি আরোপ করা হয়।

এই নিষেধবিধি আরোপিত হওয়ার সময় ও অব্যবহিত পরে, সরকারি হিসাব অনুসারে, বাংলা দেশে সাতটি, মাদ্রাজে দু'টি ও বোম্বাইয়ে দু'টি— ভারতবর্ষে মোট এই এগারোটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত। এ-ছাড়া ছিল 'ক্যালকাটা গেজেট'— বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত সরকারি মুখপত্র। সর্বসাকুল্যে তাদের প্রচার সংখ্যা ছিল দুই হাজারের মতো।

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ওয়েলেস্লির দমন নীতি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। মাঝেমধ্যে একটু-আধটু শিথিলতা দেখা যায়। বাস্তবিকপক্ষে, এই দমননীতির মুল কাঠামো দীর্ঘদিন যাবৎ বলবৎ থাকে। এর ওপর, ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে জনসভাও

নিষেধ ঘোষণা করা হয়। কোনো সভা করতে হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে এবং সভার আলোচ্য-বিষয়ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে, বহু প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকে। সেই সব প্রচার পুস্তিকায় লেখক, মুদ্রক, প্রকাশক কারো নামই ছাপা হত না। সেই জন্য ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মিন্টো, ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল, কলকাতা ও তার অধীনস্থ সকল এলাকার ছাপাখানার মালিকদের ওপর এই মর্মে এক আদেশ জারি করেন যে, যা কিছুই তারা ছাপুন না কেন, সকল প্রকার মুদ্রিত বিষয়ের শেষে অন্তত মুদ্রকের নাম ছাপতেই হবে।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর মারকুইস অব্ হেস্টিংস (আর্ল অব্ ময়রা) ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। তিনি এসে ওয়েলেস্‌লি প্রবর্তিত দমননীতির কাঠামোয় কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়াস নেন।

সংবাদপত্র প্রকাশের পূর্বে সেন্সার করার যে নীতি চালু ছিল, তাতে অসুবিধার সৃষ্টি হত যথেষ্ট। প্রথমত সেন্সারের ফলে প্রকাশিত বিষয়ের দায়িত্ব প্রকাশক, সম্পাদক ও লেখকের ওপর না বর্তিয়ে সরাসরি সরকারের ওপরই বর্তাত। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সম্পাদকদের বিরুদ্ধে প্রচলিত সেন্সার ব্যবস্থার কিছুই করণীয় ছিল না।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন সনদ অনুমোদিত হয়। তাতে ইংল্যান্ডস্থ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নেন। ফলে, ব্রিটিশ এজেন্সি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংগঠন ও বণিকসংস্থাগুলি প্রসার লাভ করে, তাদের ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। ওই সব বাণিজ্যিক সংগঠন ও বণিকসংস্থাগুলি, নিজেদের স্বার্থেই, সংবাদপত্রসমূহকে আর্থিক সাহায্য দিতে ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে এগিয়ে আসে।

নতুন সনদ মঞ্জুর হওয়ার পর 'কার্ক অব্ সেন্ট অ্যান্ড্রুজ'-এর প্রথম মিনিস্টার ডঃ জেমস্ ব্রাইস এদেশে আসেন কলকাতার প্রথম লর্ড বিশপ থমাস ফ্যান্স্ মিড্‌লটনের সঙ্গে একই জাহাজে। উভয়েই পরস্পরের বিদ্বেষী ছিলেন। অচিরে, এখানেও তাদের বিরোধ জমে ওঠে। ব্রাইস বদলা হিসাবে নিজেদের 'প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ' নির্মাণ করান, এবং তিনিই হন ভারতের প্রথম প্রেসবিটেরিয়ান মিনিস্টার। মিডলটন তাতে মনঃক্ষুণ্ণ হন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ডঃ ব্রাইস 'এশিয়াটিক মিরর' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই তার সম্পাদকও হন। 'এশিয়াটিক মিররে'র মাধ্যমে ব্রাইস তার নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা ও আত্মপক্ষ সমর্থনে সচেষ্ট হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রধান সচিব জন অ্যাডামের সঙ্গে তার বিরোধ শুরু হয়। 'সরকার সংবাদপত্রকে ঠিকভাবে কাজ করতে দিচ্ছে না'—এই মর্মে তিনি অভিযোগ তোলেন। হেস্টিংসের কাছে বার বার সেন্সার প্রথা রদ করার আবেদন জানান। কিন্তু হেস্টিংস ব্যক্তিগতভাবে

ডঃ ব্রাইসকে পছন্দ করতেন না। তাই তিনি, তার কোনো অনুরোধ ও আবেদন কিছুতেই গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই (১৮১৮ খ্রিঃ) 'মর্নিং পোস্ট' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি মজার ঘটনা ঘটে। সেন্সার কর্তৃপক্ষ 'মর্নিং পোস্টে' প্রকাশিতব্য একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন পত্রিকার সম্পাদককে। কিন্তু সম্পাদক সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে। নির্দেশ না মানার অপরাধে সম্পাদকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেওয়া হয়। তার উত্তরে 'মর্নিং পোস্টে'র সম্পাদক হিট্‌লি জানান যে, তার বাবা ইউবোপীয়, কিন্তু মা ভারতীয়। সুতরাং তিনি এদেশীয় লোক। অতএব সরকার তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। আইনগত জটিলতার এই প্রশ্ন তোলায় তৎকালীন ইংরেজ সরকার রীতিমতো অসুবিধায় পড়ে। তৎকালীন সকল আইন ও বিধিনিষেধ কেবলমাত্র ইউরোপীয়দের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। সেন্সার কর্তৃপক্ষ অতঃপর গভর্নর জেনারেলকে জানালেন যে, তিনি 'কোন ভারতীয় সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোন রকম আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম'।

এই দুই ঘটনা, বিশেষত 'মর্নিং পোস্টে'র ঘটনা, সেন্সার প্রথার অসারত্বকে প্রকট করে তোলে। ফলে, হেস্টিংস সেন্সার প্রথা ও সেন্সারের পদ রদ করে দেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সম্পাদকদের ওপর কিছু নতুন নিষেধবিধিও আরোপ করেন। তার ফলে, বিশেষ ধরনের কিছু লেখা ও সংবাদ প্রকাশ করার ব্যাপারে সম্পাদকদের হাত বাঁধা হয়ে যায়। এই ভাবে, আকারে কিছুটা বিভিন্নতা দেখা গেলেও দমননীতি একইভাবে চলতে থাকে।

ভীতির কারণে পীড়ন

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপে, নানাবিধ কারণেই, বহু ইউরোপীয়ও অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। এবং

> বিভিন্ন কারণে যে-সব ইউরোপীয় কোম্পানির প্রশাসন ও একাধিপত্যে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তারাই ভারতে সংবাদপত্রের জন্ম দেন। (মার্গারিটা বার্নস / *দি ইন্ডিয়ান প্রেস*)।

ভারতে কলকাতাই ছিল কোম্পানির প্রধান কর্মকেন্দ্র। তাই ভারতের প্রথম সংবাদপত্রেরও জন্ম হয়েছিল কলকাতাতেই। এবং কলকাতাই ছিল ভারতের সংবাদপত্রসমূহের প্রধান কর্মকেন্দ্র ও রঙ্গমঞ্চ। সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে ইউরোপীয়গণ আগে থেকেই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ও সচেতন ছিলেন। তাই

ইউরোপীয়গণকে সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করতে দেখে কোম্পানির কর্তৃপক্ষগণ প্রথম থেকেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এবং স্বজাতি হলেও, ইউরোপীয় সাংবাদিক, সম্পাদক ও প্রকাশকগণকে সর্বদাই প্রতিপক্ষ ও শত্রু বিবেচনা করতে থাকেন। এমনকী শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিগণ কলকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, আইনগতভাবে তাদেরকে কঠোরহাতে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না—এই ভয়েই লর্ড ওয়েলেস্‌লি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।— এই মানসিকতার কারণেই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন চালানোর উদ্দীপনা তাদের মধ্যে অত তীব্র হয়ে ওঠে। তাদের রোষবহ্নি সাংবাদিকদের পুড়িয়ে শেষ করে দিতে না পারলেও, বারংবার ঝলসে দেওয়ার চেষ্টা করে।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে প্রথম সেন্সার প্রথা চালু হওয়ার পর সেখানকার সম্পাদকগণ সহজভাবেই তা মেনে নিয়েছিলেন। বোম্বাইয়ের সম্পাদকগণ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিলেও 'বোম্বাই গেজেটে'র সম্পাদক মিস্টার ফার তা লঙ্ঘন করেন। এবং শাস্তি হিসেবে এদেশ থেকে বিতাড়িত হন। এই অধ্যায়ে এর পর আর কেউ তা লঙ্ঘন করার প্রয়াস পাননি। বরং 'বোম্বাই গেজেটে'র পরবর্তী সম্পাদক সরকারের প্রতি যথেষ্ট আনুগত্য দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত সরকার থেকে আর্থিক আনুকূল্যও লাভ করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ ছিল বরাবরই ব্যতিক্রম। বাংলার সম্পাদক, প্রকাশক ও সাংবাদিকগণের মাথা সরকারি পীড়নের কাছে নত করানো সম্ভব হয়নি। তার জন্য তারা শাস্তি পেয়েছেন প্রচুর, নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তবুও আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদকে সরব ও সোচ্চার রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সংবাদপত্রের সূচনা থেকেই দমনপীড়নের প্রয়াস ছিল স্পষ্ট। কিন্তু সেইসব পীড়ন, দমননীতি, এমনকী সেন্সার প্রথাও স্থায়ীভাবে সাংবাদিকদের কলম বন্ধ ও কণ্ঠ রোধ করতে পারেনি—সেই প্রথম পর্বেও।

ভারত সম্পর্কে নীরবতা

প্রথম দিককার সবক'টি সংবাদপত্রই মূলত ভারতস্থ ইউরোপীয় জনগণের জন্য, তাদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই প্রকাশিত হত। তাদের কার্যকলাপই ছিল মুখ্য আলোচ্য-বিষয়। তাই দেখা যায়—ভারতের প্রথম সংবাদপত্র হিকির গেজেটও ভারতীয়দের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। সেই সময়ে আমাদের দেশে যে-সব কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছিল সে-সম্পর্কেও কোনো খবর হিকির গেজেটে স্থান পায়নি। আসলে ভারতীয়দের নিয়ে তারা তেমন মাথা ঘামাতেন বলেও মনে হয় না।

প্রসঙ্গত, এই সময়ের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত বিষয়সূচিগুলি দেখলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে ঃ

> সংসদীয় সংবাদ, সম্পাদককে লিখিত চিঠি, সরকারী বিজ্ঞপ্তি, বিশেষ সংবাদ, বিজ্ঞাপন, পোয়েট্স কর্ণার', 'ফাশন' বিবরণ, ইত্যাদি ছিল নিয়মিত বিষয়। তা ছাড়াও প্রকাশিত হত— প্যারিস, ষ্টক্হোল্ম, ভিয়েনা, মাদ্রিদ, চীন, রিও-ডিজেনেরিও প্রভৃতি স্থান থেকে প্রেরিত সংবাদ। সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হত—মূলতঃ ইংলণ্ডের ঘটনাবলী, সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ, ভারতের ইউরোপীয় শাসকবর্গের প্রচারিত পরিকল্পনা এবং ভারতস্থ ইউরোপীয়দের হালচাল প্রভৃতি বিষয়ের উপর। (মার্গারিটা বার্ণস / দি ইণ্ডিয়ান প্রেস)।

এই সময়ে (১৭৮০-১৮১৭) ভারতের সংবাদপত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যার উইলিয়ম হান্টার লিখেছিলেন ঃ

> দীর্ঘদিন যাবৎ অশালীনতা ও দাসসুলভ নোংরামো— এই দু'টি বিষয়ই মাত্র কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে পরিচিত ছিল।

এই অভিমত পুরোপুরি না হলেও, কিছু পরিমাণে সত্য ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৮১৮-১৮৩৫

প্রেক্ষাপট

ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই সময়কাল (১৮১৮-৩৫) নতুন যুগের সূচনা করে। এই সময়কালকে ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলেও চিহ্নিত করা যায়।

ইতিপূর্বে ভারত থেকে (কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ) যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, সবগুলিরই ভাষা ছিল ইংরাজি, প্রকাশক ও সম্পাদকগণও ছিলেন ইংরেজ। ভারতীয় বিষয়ও ছিল সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতা থেকে একটা উর্দু সাপ্তাহিক, 'উর্দু আখ্‌বার', প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এর প্রকাশক ছিলেন কলকাতাবাসী জনৈক 'বিহারী ব্যক্তি'। কিন্তু পত্রিকাটি সম্পর্কে এর থেকে বেশি আর কোনো তথ্যই জানা যায় না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষক ও ঐতিহাসিকগণও এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয় বাংলা মাসিক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন'। ওই বছরের মে মাসে (সম্ভবত ১৫ই মে) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি'। এই পত্রিকাটির প্রকাশক, সম্পাদক, ভাষা ও বিষয় সবই ছিল ভারতীয়। এরপর থেকেই ভারতীয়দের পরিচালনায়, সম্পাদনায় দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতীয় সংবাদপত্রের শুরুও এই পত্রিকাটিকে নিয়েই।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজের ছাত্রদের পড়াবার জন্য সরকারি উদ্যোগে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি রচনায়ও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে অতি দ্রুত বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে, বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান লেখকেরও আবির্ভাব হয়। 'কলকাতা

বাইবেল সোসাইটি' (১৮১১), 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষায়ও প্রচুর গ্রন্থাদি প্রকাশ করতে থাকায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি তথা উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। সেই সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার বাঙালি-মননের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে ও নানাবিধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর ফলে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে সংবাদপত্র প্রকাশের মানসিকতা গড়ে ওঠা সহজ হয় এবং বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে ছাপাখানার সুযোগ-সুবিধাও সহজ লভ্য হয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের 'সনদ আইন' ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করেছিল। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে, ভারতে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র সব থেকে বড় শত্রু মারাঠা শক্তির পতন ঘটে। ফলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধিকার আধিপত্য ভারত ভূখণ্ডের বৃহত্তর অংশে বিস্তৃত হয় ও প্রতিষ্ঠা পায়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দেই প্রতিষ্ঠিত হয় চরম অধিকার। সর্বভারতীয় প্রশাসনের পরিকল্পনাও এই সময়েই রচিত হয়। ভারতীয় শিল্পের ওপর চরম আঘাত নেমে আসে। এই সকল কারণে, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দটি ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। ভারতের সংবাদত্রে ও সাংবাদিকতার অগ্রগতির ইতিহাসে, এই সকল ঘটনা, অনিবার্য কারণ ও সহায়করূপেই বিবেচ্য হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র আমলে, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা, এবং সংস্কৃতিরও পীঠস্থান। উনিশ শতকের ভারতের 'নবজাগরণ', যাকে 'রেনেসাঁস' বলেও উল্লেখ করা হয়, সূচিত হয়েছিল কলকাতায়। এই 'নবজাগরণে' বা নবীন-চেতনায় বাংলাদেশই প্রথম আলোড়িত হয়, পরে, ভারতের অন্যান্য স্থানে তা' ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। সেই কারণেই উনিশ শতকের এই 'নবজাগরণ' 'বাংলার নবজাগরণ' বলেই চিহ্নিত হয়ে আছে। এই 'নবজাগরণ' ও তার প্রভাব প্রধানত কলকাতাকেন্দ্রিক হওয়ার ফলেই, ভারতে সংবাদপত্রের প্রকাশ ও অগ্রগতির ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটে কলকাতায়। ভারতীয় সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের ইতিহাসের যাত্রারম্ভে বাংলা সংবাদপত্রের অগ্রণী ভূমিকাও অনিবার্য হয়ে ওঠে এই ঐতিহাসিক কারণে।

কোম্পানির অধিকার ও আধিপত্য বিস্তার এবং গৃহীত নীতির ফলে, দেশে নানারকমের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে থাকে। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের প্রায় শুরু থেকেই ভারতীয়গণ সংবাদপত্র প্রকাশে এগিয়ে আসেন। কিন্তু দেশের ওই সকল সংকটের বিষয়গুলি, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও, প্রথম দিকে তৎকালীন সাংবাদিকগণের দৃষ্টিতে হয় ধরা পড়েনি, না হয়, সেরকম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি। অবশ্য অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট সজাগ

ছিলেন। সংবাদপত্রের বিষয় হিসেবে সেগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক হালচাল তথা পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা সকলেই সমানভাবে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা নির্বিকার ছিলেন। দেশের আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিও যে অনুধাবন করতেন না, তা-ও নয়। আসলে, অতীত ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা থেকে হয়তো তাঁদের মনে হয়েছিল, সেই সময়েই, কোম্পানির অপশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। তার আগে নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দুর্বলতাগুলি দূর করা প্রয়োজন। দরকার নিজেদের চেতনাকে সজাগ ও সমৃদ্ধ করা। জনমানসকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করা। তাই দেখা যায়, এই সময়ে শহরতলির হিন্দু সমাজকে আধুনিক যুগের মোকাবিলা করার উপযোগী করে পুনর্গঠিত করার প্রয়াস শুরু হতে। সেই সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের বীজও বপন করা হয়। পাশাপাশি, ডিরোজিয়ানদের কার্যকলাপ সাধারণের মধ্যে জানার কৌতূহলকে জাগ্রত করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবে সমাজের আর্থিক কাঠামোয় পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্রিটিশ বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিস্তার ঘটতে থাকে। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা' থেকে শুরু করে, কলকাতায় পর পর অনেকগুলি বিদ্বৎজনসভা-সমিতি-সংগঠন-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে উঠতে থাকে। এই সকল সভা বা প্রতিষ্ঠান তাদের মতাদর্শ, চিন্তা-ভাবনা, কার্যধারা প্রভৃতি বৃহত্তর জনসমাজে তুলে ধরার জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহিত হয়।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের কলকাতায় ছাপাখান বসাবার অনুমতি না দেওয়ায় তাঁরা ওলন্দাজ অধিকৃত শ্রীরামপুরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সঙ্গে কলেজের তথা কোম্পানির কর্তাদের বিরোধের মীমাংসা হয়। ততদিনে, ছাপাখানার জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা হরফের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল; শ্রীরামপুরের মিশনারি ছাপাখানা থেকে বাংলা গ্রন্থাদিও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতেও শুরু করেছিল। কলেজের প্রয়োজনীয় বাংলা গ্রন্থাদিও মিশনারি ছাপাখানা থেকেই প্রকাশের বন্দোবস্ত হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে পরীক্ষামূলকভাবে একটি বাংলা মাসিক পত্র, 'দিগ্দর্শন', প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রেরিত পত্রের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। এই বিতর্কের সূত্রে রামমোহন রায় পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে জড়িত হন। ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারকে কেন্দ্র করে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে, একদিকে যেমন খ্রিস্টানদের সঙ্গে গোঁড়া ও সংস্কারপন্থী হিন্দুদের বিরোধ শুরু হয়, তেমনি বাংলা থেকে প্রকাশিত দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি নিজেদের মধ্যে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল

সমর্থন জানায় প্রগতিবাদী বা সংস্কারপন্থীদের, অপরদল তাদের বিরুদ্ধে সমর্থন জানায় রক্ষণশীলদের। এই দুই বিরোধকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্য-সাহিত্য ও সংবাদ-সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটতে থাকে।

ব্রিটিশ বণিকগণ দেশীয় সংবাদপত্রসমূহকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। দেশীয় সংবাদপত্রগুলিও ওই সকল বণিকদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। কিন্তু এই সম্পর্ক, স্বাভাবিক কারণেই, বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সমাজের নতুন শক্তি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, প্রথম দিকে কিছু পরিমাণে ইংরেজ শাসকদের অনুগত থাকলেও, পরবর্তীকালে এবং অল্পদিনের মধ্যেই, তাদের সঙ্গেই কর্তৃপক্ষের প্রথম বিরোধ শুরু হয়। ভারতের সংবাদপত্র জগতে রামমোহন রায়ের আবির্ভাবও এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেন, নেতৃত্বও দেন।

জেমস সিল্ক বাকিংহাম 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশ করে ভারতের সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের জগতে এক বলিষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কাছ থেকে ভারতীয় সংবাদপত্র নিজস্ব পথ খুঁজে পায়। উন্নত মানসম্পন্ন সংবাদপত্র প্রকাশের পথ প্রশস্ত হয়। সমালোচনার ক্ষেত্রে নিছক আক্রমণাত্মক সুরের বদলে দেখা দেয় যুক্তিনিষ্ঠ বলিষ্ঠ সমালোচনা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামও জোরদারভাবে গড়ে ওঠে। ক্রমে দেশবাসীর মনে জন্ম নিতে থাকে জাতীয়তাবাদ। রামমোহন রায়ও বাকিংহামের আদর্শে ও কর্মধারায় যথেষ্ট পরিমাণে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এই সময়কালের মধ্যে আরও লক্ষ করা যায়, ক্রমান্বয়ে, কোম্পানির দুঃশাসন, পীড়ন ও দুর্নীতি আরও অবাধ ও উদ্ধত হয়ে উঠতে থাকলে সমাজেও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাড়তে বাড়তে পুঞ্জীভূত ক্ষোভে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই থেকেই, পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

হেস্টিংসের পর জন অ্যাডাম অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হন। ক্ষমতা পেয়েই তিনি সংবাদপত্র দমনে উঠে-পড়ে লাগেন। জারি করেন সংবাদপত্র দমনের নতুন 'রেগুলেশন'। এই 'রেগুলেশনে'র বিরুদ্ধে কলকাতায় সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক সম্মিলিত প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ কেবল সংবাদপত্রের ইতিহাসেই নয়, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসেও এক উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই প্রতিবাদ আন্দোলন অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েও অ্যাডামের 'রেগুলেশন'জারি রদ করতে ব্যর্থ হয়; কিন্তু অন্যদিক থেকে এই আন্দোলনের ফল হয় সুদূরপ্রসারী। আইন জারি করে অ্যাডাম প্রথমেই 'ক্যালকাটা জার্নাল-এর সম্পাদক বাকিংহামকে, এবং পরে পরবর্তী সম্পাদক আর্নটকে ভারত থেকে বহিষ্কার করেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের

১০ নভেম্বর থেকে 'ক্যালকাটা জার্নাল' চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায়।

এত দমন-পীড়ন সত্ত্বেও সংবাদপত্র প্রকাশের ঢেউ ক্রমশ উদ্বেল হয়ে উঠতে থাকে। শুধু দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রই নয়, ইংরাজি ভাষার সংবাদপত্রের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়তে তাকে। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সংবাদপত্র প্রকাশ, সম্পাদনা ও পরিচালনায় এগিয়ে আসেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর 'কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্স' এক আদেশ জারি করে কোম্পানির কর্মচারীগণকে সংবাদপত্র প্রকাশ, সম্পাদনা ও পরিচালনা থেকে নিবৃত্ত করার উদ্যোগ নেয়। ইংরেজি সংবাদপত্রের জীবনে ঘনিয়ে আসে বিপর্যয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সময়ে বিশিষ্ট ভূমিকা নেন—সংবাদপত্রগুলিকে বাঁচাবার চেষ্টায়। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। বেন্টিঙ্কের পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন মেটকাফে। তিনি ছিলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে। 'অ্যাডাম রেগুলেশন' বলবৎ থাকলেও তা প্রয়োগের ব্যাপারে উদার মনোভাব নেওয়া হতে থাকে। বেন্টিঙ্ক সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সমর্থক না হলেও, গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর, এ-ব্যাপারে কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ারও পক্ষপাতি ছিলেন না। তবুও দমন-নীতির সমর্থকগণ তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তা থেকে পরিষদের ভিতরেই মেটকাফে ও দমননীতির সমর্থক বেইলির মধ্যে ঘোরতর বিরোধ শুরু হয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানিকে নতুন সনদ মঞ্জুর করার সময়ে ভারতের ইংরাজ মহলে রীতিমতো আলোড়ন ও আন্দোলন শুরু হয়। একদল কোম্পানিকে পুনরায় সনদ মঞ্জুর করার বিরোধিতা করে, স্বার্থ সংশ্লিষ্টগোষ্ঠী কোম্পানিকে পুনরায় সনদ মঞ্জুর করার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কোম্পানিকেই সমর্থন করেন। এই আন্দোলনের চাপে কোম্পানিকে আরও কুড়ি বছরের জন্য সনদ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু এর ফল যে ভালো হল না, তা উপলব্ধি করতে ভারতীয়দের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। অপরদিকে, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেটকাফে ভারতের অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে, অল্প সময়ের মধ্যেই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে আইন প্রবর্তন করেন।

প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসেই কেবল নয়, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রেও নবযুগের সূচনা করে দিকচিহ্ন হয়ে আছে।

ভারতীয় সংবাদপত্রের এই নতুন যুগের ঊষালগ্ন ঘোষিত হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রিকার প্রকাশ দিয়ে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। প্রকাশক হরচন্দ্র রায়। ঠিকানা ঃ বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস ও আপিস, ৪৫ বা ১৪৫ নং চোরবাগান স্ট্রিট, কলকাতা। সডাক মাসিক মূল্য দুই টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য বাংলা, ইংরাজি ও ফারসি ভাষায় প্রতি লাইন দুই আনা হিসাবে। প্রকাশিত বিষয় ঃ সরকারি বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত সংবাদ, সরল বাংলায় লেখা পাঠকগণের নিকট আকর্ষণীয় হবে এমন নানা রকমের স্থানীয় খবরা-খবর ও কাহিনি, হিন্দুগণের জন্ম মৃত্যু বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ক দিনপঞ্জি। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের 'এশিয়াটিক জার্নাল' সূত্রে জানা যায় যে, রামমোহন রায়ের 'সতী' বিষয়ক বাংলা রচনা 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

এই পত্রিকাটির কোনো সংখ্যাই এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে, সমকালীন পত্র-পত্রিকা, সরকারি নথি, সমসাময়িক লেখকগণের রচনা এবং পরবর্তীকালের বিভিন্ন গবেষণাপত্র ও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যায়।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায় দুজনেই ছিলেন হুগলির শ্রীরামপুরের বাসিন্দা। গঙ্গাকিশোর প্রথমে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারি প্রেসের কম্পোজিটর ছিলেন। সেখানে কিছুদিন চাকুরি করে, মুদ্রণ শিল্পে কিছু অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করে, কলকাতায় আসেন স্বাধীন জীবিকার সন্ধানে। প্রথমেই পুস্তক প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করেন। দক্ষ মুদ্রণশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পুস্তক ব্যবসায়ও সফলকাম হন। তারপর ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে নিজস্ব বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে নাম দেন 'বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস'। হরচন্দ্র রায় অংশীদার বা সহকারী হিসাবে গঙ্গাকিশোরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর গঙ্গাকিশোর সংবাদপত্র প্রকাশে উৎসাহী হন। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র সঙ্গে হরচন্দ্রের যোগ ছিল। তাঁর প্রগতিবাদী আদর্শের প্রতি গঙ্গাকিশোর ও হরচন্দ্র দু'জনেরই প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এই পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়ের প্রত্যক্ষ উৎসাহ ছিল বলেও অনেকে মনে করেন। হরচন্দ্র পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারেও গঙ্গাকিশোরের সহযোগী হন। পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় হরচন্দ্র রায়ের নামে। আইন অনুসারে

প্রকাশককেই 'ডিক্রেয়ারেশন' ও হলফনামা দিতে হয়। বিজ্ঞাপনে কোথাও গঙ্গাকিশোরের নাম ছিল না। কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই 'বাঙ্গাল গেজেটি'র সঙ্গে গঙ্গাকিশোরের নামই উল্লেখিত হয়েছে। 'বাঙ্গাল গেজেটি'কে গঙ্গাকিশোরের পত্রিকাও বলা হয়েছে বহু ক্ষেত্রে। সাধারণত কোনো পত্রিকার নামের সঙ্গে সম্পাদকের নামই উল্লেখিত হয়, প্রকাশকের নাম নয়। বিশেষ ক্ষেত্র হলে অবশ্য আলাদা কথা। এই সকল কারণেই, এই রকম সিদ্ধান্তে আসা ভুল হয় না যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি'র সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এবং প্রকাশক হরচন্দ্র রায়।

'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রথমাবধিই রামমোহন রায়ের প্রগতিবাদী হিন্দুধর্মের আদর্শকে অবলম্বন করে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে মুখর ছিল। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে আদর্শবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই ছিল এই প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্রের ও তার সম্পাদকের মূল লক্ষ্য। পত্রিকাটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের মতে পত্রিকাটি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জে নটরাজন প্রমুখ ব্যক্তিগণ কাগজটি মাত্র একবছর বেঁচে ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। মার্গারিটা বার্নস বলেছেন, এর স্থায়ীকাল ছিল স্বল্প।

'বাঙ্গাল গেজেটি' নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে ঃ

১। সম্পাদক— গঙ্গাধর ভট্টাচার্য / গঙ্গাকিশোর ভট্টচার্য;

২। ভাষা— ইংরাজি / বাংলা;

৩। প্রকাশ তারিখ; এবং

৪। 'সমাচার দর্পণ' আগে / 'বাঙ্গাল গেজেটি' আগে প্রকাশিত হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব আছে। পরোক্ষ-প্রমাণই সত্য নির্ধারণের একমাত্র ভিত্তি। মাখনলাল সেন, এস নটরাজন তাঁদের গ্রন্থে লিখেছেন, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, পত্রিকাটির ভাষা ছিল ইংরাজি। কিন্তু সমকালীন পত্র-পত্রিকা, সরকারি নথি, সমকালীন সাংবাদিক (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্গারিটা বার্নস, যতীন্দ্রকুমার মজুমদার প্রমুখর রচনা ও গবেষণা থেকে জানা যায়, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৮ খিস্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টচার্যের সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রমাণগুলি অনেক বেশি শক্তিশালী ও গ্রহণীয়। এর পরে আসছে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশ তারিখ। 'গভর্নমেন্ট গেজেটে' ১৪ই মে (১৮১৮) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে বলে জানা যাচ্ছে, এবং ৯ জুলাই (১৮১৮) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আবার 'এশিয়াটিক জার্নালে'র ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যায় উদ্ধৃত 'ওরিয়েন্টাল স্টার'-এর ১৬

মে ১৮১৮-র সংবাদে জানা যাচ্ছে 'বাঙ্গাল গেজেট' প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি শুক্রবার করে প্রকাশিত হত, ১৫ মে ছিল শুক্রবার। ব্রজেনবাবুর মতে, তখনকার দিনে ১৪ তারিখ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, ১৫ তারিখ, অর্থাৎ একদিনের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। অতএব, পত্রিকাটি ১৫ মে নয়, তবে ১৪ মে থেকে ৯ জুলাইয়ের মধ্যে কোনো এক সময় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তখনকার দিনে এত তাড়াতাড়ি পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব ছিল না ঠিকই। কিন্তু মুদ্রণ শিল্পে দক্ষ গঙ্গাকিশোর যে চিন্তা ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাতে অবশ্যই পূর্ব-প্রস্তুতি তাঁর ছিল। পত্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে বিঘ্ন-সম্ভাবনা সম্পর্কেও তিনি নিশ্চয়ই সজাগ ছিলেন—দেশের সমকালীন অবস্থা ও সরকারি মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে। তার ওপর, তিনি নিশ্চয়ই এটাও বুঝতেন যে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটলে যেমন নানা রকমের বিঘ্ন দেখা দিতে পারে, তেমনি তৎপরতার সঙ্গে অন্য কোনো উৎসাহী ব্যক্তিও সমজাতীয় পত্রিকা প্রকাশ করে ফেলতে পারেন। এবং তেমন কিছু ঘটলে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এই সকল কারণে, মুদ্রণ-কার্য ও পুস্তক ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ গঙ্গাকিশোর গোপনে সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নিয়ে থাকলে, বিজ্ঞাপনের পর দিনই পত্রিকা প্রকাশে অপারগ হবেন কেন? সুতরাং ব্রজেনবাবুর যুক্তিও এক্ষেত্রে অকাট্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। বরং প্রাপ্ত পরোক্ষ প্রমাণসমূহের ভিত্তিতে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখর সঙ্গে একমত হয়ে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে শুক্রবারই প্রকাশিত হয়েছিল। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল এর এক সপ্তাহ পরে, ২৩শে মে। অতএব, এ-বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ থাকে না যে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'ই প্রকৃত অর্থে প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রয়াস

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কর্তৃপক্ষগণের সঙ্গে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের বিরোধ ও ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাওয়ার পর উইলিয়ম কেরি 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে'র সঙ্গে শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হয়েছিলেন। কলেজের প্রয়োজনীয় বাংলা বইপত্রও মিশনের প্রেস থেকেই ছাপা ও প্রকাশিত হচ্ছিল। তবুও পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁরা খুবই দ্বিধান্বিত ছিলেন—কোম্পানি-কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল বিবেচনা করে, জেশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যানের

উদ্যোগে, পরীক্ষামূলকভাবে, সরকারের মনোভাব জানার জন্য, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁরা একটি নির্দোষ বাংলা মাসিক পত্রিকা, 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশ করলেন। দু'টি সংখ্যা বেরোবার পরও কোম্পানির তরফ থেকে কোনো আপত্তি উঠল না। তাতে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা, ইংরাজি সংবাদপত্র, 'Mirror of News' (মিরর অব্ নিউজ)-এর অনুকরণে 'সমাচার দর্পণ' নামে বাংলায় একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

'দিগ্‌দর্শন'-এর সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। এতে "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি শিক্ষার্থীগণের নিকট খুবই উপযোগী হয়েছিল। 'স্কুল বুক সোসাইটি' নিয়মিত বহু সংখ্যক করে কপি কিনে পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষকতা করত। পাঠক-গ্রাহকদের অনুরোধে এটির একটি ইংরাজি ও একটি দ্বিভাষিক, ইংরাজি-বাংলা, সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। 'দিগ্‌দর্শন' সম্ভবত দুই বছরের কিছু বেশি সময় জীবিত ছিল।

শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া' নামে একটি ইংরাজি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। এটিরও সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। পত্রিকাটি পরে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। এর আয়ু ছিল দীর্ঘ। এতে সমকালীন ঘটনাবলির সংবাদ কিছু কিছু থাকলেও, খ্রিস্টান ধ্যানধারণার প্রকাশ ঘটেছিল বেশি পরিমাণে। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের মুখপত্রের মতো ছিল এই পত্রিকা।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে, শনিবার, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয় বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'। সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ধর্মীয় ও সামাজিক-সংস্কার-আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গে 'সমাচার দর্পণে'র নাম ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। পত্রিকাটি হেস্টিংসের দৌলতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছিল। সাংবাদিকতার প্রতি, পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালকবর্গের নিষ্ঠা ছিল। পত্রিকাটিকে তাঁরা তাঁদের ধর্মপ্রচারের মাধ্যম বা হাতিয়ার করেননি। তবে, দর্পণের পাতায় মাঝে মাঝে হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণ বা কটাক্ষ যে একদম থাকত না, তা নয়। তা হলেও, পত্রিকাটি কখনোই সাংবাদিক সুলভ সততা সৌজন্য ও শালীনতা অতিক্রম করেনি। মার্শম্যান সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে এদেশীয় পণ্ডিতগণই যুক্ত ছিলেন। মার্শম্যান তাঁদের ওপর অনেকখানিই নির্ভর করতেন। এই সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে ছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি প্রমুখ ব্যক্তি। দর্পণের উদ্দেশ্য ছিল ঃ

(১) জজ, কালেক্টর ও অন্যান্য রাজকর্মচারীগণের নিয়োগ সংক্রান্ত সংবাদ; (২) সরকারী আইন, আদেশ, নির্দেশ প্রভৃতি; (৩) ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের নতুন নতুন সংবাদ; (৪) ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন সংবাদ; (৫) জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সংবাদ; (৬) ইউরোপের সৃজনমূলক ক্রিয়াকর্মের এবং প্রকাশিত পুস্তকসমূহের বিবরণ, এবং, (৭) ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পুস্তকাদির বিবরণ—প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশ করা।

সেইসঙ্গে এদেশীয় সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও কার্যাবলির সমসাময়িক সংবাদাদিও দর্পণে প্রকাশিত হত। চারপৃষ্ঠার কাগজ, প্রতি পৃষ্ঠায় তিনটি করে কলাম। মাসিক মূল্য ছিল দেড় টাকা বা প্রতি সংখ্যা ছয় আনা। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে পত্রিকাটিকে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরাজি) করা হয়। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৪-এর অক্টোবর পর্যন্ত দর্পণ সপ্তাহে দু'বার করে প্রকাশিত হত। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মার্শম্যানের ওপর একটি নতুন বাংলা সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী গভর্ণমেন্ট গেজেট' সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায়, ১৮৪১-এর ২৫শে ডিসেম্বরের পর 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় দর্পণ প্রকাশ আরম্ভ হয় ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন বাঙালির ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তবে চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও, পুরোনো 'সমাচার দর্পণে'র ঐতিহ্য তাঁরা ফিরিয়ে আনতে পারেননি। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই এটি পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়, এবং ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩ মে আবার প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

'ক্যালকাটা জার্নাল'

জনৈক ইংরেজ, জেম্‌স সিল্ক বাকিংহাম, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন 'ক্যালকাটা জার্নাল' বা 'ক্যালকাটা ক্রনিক্ল অব্ পলিটিক্যাল কমার্শিয়াল অ্যাণ্ড লিটারারি গেজেট'। আট পৃষ্ঠার কাগজ, সপ্তাহে দু'বার বেরোত। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ১ মে থেকে নিয়মিত দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যাপারে বাকিংহামকে আর্থিক সহযোগিতা দেন 'পামার অ্যাণ্ড কোম্পানী'।

বাকিংহাম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বহুদর্শী মানুষ ছিলেন। পৃথিবীর বহুদেশ তিনি ঘুরেছেন, দেখেছেন, নানাবিধ কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন বিভিন্ন সময়ে। বহু বিষয়েই তিনি আগ্রহী ছিলেন। রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-বাণিজ্য,

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিক্ষা— সাধারণ ও বৃত্তিমূলক প্রভৃতি বিষয়ে ও ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতার পরিচয় তিনি বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানেই দিয়েছেন। তিনি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, আবার নৃতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়াতেও তাঁর শখ ছিল প্রচুর।

ভারতে এসে এদেশের সংবাদপত্রের হালচাল দেখে বাকিংহাম বিস্মিত হন। সেই সময়ে কলকাতায় প্রায় নয়টি সংবাদপত্র প্রচারিত ছিল। কিন্তু কোনোটিই তেমন মর্যাদা সম্পন্ন ছিল না। তৎকালীন সম্পাদকগণ, সংবাদপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সচেতন হলেও, তার শক্তি সম্পর্কে যেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, এবং হাতিয়ার হিসেবে তাকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারছিলেন না। তাই, নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের দ্বারা আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, সরকারি নীতি কার্যকলাপের যুক্তিসহ সমালোচনা করতে, জনগণকে সচেতন করতে তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রকাশ করলেন 'ক্যালকাটা জার্নাল'।

পত্রিকার আদর্শ হিসাবে দু'টি বিষয় তিনি বেছে নিয়েছিলেন। এক, বেকনের একটি উক্তি, পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল :

A forward retention of custom is as turbulent a thing as innovation and they that reverence too much old times are but a scorn to the new.

দুই, সম্পাদকের পবিত্র দায়িত্ব সম্পর্কে বাকিংহামের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ঃ

to admonish Governors of their duties, to warn them furiously of their faults and to tell disagreeable truth.

—এই আদর্শ তিনি অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে, প্রচণ্ড রকমের প্রতিকূলতার মধ্যেও, বরাবর পালন করে গেছেন। এর জন্য বহুবার নানা বিপদের মোকাবিলা তাঁকে করতে হয়েছে। প্রথম সংখ্যা থেকেই 'ক্যালকাটা জার্নাল' তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে, এবং শেষ পর্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে সফল সংবাদপত্র হিসেবে কীর্তি স্থাপনে সক্ষম হয়।

ভারতের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'ক্যালকাটা জার্নাল' ভারতীয় সাংবাদিকতার চেহারা একেবারে বদলিয়ে দেয়। এ-সম্পর্কে জন মার্শম্যান লিখেছেন ঃ 'ক্যালকাটা জার্নাল' এযাবৎ ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে যোগ্যতম ছিল। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে উচ্চতর মান ও গভীরতম বিশ্লেষণের পথ দেখায়।

'ক্যালকাটা জার্নাল' পাঠকগণের কাছে খুবই আকর্ষণীয় কাগজ ছিল। বাকিংহামের নিরপেক্ষ ও বলিষ্ঠ মন্তব্য, যুক্তি ইত্যাদি খণ্ডন করার সাধ্য কারও ছিল না। সেজন্য তৎকালীন কলকাতার অন্যান্য কিছু কাগজ ও সরকার একত্রিত হয়ে বাকিংহাম ও তার কাগজের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। কেবলমাত্র 'ক্যালাকাটা

জার্নালে'র বিরোধিতা করার জন্যেই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'জন বুল ইন দ্য ইস্ট'। জন বুল-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন, বাকিংহামের চিরশত্রু, রেভারেন্ড স্যামুয়েল জেম্‌স ব্রাইস। কিন্তু বাকিংহামের শক্তির কাছে ব্রাইস এতই নগন্য ছিলেন যে, 'কালকাটা জার্নালে'র বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ডাঃ জেমসনকে ভারতীয়দের জন্য মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত করা হলে বাকিংহাম তার বিরোধিতা ও সমালোচনা করেন। ডাঃ জেমসন আগে থেকেই একই সঙ্গে তিনটি সরকারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। তার সঙ্গেই তাকে আবার এই নতুন পদে নিয়োগ করা হয়। একই সঙ্গে চারটি পদে নিযুক্ত থেকে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারবেন না বলে বাকিংহাম মন্তব্য করেন। অ্যাডাম তৎক্ষণাৎ বাকিংহামকে ভারত থেকে বিতাড়নের দাবি জানান। কিন্তু লর্ড হেস্টিংস তাঁর এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তাতে ক্ষুব্ধ জেমসন্ বাকিংহামকে দ্বৈত লড়াই-এ আহ্বান করেন। কলকাতার ঘোড়দৌড়ের মাঠে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে জেমসন ও বাকিংহাম উভয়েই পিস্তল হাতে দ্বৈত লড়াই-এ মুখোমুখি হন। অবশ্য কোনোরকম আঘাত না পেয়েই উভয়েই ফিরে আসেন। এর পরেই বাকিংহাম লর্ড বিশপের কাজের সমালোচনা করেন তার কাগজে। তিনি লেখেন, বিশপ বড়দিনের উৎসব পালন করার সময় পাননি, কারণ তিনি বিবাহ সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই সংবাদে সরকারও খেপে উঠল। বাকিংহামের কাছে সংবাদ-সূত্র জানতে চাওয়া হলে তিনি তা জানাতে অস্বীকার করলেন। তাকে হুমকি দেওয়া হল, ভবিষ্যতে এমন কোনো মন্তব্য প্রকাশ করলে তার ভারতে থাকার লাইসেন্স বা অনুমতি বাতিল করে দেওয়া হবে। এই হুমকির বিরুদ্ধে বাকিংহাম কঠোর সমালোচনা করলেন। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল। কিন্তু মামলায় বাকিংহামেরই জিত হল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর হেস্টিংস ভারত ত্যাগ করেন। জন অ্যাডাম তার জায়গায় অস্থায়ী কার্যকরী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। নিযুক্ত হয়েই তিনি ব্রাইসকে সরকারের স্টেশনারি বিভাগের প্রধান করণিকের পদে নিয়োগ করেন। বাকিংহাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কাজের সমালোচনা করেন ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারির 'ক্যালকাটা জার্নালে'। ১২ ফেব্রুয়ারি বাকিংহামের ভারতে বসবাসের অনুমতি প্রত্যাহার করে, তাকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। বাকিংহাম ভারত ত্যাগের সময় আর্নট-এর ওপর পত্রিকার ভার অর্পণ করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর আর্নটকেও ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১০ নভেম্বর থেকে 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশ চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায়।

রামমোহন রায়ের সাংবাদিকতায় প্রবেশ

ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় মিশনারিদের কার্যকলাপের (ধর্মান্তরিতকরণ) প্রতিক্রিয়া হিসেবে রামমোহন রায় নিরীশ্বরবাদী ধর্ম আন্দোলন (ব্রাহ্মধর্ম) শুরু করেন। এর সঙ্গে অন্যান্য কারণও যুক্ত ছিল। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, জাতি-বিদ্বেষ, ধর্মের নামে অত্যাচার পীড়ন স্বার্থসিদ্ধি, ধর্মের মূল বিষয়কে উপেক্ষা করে মনুষ্যত্বের অবমাননা প্রভৃতি। তবে এসব ছিল অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু বিদেশীয় মিশনারিগণ হিন্দুধর্মের প্রতি অবমাননামূলক কটাক্ষ করলে, তিনি তার প্রতিবাদ না করে পারলেন না। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত কয়েকটি 'প্রেরিত পত্রে'র উত্তরে তিনি 'প্রতিবাদ পত্র' পাঠালেন। কিন্তু 'সমাচার দর্পণে' তা ছাপা হল না। অতএব তিনি নিজে শিবপ্রসাদ শর্মার নামে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'Brahmunical Magazine. The Missionary & the Brahmun No.1', 'ব্রাহ্মনসেবধি ঃ ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ সং ১, 1821' প্রকাশ করেন। তাতে তাঁর ওই প্রতিবাদ পত্রটি ছাপা হয়। এর এক পৃষ্ঠায় বাংলা,পরপৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হত। সর্বসাকুল্যে এই পত্রটির তিনটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এটিকে ঠিক পত্রিকা বলা যায় না। পত্র বা পুস্তিকা বলাই উচিত। এইটি প্রকাশিত হলে রামমোহনের ক্রোধ বা ক্ষোভ প্রাথমিকভাবে প্রশমিত হলেও, এই বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন। কারণ, ইতিমধ্যেই তিনি যে লড়াই শুরু করেছিলেন তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে—লড়াইটা কেবল মিশনারিদের সঙ্গেই হবে না, সে-লড়াই অল্পেই শেষ হবে, তাঁকে আসল লড়াই করতে হবে হিন্দুধর্মের গোঁড়া রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সংস্কারের স্বার্থে এ ভিন্ন অন্য কোনো পথ নেই। মানুষকে জানাতে হবে, বোঝাতে হবে, সংস্কারের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে হবে, প্রয়োজনে আন্দোলনও। সেই কারণে একটি নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করা তাঁর কাছে অনিবার্য হয়ে ওঠে। 'ব্রাহ্মণ সেবধি' তাই রামমোহনের সাংবাদিক জীবনের গৌরচন্দ্রিকা বিশেষ।

সম্বাদ কৌমুদী

রামমোহন রায় ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর প্রকাশ করেন 'সম্বাদ কৌমুদী'— বাংলা সাপ্তাহিক। যদিও পত্রিকাটির কোথাও রামমোহন রায়ের নাম কোনো ভাবেই

(সম্পাদক, প্রকাশক, স্বত্বাধিকারী) ছাপা হত না। সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সহযোগী ছিলেন কলুটোলা নিবাসী দেওয়ান তারাচাঁদ দত্ত। কিন্তু 'সম্বাদ কৌমুদী'র মূল শক্তি ও সম্পাদনা বিষয়ে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন রামমোহন রায়ই। ভারতের সংবাদপত্র জগতে এটি ছিল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

'সম্বাদ কৌমুদী'র কোনো সংখ্যাই এখন পাওয়া যায় না। বিভিন্ন গবেষকগণের রচনা, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং সমকালীন ব্যক্তিগণের রচনা ও উক্তি এবং সরকারি নথি থেকে জানা যায়, 'সম্বাদ কৌমুদী' ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এর প্রকাশ ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। প্রথম সংখ্যায় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, 'ধর্ম নীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক আলোচনা, অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলি, দেশ বিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য-তথ্য সংবলিত প্রেরিত পত্রাবলি প্রকাশ' করা হবে। 'এক কথায় লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের লক্ষ্য।' আরও ছিল,

> এই পত্রিকা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব দেওয়া হইল, তাহা পড়িলেই আমার দেশবাসীগণ বুঝিতে পারিবেন যে যদিও আমরা উহা পরিচালনা করিব (সুতরাং এটি আমাদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে) তথাপি প্রকৃতপক্ষে ইহা 'জনসাধারণেরই পত্রিকা' যেহেতু যে কোনও জনকল্যাণকর বিষয়ে দেশবাসিগণ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ ইংরাজি ভাষায় ছাপাইযা প্রতিকার না পাইবেন তাহা এই পত্রিকায় ছাপাইতে পারিবেন।

কৌমুদী প্রগতিবাদী মনোভাবকে পৃষ্ঠপোষকতা করত। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। 'সতী' (সহমরণ) প্রথার বিরোধিতা ও তা রদ করা ছিল প্রধানতম লক্ষ্য। ভবানীচরণ প্রথম দিকে এই মতাদর্শকে মেনে নিয়ে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করলেও, অল্পদিনের মধ্যেই, পত্রিকার অন্যতম সহকারী ও রামমোহনের ঘনিষ্ঠ হরিহর দত্তর সঙ্গে এই বিষয় নিয়েই তাঁর বিরোধ বাধে। এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত রামমোহনের সঙ্গে মতানৈক্যে পরিণত হয়। তেরোটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর ভবানীচরণ কৌমুদী ত্যাগ করে রক্ষণশীলদের সঙ্গে যোগ দেন। এবং রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র বিরোধী সংগঠন 'ধর্মসভা' স্থাপন করে কৌমুদীর বিপক্ষে লড়বার জন্য 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে এক টি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভবানীচরণের পর হরিহর দত্ত কৌমুদীর সম্পাদক হন। ভবানীচরণ হঠাৎ করে চলে যাওয়ায়, পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে, রামমোহন সাময়িকভাবে হলেও, অসুবিধায় পড়েন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হওয়ায় কৌমুদীর প্রচার সংখ্যা কমে যায়। সহমরণ রোধের প্রচেষ্টা চালানোর জন্য এবং গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে রামমোহনের প্রগতিবাদী মনোভাবের কারণে তিনি এবং কৌমুদী রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়ে উঠছিলেন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে। 'ধর্মসভা' স্থাপিত ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হওয়ায় রামমোহনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলগোষ্ঠী অনেক

বেশি সোচ্চার হয়ে ওঠে। ভবানীচরণ তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে সেই বিদ্বেষকে আরও তীব্র করে তুলতে থাকেন। সেই সময়ে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের পক্ষে রামমোহনের প্রগতিবাদী মনোভাবকে উৎসাহ ও সাহসের সঙ্গে মেনে নেওয়ার মতো পরিস্থিতিও ছিল না। ফলে, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে সাময়িকভাবে কৌমুদীর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ভবানীচরণ কৌমুদী পরিত্যাগ করেছিলেন রামমোহনের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে; হরিহর দত্ত মে মাসে কৌমুদীর দায়িত্বভার থেকে স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ করলেন—পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে। মে মাসেই, মিলিটারি বোর্ড অফিসের করণিক শাঁখারিটোলা-নিবাসী জনৈক গোবিন্দচন্দ্র কোঙার কৌমুদীর পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তার চার মাস পর কৌমুদী বন্ধ হয়।

এর প্রায় এক বছর পর, ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট থেকে 'সম্বাদ কৌমুদী' পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক হন আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক গোবিন্দচন্দ্র কোঙার। পরে কয়েকবার সম্পাদক ও পরিচালক পরিবর্তিত হয়ে কৌমুদী ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদক হিসাবে হলধর বসুর নাম পাওয়া যায়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদক হন রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়। এই সময়ে (সম্ভবত রামমোহনের বিলাতযাত্রার পর) কৌমুদীর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকা নাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ আর্থিক সাহায্য দিয়ে পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন।

'সম্বাদ কৌমুদী'র শুরুতে একটি শ্লোক ছাপা হত ঃ

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ।।

কৌমুদী প্রথমে মঙ্গলবার করে প্রকাশিত হত। পরে মঙ্গলবারের পরিবর্তে শনিবার করে প্রকাশিত হতে থাকে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল আট। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সপ্তাহে দু'বার করে প্রকাশিত হত। কৌমুদী শুরু থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত 'সতীদাহ' রহিত করার জন্য লড়াই চালায়। লক্ষ করার বিষয়, 'সতীদাহ' রহিত হওয়ার পর কৌমুদীর প্রকাশও বন্ধ হয়।

সরকারি নথিতে 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম প্রকাশ তারিখ ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর বলে উল্লেখ আছে। মিস কোলেট রচিত রামমোহনের জীবনীগ্রন্থে, ড. যতীন্দ্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত 'রামমোহন অ্যাণ্ড প্রোগ্রেসিভ মুভমেন্টস ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থে, এবং 'সমাচার দর্পণ' উদ্ধৃত 'সংবাদ তিমিরনাশক'-এর একটি সংবাদে এই একই কথা বলা হয়েছে। ড. যতীন্দ্রকুমার মজুমদার অবশ্য নিজে বলেছেন ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের কথা। রেভারেন্ড জেমস লঙ-এর ক্যাটালগে ১৮১৯, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত রামমোহন গ্রন্থাবলিতে

১৮২২, এবং মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির রচনায় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ কৌমুদীর প্রকাশকাল বলে উল্লেখিত হয়েছে। শ্রীমতী মার্গারিটা বার্নস 'The Indian Press' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কৌমুদী প্রথম প্রকাশিত হয়। ভবানীচরণ এর জন্মদাতা। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন কাগজটি কিনে নেন'। মোহিত মৈত্র তাঁর 'A History of Indian Journalism' গ্রন্থে লিখেছেন, 'অন্য এক বিশ্বস্ত সূত্রে দেখা যায় যে, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ত ারাচাঁদ দত্ত কৌমুদী প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায় প্রথম দিকে এই পত্রিকায় লিখতেন এবং পরে কাগজের সত্ত্ব কিনে নেন—১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর।' রামমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু পাদরি উইলিয়ম অ্যাডাম 'A Lecture on the Life and Labours of Rammohum Roy' প্রবন্ধে এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি-এপ্রিল সংখ্যার Asiatic Journal-এ *The Bengali Newspaper* প্রবন্ধে উদ্ধৃত Enquirer-এর সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে, রামমোহন রায়ই কৌমুদী প্রকাশ করেছিলেন।

'সম্বাদ কৌমুদী' কেবল 'সতীদাহ' বা 'সহমরণ' প্রথা রদ করার জন্যই সংগ্রাম করেনি, আরও অনেক বিষয়েই তার সংগ্রামী ভূমিকা ইতিহাস হয়ে আছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আদায়, মফস্সল জেলা ও প্রাদেশিক স্তরে বিচার-ব্যবস্থায় জুরি প্রথার প্রবর্তন এবং যোগ্যতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে ভারতীয়গণকে জুরি হওয়ার অধিকার প্রদান, ভারতীয়গণকে ইউরোপীয় চিকিৎসকের অধীনে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দান, জাত-পাতের দোহাই দিয়ে ভারতীয়গণের ওপর ইংরাজদের পীড়ন ও অত্যাচার বন্ধ, হিন্দুগণের জন্য শ্মশানের সুব্যবস্থা, নীতিগতভাবে ইউরোপীয়গণ ভারতের শিল্পোৎপাদন নষ্ট করে দিচ্ছে ভারতে ইউরোপীয় শিল্পের বাজার তৈরি করার জন্য—তার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট প্রতিবাদ, ভারত থেকে বিদেশে চালের রপ্তানি বন্ধ করা, 'কুলীন' প্রথা বন্ধ করা, 'বিদ্যাসুন্দর' পালার অনুষ্ঠান বন্ধ করা, গরিবদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, বিদেশি ভাষা শেখাবার আগে যথাযথরূপে মাতৃভাষা শেখানো, নারী শিক্ষার বিস্তার, সকল রকমের ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ ভুলে হিন্দু সন্তানগণের কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা করা প্রভৃতি বিষয়ে জনমত গঠন, আন্দোলন গড়ে তোলা ইত্যাদির সংগ্রামও চালিয়েছিল কৌমুদী—রামমোহন রায়ের উপযুক্ত নেতৃত্বে। নাবালকগণকে উত্তরাধিকার দান আইনের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাবালকগণ স্বার্থান্বেষীদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যেত। তাই কৌমুদী দাবি করেছিল, ২২ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোনো নাবালককেই যেন উত্তরাধিকারী হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া না হয়, তার জন্য হিন্দু আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন। এই সকল কারণে 'সম্বাদ কৌমুদী' সাধারণ পাঠক সমাজে খুব বেশি জনপ্রিয় হতে পারেনি।

মাশুলও তাকে দিতে হয়েছিল। তবুও কৌমুদী এই আদর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়নি, অন্যায়-অবিচারের সঙ্গে আপোস করেনি, মাথানত করেনি কোথাও। জীবনী শক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে—কিন্তু সংগ্রাম থামেনি মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। 'সম্বাদ কৌমুদী'র বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক অবস্থান এইখানে, এইখানেই তার সার্থকতা। আরও লক্ষণীয়, 'সম্বাদ কৌমুদী'র পাতায় রামমোহন এক শোভন ও বলশালী সাংবাদিকতার আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতাকে সামাজিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবেও তিনি ব্যবহার করেছিলেন অত্যন্ত নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে। পরবর্তীকালের সাংবাদিকতায় এর অনিবার্য প্রভাব বিশেষভাবেই লক্ষ করা যায়। এই সঙ্গে তিনি জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের বীজ বপন করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। 'সম্বাদ কৌমুদী'কে অবলম্বন করে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনকে তিনি যেমন সফল করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি, এখান থেকেই শুরু হয়েছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আদায়ে তাঁর ঐতিহাসিক আন্দোলন। একটি সূত্রে 'সম্বাদ কৌমুদী'র ইংরাজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার উপযুক্ত প্রমাণ এখনও পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি না।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমাচার চন্দ্রিকা

বাংলা সাহিত্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে চিহ্নিত। 'কলিকাতা কলমালয়', 'নববাবু বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। ইংরাজিতে কথাও বলতে পারতেন। ইংরেজদের অধীনে কিছুদিন মুতসুদ্দির কাজ করায় ইংরেজদের জীবন ও চরিত্র বিষয়ে তিনি কিছু অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, কট্টর ব্রাহ্মণ। 'সমাচার দর্পণে'র পৃষ্ঠায় হিন্দু ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করে 'প্রেরিত পত্র' প্রকাশিত হওয়ায় প্রগতিবাদী ও সংস্কারপন্থী রামমোহন বিরক্ত ও বিচলিত হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'ব্রাহ্মণ সেবধি', এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভবানীচরণও খানিকটা একই কারণে, 'হিন্দুধর্মে'র প্রতি মিশনারিদের আক্রমণের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করার জন্য, রামমোহনের প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে 'সম্বাদ কৌমুদী' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য কৌমুদীর প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন রামমোহন রায়, এবং কার্যত রামমোহনের সহকারী হলেও, সম্পাদকের পদ ও মর্যাদা তিনি ভবানীচরণকেই দিয়েছিলেন। পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় ভবানীচরণই দেখতেন। কৌমুদীর সম্পাদকীয়

বিভাগে অন্যতম সহকারী ছিলেন হরিহর দত্ত। ইনি রামমোহনের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। ভবানীচরণ সেই অর্থে রামমোহনের আদর্শকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর প্রগতিবাদ ও সংস্কারপন্থার প্রতিও ভবানীচরণের কোনোরকম আস্থা ছিল না। তিনি সম্ভবত প্রথমে ভেবেছিলেন, রামমোহন হয়তো কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের পক্ষে খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধেই লড়াই করবেন কৌমুদীকে অবলম্বন করে। হিন্দু ধর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি, কুসংস্কার, ধর্মের নামে পীড়ন অত্যাচার মানবিকতার অবমাননা প্রভৃতির বিরুদ্ধেও যে কৌমুদীকে ব্যবহার করবেন বা করতে পারেন—এমনটা তাঁর মনে হয়নি। অপরদিকে রামমোহনও ভেবেছিলেন, শিক্ষিত ভবানীচরণ প্রগতিশীল ও উদার হবেন। সেই কারণে, পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও বিপরীত মানসিকতা উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তোলে। এতে অবশ্য সংবাদপত্রের লাভ হয়, সমৃদ্ধিও ঘটে। বহুমুখীন হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে সাংবাদিকতাও ক্রমশ পুষ্ট হতে থাকে। পরস্পরবিরোধী মতবাদের বিবাদকে কেন্দ্র করে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের আন্দোলন বিশেষ মাত্রা পায়। প্রগতিশীল মতবাদ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে গণতান্ত্রিক সচেতনতা সৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জনমানসে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার পথ পাওয়া যায়।

সহমরণ প্রথা রহিত করার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রকাশ্যে হরিহর দত্ত ও নেপথ্যে রামমোহনের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হলে ক্ষুব্ধ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৌমুদীর সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করে রাধাকান্ত দেব-এর নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীলগোষ্ঠীতে যোগ দেন। কৌমুদী থেকে বেরিয়ে এসে তিনি প্রথমেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কলুটোলায় একটি নিজস্ব ছাপাখানা, 'চন্দ্রিকা যন্ত্র', প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরই, 'সম্বাদ কৌমুদী'র বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে, প্রকাশ করেন বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'।

'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ। প্রথম থেকেই চন্দ্রিকা রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের মুখপত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে, কৌমুদীর সঙ্গে প্রচণ্ড বিবাদে লিপ্ত হয়। কিন্তু সেই বিবাদে তার জয় হয়নি। যুগের প্রগতিবাদী মনোভাবকে দাবিয়ে রাখা চন্দ্রিকার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গে রেভারেন্ড জেমস্ লঙ্ তাঁর 'রিপোর্টে' (১৮৫৫) লেখেন ঃ

> ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ বছর ধরে চন্দ্রিকা সম্পাদনা করেন।...চন্দ্রিকা মাঝে মাঝে চিৎকার করে বটে তবে তার দাঁত নেই; হিন্দু সংস্কারপন্থীদের তুলনায় তার শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ।

'সমাচার চন্দ্রিকা'র পোষক ও সমর্থকদের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের লোকেরাই শুধু ছিলেন না, এক শ্রেণির ইংরেজও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই

ছিলেন কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বুদ্ধি পরামর্শ যুক্তি দিয়ে, সরকারি আনুকূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে, এমনকী কেউ-কেউ টাকা দিয়েও সহায়তা করতেন বলে জানা যায়।

'সমাচার চন্দ্রিকা' দীর্ঘায়ু হয়েছিল। ৫৫ বছরের অধিককাল সময় জীবিত ছিল। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের পরেও তা প্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছে। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল মঙ্গলবার। দ্বিতীয় সংখ্যা সোমবার। তারপর থেকে প্রতি সোমবারই প্রকাশিত হত। দাম ছিল মাসে মাসে এক টাকা, অর্থাৎ প্রতি সংখ্যা চার আনা। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে সপ্তাহে দু'বার—সোম ও বৃহস্পতিবার করে—প্রকাশিত হতে থাকে। দাম তখনও সেই মাসে এক টাকা, অর্থাৎ প্রতি সংখ্যার দাম দাঁড়ায় দু' আনা। চন্দ্রিকা কিছুদিন (১৮২৪-২৯?/১৮৩৫-এর পর?) দৈনিক হিসাবেও প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আর্থিক কারণে বেশি দিন চলেনি। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ভবানীচরণের উদ্যোগে ও রাধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় রক্ষণশীল হিন্দুগণ 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানীচরণ তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। হিন্দুধর্ম ও সমাজকে সর্বতোভাবে রক্ষা করাই ছিল 'ধর্মসভা'র উদ্দেশ্য। চন্দ্রিকা 'ধর্মসভা'র মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভবানীচরণ পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ততদিনে চন্দ্রিকার পড়তি অবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিল। জনপ্রিয়তা, আকর্ষণ ও প্রচারও তেমন ছিল না। আর্থিক অনটনও ছিল প্রবল। ফলে, কিছুদিন পরেই, আড়াইশো টাকায় 'সমাচার চন্দ্রিকা' বিক্রি হয়ে যায় ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। মালিকানার বদল হওয়ায় পত্রিকার নীতিও অনেক বদলে যায়।

'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই কাজের জন্য চন্দ্রিকার মাধ্যমে ভবানীচরণ সংরক্ষণপন্থী হিন্দু জনমত গড়ে তুলেছিলেন, রক্ষণশীলদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন, প্রগতিবাদী ও সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন, এমনকী ইংল্যান্ডে পর্যন্ত তাঁদের দাবি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে উগ্র-মানসিকতার পরিচয়ও দিয়েছিলেন নির্দ্বিধায়। চন্দ্রিকার পাতায় সেই কারণে কখনো-কখনো অশোভন ও অশালীন মন্তব্যও প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে রামমোহন ও 'সম্বাদ কৌমুদী'র বিরুদ্ধে। তবুও, এই বিষয়ে ভবানীচরণের স্বপ্ন সফল হয়নি। কিন্তু ভবানীচরণ ও তাঁর চন্দ্রিকা, ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছেন, বিশেষ মর্যাদায়ও অধিষ্ঠিত হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসে তো বটেই।

সহমরণ প্রথা রহিত করার বিরুদ্ধে, গোঁড়া হিন্দু রক্ষণশীলদের পক্ষে, তীব্র

আন্দোলন গড়ে উঠেছিল চন্দ্রিকার মাধ্যমে। অনেক পরিমাণে সময় শক্তি সামর্থ্য ও দক্ষতা ব্যয় হয়েছিল এর জন্য। এই বিষয়েই চন্দ্রিকার অভিনিবেশ ছিল গভীর থেকে গভীরতর, অত্যন্ত নিবিড়। কিন্তু সমকালীন অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির প্রতিও তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই, ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি চন্দ্রিকার অন্ধ আনুগত্য ও গোঁড়ামি আধুনিকতা ও প্রগতিপন্থী ছিল; অনেক ক্ষেত্রেই চন্দ্রিকা দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছিল; আবার বহু ক্ষেত্রে চন্দ্রিকার দূরদৃষ্টি, তার ভূমিকার দূরপ্রসারী সুফল, যথার্থ সমাজ-সচেতনতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

ইংরাজি শিক্ষার প্রসারে, বিশেষ করে সংস্কৃত কলেজে, চন্দ্রিকার বিশেষ আপত্তি ছিল। অথচ অনাধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দেশীয় শিক্ষার প্রসারে তার আপত্তি ছিল না। তাই ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংরাজি শিক্ষাকে চাকুরি ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার হিসাবে গণ্য করার নীতি ঘোষণা করলে তাদের আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। আশা প্রকাশ করেছিল, গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষার প্রসারে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন, এবং এটা তারা দাবিও করেছিল। মিশনারিগণের ধর্মান্তরকরণ কর্মসূচির এবং হিন্দুদের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পুনরায় সনদ মঞ্জুর করার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ক্ষেত্র বিশেষে রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধিকার আদায়ের দাবিও করেছিল। দেশীয় শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করার যে নীতি কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেছিল—তার বিরুদ্ধে চন্দ্রিকা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও চন্দ্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কর্মচারীদের গাফিলতি, অন্যায়ের প্রতিকারে সরকারের নির্বিকার মনোভাব ও উদাসীনতা প্রভৃতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপযুক্ত প্রতিবাদ জানাতে ও প্রতিকার দাবি করতে চন্দ্রিকা দ্বিধা করেনি। ইংরেজ সরকার, রাজকর্মচারী ও ইংরেজ কর্তৃপক্ষদের তীব্র সমালোচনাও করা হত চন্দ্রিকার পাতায়। চন্দ্রিকার আর একটি বড় অবদান, 'নৈর্ব্যক্তিক সাময়িক রচনায় সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক সরসতা প্রবর্তন'। সাংবাদিকতার সেই উষা লগ্নে যা প্রায় ভাবাই যেত না। এই বিষয়ে সকল কৃতিত্বের অধিকারী অবশ্যই ভবানীচরণ। তাঁর রসদৃষ্টি, রসসৃষ্টির ক্ষমতা—যা সমকালীন বাংলা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছিল—সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও নতুন প্রাণ-সঞ্চারের সাফল্য অর্জন করেছিল।

দমন-নীতি ও 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার'

১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় উর্দু ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'জাম-ই-জাহান্-নুমা', সম্পাদক হরিহর দত্ত। ১২ই এপ্রিল রামমোহন রায় প্রকাশ করেন ফারসি ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার'।

দেশবাসীকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে রামমোহন রায় সাংবাদিকতায় প্রবেশ করেছিলেন, প্রকাশ করেছিলেন 'সম্বাদ কৌমুদী'। কিন্তু সেই সময়, বাংলার জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বাংলা ভাষা জানতেন না, জানতেন ফারসি। তাদের জন্যই 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বারে'র প্রকাশ। রামমোহন তাঁর এই দুটি পত্রিকার মধ্যমে একদিকে যেমন ধর্ম ও সমাজের অপকর্ম ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করতেন, তেমনি দেশবাসীকে পশ্চিমি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করাতে চেষ্টা করতেন। তা ছাড়া, দেশের তৎকালীন বাস্তব অবস্থার ছবি বিদেশি ইংরাজ শাসক, ইউরোপীয় সমাজ ও স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। এইসব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে একদিকে 'ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে তত্ত্ব, তথ্য ও সম্মানের লড়াই বেশ জমে উঠেছিল'। অপরদিকে, এই সকল কাগজে স্থানীয় ঘটনাবলি, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদির বিবরণ ছাড়াও প্রশাসনের সমালোচনা ধর্মীয় সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিকারের অলোচনা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইউরোপের রাজনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। ভারতের ও আয়ার্ল্যান্ডের ব্রিটিশ নীতিরও কঠোর সমালোচনা করা হত। এই আলোচনা ও সমালোচনা বিদেশি শাসক ও বণিকদের ক্রমান্বয়ে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশের সমস্ত শক্তি ক্রমে ক্রমে বিদেশি ও বিজাতীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংহত হয়ে উঠছিল। বিশেষত দু'টি বিষয়ে, (১) হিন্দুধর্মের প্রতি বিদেশিদের অযৌক্তিক আক্রমণ, এবং (২) স্বাধীকার রক্ষা। এই বিষয়ে দর্পণ ও চন্দ্রিকারও বিশেষ ভূমিকা ও কৃতিত্ব ছিল।

বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জার্নাল', রামমোহনের 'মীরৎ-উল্-আখ্‌বার', হরিহর দত্তর 'জাম-ই-জাহান্-নুমা' প্রভৃতি ইংরাজি ও দেশি সংবাদপত্রে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ বিদেশি শাসকের রোষদৃষ্টিতে পড়ে। ক্রমান্বয়ে সেগুলি সরকারের কাছে যথেষ্ট আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর বলেও প্রতীয়মান হয়। সংবাদপত্রদমননীতি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও হেস্টিংসের নরম নীতির ফলে তা' প্রয়োগ করা যাচ্ছিল না। ফলে সরকার বা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। তাঁদের কাছে সংবাদপত্রগুলির, ওই ঔদ্ধত্য অসহ্য লাগছিল। অ্যাডাম তো অগ্নিশর্মা হয়েই ছিলেন। হেস্টিংসের ওপর তাঁরা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্ট করছিলেন সংবাদপত্র দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা

গ্রহণের জন্য। তাঁদের ব্যবহারে ও আচরণে প্রচণ্ড বিরক্তি বোধ করলেও, ধৈর্যের সঙ্গে চুপ থেকে তাঁদের ওই দাবিকে অগ্রাহ্য করে চলতে থাকেন তিনি। সেই সময়ে সংবাদপত্র দমন যথাযথ হবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সদস্যগণও হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। তাঁরা নিজ নিজ 'মিনিটে' সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিমত লিখে রাখছিলেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত আপত্তিকর প্রবন্ধের অংশ-বিশেষও সংগ্রহ করে রাখছিলেন। পরিষদের অন্যতম সদস্য ও অ্যাডামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেইলি তাঁর রিপোর্টকে বেশ শক্ত বাঁধুনিতে তৈরি করছিলেন। অর্থাৎ, আরও কঠোরভাবে সংবাদপত্রকে দমনের প্রয়াস ও প্রস্তুতি পুরোদমেই চলছিল, শুধু অপেক্ষা সময় ও সুযোগের। অবশেষে সেই সুযোগ এল। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ জানুয়ারি লর্ড হেস্টিংস গভর্নর-জেনারেলের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে গেলেন। জন অ্যাডাম অস্থায়ীভাবে ভারতের কার্যকরী গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হলেন। কঠোরহাতে সংবাদপত্র দমনে স্থিরসংকল্প জন অ্যাডাম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই 'ক্যালকাটা জার্নাল'কে শেষ করার উদ্যোগ নিলেন। তাঁর পরিষদের মুখ্য সচিব বেইলির সহযোগিতায় বাকিংহাম ভারত থেকে বিতাড়িত হলেন। বেইলির 'রিপোর্টে'র ওপর ভিত্তি করে অ্যাডাম তৈরি করলেন নতুন ঈপ্সিত 'রেগুলেশন্‌স'। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চ বিলাতের কর্তৃপক্ষ সেই রেগুলেশন্‌ অনুমোদন করেন। ১৪ই মার্চ অ্যাডাম জারি করেন এক অর্ডিন্যান্স— সংবাদপত্রের ওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করে। ৪ঠা এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে সেই কুখ্যাত দমন নীতি আইন হিসাবে ৫ই এপ্রিল থেকে বলবৎ হয়। এই আইনই ইতিহাসে 'অ্যাডাম-রেগুলেশন্‌স' বা 'অ্যাডাম্‌স গ্যাগ' নামেই পরিচিত।

এই নতুন আইনে বলা হয়,—

> এখন থেকে কোন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, পুস্তিকা, পুস্তক ইত্যাদি ছাপাতে হলে পূর্বাহ্নে সরকারের কাছ থেকে প্রধান সচিবের স্বাক্ষর সম্বলিত অনুমতি বা লাইসেন্স নিতে হবে। লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রে মুদ্রক, প্রকাশক, মালিক ও সম্পাদকের নাম, ঠিকানা, ছাপাখানার সঠিক ঠিকানা; এবং ঐ প্রস্তাবিত পত্র-পুস্তকাদিতে কী কী বিষয় ছাপা হবে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

এর জন্যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হলফনামা পেশ করতে হবে। সরকারের তরফ থেকে, কী কী বিষয়ে আলোচনা সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ থাকবে সে সম্পর্কে একটি মুদ্রিত বিবরণ সম্পাদকদের দেওয়া হবে। এই সকল নিয়মবিধি লঙ্ঘন করলে, বিনা লাইসেন্সে কিছু ছেপে প্রকাশ করলে শাস্তির ব্যবস্থা নির্ধারিত হল— জরিমানা হিসাবে অর্থদণ্ড এবং কারাদণ্ড।

অ্যাডামের এই দমননীতি অর্ডিন্যান্স হিসাবে জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শুরু হয়। কলকাতার প্রায় সবকটি পত্রিকাই প্রতিবাদ জানায়। রামমোহন রায় একজন ইংরেজ আইন-ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সেই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে ১৭ই মার্চ সুপ্রিম কোর্টে প্রতিবাদ জানান। সেই প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে রামমোহন রায় ছাড়াও ছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকনাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই প্রতিবাদের মর্ম ছিল ঃ

(১) এই আইন দেশবাসীর মধ্যে জ্ঞান বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করবে;
(২) শিক্ষিত ভারতবাসীগণ বৃটিশ জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে প্রচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। তাতে এই দেশের লোকদের যেমন ক্ষতি হবে, তেমনি বৃটিশ সরকারেরও ক্ষতি হবে;
(৩) সরকারী কর্মচারীগণ যদি কোন অবিচার, অনাচার বা অত্যাচার করে, তা শাসিতরা সরকারের দৃষ্টিতে আনতে পারবে না, বিলেতের কর্তৃপক্ষের নিকটও তুলে ধরার সুযোগ পাবে না। এই দেশের প্রজাগণ স্থানীয় সরকারের শাসনে কী অবস্থায় আছে, তা জানানোর জন্য দেশীয় সংবাদপত্রের সংবাদ ও মন্তব্য বিলাতের সংবাদপত্রের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। ভারতের সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করলে, অথবা পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে দেশীয় সংবাদপত্র সংবাদপত্রের কর্তব্য পালন করতে পারবে না। কর্তৃপক্ষও জানতে পারবেন না এই দেশের প্রকৃত অবস্থা কী;
(৪) যে শাসক স্বীকার করেন, মানুষ ত্রুটিবিহীন হয় না, তাঁকে এ-কথা মানতেই হবে যে, বিশাল একটি রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষ-শাসকের অনেক ত্রুটি ঘটতেই পারে। সেই জন্যই সংবাদপত্র ও পুস্তকাদির অবাধ স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী।

রামমোহন রায়ের এই প্রতিবাদে যুক্তি ও দৃঢ়তা যতই থাক না কেন সুপ্রিম কোর্টে তা খারিজ হয়ে যায়। বিচারপতি স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকনাউটন তাঁর মন্তব্যে লেখেন,

(ক) পৃথিবীতে এমন কোন শহর, নগর বা স্থান নেই, যার অধিবাসীবা কলকাতার বাসিন্দাদের থেকে বাস্তব স্বাধীনতা অধিক ভোগ করে।
(খ) যখন Free Constitution হবে তখনই যেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবী করা হয়, আগে নয়।

অতএব, অ্যাডাম সাহেবের 'রেগুলেশন' বিধিবদ্ধ হয়ে সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হল। তাকে রোধ করা গেল না। বাকিংহাম তখন ইংল্যান্ডে। তিনি এই আইনের বিরুদ্ধে আপিল করলেন প্রিভি কাউন্সিলে।

রামমোহনও থেমে থাকলেন না। তিনিও প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করলেন। সেই আপিল-এ (An Appeal to the King-in-Council) তিনি লিখলেন,

মুঘল শাসকগণের মধ্যেও অনেকেই অত্যাচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও সংবাদ আদানপ্রদান বন্ধ করেননি। তাঁদেরও এই বোধ ছিল যে, এই প্রাচুর্য ও প্রলোভনের দেশে, ক্ষমতাসীনগণ সহজেই স্বৈরাচারী হতে পারে। তাঁদের সেই স্বৈরাচারী প্রবৃত্তিকে সংযত রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সংবাদপত্র এই ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাই—

(ক) সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা যে আইন বলবৎ করা হয়েছে তা বাতিল করা হোক;

(খ) এই দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষ যেন দেশের মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণকারী কোনও আইন প্রবর্তন না করেন;

(গ) সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের মর্মবাণী প্রকাশ করার যে অধিকার দেশবাসী এতকাল পেয়ে এসেছে তা' বজায় রাখা হোক। সেই সঙ্গে বিদগ্ধজনদের নিয়ে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে, এই দেশের হালহকিকৎ সরেজমিনে তদন্ত ও অনুসন্ধান করার জন্য পাঠানো হোক;

(ঘ) এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যেন শাসনের নামে অত্যাচারিত না হয়; এই জাতিকে নিরন্তর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে যেন অধঃপতিত না হতে হয়।

কিন্তু King-in-Conucil-এও এই আপিল খারিজ হয়ে যায়।

এর প্রতিবাদে বাকিংহাম ইংল্যান্ডে আন্দোলন শুরু করলেন। রামমোহন 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' বন্ধ করে দেওয়ার একটি কারণ, বেইলি তাঁর 'রিপোর্টে' 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' থেকে বহু আপত্তিজনক অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন, আর সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল এই দমনআইন। বন্ধ করার আগে পত্রিকার একটি বিশেষ ও শেষ সংখ্যা প্রকাশ করে তার সম্পাদকীয়তে জানালেন, এইভাবে লাইসেন্স বা অনুমতি নিয়ে ও আদালতে গিয়ে হলফনামা পেশ করে কাগজ চালানো বা অনুমতি লাভে প্রত্যাখ্যাত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি কাগজ বন্ধ করে দিচ্ছেন। সেই সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন,

'আব্রু কে বা-সদ্ খুনই দস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ'

অর্থাৎ, যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না। সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা গবর্মেন্টের নিকট অপ্রীতিকর বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।—

'গদা-এ গোশা-নশিনি! হাফিজা! মাখরোশ
রুমুজ্-ই-মস্লিহৎ-ই খেবা খুস্রোয়ান দানন্দ্।'

—হাফিজ! তুমি কোন ঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক! নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

অ্যাডামের এই 'গ্যাগিং অ্যাক্ট' রোধ করা গেল না বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে ভারতবাসীর এই প্রতিবাদ-আন্দোলন, ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথা সাংবাদিকতার ইতিহাসের, এমনকী ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসেরও, অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইল। এই 'রেগুলেশনের বিরোধিতাতেই ভারতীয় জনমতের প্রথম সাংগঠনিক প্রকাশ দেখা' গেল। 'রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা উপলক্ষ্য করে এই জাতির মর্যাদাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা দিলেন, যার ফলে রাজদরবারে উপেক্ষিত হলেও, এই জাতি প্রগতির প্রেরণা পেল।' কোম্পানির রাজত্বে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর যে প্রতিবাদ জানানোর ভাষা ও পদ্ধতি অজানা নয় এবং সাহসেরও অভাব নেই—তা' প্রমাণিত হল, প্রতিষ্ঠা পেল।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দেই, অস্থায়ী অ্যাডামের জায়গায়, ভারতের স্থায়ী গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন লর্ড আমহার্স্ট। কিন্তু তিনি অ্যাডাম প্রবর্তিত দমন আইন বিষয়ে কোনো সংগতিশীল নীতি স্থির করতে পারেননি। তবুও, অ্যাডামের দমন-আইনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল এমন কথাও বলা যায় না। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি বাকিংহাম সম্পর্কিত মামলার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে পারত না। সংসদের ও সরকারের কার্যাবলির সংবাদ ছাপতে পারত, কিন্তু তার ওপর কোনও মন্তব্য তাদেরকে করতে দেওয়া হত না। এ ছাড়া ঘটেছিল একটি বিতাড়নের ঘটনা, বোম্বাইয়ে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। 'বোম্বাই গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক সি জে ফেরার সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে, সরকারের আপত্তিজনক একটি সংবাদ প্রকাশ করেন তাঁর পত্রিকায়। ফলে তাঁকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু তিনি সেই জরিমানা দিতে অক্ষম হওয়ায় (কিংবা অস্বীকার করায়) তাঁকে ভারত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর থেকে বেশি আর কিছুই ঘটেনি। অপরদিকে, অ্যাডামের দমন-আইনের খড়্গ উদ্যত হয়ে থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ করে কলকাতা থেকে, নতুন নতুন সংবাদপত্র প্রকাশের যেন ধুম পড়ে গিয়েছিল। 'প্রতিবাদ উপেক্ষিত হলে সে স্তব্ধ হয়ে থাকে না, মুখর হয়ে ওঠে' প্রমাণ হতে থাকে ক্রমে ক্রমে। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক মাখনলাল সেন লিখেছেন (স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র / পৃ. ৯-১০)

একে নিছক হুজুগ বলব, কি আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা বলব, না বিঘ্ন চূর্ণ করবার দৃঢ়তা বলব, তা জানি না; শুধু এইটেই জোর ক'রে বলতে পারি যে, বাঙালী যে বাধা পেয়ে দুর্ব্বার হয়ে ওঠে, প্রেস-রেগুলেশনের প্রতিবাদ থেকে এতগুলি কাগজের উদ্ভব তাই-ই প্রকাশ করে। অথচ এ-সব কাগজ রেগুলেশনও অমান্য করত না। ইংরেজের কাগজগুলির

সঙ্গে যেমন গবর্ণমেন্টের এবং গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীদের প্রায় নিত্যই সংঘর্ষ লেগেই থাকত, বাঙালী পরিচালিত কাগজগুলির তা থাকত না। তারা সংঘর্ষকে এড়িয়েই চলত। তবুও সকল গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী, সকল সেক্রেটারী, বাঙালীর কাগজের প্রতিষ্ঠা ও শক্তিবৃদ্ধি চাইতেন না।

১৮৩৫-এর ৩রা আগস্ট পর্যন্ত অ্যাডাম প্রবর্তিত দমন-আইন কার্যকর ছিল। তার ওপর ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর 'কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্‌স' এক আদেশ জারি করলেন,— কোম্পানীর কোন কর্মচারী কোন ভাবে কোন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে বা কোন সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। কেবল মাত্র নির্ভেজাল সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার বেলায় এর ব্যতিক্রম থাকবে।

অ্যাডাম রেগুলেশন বলবৎ হওয়ার পর এবং বলবৎ থাকা সত্ত্বেও এইরকম আদেশ জারির ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনা সংবাদপত্র-জগতে কিছু সমস্যা ও ভিন্ন জাতীয় আলোড়ন সৃষ্টি করে। সম্ভবত এরই পরিণতি হিসাবে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা ক্রনিক্ল' চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায়। এই আদেশ জারির নেপথ্যের ঘটনাটি এই রকম ঃ

'বোম্বাই গেজেট' ও 'বোম্বাই ক্যুরিয়র' বোম্বাইয়ের এই দু'টি সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারী ছিলেন বোম্বাইস্থ গভর্নরের পরিষদের সদস্য ফ্রান্সিস ওয়ার্ডেন। এই পত্রিকা দুটি কঠোর ভাষায় সরকার ও তার কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করত। সেগুলি সরকারের পক্ষে ক্ষতিকারক হত। স্বাভাবিকভাবেই এতে সরকারের রুষ্ট হওয়ারই কথা। এ-ছাড়াও, সরকারের ও কোম্পানির কর্মচারীদের অনেকেই ভিতরের অনেক খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাইরে প্রকাশ করে দিত। তাই, স্বপদে বহাল থেকে ওই সব কর্মচারীদের এই জাতীয় সাংবাদিকতা করা সরকারের পক্ষে বরদাস্ত করা কোনওভাবেই সঙ্গত ও সম্ভব ছিল না। সেই কারণেই এই আদেশ জারি সেই সময়ে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল।

এই নতুন আদেশ প্রসঙ্গে মোহিত মৈত্র বলেছেন ঃ

এই নয়া আদেশ জারীর মধ্য দিয়ে সংবাদপত্র জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এবং এর পর বহু শিক্ষাপ্রাপ্ত ইউরোপীয় এবং দায়িত্বশীল ভারতীয়রা সংবাদপত্র জগতে আসতে শুরু করেন।

—এর কারণ সম্ভবত এই যে, এই ঘটনার ফলে কোম্পানির যে সকল কর্মচারী সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা সেই সংযোগ ছাড়তে বাধ্য হন। তাদের মধ্যে সরকারের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বহু বেসরকারি সাংবাদিক নব উদ্যমে সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন। সরকার বিরোধী অসন্তোষও বিস্তার লাভ করে ও ক্রমান্বয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

এতে নতুন সম্ভাবনার বীজ রোপিত হয়।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। তার আগে তিনি মাদ্রাজের গভর্নর ছিলেন। সেই সময়ে তিনি সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেল হওয়ার পর তাঁর ওই মতের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

কার্যভার গ্রহণের পরই তিনি সংবাদপত্রের জন্য এক তদন্ত কমিশন গঠন করেন। এই তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল ঃ সেই সময়ে (১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ) ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের অবস্থাটা কী ছিল তার সম্যক পরিচয় লাভ করা। বিভিন্ন পত্রিকার মোট প্রচারসংখ্যা কত, কতগুলি দেশীয় কাগজ আছে, জনসমাজে ওই সকল কাগজের প্রভাব কতখানি, সমাজ-সংস্কার ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজে ও জনমত গঠনে তাদের ভূমিকা কীরূপ এবং তার গুরুত্ব কতখানি—ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা। এই তদন্তে সংগৃহীত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত 'অ্যাডাম রেগুলেশন' এবং ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের 'নিষেধাজ্ঞা' জারি সত্ত্বেও, এই সময় থেকে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংবাদপত্রের বিশেষ অবনতি ঘটেনি। ওই বিবরণ অনুসারে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সংবাদপত্রের অবস্থা ছিল এই রকম ঃ

(১) দৈনিক, দ্বিসাপ্তাহিক (বা, অর্ধ সাপ্তাহিক), সাপ্তাহিক মিলিয়ে সমস্ত ইংরাজী কাগজের মোট প্রচার সংখ্যা ছিল ১,১২৫;

(২) বাংলা সংবাদপত্রসমূহ ধর্ম-সমাজ-সংস্কার বিরোধের দরুন পাঠক সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল;

(৩) কলকাতা ও শ্রীরামপুর থেকে বাঙলা ও ফারসী ভাষায় মোট আটটি সংবাদপত্র প্রচারিত ছিল;

(৪) বাঙলা পত্রিকাগুলি কলকাতাবাসী হিন্দুদের পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট; এবং

(৫) ভারতে প্রকাশিত সমস্ত সংবাদপত্রের মোট প্রচার সংখ্যা তিন হাজারের মতো।

ওই সময়ে কলকাতায় প্রকাশিত ও প্রচারিত পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ দু'টি দৈনিক—'বেঙ্গল হরকরা' ও 'জনবুল'। তিনটি দ্বিসাপ্তাহিক—'ইন্ডিয়া গেজেট', 'গভর্ণমেন্ট গেজেট' ও 'ক্যালকাটা ক্রনিক্ল'(?); একটি ফারসি সাপ্তাহিক—'জাম-ই-জাহান-নুমা'; তিনটি বাংলা সাপ্তাহিক—'সমাচার দর্পণ', 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'।

উদন্ত মার্তণ্ড, বঙ্গদূত ও অন্যান্য

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সম্বাদ তিমির নাশক', সম্পাদক কৃষ্ণমোহন দাশ। সাধারণ মানুষের অজ্ঞানতা দূর করার প্রতিশ্রুতি মাথায় নিয়ে প্রকাশিত হলেও, এই পত্রিকাটি কার্যত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও তার ধর্মীয় মতবাদকে রক্ষা করার স্বার্থেই আত্মনিয়োগ করে। এই পত্রিকাটি আসলে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজেরই মুখপত্র ছিল, এবং রক্ষণশীল বিরোধীদের বিরোধিতা করাই ছিল তার একমাত্র কাজ। ওই বছরের ৩০শে মে মথুরামোহন মিত্রর সম্পাদনায় মুন্নিরাম ঠাকুর প্রকাশ করেছিলেন হিন্দি-উর্দু সাপ্তাহিক 'সামসূল আখ্‌বার'। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে প্রকাশিত হয়েছিল 'আখ্‌বারে শ্রীরামপুর', হিন্দি-উর্দু সাপ্তাহিক। ১৮২৬-এর ৩০ মে প্রকাশিত হয় ভারতের প্রথম হিন্দি সাপ্তাহিক 'উদন্ত মার্তণ্ড', প্রকাশ করেন যুগলকিশোর শুকুল (বা শুক্লা)।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সময়েই কানপুরের প্রথম সংবাদপত্র 'কানপুর অ্যাড্‌ভার্টাইজার'ও প্রকাশিত হয়। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই বোম্বাই থেকে ফার্‌দুন্‌জি মুরজ্‌বান প্রকাশ করেন গুজরাটি সাপ্তাহিক 'মুম্‌বাইনা সমাচার'। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে (মোহিত মৈত্র-র মতে ১৮২৩) পত্রিকাটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। 'মুম্‌বাইনা সমাচার' সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পত্রিকাটির নাম হয় 'বোম্বাই সমাচার'। পত্রিকাটি এখনও জীবিত।

রামমোহন রায় 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার' বন্ধ করে আপাতভাবে সংবাদপত্র জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু নেপথ্যে থেকে পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের জন্য বরাবর ইন্ধন জুগিয়ে যান। তিনি নিজে কোনো সংবাদপত্র প্রকাশ না করলেও, তাঁর বন্ধু ও সমর্থকগণ সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসেন সংবাদপত্র প্রকাশের কাজে। এই সময়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এক বিশিষ্ট ভূমিকা নেন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বঙ্গদূত'। একই সঙ্গে তিনটি ভাষায়—বাংলা, ফারসি ও নাগরী (হিন্দি?)—পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সার্জন আর মন্টগোমারি মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায়, নীলরতন হালদার এবং রাজকৃষ্ণ সিংহ। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন পণ্ডিত নীলরতন হালদার। নীলরতন হালদার অবসর গ্রহণ করলে ১৮৩০-এর ১৩ এপ্রিল থেকে ভোলানাথ সেন সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ভোলানাথ সেনের মৃত্যুর পর মহেশচন্দ্র রায় কিছুদিন পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। প্রকাশক ছিলেন আর এম মার্টিন। এঁরা একই সঙ্গে ইংরাজিতেও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেঙ্গল হেরাল্ড' প্রকাশ করতেন।

চারটি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের লাইসেন্স এঁরা একই সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন (৫ই মে,১৮২৯)। 'বেঙ্গল হেরাল্ড' কেবল ইংরাজিতে আলাদাভাবেই প্রকাশিত হত, এবং 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হত অপর তিনটি ভাষায়। প্রকাশের দিন ছিল শনিবার। হেরাল্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৬, এবং 'বঙ্গদূতে'র ৮; আকার রয়াল কোয়ার্টো; দাম যথাক্রমে ২টাকা ও এক টাকা করে প্রতি মাসে। 'বঙ্গদূত'কে 'হেরাল্ডে'র 'সহচর' বা পরিপূরক বলে উল্লেখ করা হত, যদিও হেরাল্ড অপেক্ষা 'বঙ্গদূত'ই অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রগতিবাদী হিন্দুদের মুখপত্র ছিল 'বঙ্গদূত'। সমসাময়িক সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক বিতর্কের সঙ্গেও 'বঙ্গদূত' জড়িয়ে পড়েছিল। ভারতে ইংরাজদের আগমন ও বসবাস, ইউরোপের অবাধ বাণিজ্য নীতি, ইংরাজগণ কর্তৃক নীলচাষ, প্রভৃতির প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছিল; বিরোধিতা করেছিল সহমরণ প্রথার। পত্রিকাটিতে দেশ-বিদেশের বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হত। স্থানীয় ও ভারতের নানা স্থানের সংবাদাদিও প্রকাশিত হত। সরকারি কাজকর্ম, আইন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের সংবাদও সেখানে স্থান পেত। 'বঙ্গদূত' পত্রিকার বিশ্বাস ছিল, ইংরাজদের আগমনের ফলে ভারতের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর, সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী না হয়েও, 'অ্যাডাম রেগুলেশন' অনুযায়ী কোনো সংবাদপত্রের ওপর কঠোরভাবে দমন প্রয়োগের চেষ্টা যেমন করেননি, বরং কিছুটা নরমনীতিই তিনি গ্রহণ করেছিলেন; তেমনি সংবাদপত্রসমূহকে আইনের বাঁধন থেকে মুক্তিও দেননি। তার একটা বড় কারণ হতে পারে, তাঁর সঙ্গী ও পরিষদের প্রবীণ সদস্য স্যার চার্লস মেটকাফে। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। বেন্টিঙ্কের ওপরও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বেন্টিঙ্কের উদারনীতি বা নরম মনোভাবের জন্যই হোক, বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, ভারতে তাঁর আগমনের পর, সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়াস উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তাই, ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত সময়কালকে অনেকেই ভারতীয় সংবাদপত্রের 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যাত করেছেন।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা থেকে প্রকাশিত ইংরাজি কাগজের সংখ্যা ছিল ৩৩; বাংলা কাগজের সংখ্যা ছিল ১৬। এই সময়ের (১৮২৪-৩০) ইংরাজি পত্রিকাগুলির মধ্যে কয়েকটি হল ঃ 'দ্য স্কট্‌স্‌ম্যান ইন্ দ্য ইস্ট', 'উইক্‌লি গ্লিনার', 'দি কলাম্বিয়ান

প্রেস গেজেট', 'হরকরা'। 'কোয়ার্টারলি ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন', 'ক্যালাইডস্কোপ', 'ক্যালকাটা ক্রনিক্ল', 'ক্যালকাটা গেজেট' এবং 'কমার্শিয়াল অ্যাড্‌ভার্টাইজার'। এই সময়ে হরকরার প্রচার সংখ্যা ছিল ৮০০। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল সাত আনা। ১৮৩১-৩৩-এর মধ্যে আরও উনিশটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বাংলা দেশের তুলনায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, এমনকী বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশেও, সংবাদপত্র প্রকাশের ঢেউ তেমন উদ্বেল হয়ে ওঠেনি। তবুও ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ থেকে তিনটি, বোম্বাই থেকে দু'টি এবং কানপুর থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত। এবং এই সময়ে বোম্বাইয়ে সংবাদপত্র প্রকাশের বিশেষ উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছিল। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে নওরোজী দোরাবজি চান্দারু প্রকাশ করেন 'মুম্বাই ভর্তম্'। পোস্তানজি মানেকজি মোতিবালা প্রকাশ করেন 'জামে জামশেদ' (১৮৩১)। এই সময়ে 'কদ্‌মী' এবং 'শাহানশাহী'—এই দুই মতাবলম্বী পারসিদের মধ্যে পারসি-ক্যালেন্ডার বিরোধ দেখা দেয়। উভয় গোষ্ঠীই তখন নিজ-নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য যথাক্রমে দু'টি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন— 'এবতাল-ই-কাবিসে' এবং 'আখ্‌বার-ই-কাবিসে'। কাগজ দু'টি অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। সেই সুযোগে স্টক্‌লার তার 'আইরিশ' (Iris) ইংরাজি সংবাদপত্রকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁর পত্রিকায় উভয়পক্ষকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে ক্যালেন্ডার-বিতর্ক চালাবার আমন্ত্রণ জানান। সুতরাং নিজেদের কাগজ বন্ধ হলেও, 'আইরিশে'র পাতায় পারসিগণ কিছুদিন তাদের ক্যালেন্ডার বিরোধ চালিয়ে যান। বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা সাংবাদিক জে এইচ স্টক্‌লার কিন্তু বেশিদিন তাঁর কাগজকে বাঁচাতে পারেননি। 'আইরিশ' তুলে দিয়ে তিনি 'বোম্বাই ক্যুরিয়ার' কাগজটি কেনেন। কিন্তু সেটিও চালাতে না পেরে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় আসেন। কলকাতার 'জনবুল' তখন মৃতপ্রায় এবং দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবুডুবু। তবুও স্টক্‌লার 'জনবুল' কাগজটি কেনেন, এবং যথারীতি আর্থিক বিপর্যয়ে পড়েন। তখনকার মতো দ্বারকানাথ ঠাকুর আর্থিক সাহায্য দিয়ে কাগজটিকে বাঁচান। দ্বারকানাথের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে স্টক্‌লার 'জনবুল'কে 'ইংলিশম্যান'-এ রূপান্তরিত করেন। সেই সময় দ্বারকানাথ এ ছাড়াও 'বেঙ্গল হরকরা' ও 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকা দু'টিকেও আর্থিক সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির ব্যাবসা-বাণিজ্যে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে, সংবাদপত্র ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ইংরাজি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে, মন্দাভাব আসে। সংবাদপত্রগুলিকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বারকানাথের এই প্রয়াস। এই সময়ে (১৮৩১) প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রকাশ করেছিলেন 'রিফর্‌মার'। এবং পরে এর বাংলা সংস্করণ 'অনুবাদিকা'। 'অনুবাদিকা' বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। সম্পাদক ছিলেন ভোলানাথ সেন। 'রিফর্‌মার' সম্পর্কে এল এস এস ও 'ম্যালি 'মডার্ন ইন্ডিয়া

অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট' গ্রন্থে লিখেছেন, 'কাগজ সরকারের বিরোধিতা করত। ভারতীয় জনগণের মৌল, রাজনৈতিক অধিকার দাবী করে প্রবন্ধ লিখত।' ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি বোম্বাই থেকে বাল গঙ্গাধর শাস্ত্রী জাম্ভেকার (বাল শাস্ত্রী জাম্ভেকার নামে অধিক পরিচিত) প্রকাশ করেন ইঙ্গ-মারাঠী সাপ্তাহিক 'বোম্বাই দর্পণ'। এটি প্রথমে পাক্ষিক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল, ৪ মে থেকে সাপ্তাহিক হয়। ১৯ ইঞ্চি X সাড়ে ১১ ইঞ্চি মাপের আট পৃষ্ঠার কাগজ, প্রতি পৃষ্ঠায় দু'টি করে কলাম থাকত। পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কাওয়াশজি কুরসেতজি, রঘুনাথ হরিশ্চন্দ্রজি, শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথজি ও জনার্দণ বাসুদেবজি। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবাসীর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার। বালশাস্ত্রী রামমোহনের সমর্থক ছিলেন, নিজেও ছিলেন একজন খ্যাতিমান সমাজ-সংস্কারক, উচ্চশিক্ষিত মানুষ। আদর্শবাদের জন্যই তিনি সাংবাদিকতায় নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং 'বোম্বাই দর্পণ'কে সেইভাবেই পরিচালনা ও সম্পাদনা করতেন। তাঁরা এই পত্রিকার রচনার মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের উপযোগী শিক্ষার প্রচারের এক মহান ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন। ফলে, জনশিক্ষা প্রচার করতে গিয়ে, পত্রিকাটি থেকে অর্থ উপার্জনের বদলে পকেট থেকে অর্থ ব্যয় করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁরা এক সময় সরকারকে এই পত্রিকার কিছু করে কপি কেনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সরকার তার উত্তরে প্রতি সংখ্যার মাত্র একটি করে কপি কেনার ব্যবস্থা করে সেই অনুরোধ রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। দর্পণে জাতি ও জনগণের সমৃদ্ধি কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের খোলা-আলোচনা প্রকাশিত হত। ভারতীয়গণকে সরকারি চাকুরি গ্রহণে উৎসাহিত করা, ধর্মীয় বিতর্ক, হিন্দু জাতি ব্যবস্থা, নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়েও ভালো ভালো রচনা দর্পণে প্রকাশিত হত। নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহকে তাঁরা পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। রামমোহনের কার্যাবলি ও সাফল্য নিয়েও লেখা হত দর্পণের পাতায়। আরও থাকত সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির খবর, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কাজকর্মের সংবাদ, বোম্বাই মাদ্রাজ ও কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের রায় প্রভৃতি। 'বোম্বাই দর্পণ' শুরুতেই জাতি-ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। সম্পাদক সবসময়ই কঠোরভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন, সকল পক্ষকেই মতামত প্রকাশের সমান ও পূর্ণ সুযোগ দিতেন। নিম্নমান ও অসৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার ও রচনা তিনি একদমই পছন্দ করতেন না। কোনো লেখা ছাপা না হলে কাগজে তার কারণ উল্লেখ করে বিবরণ প্রকাশ করতেন। পত্রিকাটি বরাবরই একটি উচ্চতর মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে বাজার দর প্রকাশ শুরু

হয়েছিল। ১৮২৪ থেকে বাজার দর ও বাণিজ্য-সংবাদ প্রকাশের জন্য পৃথক বিশেষ-পৃষ্ঠা প্রকাশ আরম্ভ হয়। ১৮৩২-এ 'বোম্বাই উইক্‌লি গাইড' প্রকাশিত হয় সম্পূর্ণভাবে ব্যাবসা ও বাণিজ্যের পত্রিকা হিসাবে। 'গাইড' সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি উল্লেখ্য পত্রিকা ছিল। পরে বিষয়টি অনেককেই উৎসাহিত করে।

এই সময়ের ভারতের সংবাদপত্রসমূহ সম্পর্কে স্যার হেনরি কটন তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লেখেন ঃ

> এখন বাঙালীবাবুরা পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জনমত নিয়ন্ত্রণ করছেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের দেশীয় ব্যক্তিগণ শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতা বিষয়ে বাঙালীগণ অপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ। কিন্তু তাঁরাও নিম্নভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দেশীয় ভাইদের মতো ক্রমান্বয়ে এই সব বিষয়ে এগিয়ে আসছেন।

বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর ভারতে নতুন নতুন সংবাদপত্র প্রকাশের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু বেশিরভাগ পত্রিকাই অল্পদিন করে চলে বন্ধ হয়ে যায়, বিশেষ করে রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র ও সমর্থক হিসেবে যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ওই সময়ে সংবাদপত্র প্রকাশের যে উদ্দাম ঢেউ দেখা যায়, তার একটি কারণ অবশ্যই বেন্টিঙ্কের উদারনীতি, কিন্তু প্রধানতম কারণ ছিল, রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সংগঠিত সংস্কারপন্থী বা প্রগতিবাদী হিন্দুদের আন্দোলন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করে 'ব্রাহ্মসমাজ'। গণতান্ত্রিক সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায়, সাংবিধানিক-আন্দোলন গড়ে তোলায় 'ব্রাহ্মসমাজে'র কার্যকলাপ সক্রিয় ইন্ধন জোগায়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমানস আন্দোলিত হয়ে ওঠে। নতুন মতবাদের পক্ষে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। সেই সময়ে এই আন্দোলন অবশ্য কলকাতা ও তার আশপাশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু কেবল মাত্র ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক বিতর্ক ও বিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সরকারি কার্যকলাপ, সুস্থ সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশ করতে থাকে। রচনাদির ভাষা ও সাংবাদিকতার মানেরও প্রভূত উন্নতি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মন্তব্যগুলিতে বলিষ্ঠ যুক্তি, উন্নত মানসিকতা, সুরুচি ও সৌজন্যের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সাংবাদিকতার ইতিহাসে নতুন যুগের সম্ভাবনা প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে দেখা যায় এই

সময়ে (১৮২৫-৩৫) প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে। এই অবস্থা ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে। তাঁরা শঙ্কিত হন, পরিস্থিতিকে 'সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত করেন। কেন না, ভারতীয় সম্পাদকগণকে, ইচ্ছা হলেই ধরে ধরে জাহাজে তুলে, ইংলন্ডে বিতাড়িত করা সম্ভব নয়। সেই রকম কোনো আইন ও ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না।

প্রথম বার্মাযুদ্ধে (১৮২৪-২৬) প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ায় কোম্পানির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। কোম্পানি বাধ্য হয় সেনাবাহিনীর ইউরোপীয় অফিসারদের দেয় প্রচলিত ভাতা অর্ধেক করার সিদ্ধান্ত নিতে। স্বজাতীয় হয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ইউরোপীয়দের ভাতে হাত দেওয়ায় ইউরোপীয় পরিচালিত ইংরাজি সংবাদপত্রগুলি কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। 'অর্ধভাতা' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আন্দোলন শুরু করেন। ইংরাজি সংবাদপত্রগুলিও তাঁদেকে জোরালো ভাষায় সমর্থন জানায়। সামরিক কর্মচারীদের এই আন্দোলন এমনি প্রবল হয়ে ওঠে যে, একটা বিদ্রোহের আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ ভীত হয়ে পড়েন। ইংরাজি সংবাদপত্রগুলির আচরণও বেন্টিঙ্ককে রীতিমতোভাবে বিব্রত করে তোলে।

সতীদাহ নিবারণকে (১৮২৯) কেন্দ্র করেও প্রবলতর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্ত হিন্দুগণ দেশীয় সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে সেই উত্তেজনাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে থাকে। সামাজিক পরিবেশ হিংস্র আবহাওয়ায় কলুষিত হয়ে ওঠে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ২০ বছরের জন্য দেওয়া সনদের মেয়াদ শেষ হয়ে আসতে থাকায়, ইংল্যান্ডে ও ভারতে এক শ্রেণির ইউরোপীয়, কোম্পানিকে পুনরায় সনদ মঞ্জুর না করার দাবি তোলেন। বিষয়টিকে নিয়ে তাঁরা প্রচণ্ড আন্দোলন ও জোরদার তদ্বিরও শুরু করেন। প্রশ্ন ওঠে, ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করা হবে কিনা, তাই নিয়েও। ব্রিটিশ রাজশক্তির একাংশ— উদারনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী— ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপে এবং ইংরাজ কর্মচারীদের স্বৈরাচারী দৌরাত্মে বিচলিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন! সেই কারণেই তাঁরা কোম্পানিকে পুনরায় সনদ অনুমোদন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা প্রগতিবাদী নেতৃবৃন্দ ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তন ও কোম্পানিকে পুনরায় সনদ মঞ্জুর করার পক্ষে পালটা দাবি ও আন্দোলন শুরু করেন। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি এঁদেকে সমর্থন করে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু ইংরেজও স্বাভাবিকভাবেই এঁদের পক্ষ নেন। অবাধ বাণিজ্যনীতি ও সনদ মঞ্জুরের পক্ষে 'বঙ্গদূত, 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রভৃতি প্রগতিশীল সংবাদপত্রগুলি সরব দাবি ও সমর্থন প্রকাশ করতে থাকে। সামান্য

কয়েকটি দেশীয় পত্রিকা, বিশেষ করে রক্ষণশীল হিন্দুগণ পরিচালিত, প্রকাশিত ও সম্পাদিত, এই দাবির বিরুদ্ধে কলম ধরে। উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল ইংরাজদের মতো তাদের বিশ্বাস ছিল, ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত হলে ও কোম্পানিকে পুনরায় সনদ মঞ্জুর করলে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে, ভারতীয়গণের দুর্দশার সীমা থাকবে না। কিন্তু প্রগতিবাদী ভারতীয়গণ মনে করেছিলেন, কোম্পানিকে পুনরায় সনদ অনুমোদন করলে, ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ সম্প্রসারিত হলে, ইংরেজগণের সংস্পর্শে ও সহযোগিতায় ভারতীয় জনগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে, অবাধ বাণিজ্যের ফলে দেশের আর্থিক বিকাশ ঘটবে। এই দুই অভিমতের টানা-পোড়েনে, আন্দোলন-পালটা আন্দোলনের কলরবে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি মুখরিত হয়ে ওঠে। সামাজিক জীবনেও আলোড়ন দেখা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায় প্রমুখর উদ্যোগে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার টাউন হলে প্রগতিবাদী ভারতীয়দের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তাতে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ভারতের কৃষিসম্পদ, বাণিজ্যসম্পদ, বাণিজ্যসম্ভাবনার সঙ্গে ব্রিটিশ জাতির দক্ষতা, মূলধন ও শিল্প-ব্যবস্থা সংযুক্ত হলে ভারতের আর্থিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী! সেই সঙ্গে আরও ব্যক্ত হয় যে, নীলচাষের ফলে নীলচাষের সঙ্গে যুক্ত এদেশের গরিব কৃষকগণ, অন্য কৃষকগণের তুলনায়, আর্থিক দিক দিয়ে অনেক বেশি সচ্ছলতার মধ্যে আছেন। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ইউরোপীয়গণ এদেশে বাস করার ফলে তাঁদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয়গণের সাহিত্য-সমাজ-রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে; সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে, হচ্ছে। অতএব এই সংযোগ যত বেশি করে গড়ে উঠবে ভারতের ততই মঙ্গল। তারই স্বার্থে, বৃটিশ সরকারের উচিত— ভারতে কোম্পানির শাসনের মেয়াদ আরও অন্তত কুড়ি বছরের জন্য বাড়ান, ভারতে বৃটিশ উপনিবেশের কর্মসূচি অব্যাহত রাখা, এবং ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তন করা। এই মর্মে তাঁরা সেই সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্থির করেন ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সরকারের নিকট তাঁরা এর জন্য উপযুক্ত আবেদন জানাবেন। প্রয়োজনে দরবার করতেও দ্বিধা করবেন না। 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই নিয়ে আবেদন, দরবার ও আন্দোলন চলতে থাকে। প্রতিবাদী স্বর ক্ষীণ হলেও, এই দাবির বিরোধীগণও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করতে থাকেন। 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' এবং 'ব্যবহার দর্পণ' (জুলাই, ১৮২৯), 'শাস্ত্রপ্রকাশ' (জুন, ১৮৩০) প্রভৃতি পত্রিকা বিরোধী পক্ষকে সমর্থন জানায়।

এই সকল পরিস্থিতিতে গভর্নর জেনারেলের পরিষদে সংবাদপত্রের ওপর কঠোর হাতে দমননীতি প্রয়োগের দাবি উঠতে থাকে। অ্যাডাম প্রবর্তিত দমনআইন

বলবৎ থাকা সত্ত্বেও বেন্টিঙ্ক সম্পূর্ণভাবে উদারনীতি নিয়েই চলছিলেন, সংবাদপত্রের ওপর কোনোরকম আইনসঙ্গত দমনপীড়ন প্রয়োগ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। নীতি হিসাবে তিনি সংবাদপত্রের এই স্বাধীকারটুকু বজায় রাখতে চাইছিলেন। ফলে, নতুন করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও, দমননীতি চালু করার দাবিতে সম্মতি দিতে পারছিলেন না। অন্যদিকে পরিষদের অভ্যন্তরে অন্যতম সদস্য বেইলি দমননীতি প্রয়োগ করার দাবিতে উগ্র হয়ে ওঠেন। পরিষদের প্রবীনতম সদস্য মেটকাফেও প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে দমননীতি-দাবির বিরোধিতা করেন। পরিষদের ভিতরেই বেইলি ও মেটকাফের মধ্যে বিরোধ চরম আকার নেয়। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে বেন্টিঙ্ক কোনো রকমে তখনকার মতো সেই অপ্রিয় অবস্থা সামলিয়ে নেন।

সংবাদ প্রভাকর

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রভাকর'। বাংলায়। পত্রিকাটি প্রথমে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক আকারে। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই আগস্ট থেকে সপ্তাহে তিন বার করে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন থেকে সম্পূর্ণরূপে দৈনিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়।

'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সহকারী ছিলেন যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। অল্পদিনের মধ্যে 'প্রভাকরে'র নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যোগেন্দ্রমোহন মারা যান। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে ৬৯তম সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। ঈশ্বর গুপ্তও এই সময়ে 'প্রভাকর' ত্যাগ করেছিলেন। চার বছর পর, ১৮৩৬-এর ১০ আগস্ট থেকে ঈশ্বর গুপ্তই পুনরায় 'প্রভাকর' প্রকাশ শুরু করেন। "'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি।" সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও লেখকগণ 'সংবাদ প্রভাকরে' নিয়মিত লিখতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন—রাধাকান্ত দেব, নন্দলাল ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, নন্দকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হালিরাম দেনকিয়ান ফুক্কন, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, নীলরতন হালদার, ব্রজমোহন সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ধর্মদাস পালিত, শ্যামাচরণ সেন, নীলমণি মতিলাল প্রমুখ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ সেই সময়ের নবীন লেখকগণের রচনাও 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রথম প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন যশস্বী কবি। সর্বক্ষণের পেশাদার সাংবাদিক।

২৪ পরগনার কাঁচড়াপাড়ায় এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে। ইংরাজি ও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক কবি প্রতিভা, রসবোধ, রঙ্গপ্রিয়তা, অনুভব অনুধাবন ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, প্রকাশ ক্ষমতা প্রভৃতি তাঁকে দক্ষ সাংবাদিক ও সফল ব্যঙ্গ-রচয়িতা হয়ে উঠতে সাহায্য করে। দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি খুবই সজাগ ও সচেতন ছিলেন। সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয়ও তিনি রেখেছেন 'সংবাদ প্রভাকর' পরিচালনার ক্ষেত্রে। সম্পাদক হিসাবেও তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত। সাংবাদিক হিসেবে তিনি কেবল খ্যাতিই অর্জন করেননি, সমসাময়িক সাংবাদিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়াও তিনটি ক্ষণজীবী পত্রিকা, 'সংবাদ রত্নাবলী', 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' ও 'পাষণ্ড পীড়ন', সম্পাদনা করেন। মনে করা হয়, 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদনায়, সম্পাদকীয় বিভাগে, বেশ কয়েকজন সুযোগ্য সহকারী তাঁর ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে সময়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করেন, সেই সময়টা দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ রচনা করেছিল। দ্রুত গতিতে অনেক কিছু পরিবর্তিত হচ্ছিল। নবজাগরণের সেই সন্ধিক্ষণে চলছিল প্রবীণ-নবীনের সংঘাত, সংস্কার আঁকড়ে থাকা ও সংস্কার ভাঙার লড়াই। প্রাচীন মতাদর্শের সঙ্গে নতুন আদর্শের সংগ্রাম। পুরাতন ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে নতুন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সতীদাহ নিবারণ আইন প্রবর্তন হয়েছে। আলেক্‌জান্ডার ডাফ্ ভারতীয়গণকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার অভিপ্রায় নিয়ে কলকাতায় এসেছেন, ডিরোজিওর শিষ্যগণ 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে চিহ্নিত হয়ে হিন্দুধর্ম ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। একদিকে রক্ষণশীলদের 'গেল গেল' রব, অন্যদিকে ভাঙার কারিগরদের উদ্দাম-উল্লাস; একদিকে আদর্শের তীব্র সংঘাত, অন্যদিকে এরই মধ্য দিয়ে নতুন যুগ গড়ার অভিলাষ। পরাধীন ভারতে ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব নিয়ে ব্রিটিশের শাসন ও শোষণ! এই সময়ে প্রকাশিত হয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করে। সাধারণভাবে, ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর 'প্রভাকর' রক্ষণশীল মতাদর্শেরই সমর্থক ছিল। কিন্তু, রক্ষণশীলতার প্রতি অন্ধ-আনুগত্য এবং 'ধর্মসভা' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র মতো তীব্র গোঁড়ামি তার ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই, প্রগতিবাদী চিন্তা ও কার্যকলাপের বিরোধিতা 'প্রভাকরে' স্থান পেত ঠিকই, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে প্রকাশিত হত শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য গঠনমূলক অভিলাষ, স্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রেম,

মাতৃভাষা ও দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। আপাত পরস্পর-বিরোধিতাও কিছু ছিল, যেমন কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে, তেমনি 'সংবাদ প্রভাকরে'র পাতাতেও। কিন্তু তা ছিল খুবই গৌণ বা নগণ্য, তাকে বড় করে দেখার কোনো কারণ নেই। 'সংবাদ প্রভাকর' তার দীর্ঘ জীবনে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দক্ষ সম্পাদনায়, সফল ও সার্থক সংবাদপত্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইংরেজগণ কর্তৃক দেশীয় সম্পদের লুণ্ঠন, ভারতের অর্থ-সম্পদ ভারতের উন্নয়নে ব্যবহার না করা, ভারতীয়গণ প্রদত্ত করের টাকায় অস্বাভাবিক অধিক বেতন দিয়ে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী পোষা, ইউরোপীয়গণের বিলাস-ব্যসন, শিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়গণকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ না করা, বা সরকারি চাকুরি থেকে বঞ্চিত করা, উচ্চ হারে কর আদায় করা সত্ত্বেও পুর এলাকার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কৃষি ও কৃষকের উন্নতির প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষা, গরিব চাষি দেশবাসীর স্বার্থে ভূমি-ব্যবস্থার উপযুক্ত সংস্কার সাধন না করা, নীলকরদের অত্যাচার, বিচার-ব্যবস্থায় পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ—ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের জন্য পৃথক ব্যবস্থা, ভারতীয়দের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা, গির্জার পুরোহিতগণকে সরকারি তহবিল থেকে বেতন প্রদান কিন্তু ভারতীয় পুরোহিতগণের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা না রাখা এবং এই সবের দ্বারা খ্রিস্টান মিশনারিগণকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ইংরাজি ভাষার প্রসার ও উন্নয়নে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা কিন্তু দেশীয় ভাষার প্রসার ও উন্নয়নে উপেক্ষা, বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা, উপযুক্তরূপ সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন না করা প্রভৃতির বিরুদ্ধে 'সংবাদ প্রভাকরে' নিয়মিত মূল্যবান রচনাদি প্রকাশিত হত। বাঙালি ছেলেদের মাতৃভাষা চর্চায় উৎসাহ প্রদান ও অনুপ্রাণিত করা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণের স্বার্থে কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা করা, কেবলমাত্র চাকুরির মুখাপেক্ষী না থেকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়ে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন, নারী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহ সৃষ্টিতেও 'প্রভাকরে'র বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি বঞ্চনাকে তুলে ধরে', সরকারের কঠোর সমালোচনা করতে, সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে দ্বিধা ছিল না 'প্রভাকরে'র। 'সংবাদ প্রভাকর' যেমন দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিল, জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তেমনি পাঠকগণের ওপর তার প্রভাবও ছিল অপরিসীম। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়,

> 'সংবাদ প্রভাকর' সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল। দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া ইহাতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা থাকিত। সেকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও পণ্ডিত ইহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে (১২৬০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ) 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি মাসিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। এতে সর্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতিবাক্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্বশেষে— মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম প্রকটিত হত। এই মাসিক 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাচীন কবিগণের অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ করে প্রকাশ করা ঈশ্বর গুপ্তের এক অক্ষয় কীর্তি। তিনি সেই সময় উদ্যোগ নিয়ে এই কাজ না করলে ওই সকল কবি ও তাঁদের রচনাবলির কোনো অস্তিত্বই হয়তো থাকত না।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর সহোদর রামচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোধা-পুরুষ ছিলেন, ভারতের আধুনিক সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতারও তিনি ছিলেন এক অনন্যসাধারণ সার্থক অগ্রপথিক।

আরও কয়েকটি পত্রিকা

১৮৩১ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত আরও কতকগুলি পত্রিকা ঃ

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত—

'সম্বাদ সুধাকর', ১৪ বা মতান্তরে ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাংলা সাপ্তাহিক, কলকাতা। সম্পাদক প্রেমচাঁদ রায়। উদারপন্থী, প্রগতিবাদী। সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে এবং নারী শিক্ষার প্রসারের সমর্থনে প্রচার চালায়।

'আইনা-ই-সিকন্দর', ৭ই মার্চ। ফারসি সাপ্তাহিক। কলকাতা।

'সমাচার সভারাজেন্দ্র', ৭ মার্চ। সাপ্তাহিক। কলকাতা। সম্পাদক শেখ আলিমুল্লাহ। মুসলমান সম্পাদিত প্রথম বাংলা পত্রিকা। দ্বিভাষিক— বাংলা ও ফারসি।

'এনকোয়ারার', ১৫ মে। ইংরাজি সাপ্তাহিক। কলকাতা। সম্পাদক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'জ্ঞানান্বেষণ', ১৮ জুন, সাপ্তাহিক, কলকাতা। সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, তারকচন্দ্র বসু, রামচন্দ্র মিত্র, হরমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্টরূপে যুক্ত ছিলেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্র ছিল। সমকালীন

সংবাদপত্র জগতে পত্রিকাটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। রাজনৈতিক জীবনেও এর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় পত্রিকাটির অগ্রবর্তী ভূমিকা ও অবস্থান বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয়ে কী করে ভারতের মতো একটি দেশ শাসন করার অধিকার পায় সেই প্রশ্নে 'জ্ঞানান্বেষণ' তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ রচনাদি প্রকাশ করে দেশে বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে ভারতীয়দের প্রতি সুবিচার এবং ভারতের উন্নতি কখনই সম্ভব নয়— এই অভিমতও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটিতে। পুলিশ বিভাগের দুর্নীতি, বৈষম্যপূর্ণ বিচার-ব্যবস্থা ও তার নানা রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতি, রায়তগণের দুরবস্থা; শিক্ষা, ধর্মের নামে ব্যভিচার, অর্থের অপচয়; কুলীন প্রথা ও বহু বিবাহ, শিক্ষিত ভারতীয়গণকে সরকারি চাকুরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা, ব্রিটিশের শোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হত পত্রিকার পৃষ্ঠা। শিক্ষা, নারীশিক্ষা ও মাতৃভাষার শিক্ষার প্রসারের দাবিও 'জ্ঞানান্বেষণ' জানিয়েছিল। জাতপাতের বৈষম্যের প্রতি পত্রিকাটি খড়্গহস্ত ছিল। বিভিন্ন সময়ে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখেছিল, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও বারোয়ারি পূজায় অর্থের অযথা অপচয় না করে দেশের শিক্ষা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, কৃষির উন্নতি প্রভৃতির জন্য সেই অর্থ ব্যয় করলে দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ সাধিত হবে। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়করণ পদ্ধতিরই প্রয়োজন। পত্রিকাটিতে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবজনকে একদিকে যেমন ব্যাবসা-বাণিজ্য ও শিল্প গঠনের মাধ্যমে আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের পরামর্শ দেওয়া হত, তেমনি স্বদেশের শাসন কার্যে তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন, গুরুত্ব ও অধিকারের কথাও বলিষ্ঠতার সঙ্গে ব্যক্ত করা হত। 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর সম্পাদনায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারির পর থেকে পত্রিকাটিতে বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই রচনাদি প্রকাশিত হত। ১৮৪০-এর নভেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

'সম্বাদ রত্নাকর', ২২ আগস্ট, বাংলা সাপ্তাহিক। সম্পাদক রামচন্দ্র পাল, প্রকাশক মধুসূদন দাস। প্রচলিত ধর্ম ও আচারের প্রতি সমর্থন জানানোর উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তবে বেশিদিন চলেনি।

'অনুবাদিকা', আগস্ট, বাংলা সাপ্তাহিক। সত্ত্বাধিকারী প্রসন্নকুমার ঠাকুর। সম্পাদক-প্রকাশক ভোলানাথ সেন। এতে ইংরাজি 'রিফর্মার' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হত এবং বিনামূল্যে পাঠকদের মধ্যে বিতরণ করা হত। পত্রিকাটি এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই উঠে যায়।

'সম্বাদ সারসংগ্রহ', ২৯ সেপ্টেম্বর, দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরাজি) সাপ্তাহিক। সত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক বেণীমাধব দে। মূল্য প্রতি মাসে দুই টাকা।

'জ্ঞানোদয়', ডিসেম্বর, বাংলা মাসিক। রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। এতে বালকদের উপযোগী নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হত। অনিয়মিতভাবে মাত্র ২০টি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার তালিকাটি এই রকম :

'বিজ্ঞান সেবধি', এপ্রিল, মাসিক। 'সোসাইটি ফর ট্র্যানশ্লেটিং ইউরোপীয়ান সায়েন্সেস' ছিল পত্রিকাটির প্রকাশক। এটি পরিচালনা করতেন হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র। বাঙালিগণকে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। এর ১২টি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

'দলবৃত্তান্ত', জানুয়ারি, সাপ্তাহিক (?)। দেশের দলাদলির ও সংগঠিত বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর সংবাদ ও বিবরণ প্রকাশিত হত।

'সংবাদ রত্নাবলী', ২৪শে জুলাই, সাপ্তাহিক। আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ মল্লিকের পৃষ্ঠপোষকতায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন মহেশচন্দ্র পাল। কিন্তু পত্রিকাটি কার্যত সম্পাদনা করতেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এতে রক্ষণশীল মতবাদ ও আদর্শ প্রচারিত হত। পত্রিকাটি "এক বৎসর আট মাস তিন দিবস" জীবিত ছিল।

'জ্ঞান সিন্ধু তরঙ্গ', মাসিক।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় :

'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' বা 'হিন্দু ম্যানুয়াল অব্ লিটারেচার অ্যাণ্ড সায়েন্স'। দ্বিভাষিক পত্রিকা। একই পৃষ্ঠার দুই কলমের একটিতে বাংলায় ও অপরটিতে ইংরাজিতে তার অনুবাদ থাকত। ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান বাঙালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে ২৮ শে সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথমে পত্রিকাটি পাক্ষিক ছিল, পরে ১৮৩৪-এর জানুয়ারি থেকে মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। এটির পরিচালক ও প্রকাশক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ইংরাজি শিক্ষক ডব্লিউ এম্ উইলস্টন, নবকুমার চক্রবর্তী ও গঙ্গাচরণ সেনগুপ্ত।

'চার-আনা পত্রিকা', মাসিক।

'মাহ্-ই-আলম্ আফ্রিজ', ফারসি।

১৮৩৪-এ পাওয়া যাচ্ছে :

'বৃত্তান্তবাহক', অর্ধ সাপ্তাহিক। ১৮৩৫-এ 'ভক্তিসূচক', সেপ্টেম্বর, সাপ্তাহিক; 'সুলতান-উল্-আখ্‌বার', ২রা আগস্ট, সাপ্তাহিক; এবং 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রকাশিত হয় ১০ই জুন। রক্ষণশীল মতবাদে পুষ্ট এই বাংলা পত্রিকাটি প্রথমে মাসিক সংবাদ-পত্রিকা হিসাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩৬-এর ৯ই এপ্রিল থেকে সাপ্তাহিক, এবং সব শেষে ১৮৪৪-এর নভেম্বর থেকে দৈনিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' 'সংবাদ প্রভাকরে'র মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা ৭৩ বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটি নিজস্ব ছাপাখানায়ই ছাপা হত। হরচন্দ্রের পর, বিভিন্ন সময়ে আরও চারজন সম্পাদকের নাম পাওয়া যায়— উদয়চন্দ্র আঢ্য, অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য, গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ও মহেশচন্দ্র আঢ্য। হিন্দু ধর্মের অবনমন ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রসারের বিরুদ্ধে পূর্ণচন্দ্রোদয়ে কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছিল। জনশিক্ষার বিস্তার, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, কারিগরি বিদ্যা ও কৃষি শিক্ষার ওপরও পত্রিকাটি বিশেষ জোর দিয়েছিল। রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও পত্রিকাটিতে নানাবিধ আলোচনা প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি বাংলার কৃষক ও রায়তদের প্রতি আন্তরিকভাবেই সহানুভূতিশীল ছিল। জমিদারগণের কঠোর সমালোচনাও করত।

এ ছাড়াও, এই সময়ের মধ্যে, 'নিত্য প্রকাশ', 'সম্বাদ সৌদামিনি', 'সংবাদ মৌখ', 'দি ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টার', 'হেসপেরাস', 'জুভেনাইল এমুলেটর', 'বেঙ্গল জার্নাল', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'দি ফিলানথ্রপিষ্ট', 'মফঃস্বল আখ্‌বার আগ্রা'— প্রভৃতি পত্রিকাগুলি প্রচারিত ছিল বলেও জানা যায়। কিন্তু সবক'টি কাগজের প্রথম প্রকাশ তারিখ ও অন্যান্য বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

নতুন সনদ ও তার পরিণতি

ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নতুন সনদ মঞ্জুর করে। এই সনদ অনুমোদন করার বিষয় নিয়ে যথেষ্ট বিরোধিতা হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয়গণ অনুমোদনের পক্ষে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলায় ও জোরদার দাবি জানাতে থাকায়, শেষ পর্যন্ত, আরও কুড়ি বছরের জন্য কোম্পানিকেই সনদ মঞ্জুর করা হয়। তবে, নতুন সনদে কোম্পানিকে ভারতে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছিল ইংরেজ অধিকৃত ভারত ভূখণ্ড শাসন করার অধিকার। এই অধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সংবাদপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ'।

সকলকে বাণিজ্যের সমান অধিকার দিয়ে প্রবর্তিত হয়েছিল 'অবাধ বাণিজ্য নীতি'। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ এইভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল সেদিন। সেদিনের অধিকাংশ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দ ব্যাপারটি কতটা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, বা আদৌ পেরেছিলেন কি না, সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলিতে সে সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য প্রমাণ যথাযথভাবে পাওয়া যায় না। হয়তো তাঁদের কাছে বিষয়টি সেরকম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনেই হয়নি সেদিন। কিংবা দেশের সেই সময়ের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বদেশবাসীর আত্মোপলব্ধির ও চৈতন্য-উদ্বোধনের সম্ভাবনাকে, ঝুঁকি নিয়েও, স্বাগত জানানো অনেক বেশি বা প্রাথমিক প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপীয়গণের অনেকেই এবং দেশের শিক্ষিত তরুণ-সম্প্রদায়ের একাংশ এই ঘটনাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি, এর সম্ভাব্য পরিণতি কল্পনা করে শঙ্কিত হয়েছিলেন, তাই প্রতিবাদও জানিয়েছিলেন। এই প্রতিবাদ, সেই সময়, খুব বেশি সোচ্চার হয়ে উঠতে পারেনি, 'জনতার প্রতিবাদে'র রূপ গ্রহণ করেনি। অন্যান্য অসংখ্য বিষয় ও সমস্যার কলরবের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল, প্রথম দিকে, সাময়িকভাবে। ব্যতিক্রম ছিল 'জ্ঞানান্বেষণ'। শুরু থেকেই সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা নিতে সে দ্বিধা করেনি। দেশের সেই প্রচ্ছন্ন সঙ্কট মুহূর্তে তারুণ্য যথাযথরূপেই প্রদীপ্ত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই তারুণ্য সাধারণ দেশবাসীর কাছে সেদিন ছিল ম্লেচ্ছ 'ইয়ং বেঙ্গল', সনাতনী ভারতবর্ষে অশান্তির মূর্ত বিগ্রহ। হয়তো সেই কারণেই তাদের সেই দেশ-ভাবনা দেশবাসীর ভাবনা হয়ে উঠতে পারেনি!

অবশ্য এই ভুল ভাঙতে তৎকালীন নেতৃবৃন্দের খুব বেশি সময় লাগেনি। অল্পদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ উপনিবেশের কুৎসিত চেহারা তাঁদের দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত হতে আরম্ভ করেছিল। নতুন সনদে, কাগজে-কলমে, সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়ে, ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে কোনো প্রভেদ রাখা হয়নি। ব্যাবসা, বাণিজ্য, শিল্প, এমনকী কোম্পানির চাকুরিতেও ইউরোপীয়গণের সঙ্গে ভারতীয়দের সমান অধিকার স্বীকার ও ঘোষণা করা হয়েছিল। শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়গণের অধিকার স্বীকার করা না হলেও, প্রশাসনিক ও বিচার-কার্যে ভারতীয়গণের প্রবেশের সুযোগ রাখা হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে, বাস্তবে এই নীতির রূপায়ণ কখনোই ঘটেনি। বরং ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে, সকল বিষয়েই, বৈষম্য ও বিভেদ ক্রমে ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে শুরু করে। ভারতীয়গণের প্রতি শাসক ও প্রশাসক ইংরাজদের দুর্ব্যবহার, অত্যাচার চরমে উঠতে থাকে। অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে ইংরেজগণ এমনভাবে তাদের বাণিজ্যের ও ব্যাবসার বিস্তার ঘটাতে থাকে যে, ভারতীয়গণের

কোণঠাসা হয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। রায়ত ও গরিব চাষিদের ওপর ইংরেজদের প্রতিকারহীন অত্যাচার ও শোষণ জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসতে থাকে। ভারতীয় শিল্প, বাণিজ্য, উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃষি, রপ্তানি-বাণিজ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করে। ভারতীয়গণের মধ্যে কর্মহীনতা ও দারিদ্র্য সাঙ্ঘাতিকভাবে বাড়তে থাকে। নীলকরদের অত্যাচার দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করে। 'সম্বাদ কৌমুদী' দুঃখ করে লিখেছিল, 'নীল চাষের ফলে ধানের চাষ কমে যাচ্ছে।' ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে, বা তার অব্যবহিত পরেই, সম্পূর্ণরূপে দেশের অবস্থা এইরকম হয়ে ওঠেনি ঠিকই, তবে তার সূত্রপাত ঘটেছিল কোম্পানিকে নতুন করে এই সনদ অনুমোদনের মধ্য দিয়েই। এবং ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে, এই আলোচ্য পর্বেই!

দমন-আইন ও সংবাপত্রের স্বাধীনতা

ভারতে সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দান সম্পর্কে কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও, এবং 'অ্যাডাম্-রেগুলেশনস' বহাল থাকলেও, ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক, তাঁর আমলে, এদেশের সকল সংবাদপত্রগুলিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা লাভের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু, গভর্নর-জেনারেলের পরিষদে, 'কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্স'-এ, এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্নরগণ কঠোরভাবে দমন-আইন প্রয়োগের দাবিতে অনড় থেকে ধারাবাহিক-বিরোধিতা চালিয়ে বেন্টিঙ্ককে উত্যক্ত করেই যাচ্ছিলেন। তারওপর ঘটনাক্রমে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছিল তাতে তাঁদের যুক্তি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, তাঁরাও এই বিষয়ে কঠোরতম মনোভাব গ্রহণের দিকে অগ্রসরও হচ্ছিলেন। অন্যদিকে, দমন-আইন প্রয়োগের সম্ভাবনাকেও একেবারে অস্বীকার করা যাচ্ছিল না। তাই, স্বাভাবিক কারণেই, ভারতের সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ বিপদের আশঙ্কাকে সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না।

বেন্টিঙ্কের পরিষদে সেই সময় স্যার চার্লস মেটকাফে ও লর্ড মেকলে ছিলেন দুই বিশিষ্ট প্রভাবশালী সদস্য। এঁরা দুজনেই ছিলেন সংবাদপত্রের জোরালো সমর্থক। ফলে বিরোধীগণ বেন্টিঙ্কের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেও সফল হতে পারছিলেন না। কিন্তু একমাত্র এর ওপর ভরসা করেই চুপচাপ বসে থাকাও সম্পাদকগণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করতে পারলেন না, সঙ্গতভাবেই। ভারতীয় ইউরোপীয় নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত প্রদেশের সকল সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে একটি সভায় মিলিত হলেন। সভাপতি ছিলেন কলকাতাব

শেরিফ। কোনো সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এটিই প্রথম প্রতিবাদ সভা। সংগঠিত সভা হিসাবে দ্বিতীয়। প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২৯-এর ডিসেম্বরে টাউন হলেই, তবে কোনো প্রতিবাদ জানাতে নয়, ভবিষ্যতের জন্য দাবি জানাতে। এই সভায় তাঁরা সংবাদপত্রের উপর দমন-আইন বলবৎ রাখার প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি তুললেন, ১৮২৩-এর সংবাদপত্র দমন-আইন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করতে হবে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা গভর্নর-জেনারেলের কাছে একটি যৌথ প্রতিবেদন পেশ করলেন। তাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হল। কিন্তু বেন্টিঙ্কের পক্ষে এইরকম কোনো স্থায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সেই সময় সম্ভব না হওয়ায়, ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রতিবেদকগণকে জানালেন ঃ

> দমন আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও আপনারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করছেন। ঐ দমন-আইন আপনাদের উপব প্রয়োগ কবা হচ্ছে না। ভবিষ্যতেও তা প্রয়োগ করার কোন ইচ্ছা আমার নেই। সুতরাং স্বাধীনতা ভোগে আপনাদের কোন বাধা দেখছি না। অতএব তার জন্য নতুন করে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করি।

সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই যৌথ প্রতিবেদন পেশ এক স্মরণীয় ঘটনা। মাসখানেক পরে বেন্টিঙ্ক অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান।

বেন্টিঙ্ক চলে যাওয়ায় তাঁর পরিষদের প্রবীণতম সদস্য স্যার চার্লস মেটকাফে অস্থায়ীভাবে ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। নতুন কার্যভার গ্রহণ করেই তিনি সর্বাগ্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সর্বভারতীয় আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। তিনি জানতেন, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়েব গভর্নব থমাস মুনরো ও মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফাইনস্টোন কঠোর সেন্সর ব্যবস্থা ও দমননীতির পক্ষপাতী। 'কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্স', পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে এইচ টি প্রিন্সেপ, লেফ্টেনান্ট কর্নেল মরিসন, ম্যালকন প্রমুখরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দানের বিরোধী। তবুও তিনি স্বাধীন সংবাদপত্রের যাবতীয় বাধা দূর করতে, উদার আইন প্রণয়নে দ্বিধা করলেন না। পরিষদের আইন-বিষয়ক সদস্য লর্ড মেকলেকে তিনি এই আইন প্রণয়নের দায়িত্ব দিলেন। মেকলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মেটকাফের সমর্থক ছিলেন। যথাসময়ে পরিষদে বিরোধিতা শুরু হল। প্রিন্সেপ এবং মরিসন ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের ওপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগের দাবি তুললেন। মেটকাফে দৃঢ়তার সঙ্গে সেই বাধা ও বিরোধিতা খারিজ করে দিলেন।

এই প্রসঙ্গে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে লেখা বেন্টিঙ্কের 'মিনিট' থেকে জানা যায় যে, তিনি বিশ্বাস করেন,

সংবাদপত্র সরকারের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের সুযোগ করে দেয়। তাই তিনিও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শাসিতদের ব্যক্তি স্বাধীনতার মতোই সমান প্রয়োজনীয় বলেও তিনি মনে করেন। কিন্তু যদি কোন কারণে সেই স্বাধীনতা রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রাষ্ট্র-রক্ষার জন্য উভয় স্বাধীনতা-সঙ্কোচই শাসকের কর্তব্য হয়ে ওঠে।

বেন্টিঙ্কের এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় মেটকাফের বক্তব্য ছিল ঃ

সংবাদপত্র-শাসনদ্বারাই যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা হয়, তা' সম্পূর্ণ সত্য নয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শাসন-যন্ত্রের নানা দোষ-ত্রুটির সন্ধান রাখা আবশ্যক। সংবাদপত্র শুধু সেই সন্ধানই দেয় না, শাসিতদের সঙ্গত ও অসঙ্গত ক্ষোভ, ক্রোধ, সন্দেহ ও বিরক্তিকেও প্রকাশ করে। সেই সুযোগ থাকে বলে শাসিতদের ক্ষোভ, ক্রোধ, সন্দেহ ও বিরক্তি আত্মপ্রকাশের জন্য কোন গোপন খাতের সন্ধান করে না।

১৮৩৫-এ লর্ড মেকলেকে আইনের খসড়া তৈরি করতে অনুরোধ করার সময় মেটকাফে বলেছিলেন ঃ

আইনের খসড়া এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে সংবাদপত্রের আদর্শ ক্ষুণ্ণ না করেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সকল সেটেলমেন্টের সংবাদপত্রগুলির রাশ সমানে টেনে রাখা সম্ভব হয়।

অর্থাৎ, স্বাধীনতা অবাধ নয়, নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আদর্শও তাতে অক্ষুণ্ণ থাকবে।—এই ছিল মেটকাফের মনোগত অভিপ্রায় ও মেটকাফে প্রদত্ত স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও যুক্তি। মেকলে সেইভাবেই আইনের খসড়া প্রস্তুত করলেন। বিরোধিতা থাকলেও পরিষদের সকল সদস্যই মেটকাফের যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। খসড়া আইনে বলা হয়েছিল,

লাইসেন্স বা অনুমতি ছাড়াই কেবলমাত্র রেজিস্ট্রেশন করে সংবাদপত্র প্রকাশ করা যাবে। আইন শৃঙ্খলা ও সরকারী নীতির পক্ষে ক্ষতিকারক কিছু প্রকাশ করলে তার দায়িত্ব সম্পাদকগণেরই থাকবে, প্রয়োজনে তার জন্য তাদেরকে শাস্তিও দেওয়া যাবে।

ওই আইনে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের জন্য কোনো পৃথক ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এইভাবে, ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রমুখ ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তা' সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮২৩-এর অ্যাডাম-রেগুলেশনস, ১৮২৫ ও ১৮২৭-এর বোম্বাই রেগুলেশনস, মাদ্রাজের সেন্সর প্রথা সব কিছুই প্রত্যাহৃত ও বাতিল হয়ে যায়। সংবাদপত্রসেবীগণ যেন হাঁপ ছেড়ে

বাঁচেন। নতুন আইন অনুসারে কোনো সংবাদপত্র বা পত্রিকা প্রকাশ করতে অনুমতি বা লাইসেন্সের আর প্রয়োজন রইল না। পরিবর্তে বলা হল ঃ

> প্রকাশক ও মুদ্রককে প্রকাশস্থানের ও ছাপাখানার সঠিক ঠিকানাসহ একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে। ঠিকানার পরিবর্তন হলে তৎক্ষণাৎ জানাতে হবে। মুদ্রিত পত্রিকা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রভৃতিতে মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম, ছাপাখানার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।

ঘোষণাপত্র দাখিল না করে কোন ছাপাখানা বসালে বা পত্রিকা ছাপলে এবং অন্যান্য নিয়ম লঙ্ঘন করলে প্রতিক্ষেত্রে শাস্তিদানের ব্যবস্থাও ছিল। শাস্তি হিসাবে সর্বাধিক ৫ হাজার টাকা জরিমানা বা সর্বাধিক দুই বছরের জন্য কারাদণ্ড নির্দিষ্ট হয়। এই আইন ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই ভাবেই ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ এক স্মরণীয় বৎসর হিসাবে চিহ্নিত হয়।

স্যার চার্লস মেটকাফেকে অবশ্য এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয়গণ, বিশেষ করে ভারতীয় সাংবাদিকগণ, তাঁদের এই চিরস্মরণীয় বন্ধুকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে শ্রদ্ধা জানাতে কার্পণ্য করেননি। টাউন হলে বিরাট সভা করে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। পরে, তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য স্ট্র্যান্ড রোড ও হেয়ার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে একটি বড় ও মনোরম সভাগৃহ নির্মাণ করে তার নাম দেওয়া হয় 'মেটকাফে হল'। কলকাতার 'ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি' (বর্তমানের 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি' বা 'জাতীয় গ্রন্থাগার') দীর্ঘকাল এইখানে অবস্থিত ছিল।

তৃতীয় অধ্যায় । ১৮৩৫-১৮৫৭

দমননীতি প্রত্যাহারের ফলশ্রুতি

পরাধীনতার কালে ভারতবাসীর কাছে যে ঘটনা আনন্দের ও সোৎসাহে অভিনন্দন-যোগ্য, বিদেশি শাসকের কাছে তাই অবাঞ্ছিত ও ক্ষোভের কারণ।

তাই দমননীতিসমূহ প্রত্যাহার পূর্বক সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দানের সংবাদ যখন ইংল্যান্ডে পৌঁছল, সেখানকার 'কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্‌স' ক্ষোভে ফেটে পড়ল। যদিও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ কবলে দেখা যাবে যে, ভারতের সংবাদপত্রসমূহকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল তা' যেমন অবাধ ছিল না, তেমনি তার নেপথ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বনিয়াদকে দৃঢ়তর করার অভীপ্সাই ছিল মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয়ও লক্ষণীয়, সংবাদপত্রের ওপর দমননীতি প্রয়োগের প্রশ্ন যতটা ছিল ইংরাজ-পরিচালিত, প্রকাশিত ও সম্পাদিত পত্রিকাসমূহকে কেন্দ্র করে, ততটা ভারতীয়-পরিচালিত পত্রিকার ক্ষেত্রে নয়। তবুও চার্লস মেটকাফের এই প্রয়াসকে তাঁরা মেনে নিতে পারলেন না। এই অবস্থায়, ভারতে যাঁরা মেটকাফের এই নীতির বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা আরও জোর পেয়ে গেলেন। সেই খবর পেয়ে 'কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্‌স' ১৮৩৬-এর ১ ফেব্রুয়ারি মেটকাফেকে এক চিঠিতে লিখলেন ঃ

> আপনার এই নতুন আইন আমরা বরদাস্ত করতে পারছি না। এটি কেবল অবাঞ্ছিতই নয়, ভ্রান্তও। এর পরিণতিতে প্রচুর পরিমাণে অপকর্ম ঘটার সম্ভাবনা আছে। যাই হোক, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডকে নতুন গভর্ণর জেনারেল করে পাঠান হচ্ছে। তিনি গিয়ে এ-সম্পর্কে তাঁর অভিমত পাঠাবার পর আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনাকে জানান হবে। পূর্বপ্রচলিত ব্যবস্থাদি বাতিল করে, এই অবাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টি করায়, অকারণে এ-ব্যাপারে মাথা গলাতে বাধ্য হতে হল বলে আমরা খুবই দুঃখিত।

দুঃখিত এবং ক্ষুব্ধ তাঁরা যতই হোন, বাস্তবে নতুন গভর্নর জেনারেল পাঠিয়েও তাঁরা তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাঠাবার সুযোগ পরবর্তী বাইশ বছরের মধ্যে পাননি। লর্ড ক্যানিং এসে, বাইশ বছর পর, 'সিপাহী বিদ্রোহে'র অজুহাতে সাময়িকভাবে দমননীতি প্রয়োগ করেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মেটকাফে প্রবর্তিত নীতিই অবাধে ভারতের সংবাদপত্রসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, আইন বদল করা সম্ভব না হলেও, এর জন্য ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষমহল মেটকাফেকে কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেননি। তাঁর কর্মজীবনের সকল সম্ভাবনাকে চিরদিনের মতো কালো কালিতে ঢেকে দিয়েছিলেন। তাঁকে দিয়েই সেই নীতি প্রত্যাহার করানোর চেষ্টাও করা হয়েছিল। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা এই বলে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন যে, 'যাকগে, নতুন গভর্নর জেনারেল এলে দেখা যাবে'। তাঁদের সেই আশাও পূর্ণ হয়নি। অতঃপর গভর্নর-জেনারেলের পদ থেকে তাঁকে অপসারিত করে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেটকাফে এইসব উৎপীড়নের কাছে মাথা নত না করে দৃঢ়তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কাছে চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানান। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত ত্যাগ করে যাত্রা করেন ইংল্যান্ডের পথে।

মেটকাফের পর ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে আসেন লর্ড অকল্যান্ড ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আরও চারজন স্থায়ী এবং একজন অস্থায়ীভাবে গভর্নর জেনারেল পদে আসীন হন। তাঁরা হলেন, লর্ড এলেনবার্গ (ফেব্রুয়ারি, ১৮৪২), উইলিয়ম ওয়াইল্ডফোর্স বার্ড (অস্থায়ী, জুন, ১৮৪৪), স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জ (জুলাই,১৮৪৪), লর্ড ডালহৌসি (জানুয়ারি, ১৮৪৮) এবং লর্ড ক্যানিং (ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬)। নানা দিক থেকে এই সময়কাল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ঘটনাবহুল। অকল্যান্ড থেকে ডালহৌসি পর্যন্ত সকলেই পরিস্থিতি ও ঘটনাবলির চাপে এতই ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, মেটকাফে প্রবর্তিত নীতি প্রত্যাহার বা সংশোধন কিংবা নতুন করে দমননীতি প্রয়োগ বিষয়ে কিছুই করে উঠতে পারেননি। তার অর্থ এই নয় যে, সংবাদপত্রসমূহকে তাঁরা অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, বা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-বিরোধী মনোভাব বরাবরই সজাগ ছিল। এবং ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ সময় পর্যন্ত সংবাদপত্র দমনের প্রয়াস থেকে তাঁরা বিরত হননি।

লর্ড অকল্যান্ড এদেশে এসে 'আফগান যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়েন। ফলে ভারত সরকার আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই যুদ্ধবাজ মনোভাব পরবর্তীকালে আরও অনেক সংকটের সৃষ্টি করে। যাই হোক. অকল্যান্ড কিন্তু সংবাদপত্রের কাছ থেকে সুনাম লাভের জন্যও উৎসুক ছিলেন। ফলে কলকাতার সংবাদপত্রসমূহ যাতে নিয়মিত ও সরকারিভাবে আফগানিস্তানের ঘটনাবলির খবর পায় তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সরকারের একটি নিজস্ব সংবাদপত্র প্রকাশের চেষ্টাও তিনি করেন। একমাত্র সেনাবাহিনীর কর্মচারীরা ছাড়া অন্যান্য সরকারি কর্মচারীগণ যাতে সাংবাদিকতা করতে পারেন সেজন্য তিনি 'কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্‌স'কে রাজি করাবারও চেষ্টা করেন। এলেনবার্গ অবশ্য সংবাদপত্রের ওপর এতটা সদয় ছিলেন না। অকল্যান্ড প্রবর্তিত সরকারি-সংবাদ-সরবরাহ ব্যবস্থা তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন। তবে সম্পাদকগণকে ধরে ধরে ভারত থেকে তাড়ানোর ব্যাপারে তিনি কিছুটা উদারতার পরিচয় দেন। হার্ডিঞ্জ সংবাদপত্র নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। ডালহৌসীও এদেশে এসে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার কল্পে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বেশ কিছুদিন। বিভিন্ন দেশীয় শাসকগণকে সিংহাসনচ্যুত করে তাদের রাজ্যসমূহ ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত করেন। নাগপুর, সাতারা এবং ঝাঁসি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু অযোধ্যা (Oudh) অধিকার করা নিয়ে দেশের মধ্যে অশান্তি জমে ওঠে। সেই সঙ্গে তাঁর উত্তরাধিকার-নীতিও ভারতীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ডালহৌসীর এইসব নীতিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এই বিরূপ সমালোচনা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং নিজের নীতিসমূহকে জনসমক্ষে যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠা করতে তিনি একটি সরকারি সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রস্তাব 'কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্‌স' খারিজ করে দেন। ডালহৌসি বিভিন্ন ঘটনাবলি সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্যকে কোন গুরুত্ব দেননি। তবে, ওই সকল সংবাদপত্র দেশবাসীর ওপর যে প্রভাব বিস্তার করছিল সে সম্বন্ধে তিনি ও তাঁর সরকার যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

মেটকাফে প্রবর্তিত আইনের দৌলতে ভারতে সংবাদপত্রের ক্রমশ উন্নতি ঘটতে থাকে। 'কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্‌স', গভর্নর জেনারেলের পরিষদ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্নরগণ সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দান প্রসঙ্গে যতই বিরূপ মনোভাব পোষণ করুন না কেন, সংবাদপত্রের অগ্রগতি তাতে কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি।

বাষ্পচালিত যন্ত্রের প্রচলন সংবাদপত্র তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলার শিক্ষার বিস্তার আর এক ধাপ অগ্রগতি সম্পন্ন করে। সেই অগ্রগতির পথ বেয়ে কলকাতা তথা বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, দিল্লী-আগ্রা প্রভৃতি এলাকায় সংবাদপত্র এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

নীলকরদের অত্যাচার গ্রামবাসী ও রায়তদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। রায়তদিগের সেই ক্ষোভ ক্রমে বিক্ষোভে পরিণত হয়। বিক্ষোভের সমর্থনে অধিকাংশ দেশীয় সংবাদপত্রই এগিয়ে আসে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি এলাকায় আগুন ছড়িয়ে দেয়। সেই আগুনের তাপ একদিকে

সমাজে, অপরদিকে সংবাদজগতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে। ক্রমে শিক্ষিত ভারতীয়গণ রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে জনমত গঠনে তৎপর হন। রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা সংবাদপত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে থাকে। এই রকম অবস্থায় ব্রিটিশ-মালিকানার সংবাদপত্রগুলি দেশবাসীর মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা চালায় এবং ইউরোপীয়দিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়। সেই সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেশবাসীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রতি কটাক্ষ করতে থাকে। অপরদিকে দেশীয় সংবাদপত্রে ইংল্যান্ডের অপরাধমূলক ঘটনাবলির সংবাদ প্রকাশ শুরু হয়। উদ্দেশ্য, ভারতীয়গণকে হেয় প্রতিপন্ন করার স্বার্থান্ধ-প্রয়াসের মুখোশ খুলে দেওয়া। ইংরাজগণ নিজেদের সভ্যতাকে জাহির করতে ভারতীয়গণকে ঘৃণা ও অবহেলার চোখে দেখে। অথচ সেই সভ্য ইংরাজরাই নিজেদের দেশেই কতরকমের অপরাধের সঙ্গে যে জড়িত তার ইয়ত্তা নেই। একই সঙ্গে দেশবাসীর মধ্যে ক্রমপুঞ্জিত ইংরেজ-বিদ্বেষ যে বিক্ষোভে বিস্ফোরিত হতে চলেছে, শাসক ও শাসকজাতির অত্যাচারের কারণে, সে-সম্পর্কেও অনেক আলোচনা এবং মন্তব্য দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু বিদেশি শাসক ও তাদের কর্তৃপক্ষ সেই সব আলোচনা ও মন্তব্যসমূহকে, কোনোভাবেই, কোনোরকমের গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করতেন না। তাঁরা কেবলমাত্র উৎসাহী ছিলেন ভারতীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করায়। শুধু তাই নয়, সেই সময়ে অনেক ইংরেজই ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিকে 'মজার জিনিস' বলেই মনে করতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডিজরেইলির লেখা একটি চিঠিতে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে একটি চিঠিতে তিনি তাঁর ভগিনীকে লেখেন ঃ

> 'আরব্য উপন্যাসে'র পরেই মজাদার খোরাক জোগাবার মাধ্যম ভারতীয় সংবাদপত্র।

বিদ্রোহের প্রস্তুতি ও পটভূমি

কিন্তু ১৮৩৫ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কোম্পানির কার্যকলাপ, প্রশাসনের দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা, যুদ্ধবাজ-রাজনীতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, দেশীয় শাসকগণকে ক্ষমতাচ্যুত করা, কোম্পানির অধীনস্ত ব্যক্তিদের অত্যাচার, ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণার মনোভাব প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে ভারতবাসীর মনে যে বিক্ষোভের সঞ্চার করছিল—সে-বিষয়ে তাঁদের সচেতন দৃষ্টি ছিল না। ক্ষমতা প্রয়োগ ও বিস্তারের মোহে তাঁরা ছিলেন অন্ধ। সেই অন্ধত্বই কোম্পানির প্রশাসনিক স্বৈরাচারকে চরমে নিয়ে যায়। কোম্পানির নীতি

যে কেবল অসামরিক জনগণেরই মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল তাই নয়, ভারতীয় সিপাহিদেরও মনে যথেষ্ট বিরূপতা এনে দিয়েছিল। বিশেষ করে কোম্পানির যুদ্ধবাজ নীতি তাদের মনে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার আগেও বহুবার ছোট ছোট বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সবের প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা না করে কোম্পানি চালিয়েছিল চরম দমননীতি—বিদ্রোহ দমনের নামে। এই ভাবেই পরিণতিতে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ঘনিয়ে আসে, বিস্ফোরিত হয়। সেই সময়ে, দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ সেই সকল বিদ্রোহের ঘটনা ও বিক্ষোভের কারণ বিশ্লেষণপূর্বক বহু রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে ইংরাজ-শাসককেই পরোক্ষে সজাগ ও সচেতন করার চেষ্টা করে। কিন্তু ফল হয় বিপরীত। ওই সব বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের জন্য দায়ী করা হয় দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকেই। এবং সেই কারণেই, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে লর্ড ক্যানিং সংবাদপত্রের ওপর তাঁর নতুন দমননীতি আরোপ করেন।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার অভিযোগ এনেছিল—তারা বিদ্রোহের প্ররোচনা জুগিয়েছে এবং সেই কারণেই ঘটনাবলির বিশ্লেষণে ইচ্ছাকৃত ভাবেই নিরপেক্ষ-সত্য উদ্ঘাটন করেনি। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় বা ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি একদিকে কোম্পানিকে ইন্ধন জুগিয়েছে, অপরদিকে দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে প্ররোচিত করেছে। দমন আইন প্রবর্তন প্রসঙ্গে লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন :

> দেশীয় সংবাদপত্রগুলি সংবাদ ও তথ্য প্রকাশের নামে দেশবাসীর মনে ইংরেজ-বিদ্বেষের বীজ বপন করছে। দেশবাসীকে প্ররোচিত করছে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে। কৌশল, চাতুরী এবং আবরণের আড়ালে এগুলি করা হচ্ছে। মিথ্যা তথ্য প্রচার করে, ব্রিটিশ শাসকের উদ্দেশ্যকে হেয় করে, শাসক ও দেশবাসীর মধ্যে ভ্রান্ত পার্থক্য সৃষ্টি করে দেশবাসীকে ক্ষিপ্ত করে তুলছে।

এমনকী, শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শা-র বিচারের সময় মুসলিম সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চিহ্নিত করার অপচেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু এইসব দোষারোপ ও অভিযোগগুলি আসলে ছিল ইংরেজ শাসকের যুক্তিহীন অপপ্রচার মাত্র। রেভারেন্ড লঙের রিপোর্টেই (১৮৫৯) আছে :

> পাঞ্জাব-যুদ্ধ এবং বিদ্রোহের সময় দেশীয় সংবাদপত্রের সুর বরাবরই যুক্তিপূর্ণ ও অনুত্তেজক ছিল। ঘটনাবলী সম্পূর্ণ দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা হত—ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। কৃষক ও গ্রামবাসীগণ দূর দূর গ্রাম থেকে এসে এক জায়গায় জড় হত। তাদের কাছে সংবাদপত্র পড়ে শোনান হত। এমনি ছিল সেই সময়ের ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রভাব।

—এটাই কি ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রকৃত অপরাধ? রেভারেন্ড লঙ আরও লিখেছেন ঃ

> ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দিল্লী থেকে প্রকাশিত কয়েকটি দেশীয় কাগজে বিদ্রোহ কী ভাবে দানা বাঁধছে, রাশিয়া ও পারস্য থেকে সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে— এই সব বিষয়ে কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে সেই কাগজগুলিতে প্রকাশিত মতামত ইউরোপীয়গণ বিবেচনা করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে সকল দেশীয় সংবাদপত্রে যে সব মতামত প্রকাশিত হয়ে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সাবধান ও সতর্ক করে দিত, সেগুলি গ্রহণ ও বিবেচনা করে দেখা যেতে পারত।

কিন্তু তা করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, জে নটরাজনের 'হিস্টরি অব্ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম' গ্রন্থে দেখা যায় ঃ

> বিদ্রোহ-পূর্ব সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সংবাদপত্রগুলি প্রকাশের আগেই বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা হত। উর্দু কাগজগুলিকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হত। সরকার নিজেই ঐ সব পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার ২০০টি করে কপি কিনে বিলি করত।

কোম্পানি-সরকারের স্ববিরোধী মতামত ও কার্যকলাপের নজির এই রকম অনেক আছে।

সংবাদপত্র প্রকাশে উৎসাহ

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে আইনের মাধ্যমে সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনার স্বাধীনতা স্বীকৃতি পাওয়ায়, স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্র প্রকাশে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দেয়। বাংলায়, বিশেষ করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কলকাতায়, এই বিষয়ে উদ্বেলিত উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ করার মতোই ছিল। দেশের প্রায় সর্বত্রই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা অধিক পরিমাণে সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন। বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। ইউরোপীয় মিশনারিগণের দৌলতে বিভিন্ন দেশীয় ভাষার হরফ তৈরির ব্যবস্থা এই ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'লিথোগ্রাফি' আবিষ্কৃত হলে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও দিল্লিতে উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশ সহজ হয়। এস নটরাজন তাঁর গ্রন্থে অবশ্য মন্তব্য করেছেন ঃ

> ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের প্রগতির গতি মন্থর ছিল। বাংলা, বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম

প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ হতে দেখা যায় না— কেবলমাত্র মিশনারীদের প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকা ছাড়া।

স্বাধীনতা দানের (১৮৩৫) অব্যবহিত পরের একটি হিসাবে জানা যায়, সেই সময়ে বাংলা থেকে উনিশটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হত। সেগুলির সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল আট হাজার। রেভারেন্ড লঙের হিসাব অনুসারে ১৮৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দেও ১৯টি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তার মধ্যে দুইটি ছিল মিশনারিদের কাগজ। এগুলির মোট প্রচার সংখ্যা ছিল ৮,১০০।

ধর্ম-সমাজ-সংস্কার চিন্তা থেকে জাতীয় জাগরণের বীজ বপনের সূত্রপাত হয় এই সময়েই। সমকালীন পত্রিকাগুলি উক্ত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী এই দুই চিন্তাধারার সমর্থনে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। শুধু প্রচলিত সংবাদপত্রই নয়, গোটা হিন্দু সমাজও এই দুই শিবিরে বিভক্ত ছিল। 'সম্বাদ কৌমুদী', 'বঙ্গদূত', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি সংস্কারপন্থী এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'পূর্ণচন্দ্রোদয়', 'সংবাদ তিমির নাশক' প্রভৃতি কাগজগুলি রক্ষণশীল মতবাদের সমর্থনে মুখর ছিল। বাংলা সংবাদপত্রসমূহে দেশীয় ব্যক্তিগণের ক্ষোভ, নীলকরদের অত্যাচার, তরুণ ম্যাজিস্ট্রেটদের অপকর্ম প্রভৃতির খবরও ছাপা হত। প্রতিটি ক্ষেত্রে লেখার ভাষা ও সুর উভয়ই ছিল মার্জিত ও রুচিসম্মত। কিন্তু সমসাময়িক ইংরাজি কাগজগুলির, প্রধানত ইংরাজ সম্পাদিত ও পরিচালিত, ভাষা ও সুর সেই তুলনায় সৌজন্যমূলক ছিল না। রক্ষণশীলগণের পত্রিকাগুলি বহুল প্রচারিত থাকলেও, সংস্কারপন্থীগণের পত্রিকার সঙ্গে তারা পাল্লা দিতে পারেনি— প্রভাব ও গুরুত্বের বিচারে। সমাজসংস্কারের কাজে সংস্কারপন্থীগণ যেভাবে দ্রুত সাফল্য অর্জন করছিলেন— একমাত্র বিরোধিতা করা ছাড়া তাকে রোধ করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা বিবাহ বিল'-এর উল্লেখ করা যায়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিলটি পরিষদে পেশ করা হয় এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আইন হিসাবে গৃহীত হয়। বিধবা বিবাহ আইনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেও, রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পত্রিকাগুলি এই বিষয়ে কোনো সাফল্য দেখাতে পারেনি। একই সময়ে উদার মতাবলম্বী পত্রিকা 'সম্বাদ ভাস্কর' জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে প্রভূত সফলতা অর্জন করেছিল। গড়ে এই পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ছিল ৭০০। এর পাঠকসমাজ বাংলার বাইরে, পাঞ্জাবে, এমনকী ইংল্যান্ডেও বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম হিন্দি সংবাদপত্র 'উদন্ত মার্তণ্ড' আর্থিক বিপর্যয়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি সাহায্যপুষ্ট হয়ে প্রকাশিত 'জাম-ই-জাহান-নুমা'

(১৮২২) তার শূণ্যস্থান পূরণ করে। এই সময়ে 'বেঙ্গল হরকরা অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া গেজেট' পরিচালনা করতেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। সম্পাদনা করতেন জনৈক ইংরাজ। এস নটরাজন এটিকে ভারতীয় মালিকানার একমাত্র ইংরাজি পত্রিকা বলে উল্লেখ করেছেন। মেরেডিথ টাইনসেন্ড পরিচালিত 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' পাঞ্জাব-যুদ্ধ ও সিপাহি বিদ্রোহের ওপর মূল্যবান রচনাবলি প্রকাশ করে। সেই অপরাধে ক্যানিং-এর শাসনকালে সর্বপ্রথম 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'কে সরকার পক্ষ থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়। 'ইংলিশম্যান' এই সময়ে নীলকরদের মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়। সিপাহি বিদ্রোহের সময় ওয়ালটার ব্রেট পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। এতে ক্যানিংকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ ছাপার অপরাধে ব্রেটকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু মালিকগণের মধ্যস্থতায় 'ভবিষ্যতে এই ধরনের লেখা আর ছাপা হবে না' এই মর্মে সরকারকে নিশ্চয়তা দেওয়ায় সম্পাদক সে-যাত্রায় রেহাই পান। কিন্তু একই ধরনের লেখা ছাপার অপরাধে ক্যানিং-এর নতুন আইন বলে 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকাটিকে কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

'হিন্দু উত্তরাধিকার (আইন)' প্রশ্নে যে সকল হিন্দু খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ভারতীয় খ্রিস্টানগণ প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতায় আন্দোলন সংগঠিত করেন। ধর্মান্তরিত হলেও পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁদের অধিকার গ্রাহ্য করার দাবি জানান। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাপারে সক্রিয় ও নেতৃস্থানীয়ের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'এনকোয়ারার'-এও এই দাবির প্রতি সমর্থন জানানো হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' এই দাবির বিরোধিতা করে। একই সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষা প্রচারের জন্যও মিশনারিগণকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ প্রকাশ করে। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুখপত্র হিসেবে নীলরতন হালদার সম্পাদিত 'বঙ্গদূত' এই প্রগতিবাদী সংস্কারকে সমর্থন জানায়। 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' সোচ্চার প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীলদের বিরোধিতা করে। একটানা বাইশ বছর ধরে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 'সমাচার দর্পণে'র মৃত্যু হয়।

মফস্সল পত্রিকা

এই সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট অবদান, মফস্সল পত্রিকার (Rural newspaper) আবির্ভাব।

ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হওয়ার ষাট বছর পর গ্রামাঞ্চল থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের সূত্রপাত ঘটে। প্রথম পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় বাংলার মুর্শিদাবাদ

জেলা থেকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে। ১৮৪০ থেকে ১৮৫৬—এই ষোলো বছরে মফস্‌সল এলাকা থেকে মোট ১০টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৪০-এ ১টি, ১৮৪৭-এ ১টি, ১৮৪৯-এ ২টি, ১৮৫০-এ ১টি, ১৮৫১-তে ১টি, ১৮৫৩-তে ১টি, ১৮৫৬-তে ৩টি। সবকয়টি পত্রিকাই প্রকাশিত হয়েছিল বাংলারই বিভিন্ন জেলা থেকে। মুর্শিদাবাদ থেকে ১টি, রংপুর থেকে ১টি, বর্ধমান থেকে ৩টি, মেদিনীপুর থেকে ১টি, ২৪ পরগনা থেকে ২টি, ঢাকা থেকে ১টি, এবং হুগলি থেকে ১টি। এর মধ্যে একটি ইংরাজিতে, একটি বাংলা-ইংরাজি উভয় ভাষায়, অন্যগুলি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হত। একটি পত্রিকায় মাঝে মাঝে ইংরাজি ভাষায় লেখা রচনাদিও প্রকাশিত হত। একটিতে কেবলমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়সমূহই প্রকাশিত হত। একটিতে *'সাধারণতঃ কবিতা, প্রবন্ধ, প্রেরিত পত্র ও বিবিধ সংবাদপত্রের সার থাকিত; মাঝে মাঝে কোন কোন ইংরাজী রচনা মুদ্রিত, অথবা খ্যাতনামা লেখকদের রচনার অংশ-বিশেষ পুনর্মুদ্রিত'* হত। এর মধ্যে একটিকে প্রথম 'সাময়িক পত্র' বলা যায়। সাতটি পত্রিকাকে সংবাদপত্র পর্যায়ভুক্ত করা যায়। এই ১০টি পত্রিকার ৬টি ছিল সাপ্তাহিক, ৩টি মাসিক ও ১টি পাক্ষিক।

মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' (১০ মে, ১৮৪০)। মফস্‌সল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী। পত্রিকাটি বৎসরখানেক জীবিত ছিল। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে উত্তরবঙ্গের রংপুর (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) থেকে প্রকাশিত হয় 'রঙ্গপুর বার্তাবহ'। প্রগতিবাদী মতাবলম্বী এই পত্রিকাটিতে স্থানীয় অভাব-অভিযোগ ও সরকারি কর্মচারীদর দুষ্কর্ম ইত্যাদির সংবাদাদি প্রকাশিত হত। রংপুরের কুণ্ডী পরগনার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর আনুকূল্যে এবং গুরুচরণ রায়ের (পরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের) সম্পাদনায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ক্যানিং-এর দমন আইন জারি হওয়ার ফলে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। বর্ধমান থেকে প্রকাশিত হয়—'সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িণী' (সাপ্তাহিক, ডিসেম্বর, ১৮৪৯), 'বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়' ও 'সংবাদ বর্দ্ধমান' মাঝে একবার করে বন্ধ হয়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৮৫১-র জুনে মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক *'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' (Midnapur and Hijili Guardian), বাংলা-ইংরাজী দ্বিভাষিক পত্রিকা। মেদিনীপুরের তৎকালীন কালেক্টর এইচ ভি বেলি-র আনুকূল্যে ও কতিপয় স্থানীয় লোকের পরিচালনে'* পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটিকে প্রথম বাংলা 'সাময়িক পত্র' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

২৪ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামের কয়েকজন যুবক ও বয়স্কব্যক্তি 'ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি সভা' প্রতিষ্ঠা (১১ এপ্রিল

১৮৪৮) করেন। উদ্দেশ্য ছিল *'কায়িক, বাচনিক, মানসিক, এবং আর্থিক সাহায্য দ্বারা স্বদেশের হিত সাধন'*। এই সভায় নিয়মিত রচনাদি পাঠ ও বক্তৃতা দেওয়া হত। সভ্যগণই অংশ নিতেন। সভার উৎকৃষ্ট বক্তৃতা 'ছোট জাগুলীয়া হিতৈষি সভার বক্তৃতা' নামে প্রতি মাসে একবার করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হত। ১৮৫৩-র এপ্রিল মাস থেকে এই প্রকাশন শুরু হয়। অক্টোবর মাস থেকে এটি একটি মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। পত্রিকাটির নাম দেওয়া হয় 'ছোট জাগুলীয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা'। পত্রিকাটি প্রথমে অল্পদিন চলে বন্ধ হয়ে যায়। পরে, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সঙ্গে মনোমোহন বসুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়। ২৪ পরগনা জেলা থেকে প্রকাশিত অপর পত্রিকাটির নাম 'মজিলপুর পত্রিকা' (ডিসেম্বর, ১৮৫৬)। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে' পত্রিকাটির উল্লেখ আছে। স্থানীয় মহেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ও কৃষ্ণকিঙ্কর দত্ত পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। এটি ঠিক সংবাদপত্র ছিল না। এই পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল *'সংস্কৃতাদি নানা ভাষার গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, পুরাবৃত্ত, ভূগোলবৃত্তান্ত, ভূতত্ত্ববিদ্যা, সাহিত্য, ন্যায়দর্শন, রাজনিয়ম ইত্যাদি'* প্রকাশ করে জনশিক্ষার প্রসার সাধন করা।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ঢাকা (অধুনা বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত) থেকে প্রকাশিত হয় ইংরাজি সাপ্তাহিক 'ঢাকা নিউজ'। পত্রিকাটি প্রতি শনিবার প্রকাশিত হত। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দুই আনা। প্রথমে ছিল এক পৃষ্ঠার কাগজ, পরে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ে দু'দফায়, ৪ এবং তারপর ৮। পত্রিকাটিতে নীল ও নীলকরদের সংবাদই বেশি ছাপা হত। চিঠিপত্র এবং আঞ্চলিক সংবাদও ছাপা হত অল্প পরিমাণে। বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। 'ঢাকা নিউজ' প্রায় তেরো বছর প্রকাশিত হয়। নীলকরদের স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল পত্রিকাটির প্রধান লক্ষ্য। সেই কারণে পত্রিকাটিকে অনেক সময় 'প্ল্যান্টার্স জার্নাল'ও বলা হত। এর মালিকদের মধ্যে জমিদার ও নীলকরও ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'ঢাকা নিউজ' বন্ধ হয়ে যায়। তার আগে ১৮৫৮-র ৩০শে অক্টোবর পত্রিকাটির প্রকাশন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এর সম্পাদক ছিলেন আলেকজাণ্ডার ফর্বস—যিনি পরে 'হরকরা'র সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

হুগলি জেলার উত্তরপাড়া থেকে শ্রী বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৫৬-র ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ করেন 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা'। তিনি নিজেই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। তাঁর লেখা 'Topography of Ooterparah' রচনাটি ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এতে সাধারণত কবিতা, প্রবন্ধ, প্রেরিত পত্র, বিবিধ সংবাদের সার সংক্ষেপ থাকত। মাঝে মাঝে ইংরাজিতে লেখা

রচনা, এবং খ্যাতনামা লেখকগণের রচনার অংশ-বিশেষ ছাপা হত। পত্রিকাটির মাসিক মূল্য ছিল দুই আনা।

প্রবাসী বাঙালী কর্তৃক পত্রিকা প্রকাশ

এই সময়কালের মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঃ বাংলার বাইরে থেকে প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২ মে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বারাণসী চন্দ্রোদয়'। বারাণসী থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন 'সমাচার জ্ঞানদর্পণ'-এর ভূতপূর্ব সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য। সেই সময় তিনি কাশীতেই বসবাস করতেন। পত্রিকাটি 'লিথো' পদ্ধতিতে ছাপা হত। এর জীবৎকাল ছিল এক বৎসর। 'বারাণসী চন্দ্রোদয়' বন্ধ হওয়ার বছর 'খানেক পর, ১৮৫১-র ১ জুন কাশী (বারাণসী) থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা'। প্রকাশ করেন কাশীদাস মিত্র। 'বারাণসী চন্দ্রোদয়' বারাণসীর প্রবাসী বাঙালিগণের মধ্যে যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল, পত্রিকাটি বন্ধ হওয়ায় সেই আগ্রহ নষ্ট তো হয়ইনি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছিল। সেই কারণে, 'বারাণসী চন্দ্রোদয়ে'র অভাব পূরণ করার জন্যই 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা'র আবির্ভাব ঘটে। পত্রিকাটির মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা চার আনা, মাসিক আট আনা। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়েছিল ঃ

> এই বারাণসীধামে তিন সহস্রাধিক বঙ্গদেশীয় মনুষ্যের বসবাস হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকে ধনশালী, গুণশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানে বেদ পুরাণাদি শ্রবণে দৈবোৎসবে উল্লাসার্ণবে চিত্তকে নিত্য রাখিয়া কাল যাপন করিতেছেন, ও বৈষয়িক ব্যবহারেও যথাসাধ্যব্যয়ে আমোদ প্রমোদে স্বচ্ছন্দে আনন্দের ভাজন হইয়াছেন; কিন্তু এই জনমণ্ডলি সমাজমধ্যে সাধারণের সৎকারজনক কোন সংবাদপত্র বঙ্গভাষায় প্রচার না থাকাতে মহা আক্ষেপের বিষয় কহিতে হয়, অতএব আমরা বিশেষ আলোচনা করিয়া 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' নাম্নী এই অভিনব পত্রিকা প্রকাশে যত্নযুক্ত হইলাম।

এই মন্তব্যের ঠিক আগেই ছিল ঃ

...'চন্দ্রোদয়'...নূতন কলেবর ধারণপূর্ব্বক নবীন...নামে আখ্যাত হইয়া নব অনুরাগে বিখ্যাত হইয়াছেন; আমরা ভরসা করি পাঠক মহাশয়েরা পুরাতন চন্দ্রোদয়াপেক্ষা অভিনব 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রের বিবিধ সুচারু সংবাদ পাঠে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয় এবং তার কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এটিও লিথো পদ্ধতিতে ছাপা হত।

কাশিদাস মিত্র বারাণসী থেকে একটি উর্দু সাপ্তাহিক (ফারসি অক্ষরে) 'আফতাব-ই- হিন্দ' প্রকাশ করেছিলেন।

বাংলার পত্র-পত্রিকা

বাংলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্পর্কে রেভারেন্ড লঙ্ লিখেছেন ঃ

> ১৮১৮ থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলা থেকে শত শত পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাদের আয়ুষ্কাল ছিল অত্যন্ত স্বল্প।

কিন্তু সমস্ত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার নাম-ধাম-পরিচয়-বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র বিষয়ক আইন (মেটকাফে প্রবর্তিত) অনুসারে প্রকাশিত সকল পত্রপত্রিকার বিবরণ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে নথিভুক্ত থাকার কথা। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সেই সকল নথি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় যথাযথ তথ্যাদি সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। সংরক্ষিত পত্রপত্রিকা ও সমকালীন লেখকগণের রচনাদি থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে, সামগ্রিক না হলেও, আংশিক চিত্র পাওয়া সম্ভব। সেই ভাবেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার একটি তালিকা, বিবরণসহ, লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা থেকে বাংলাভাষায় (দ্বিভাষিক ও পঞ্চভাষিকও আছে তার মধ্যে) ১১৩টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে দৈনিক ছিল ৩টি, অর্ধসাপ্তাহিক ৩টি, সাপ্তাহিক ৪৯টি, পাক্ষিক ১০টি, মাসিক ৪২টি, ত্রৈমাসিক ১টি, বার্ষিক ১টি, এবং অন্যান্য ৪টি। বিষয়-বিচারে, সমসাময়িক ঘটনাবলি ও তার সংবাদ প্রভৃতি যেমন ছিল, তেমনি ধর্মবিষয়ক ও ধর্মীয়-বিরোধও ছিল, সেই সঙ্গে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল শিক্ষামূলক বিষয়সমূহের প্রচার ও প্রসারের আগ্রহ। দেশে শিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আগ্রহ তৈরি হচ্ছিল জানার ও জানানোর। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভব প্রভৃতিসহ নিজ নিজ মননশীলতা সাধারণের নিকট প্রকাশ করার অভীপ্সাও ক্রমশ বহুজনের মধ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছিল। দেশ সমাজ মানুষ, রাজনীতি অর্থনীতি, ধর্ম সংস্কৃতি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তা ভাবনার

ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও বাড়ছিল। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে পত্রপত্রিকার প্রকাশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই নতুন মাধ্যমটি সাধারণের মধ্যে বিশেষ করে লেখাপড়াজানা জনগণের মধ্যে, যে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল এই সকল ঘটনাও তারই প্রমাণ। কিন্তু সংবাদপত্র বা পত্রিকা সংগঠন বিষয়ে তাঁদের তেমন কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় জন্ম-সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও নেহাত কম হচ্ছিল না। এ থেকে স্বল্পায়ু পত্রিকার নেপথ্য-রহস্যটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে। এই সময়কালে অন্যান্য যে সকল বিষয় অবলম্বন করে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল ঃ চিকিৎসা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জাতি ও গোষ্ঠী, ব্যাবসা-বাণিজ্য, কৃষি। মহিলাদের জন্য পত্রিকা, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্রও এই সময়কালে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল পারস্পরিক বিরোধিতা থেকে, কিছু পত্রিকার কাজ ও বিষয় ছিল কুৎসিত বিরোধিতা, গালিগালাজ, অশ্লীলতা প্রভৃতি প্রকাশ করা। সুখের বিষয় এই শ্রেণির পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং সমাজে এদের তেমন কোনো প্রভাব বা গুরুত্ব ছিল না। অবশ্য কোনও কোনো ক্ষেত্রে এই রকম কোনো কোনো পত্রিকার প্রচার সংখ্যা খুব কম ছিল না; তুলনামূলক বিচারে হয়তো অন্যান্য পত্রিকার থেকে বেশিই ছিল। তার কারণ, পরনিন্দা-পরচর্চায় মানুষের স্বাভাবিক কৌতুক-বোধ, নিম্নমানের আনন্দ বা 'মজা' উপভোগের রুচি। খুবই ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক ব্যাপার। এর বেশি কিছু নয়!

তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ থেকে এই সময়কালে প্রকাশিত, জীবিত ও মৃত পত্রিকার যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় প্রচলিত পত্রিকার সংখ্যা ১০, এর মধ্যে ৩টি ১৮৩৫-এর পূর্বে প্রকাশিত। ওই সময় পর্যন্ত মৃত পত্রিকার সংখ্যা ১৮। অবশ্য এই তালিকা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তবুও এই সকল তালিকার ওপর নির্ভর করে তৎকালীন পত্রিকার অবস্থা সম্পর্কে একটা 'মোটামুটি ধারণা' করা যেতে পারে। পত্রিকাসমূহের একটি বর্ষভিত্তিক বিবরণ দেওয়া হল ঃ

সারণি ঃ ১

বর্ষ	প্রচলিত পত্রিকা									মন্তব্য
	দৈ	অদৈ	অসা	সা	পা	মা	ত্রৈমা	বা	মোট	
১৮৩৯	...	...	...	...	...	...	...	...	১০	
১৮৪৭, জুলাই	২	...	২	৪	২	৫	১	...	১৬	
১৮৪৯, জুন	২	১	২	১২	৩	৪	১	...	২৫	৩টি কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত।
১৮৫০,	২	২	২	১২ (৭)	২	৩ (১)	...	...	২৩	এর মধ্যে ৮টি ১৮৪৯-এর জুনের পর এপ্রিল প্রকাশিত, তালিকায় বন্ধনির মধ্যে প্রদত্ত।
১৮৫১, এপ্রিল	২	২	৪	৭	১	৫	...	...	২১	
১৮৫২, এপ্রিল	...	...	১	৩	...	৪	...	...	৮	এই ৮টি পত্রিকা বিগত বৎসরে প্রকাশিত।
১৮৫৩	২	১	৩	৭	১	৫	...	...	১৯	৭টি সাপ্তাহিকের মধ্যে ৩টি কলকাতার বাইরে থেকে, ১টি বাংলার বাইরে থেকে প্রকাশিত।

সারণি ঃ ২

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত পত্রিকার তালিকা			
নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	মন্তব্য
সমাচার দর্পণ	১৮১৯	জে সি মার্শম্যান	...
সমাচার চন্দ্রিকা	১৮২২	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...
জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	রামচন্দ্র মিত্র	...
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	১৮৩৫	উদয়চন্দ্র আঢ্য	...
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩৬	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	...
সম্বাদ সৌদামিনী	১৮৩৮	কালাচাঁদ দত্ত	...
সম্বাদ ভাস্কর	১৮৩৯	শ্রীনাথ রায	...
বঙ্গদূত	১৮৩৯	রাজনারায়ণ সেন	বহুদিন বন্ধ থেকে পুনরায় প্রকাশিত হয়।
সম্বাদ রসরাজ	১৮৩৯	কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	...
সংবাদ অরুণোদয়	১৮৩৯	জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	একটি মাত্র সংখ্যা এ-যাবৎ প্রকাশিত।

সারণি ঃ ৩

মৃত পত্রিকার বিবরণ										
বর্ষ	দৈ	অদৈ	অসা	সা	পা	মা	ত্রৈমা	বা	মোট	মন্তব্য
১৮৩৯	...	...	...	১২	...	৪	...	...	১৬	...
১৮৪৯, জুন	...	...	...	...	...	...	...	...	৪	...
১৮৫০, এপ্রিল	...	...	...	...	...	...	...	...	৯	...
১৮৫১, এপ্রিল	...	...	...	৪৪	১	১০	...	...	৫৫+২	সর্বমোট, এ-যাবৎ প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে।
১৮৫২,... এপ্রিল	...	...	...	...	...	...	...		৯	১ বৎসরে।
১৮৫৩, এপ্রিল	..	...	...	...	...	...	...	...	৮০	এ-যাবৎ প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে সর্বমোট।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রচলিত পত্রিকার তালিকা

দৈনিক	সংবাদ প্রভাকর, ১৮৩১, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
	সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৮৩৫, হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য।
অর্ধ দৈনিক	সংবাদ ভাস্কর, ১৮৩৯, শ্রীনাথ রায় / গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য)।
অর্ধ সাপ্তাহিক	সংবাদ রসরাজ, ১৮৩৯, ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় /ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য।
	সংবাদ বিভাকর, ১৮৫২, মনোমোহন বসু।
	সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮২২, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর।
সাপ্তাহিক	গবর্ণমেন্ট গেজেট, ১৮৪০, জে সি মার্শম্যান / রেভা. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
	সংবাদ সাধুরঞ্জন, ১৮৪৭, নবকৃষ্ণ রায়।
	রঙ্গপুর বার্তাবহ, ১৮৪৭, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।
	বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী, ১৮৪৯, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
	সংবাদ বর্দ্ধমান, ১৮৫০, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
	সংবাদ জ্ঞানোদয়, ১৮৫১, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।
	কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৫১, কাশিদাস মিত্র।
পাক্ষিক	নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা, ১৮৪৬, নন্দকুমার কবিরত্ন।
মাসিক	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৪৩, অক্ষয়কুমার দত্ত।
	উপদেশক, ১৮৪৭, পাদরি জে ওয়েঙ্গার।
	সত্যার্ণব, ১৮৫০, রেভা: জে লঙ্।
	বিবিধার্থ-সংগ্রহ, ১৮৫১, রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
	ধর্ম্মরাজ, ১৮৫৩, তারকনাথ দত্ত।

১৮৫৩র এপ্রিল থেকে ১৮৫৭র জুন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ৩১টি নতুন পত্রিকা প্রকাশের খবর পাওয়া যায়।

সম্বাদ ভাস্কর ও পত্রিকা পীড়ন

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (গুড়গুড়ে ভট্চায্) 'সম্বাদ ভাস্কর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ রায়। ভিন্ন মতে, সিমলার জীবনকৃষ্ণ মিত্রের আনুকূল্যে শ্রীনাথ রায় 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশ করেন। আন্দুলের শ্রীনাথ মল্লিক পত্রিকাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন পত্রিকাটির প্রধান পরিচালক। পত্রিকাটি কুসংস্কার, অজ্ঞানতা এবং রক্ষণশীলদের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সর্বদা প্রতিবাদে সোচ্চার ছিল। ছিল দরিদ্র ও নিপীড়িতের বন্ধু। অবশ্য এর জন্য পত্রিকার সম্পাদককে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ ও মৃত্যুবরণও করতে হয়।

সেই সময়ে আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের দুর্নীতি ছিল সুপরিচিত ও বহুব্যাপক। নিরীহ প্রজাদের ওপর তিনি অকারণে যথেচ্ছ অত্যাচার চালাতেন। তিনি 'ধর্মসভা'রও প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তার অপকর্ম ও অত্যাচার বিষয়ে একটি সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত হয়। এই সময়ে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কলকাতায় ছিলেন না। প্রকাশিত সংবাদটি রাজার নজরে এলে তিনি শ্রীনাথ রায়ের ওপর প্রতিহিংসায় ফেটে পড়েন। ১৮৪০-এর জানুয়ারির এক সকালে পটলডাঙ্গার চৌমাথার কাছে শ্রীনাথ রায়কে রাজার গুন্ডাবাহিনী আক্রমণ করে ধরে নিয়ে যায় এবং আন্দুলে আটক করে রাখে। শুধু তাই নয়, তাঁর ওপর চলে অকথ্য দৈহিক নির্যাতন, ডান হাত থেঁতলে দেওয়া হয়— যাতে তিনি আর লিখতে না পারেন তার জন্য। খবর পেয়ে গৌরীশঙ্কর তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফিরে আসেন এবং সুপ্রিম কোর্টে এই সম্পর্কে রাজনারায়ণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। বিশেষ আইন বলে, আদালত রাজার ওপর অবিলম্বে শ্রীনাথ রায়কে সশরীরে আদালতে হাজির করার আদেশ জারি করেন। কিন্তু আদালতের আদেশ অমান্য করে, নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে আদালতে হাজির না করে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। রাজাও কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। পরে রাজাকে ধরে জেল হাজতে রাখা হয়। ১৯ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের বিচারে আদালত অবমাননার দায়ে রাজার জেল ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। অক্টোবর মাসে জানা যায় যে, শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু সংবাদ প্রকাশের সময় পর্যন্ত এবং তার পরেও শ্রীনাথ রায়ের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে জানা যায়। শ্রীনাথ রায়ের অনুপস্থিতির সময় থেকেই গৌরীশঙ্কর নিজেই 'সম্বাদ ভাস্কর' সম্পাদনা করতেন। তারাচরণ শিকদার ('ভদ্রার্জুন' প্রণেতা) 'সম্বাদ ভাস্করে'র সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর (১৮৫৯, ফেব্রুয়ারি) পর তাঁর পালিত পুত্র

ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য পত্রিকাটির সম্পাদক হন। *'গৌরীশঙ্করের সম্পাদনায় 'সম্বাদ ভাস্কর' একখানি শ্রেষ্ঠ সমাচার পত্রে পরিণত'* হয়েছিল। গৌরীশঙ্কর যথেষ্ট উদার মনের মানুষ ছিলেন। পত্রিকাটি দীর্ঘদিন জীবিত ছিল।

পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হলেও, ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে অর্দ্ধসাপ্তাহিক, এবং ১৮৪৯-এর এপ্রিল থেকে সপ্তাহে তিনবার করে প্রকাশিত হতে থাকে।

বেঙ্গল স্পেক্টেটর

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে রামগোপাল ঘোষের উদ্যোগে ও প্যারিচাঁদ মিত্রের সহায়তায় ১৮৪২-এর এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় ইংরাজি-বাংলা দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রামতনু লাহিড়ী ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এঁরা পত্রিকাটির নিয়মিত মুখ্য লেখক ও পরিচালকও ছিলেন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে পত্রিকাটি পাক্ষিক পত্রে রূপান্তরিত হয় এবং ১৮৪৩-এর মার্চ থেকে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। পত্রিকাটি ওই বছরের নভেম্বরের পর বন্ধ হয়ে যায়। স্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তদের যে সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়, তার এবং জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'স্পেক্টেটর' সক্রিয় ছিল। সমকালীন জীবন ও সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদি পত্রিকাটিতে নিয়মিত অলোচিত হত। ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক দুষ্কর্মেরও বিরোধিতা করত। আমাদের দেশের গরিব লোকদের কাজ ও অর্থের লোভ দেখিয়ে ভারতের বাইরে 'কুলি' হিসাবে চালান করা হত। 'স্পেক্টেটর' এইভাবে ভারত থেকে কুলি রপ্তানিরও বিরোধিতা করে। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও সাধারণের আগ্রহের অভাবে পত্রিকাটি দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারেনি।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র আদর্শের উত্তরাধিকারীরূপে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান লক্ষ ছিল ধর্মসংস্কার, তারই অনুষঙ্গ হিসেবে সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। এই সভার পক্ষ থেকে, সভার মুখপত্র হিসাবে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মাসিক

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। প্রধান পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। পত্রিকাটি প্রকাশের কারণ ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'তে পাওয়া যায় ঃ

আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভাব অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে আছেন। তাঁহাবা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওযা আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।.. তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল, তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথম এই অভাব পূরণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সঙ্কল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওযাতে সুসিদ্ধ হইল।

ধর্মচর্চা এবং পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার *'মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব জীবনী শাস্ত্রানুবাদ সমাজনীতি রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে'* মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। ধর্ম আন্দোলনের (ব্রাহ্মধর্ম) ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দান যেমন অসামান্য, তেমনি বাংলা সাহিত্যেও পত্রিকাটির স্থান গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকাটি দীর্ঘকাল জীবিত ছিল।'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত বেতনভোগী ছিলেন। মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে তিনি কর্ম শুরু করেছিলেন, শেষ করেছিলেন ৬০ টাকা বেতনে। অক্ষয়কুমার দত্ত নিজে একজন কৃতী লেখক ছিলেন, তার থেকেও বেশি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সম্পাদনা কর্মে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন,*'তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।'* ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫— এই বারো বৎসর অক্ষয়কুমারই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনা করেন। তাঁর পর বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন ঃ নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৫-৫৯), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৯-৬২, ১৯০৯-১০, ১৯১৫-২৩) (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে), অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (১৮৬৫-৬৭, ১৮৬৯-৭২), হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৬৭-৬৯, ১৮৭৭-৮৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৪-১৯০৮), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১০-১৫), ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৫-২৩ / সত্যেন্দ্রনাথের সহযোগে; ১৯২৩- ...)।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনায় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস এ

সম্পর্কে 'অক্ষয়চরিত গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিযা পেপার কমিটী (Paper Committee) নামে একটি প্রবন্ধনির্ব্বাচনী সভা সংস্থাপন কবেন। কমিটীব পাঁচ জনের অধিক সভ্য (গ্রন্থাধ্যক্ষ) সংখ্যা ছিল না; ... একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অপর একজন মনোনীত হইয়া তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতেন। পণ্ডিতবর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে ডাক্তাব) রাজেন্দ্রলাল মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে মহর্ষি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু ঁশ্রীধর ন্যায়রত্ন ঁআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ঁপ্রসন্নকুমাব সর্ব্বাধিকারী ঁবাধাপ্রসাদ রায় ঁশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম ছিল যে, কি গ্রন্থসম্পাদক, কি গ্রন্থাধ্যক্ষ কি অপর কোনও ব্যক্তি কেহ যদ্যপি পত্রিকায় প্রকটিত করিবার অভিলাষে কোনও প্রবন্ধ রচনা করেন, প্রবন্ধনির্ব্বাচনী সভার অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক অগ্রে তাহা মনোনীত ও আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইলে তবে পত্রিকাস্থ হইবে।

তাই পত্রিকাটির উন্নতির ও প্রকাশিত রচনাদির উৎকর্ষতার মূলে এই প্রবন্ধনির্ব্বাচনী সভার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সঙ্গে এই সভাও উঠে যায়। ক্ষিতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বন্ধ হয়ে যায়।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দেশের সমকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে তুলে ধরতে, সমাধানের পথও খুঁজে বের করতে চেষ্টা করত। সমাজের বিভিন্ন ক্রটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে সমাজসংস্কারের প্রয়োজন ও তার গুরুত্ব সাধারণ জনদের বোঝাবার চেষ্টা করত। সাহিত্য সংস্কৃতিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার বিষয়েও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ভূমিকা বিশেষভাবেই স্মরণীয়। শিক্ষিত বাঙালিগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এই পত্রিকার মাধ্যমেই সঞ্চারিত হয়। বলা যায়, বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকী ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ও ইতিহাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' একটি স্মরণীয় দিকচিহ্ন বিশেষ।

হিন্দু পেট্রিয়ট ঃ প্রথম জাতীয় পত্রিকা

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রকাশ করেন 'বেঙ্গল রেকর্ডার', ইংরেজি সাপ্তাহিক। তিনি পত্রিকাটি বেশিদিন চালাতে পারেননি। মিলিটারি অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের জনৈক করণিক, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন

এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামে প্রকাশ করতে থাকেন। কালে, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ভারতের প্রথম জাতীয়-পত্রিকার মর্যাদা লাভ করে। শুধু তাই নয়, জাতীয় সংগ্রামের সমর্থনে নির্ভিক সাংবাদিকতার পথ প্রদর্শন করে ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে নবযুগেরও সৃষ্টি করে। নীলকর অত্যাচারের যাবতীয় ও বিস্তারিত সংবাদ এতে ছাপা হত নির্ভয়ে ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র কৃতিত্বেই নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংহত হয়। এরই জন্য বাংলার সরকার বাহাদুরকে এক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করতে হয়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহের সময়েও পেট্রিয়ট সংবাদ ও মতামত প্রকাশে বলিষ্ঠ নির্ভিকতার পরিচয় দেয়। সরকারি দমন ব্যবস্থা ও নির্যাতনের ভয় তাকে টলাতে পারেনি। হরিশ চন্দ্র নিজেও একজন শক্তিশালী লেখক ও কৃতী সাংবাদিক ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মনমোহন ঘোষ। নীলকরদের অত্যাচার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও নীলকরদের বিরুদ্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলায় তাঁর ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট বার বার ব্রিটিশ সরকারের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই। সরকার গণসংযোগ মোটেই রাখছেন না। ফলে জনগণের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ভার গ্রহণ করেন। তিনি সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ করেন কৃষ্ণদাস পালকে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (আমৃত্যু) শ্রীপাল পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

শিক্ষামূলক পত্রপাত্রিকা

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' বা 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হজসন্ প্র্যাট্, সিটনকার, রেভারেন্ড লঙ, রবিন্সনস প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক সহায়তায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ওই বছরের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয় 'বিবিধার্থ-সগ্রহ' মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার আদর্শ ছিল বিলেতের 'পেনি ম্যাগাজিন'। পত্রিকাটি সচিত্র ছিল। বাংলায় এইটিই প্রথম সচিত্র পত্রিকা। বাংলা সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পত্রিকাটির অবদান স্মরণীয়। গুণমানের দিক থেকে পত্রিকাটির উৎকর্ষ বিশেষভাবেই লক্ষণীয়।

পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্যব্যাপার, জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচনা, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা

'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'র বিষয়ভুক্ত ছিল। মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গ এতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে রাজেন্দ্রলালের বহু রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি শিশু রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এর উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্রলালের পর কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকাটি সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন (১৮৬১)। পত্রিকাখানি মাসিক হলেও নিয়মিত প্রকাশিত হত না। দীনবন্ধু মিত্রর 'নীলদর্পণ' নাটক ইংরাজিতে অনুবাদ ও প্রচার করার অপরাধে রেভারেন্ড লঙের শাস্তি হয়। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' মূল নাটকটির বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ফলে, ইংরাজ সরকার পত্রিকাটির প্রতি বিরূপ হয়। তারই পরিণতিতে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'র অকালমৃত্যু ঘটে। পত্রিকাটি সরকার থেকে, শিক্ষামূলক পত্র হিসেবে, আর্থিক সহায়তা পেত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার প্রকাশ তারিখ ১৮৫৫-র ২০ এপ্রিল। এই মাসিক পত্রিকাটি বৎসরাধিককাল জীবিত ছিল। এতে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের ওপর আলোচনামূলক রচনাদি ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হত। 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সভ্যগণ বিনামূল্যে পত্রিকাটি পেতেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আর একখানি শিক্ষা ও সংবাদমূলক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানির নাম 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'। পরে এটি প্রথমে পাক্ষিক ও তৎপর দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'মাসিক পত্রিকা'। প্রকাশ করেন রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র। পত্রিকাটি সাধারণের জন্য, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের জন্য প্রচারিত হয়েছিল। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম 'মাসিক পত্রিকা'তেই প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা বিভাগের দক্ষিণ-বিভাগীয় পরিদর্শক হজসন প্র্যাটের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই। বেতনভোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন ও'ব্রায়ান স্মিথ। এটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর মধ্যে কম দামে একটি শোভন সংবাদপত্র প্রচার করা। এটি প্রকাশের জন্য সরকারি অনুদান পাওয়া যেত মাসে দুশো টাকা করে। দ্বিতীয় বর্ষে অনুদানের পরিমাণ বেড়ে হয় মাসে দুশো সত্তর টাকা। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন পত্রিকাটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৪

থেকে এটি সরকারি মুখপত্রে পরিণত হয়। সম্পাদকের বেতন বৃদ্ধি পেয়ে হয় মাসিক তিনশো টাকা।

> সরকাবী ও অপরাপব বিষয়ে সঠিক সংবাদ লাভ কবিয়া যাহাতে তিনি সাময়িক ঘটনাবলী প্রকাশ কবিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রবন্ধাদি নির্বাচন ও পত্রিকার সকল প্রকার দায়িত্ব সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হয়,—গবর্মেন্ট ইহার সহিত সাক্ষাৎ সংসর্গ রাখেন নাই।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ও'ব্রায়ান স্মিথের পর দু'মাসের জন্য অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময়ে পত্রিকাটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়, গ্রাহক সংখ্যাও বাড়ে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে একটি রেল-দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে সরকারের সঙ্গে মতপার্থক্য ঘটায় প্যারীচরণ সরকার সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করেন। ওই বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে পত্রিকাটির সম্পাদক নিযুক্ত হন তৎকালীন বিদ্যালয়পরিদর্শক ভূদেব মুখোপাধ্যায়। সরকার ভূদেববাবুকে পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব দিয়ে দিয়েছিল। এঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি আরও উৎকর্ষ লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই সময়ে সবে লিখতে শুরু করেছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে এই পত্রিকায় লিখতেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-সঙ্গীত' ও অন্যান্য কবিতাও এতে প্রকাশিত হয়েছিল। এর দাম ছিল বার্ষিক তিন টাকা ও মাসিক সাড়ে চার আনা। পত্রিকাটি দীর্ঘদিন জীবিত ছিল। রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র সম্পাদনায় ১৮৫৬-র আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা 'অরুণোদয়'। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় 'মঙ্গলাচরণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়,

> এতৎ নূতন পত্রিকা কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞান বার্ত্তাদিতে পূরিত না হইয়া সত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রিস্টিয়ান ধর্ম্ম-সূচক উপদেশে ও নানাবিধ পরমার্থ ঘটিত প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইবে।

এর বার্ষিক মূল্য ছিল এক টাকা, প্রতি সংখ্যা এক আনা। পত্রিকাটি প্রায় ছয় বৎসর জীবিত ছিল।

১৮৩৫-৫৭-র মধ্যে প্রকাশিত আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা পত্রিকা :

সম্বাদ রসরাজ (সাপ্তাহিক, ২৯শে নভেম্বর, ১৮৩৯); সংবাদ অরুণোদয় (দৈনিক, ডিসেম্বর, ১৮৩৯); আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ (মাসিক, জুন, ১৮৪০); গবর্ণমেন্ট গেজেট (সাপ্তাহিক, ১লা জুলাই, ১৮৪০); বিদ্যাদর্শন (মাসিক, জুন, ১৮৪২। অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নকুমার ঘোষ); বিদ্যাকল্পদ্রুম (ত্রৈমাসিক, ২৬শে জানুয়ারি,

১৮৪৬); দুর্জন দমন মহানবমী (মাসিক, ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৭); সংবাদ সাধুরঞ্জন (সাপ্তাহিক, আগস্ট, ১৮৪৭); সংবাদ রসসাগর (সাপ্তাহিক, মার্চ, ১৮৪৯। পরে শুধু 'সংবাদ সাগর'); সর্বশুভকরী পত্রিকা (মাসিক, আগস্ট, ১৮৫০); ধর্ম্মরাজ (মাসিক, ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩); সুলভ পত্রিকা (মাসিক, জুলাই, ১৮৫৩); সত্যজ্ঞানসঞ্চারিনী পত্রিকা (মাসিক, এপ্রিল, ১৮৫৬)।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সংবাদপত্র

আলোচ্য সময়কালের মধ্যে কলকাতা থেকে যে সকল নতুন ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তার মধ্যে আছে 'দি বেঙ্গল হেরাল্ড', 'দি ক্যালকাটা রিভিউ', 'দি হিন্দু ইনটেলিজেন্সার', 'দি ফোয়েনিক্স', 'দি অ্যানাল্‌স অব্ ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন', এবং 'দি ক্যালকাটা স্টার—দি ইষ্টার্ণ স্টার'।

দ্বারকানাথ ঠাকুর, মিস্টার মন্টগোমারি মার্টিনের অনুরোধে, ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'দি বেঙ্গল হেরাল্ড' (The Bengal Herald)। সম্পাদক নিযুক্ত হন বাবু রাজনারায়ণ সেন। ভোলানাথ সেন এবং পত্রিকাটির অবৈতনিক লেখকগণ নানাভাবে সাহায্য করতেন। কিন্তু পত্রিকাটি পরপর কয়েকটি মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়ে। পত্রিকাটির স্বত্ত্বাধিকারী বিরক্ত হয়ে 'হরকরা'র মালিকের কাছে এটি বিক্রি করে দেন। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এর গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৭২, শহরে ৭০, গ্রামে ২। এর মাসিক মূল্য ছিল ৮আনা। 'দি বেঙ্গল হেরাল্ড' সম্পর্কে এর থেকে বেশি তথ্য জানা যায় না।

১৮৪৪-এর মে মাসে প্রকাশিত হয় 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' (The Calcutta Review), একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন স্যার জন উইলিয়ম কেরি। ইনি এক সময় 'বেঙ্গল হরকরা' সম্পাদনা করেন এবং সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কেরি মারা গেলে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক জে ডবু ফারেল (J.W.Furrel)-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। উইলিয়ম ডিগবির প্রবন্ধ 'Native Press' প্রথম এই পত্রিকাটিতেই প্রকাশিত হয়। প্রথম রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ স্কলার আশুতোষ মুখার্জির 'Rent Law of Bengal' ও এতেই প্রথম ছাপা হয়। পত্রিকাটি জমিদারগণের স্বার্থ রক্ষার প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ছিল। সম্ভবত সেই কারণে এটি ভারতীয়গণের নিকট খুবই অপ্রিয় ছিল। এতে তৎকালীন দেশি-বিদেশি অনেক খ্যাতনামা লেখকই লিখতেন। পত্রিকাটির মানও যথেষ্ট উন্নত ছিল। এক সময় এর প্রচার সংখ্যাও ছিল উল্লেখ করার কত। 'দি

ক্যালকাটা রিভিউ'তে প্রকাশিত রচনাবলির সাহিত্যগুণও লক্ষণীয়। অনেকের মতে এটি সেই সময়ের একটি সেরা পত্রিকার মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। তবুও পত্রিকাটি বিশেষ সমাদৃত হয়নি।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৪৬-এর নভেম্বর মাসে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' (The Hindoo Intelligencer)। তিনিই ছিলেন এর মালিক ও সম্পাদক। এতে নিয়মিত সংবাদ, রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা ও সাহিত্য প্রকাশিত হত। লেখকগণের মধ্যে ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ডা. শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ। ইনটেলিজেন্সারের পাতাতেই এঁদের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। লর্ড ক্যানিং প্রবর্তিত ১৮৫৭ সালের গ্যাগিং-অ্যাক্টের পরিপ্রেক্ষিতে মালিক নিজেই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির বার্ষিক মূল্য ছিল দশ টাকা।

ব্যারিস্টার জেমস হিউম প্রকাশ করেন 'দি ক্যালকাটা স্টার—দি ইষ্টার্ণ স্টার (The Calcutta Star– The Eastern Star)। পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'ক্যালকাটা স্টার' (Calcutta Star) নামে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ব্যারিস্টার হিউমই ছিলেন এর মালিক ও সম্পাদক। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেসের সদস্যগণের মধ্যে হেনরি টরেন্স, কর্নেল ক্রুম প্রমুখ এই পত্রিকায় লিখতেন। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ও জীবৎকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে

দিল্লি এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ দেখা যায়নি। নতুন কাগজগুলিতে রাজনীতি, জনগণের অভাব-অভিযোগ, ধর্ম-সমাজ-সংস্কার বিষয়ক সংবাদাদি প্রায় থাকত না বললেই চলে। ফলে ওই সব কাগজ সম্পর্কে পাঠকদেরও তেমন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু তবুও পত্রিকাগুলি চালানোর জন্যে সরকারের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। সরকার পত্রিকাগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করত এবং প্রতিটি কাগজের ২০০টি করে সংখ্যা (কপি) কিনে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বিলিও করত। এর ফলেই দিল্লি ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বেশ কয়েকটি উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

মৌলবি মহম্মদ বাকির উনিশ শতকের প্রথম দিকে মুঘল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এ-সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা

যায় না। সি এফ অ্যান্ড্রুজ এই সংবাদটি দিয়েছেন। সম্ভবত কাগজটি খুব অল্পদিনই চলেছিল। স্যার সৈয়দ অহমদ খানের ভাই সৈয়দ মহম্মদ খান ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে উর্দুতে 'সৈয়দ-উল্-আখ্বার' প্রকাশ করেন। সাধারণভাবে এই পত্রিটিকেই দিল্লির প্রথম সংবাদপত্র এবং সৈয়দ মহম্মদ খানকে প্রথম উর্দু সম্পাদক বলে ধরা হয়। যদিও এর আগেই 'উর্দু-আখ্বার' নামে একটি কাগজ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেই কাগজটির উল্লেখ বিশেষ কোথাও চোখে পড়ে না। 'সৈয়দ-উল্-আখ্বার' সুন্নি মতাবলম্বী ছিল এবং সুন্নিমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার চালায়। দিল্লি কলেজ থেকে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক তিনটি মাসিক এবং রাজনীতি বিষয়ক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেগুলি প্রকাশের পূর্বে আরবি বিভাগের মৌলবিরা পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখে দিতেন। 'উর্দু-অখ্বার' পত্রিকার মালিকরা পরে সাপ্তাহিক 'মুজহুর-উল্-হক' বা 'মুজহুর-উল্ আখবার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় মূলত মহম্মদ খানের 'সুন্নি' প্রচারের জবাব দেওয়ার জন্য এবং 'সিয়া' মতবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে। 'উর্দু-আখবার' গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আর একটি সাপ্তাহিক প্রশ্নোত্তরমূলক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এতে গভর্নমেন্ট গেজেট থেকে সংকলিত কিছু বিষয়ের অনুবাদ এবং মুন্সেফপদপ্রার্থী পরীক্ষার্থীদের উপযোগী প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রকাশিত হত। এ ছাড়া দিল্লির মুঘল প্রাসাদ থেকে প্রকাশিত হত 'সিরাজ্-উল-আখ্বার'— উর্দু সাপ্তাহিক। এটি ছিল সম্রাটের নিজস্ব পত্রিকা। এ-সম্পর্কে দিল্লির হাকিম জন লরেন্স লিখেছেন ঃ

> প্রতি রবিবার মাত্র ৩৪টি করে সংখ্যা (কপি) ছাপা হতো। এবং প্রায় সবগুলিই সম্রাটের অনুগত বা সমর্থকদের মধ্যে বিলি করা হতো। কেবল গভর্ণর জেনারেল, লেফটেনান্ট গভর্ণর এবং প্রাসাদ রক্ষকদের অধ্যক্ষের কাছেও একটি করে কাগজ পাঠানো হতো। যাদেরকে এই কাগজ বিলি করা হতো, তাদের কাছ থেকেই কাগজটি চালাবার জন্য মাসে মাসে একটি করে টাকা চাঁদা নেওয়া হতো। এতে কেবল প্রাসাদ এবং সম্রাটের ব্যক্তিগত খবরই ছাপা হতো। প্রাসাদের বাইরে এর কথা বিশেষ কেউ জানতো না।

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা কলেজ থেকে প্রকাশিত হয় 'সৈয়দ-উল্-আখ্বার'। পরে এর নাম বদলিয়ে হয় 'আখ্বার-উল্-হকুয়াক'। পত্রিকাটি প্রগতিবাদী ও আধুনিক ধরনের ছিল। এবং সব সময়েই বিতর্ক ও গোলমাল এড়িয়ে চলতে চাইত। তাহলেও রক্ষণশীলদের আক্রমণ বেশিদিন এড়িয়ে থাকতে পারেনি। মুন্‌শি ওয়াজিদ্ আলি খান তার ফারসি সাপ্তাহিক 'জুবদুত-উল্-আখ্বার'-এর (১৮৩৩) মাধ্যমে 'আখ্বার-উল্-হকুয়াক'-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। আলি খান প্রগতিবাদ ও আধুনিকতাকে পছন্দ করতেন না।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে প্রকাশিত কাগজগুলি সরকার ও অন্যান্যদের কাছ থেকে সাহায্য পেত। তা ছাড়া এরা পাঁচজন শাসক এবং একজন বণিকের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়েছিল এই শর্তে যে, তাদের বিষয়ে ও বিরুদ্ধে কখনোই পত্রিকাগুলি কঠোর সমালোচনা করবে না। এতে সংবাদপত্রের মান-মর্যাদা বাড়েনি এবং সংবাদপত্রের দায়িত্ব পালন করাও সব সময় সম্ভব হয়নি। এই অসুবিধাকে এরা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। পত্রিকার খরচ চালাবার জন্য কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হত না— দরকারও ছিল না। কেন-না কয়েকটি কাগজের মাসিক বিক্রি থেকে আয় হত ১৪০ টাকা। সেই সঙ্গে সাহায্য হিসেবে পেত ১০০ টাকা। কিন্তু প্রতি মাসে মোট খরচ হত ৪০ টাকা। অতএব প্রতি মাসে লাভ থাকত ২০০ টাকা করে। আগ্রা কলেজ পত্রিকাটির মাসিক ব্যয় ছিল ১০০টাকা। এবং পত্রিকাটি কলেজের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হত, সুতরাং আর্থিক সমস্যা ছিল না। এ ছাড়া অন্যান্য এলাকা থেকে আরও যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হত সেগুলির ব্যয় ছিল মাসিক ৬০ টাকার মতো। তার মধ্যে বিক্রি থেকে উপায় হত ৩০ টাকা। বাকি টাকা সাহায্য বাবদ পাওয়া যেত। তা ছাড়া সরকার নিজেই প্রতিটি পত্রিকার প্রতি সংখ্যার ২০০টি করে কাগজ কিনে নিত। নিম্নমানের হলেও এইভাবে কাগজগুলি প্রকাশে সাহায্য করার পেছনে সরকারি কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট স্বার্থ ছিল। একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৮টি কাগজ প্রকাশিত হত, এবং তাদের মোট প্রচার সংখ্যা ছিল ১,৪৯৭। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাগজের সংখ্যা বেড়ে হয় ৩৫ এবং প্রচার সংখ্যা হয় ২,২১৬। এই সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে কী কারণ ছিল তা স্পষ্ট নয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের সময় অনেকগুলি উর্দু কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। এবং ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১২টি কাগজকে জীবিত দেখা যায়। তবে এদের প্রচার সংখ্যা না কমে বেড়ে হয়েছিল ৩,২২৩। সিপাহি বিদ্রোহের সময় যে ১২টি কাগজ জীবিত ছিল তার মধ্যে মাত্র একটি কাগজ জনৈক মুসলিম সম্পাদনা করতেন। ওই সময়ে হঠাৎ পত্রিকার সংখ্যা হ্রাস ও প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনের কারণ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, এর কারণ আর যাই হোক, স্বদেশ প্রেম, ইংরেজ-বিদ্বেষ বা জাতীয়তাবোধ ইত্যাদির কোনোটাই ছিল না। তারা সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা করেনি, বিদ্রোহের পক্ষে কলম ধরেনি। জে নটরাজন এইসব পত্রিকা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় যে ধারনার সৃষ্টি করেছিলেন, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দেও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সংবাদপত্রজগতে তার কোন পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেম্‌প্‌সন লিখেছেন ঃ

ঐ সব পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ বিষয়বস্তুই বিনা অনুমতিতে অন্যান্য ভাষার, বিশেষ করে ইংরাজী, পত্রিকা থেকে নেওয়া। বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ ও মৌলিক রচনাবলী প্রকাশে এদেব কোন আগ্রহ নেই। অথচ সরকাব এদের প্রচার সংখ্যা বাড়ানোব জন্যে, পাঠকদের কৌতুহল বৃদ্ধি ও পাঠের রুচি তৈরী করার জন্যে অর্থ দিচ্ছেন। . কিন্তু কাগজের মান মোটেই বাড়ছে না।... স্বাধীন সংবাদপত্রেব সুযোগ নিতে এরা এখনো তৈরী নয়। স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে শেখেনি। ক্ষমতাসীন শাসকের কার্যকলাপ ও আদেশ ইত্যাদির ওপর কীভাবে মন্তব্য করতে হয় তাও জানে না।

এই রকম অভিযোগ যখন সোচ্চার রেভারেন্ড লঙ্‌ তখন কয়েকটি ঘটনার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সবকারের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে জনৈক সম্পাদকের কঠোর সমালোচনা কবা হয়। কেন না তিনি 'ভারতত্যাগী বৃটিশ' বিষয়ে একটি কাল্পনিক ব্যঙ্গ রচনা এবং বিধবা বিবাহ সম্পর্কে রচনা প্রকাশ করেছিলেন। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ-এর উর্দুর তুলনামূলক মান নির্ধারণে কিছু অসংযত শব্দও ব্যবহাব করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় প্রশাসনের সমালোচনা করায় জনৈক সম্পাদককে আটক এবং জনৈক তহশীলদারকে অপমান করায় আর একজন সম্পাদককে দু'মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বার্ষিক বিবরণীতে উভয়ের কাজের নিন্দা করে বলা হয় যে, তারা *"সম্পাদকের আসনের অপব্যবহার"* করেছেন।

সরকারি আনুকূল্য না পেলেও পাঞ্জাবের সংবাদপত্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সংবাদপত্রের তুলনায় কোনো অংশেই খারাপ ছিল না। রঞ্জিৎ সিং-এর শাসনকালে, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে মিশনারিরা লুধিয়ানায় একটি ছাপাখানা বসান, গুরমুখী হরফ তৈরি করেন; এবং পাঞ্জাব থেকে প্রথম দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সময়ে অসমিয়া, উড়িয়া, মালয়ালম, কন্নড়া প্রভৃতি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। রেভারেন্ড লঙের মতে, জাতীয়-সচেতনতা, রাজনৈতিক জাগরণ এবং ধর্ম-সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে প্রগতিশীল চিন্তা একই সঙ্গে ভারতের সর্বত্র, সকল প্রদেশে, একইভাবে, সমাজ ও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে, কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি।

বোম্বাই থেকে

১৮৩০ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই থেকে মোট সাতটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি বেশিদিন টেকেনি। অধিকাংশই অল্পদিনের পর বন্ধ হয়ে যায়।

মারাঠি সংবাদপত্র বর্ধিত কলেবর না হলেও, সিপাহি বিদ্রোহের সময় উল্লেখ্য ভূমিকা নেয়। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ বাল শাস্ত্রী জাম্ভেকার মারাঠি সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেছিলেন একটি ইঙ্গ-মারাঠি পাক্ষিক পত্রিকা দিয়ে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারাঠি ভাষায় মাসিক 'দিগ্‌দর্শণ' প্রকাশ করেন। এ ছাড়া 'প্রভাকর' (সা. ১৮৪১) এবং 'উপদেশ চন্দ্রিকা' (মা. ১৮৪৪)— এই দুটি পত্রিকার প্রকাশ ও উন্নয়নেও তিনি সহযোগিতা করেন। 'প্রভাকর'-এর সম্পাদক গোবিন্দ বিঠল কুন্তে স্বাধীনচেতা সাংবাদিক হিসেবে কৃতিত্ব দেখান। এটি ছিল সংস্কারপন্থী কাগজ। এতে সর্দার গোপালরাও হরি দেশমুখ নিয়মিত লিখতেন। মোরাভাত দান্ডেকর-এর সম্পাদনায় 'উপদেশ চন্দ্রিকা' মিশনারিদের প্রচারের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য সদা সরব ছিল। এরা উভয়েই জাম্ভেকার-এর ছাত্র ও অনুগত ছিলেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে মিশনারিরা প্রকাশ করেছিলেন তাদের ইঙ্গ-মারাঠী সাপ্তাহিক 'দ্যানোদয়' (Dnyanodaya)। বোম্বাই থেকে এ ছাড়া আরও কয়েকটি পত্রিকা এই সময়ে প্রকাশিত হয় : 'মুম্বাই আখ্‌বার' (সূর্যজী কৃষ্ণণজী। ১৮৪০); 'দ্যানসিন্ধু' (Dnyan Sindhu— সা. ১৮৪৩); 'দ্যান প্রকাশ' (সা. ১৮৪৯, ১৯০৪-এ দৈনিকে রূপান্তরিত হয়); 'বর্তমান দীপিকা' (সা. ১৮৫২); 'ধূমকেতু' (সা. ১৮৫৩)। পুণা থেকে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'বিচার লহরী' (পা.)। এদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার অহমিকা ছিল স্পষ্ট এবং সেই আলোক জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তারা ছিল সচেষ্ট।

পুরোপুরি বাণিজ্যিক প্রয়াস হিসেবে পার্শী সাংবাদিকরা গুজরাটি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ আরম্ভ করেছিলেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এই রকম পাঁচটি পত্রিকার প্রচলন ছিল। এবং এগুলি সাধারণত গড়ে এক বছর করে বেঁচেছিল। দু'টি কাগজ— 'মুম্বাইনা চাবুক' (১৮৩২) এবং 'দূরবীণ' (১৮৪০)— প্রায় ষোলো বছর জীবিত ছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে খুর্‌শেদজী কামা-র অর্থানুকূল্যে দাদাভাই নওরোজি প্রকাশ করেন 'রস্ত গফ্‌তর'। এই পত্রিকাটি বাণিজ্যিক প্রয়াস ছিল না। পার্শিদের মধ্যে সংস্কারচিন্তা জাগাবার জন্যেই মূলত এটি প্রকাশিত হয়। কামা 'স্ত্রীবোধ' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। ভারতে মহিলাদের জন্য এটাই প্রথম পত্রিকা। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে কারসোনদাস মূলজী প্রকাশ করেন 'সত্যপ্রকাশ'। 'সত্যপ্রকাশ'

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল এবং হিন্দুধর্ম সংস্কারের জন্য সচেষ্ট ছিল।

গুজরাট ভার্নাকুলার সোসাইটি ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে আহমেদাবাদ থেকে প্রকাশ করেন 'বর্তমান'। সম্পাদক ছিলেন অমরেশ্বর কুবরদাস। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে 'সামসের বাহাদুর' প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দু'টি কাগজই অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। আহমেদাবাদ থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা প্রথমে 'বিদ্যাবর্ধক মণ্ডলী' ও পরে ভার্নাকুলার সোসাইটির পরিচালনায় কয়েক বছর চলে। বিচার বিভাগের কর্মী স্যার আলেক্‌জান্দার ফর্‌বস্‌ আহমেদাবাদ ও সুরাটে সাংবাদিকতার অগ্রগতির জন্য এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'বর্তমান' প্রকাশের পিছনে তার যথেষ্ট হাত ছিল। 'বর্তমানে' প্রকাশিত সংবাদ ও মন্তব্যে বোম্বাই সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে ফর্‌বস্‌কে সুরাটে বদলি করে দেন। সেখান থেকে তিনি দ্বিসাপ্তাহিক 'সুরাট সমাচার' প্রকাশ করেন। কাগজটি বেশিদিন চলেনি। একই সময়ে সুরাট থেকে 'পারহজ্‌গর্‌' নামে আর একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হত, মাদক নিরোধ প্রচারকল্পে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত এইসব পত্রিকাগুলি প্রধানত সমাজসংস্কার, যথা ঃ বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি এবং শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি বিষয় নিয়েই লিখত। ১৮৩২ থেকে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বোম্বাই-এর সাংবাদিকতা জাম্ভেকার ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে, বোম্বাইয়ের প্রায় সবকটি গুজরাটি সংবাদপত্রই পার্শিদের মালিকানায় চলত। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তাই গুজরাটি কাগজগুলি ব্রিটিশ শাসককে সমর্থন করে। কিন্তু তারা ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রচারিত জাতি-বিদ্বেষের বিরোধিতা করেছিল।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মানেক্‌জি কুরসেৎজি স্রফ্‌কে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনাবাসিক সদস্য পদে নির্বাচিত করার কথা হলে 'বোম্বাই গেজেট' তার সমালোচনা ও নিন্দা করে। এর জন্য তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনা হয়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন ম্যালকম্‌কে অসম্মান করলে সম্পাদকের বিরুদ্ধে পুনরায় মানহানির মামলা আনা হয় এবং সম্পাদকের জেল ও জরিমানা হয়। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানদের সমর্থনপূর্বক দু'জন পারসির কথোপকথন ছেপে পারসি-পাঠকদের কাছে অপ্রিয় হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে স্রফ্‌ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার সদস্য নির্বাচিত হন। এরও প্রতিবাদ করে 'বোম্বাই গেজেট'। এই সমস্ত ঘটনার জন্য ক্রমে 'বোম্বাই গেজেট'-এর জীবনে চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বোম্বাইয়ে চারটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রচারিত ছিল। এইসব সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ভরানো খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। 'জেন্টেল্‌ম্যান্স গেজেট'-এর সম্পাদক পালকি করে অফিসে-অফিসে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করতেন।

এবং তাঁকে প্রায়ই একদিনের প্রকাশিত সংবাদের ত্রুটি-সংশোধন পরদিনই ছাপতে হত। ওই সময়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ অন্যতম যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হত। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'বোম্বাই টাইমস্'; বোম্বাই গেজেট পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল ঃ 'বোম্বাই গেজেটে'র সম্পাদক 'পিস অব্ জাস্টিস', সুতরাং বহু গোপন তথ্য তিনি সহজে সংগ্রহ করতে পারেন। অন্যান্য সম্পাদকদের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। 'ইনাম কমিশনে'র কার্যকলাপ সম্পর্কে খবরাখবর রবার্ট নাইট নিয়মিত পেতেন এবং তিনি সেগুলি সদ্‌ব্যবহারও করতেন। যাই হোক, সকল সম্পাদকই যাতে সহজে সরকারি সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন সেজন্য ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে সরকারি উদ্যোগে 'এডিটরস রুম' বা 'তথ্য সংগ্রহকক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হয়—বোম্বাই মহাকরণে। সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা সেখানে গিয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি, সংবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করতেন এবং প্রয়োজনবোধে সরকারি নথিপত্র দেখতেন। নৌ বিভাগের একটি কক্ষেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। সেখানে বিভাগীয় প্রধানের উপস্থিতিতে সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ এসে সদ্য-পৌঁছনো ইংরাজি সংবাদপত্র থেকে টাটকা খবর নকল ও সংগ্রহ করতেন।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সচিত্র সংবাদপত্র 'চিত্রজ্ঞান দর্পণ' প্রকাশিত হয় বোম্বাই থেকে। এই পত্রিকায় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পয়গম্বর মহম্মদের একটি ছবি ছাপাকে কেন্দ্র করে বোম্বাইয়ে সাংঘাতিক রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অবশ্য নাটক, ক্রীড়া, প্রভৃতি বিশেষ সংবাদের সঙ্গে কিছু স্কেচ ছাপা আরম্ভ হয়েছিল। এবং ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে টেলিগ্রাফ' ও 'ক্যুরিয়ার'-এ লিথো ছবি ছাপা শুরু হয়েছিল।

মাদ্রাজ থেকে

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয় 'নেটিভ হেরাল্ড'— সম্ভবত মিশনারিদের উদ্যোগে। ১৮৫০-এ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা 'ক্রিশেন্ট' পত্রিকা প্রকাশ করেন। অচিরেই এটি বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে প্রকাশিত হয় 'নেটিভ পাবলিক ওপিনিয়ন'— স্যার টি মাধবরাও, দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও ও রঙ্গনাথ মুদলিয়র-এর উদ্যোগে। মাদ্রাজের সংবাদপত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এস নটরাজন লিখেছেন ঃ

এই সময়ে মাদ্রাজে দু'টি সাপ্তাহিক, এবং তামিল, তেলেগু, ফারসী ও ফারসী-ইংরাজী

(দ্বিভাষিক) ভাষায় একটি করে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সবগুলিই কিছুটা শিক্ষা ও কিছুটা রাজনৈতিক কারণে সরকারী অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হতো।

মোহিত মৈত্র লিখছেন ঃ

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একটি তামিল সংবাদপত্র এবং একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলি সরকারী অর্থানুকূল্যে ও মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত হতো। ফলে সামাজিক বিতর্ক, রাজনৈতিক আলোচনা, সব পত্রিকায় প্রকাশিত হতো না। এমন কি, ইংরাজী কাগজগুলিও এমন কোন লেখা প্রকাশ করতো না যাতে সরকার অসন্তুষ্ট হতে পারে।

এই সময়কার সংবাদপত্র সম্পর্কে রেভারেন্ড লঙ তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন ঃ

সংবাদপত্রগুলির ভাষা ছিল মার্জিত। আইন ঠিকমতো কাজ না করলে, কোন বিরোধ দেখা দিলে, সংবাদপত্রগুলি সেই সব ত্রুটি সংশোধনের দাবী জানাতো। সতীদাহ, জাতিবিদ্বেষ, বিধবা বিবাহ, কুলীনদের বহু বিবাহ প্রথা, প্রভৃতি বিষয়ই ছিল মুখ্য আলোচ্য এবং ঐ সব বিষয়ের রচনায় যুক্তি ও উন্নতমানের দক্ষতার পরিচয় বিদ্যমান থাকতো। বিদেশী ভাষাকে আদালতের ভাষা করার বিরোধিতা তারা বরাবরই করেছে। ... প্রত্যেকটি কাগজে দেশীয় ভাষাই প্রধান্য পেত। ইতিহাস, জীবনী, প্রাকৃতিক দর্শন, নীতি প্রভৃতি বিষয়ের বহু মূল্যবান ইংরাজী রচনা সংগ্রহ করে তার অনুবাদ ছাপা হতো। কাবুল ও পাঞ্জাব যুদ্ধের সময় সেখানে অনেক সংবাদপত্রই তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল এবং ঘটনাবলীর অগ্রগতির সঠিক সংবাদ-সংগ্রহ করে ছাপতো।...প্রচারিত সংবাদপত্রের সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু তাদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট; প্রতিটি কাগজ পিছু অন্ততঃ দশজন করে পাঠক ছিল। এইভাবে অন্ততঃ ৩০ হাজার লোক সংবাদপত্র পড়তো এবং তাদের মাধ্যমে মুখে মুখে দূর গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারা সরকারী ব্যবস্থা ও সে সম্পর্কে পত্রিকাসমূহের অভিমতের কথা জানতে পারতো। ইংরেজ সম্পাদকরা দেশীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোন অসম্মানজনক মন্তব্য করলে তার অনুবাদও ছাপা হতো। সেগুলি পড়ে ও জেনে দেশীয় ব্যক্তিরা ইউরোপীয়দের প্রতি বিরূপ ও বিক্ষুব্ধ হতো।

পাশাপাশি দেখা যায় ইংরেজ সম্পাদিত ও ইংরাজ-মালিকানায় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির ভাষা ছিল অমার্জিত, অশালীন ও অপমানজনক এবং প্ররোচনামূলক।

হাতে-লেখা সংবাদপত্র

মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচার সত্ত্বেও, তার পাশাপাশি হাতে-লেখা সংবাদপত্রও প্রচারিত হত। সেগুলি ইংরাজি ও ভারতীয় ভাষাসমূহে প্রকাশিত মুদ্রিত সংবাদপত্র অপেক্ষা

অনেক বেশি উগ্র ও হিংস্র ছিল। অথচ হাতে লেখা বলেই সেগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি তেমন ভাবে আকৃষ্ট হয়নি। এগুলি যত্রতত্র থেকে, হেটো-আলোচনা থেকে সংবাদতথ্য সংগ্রহ করত এবং অদ্ভুত সব গুজব ছড়াত। এ সম্পর্কে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে মেকলে লিখেছেন ঃ

> ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্র অপেক্ষা হাতেলেখা সংবাদপত্রের প্রচার ছিল অনেক বেশী। ডাকযোগেই তিন হাজার কবে কাগজ বিলি হতো।

স্লিম্যান হিসাব দিয়েছেন ঃ

> ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার রাজা প্রায় ৬৫ জন সংবাদ লেখককে মাসিক ৩,১৯৪ টাকা মাহিনা দিয়ে কাজে নিযুক্ত রেখেছিলেন।

বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকার ওই সব হাতে-লেখা সংবাদপত্র সম্পর্কে সতর্ক ও সাবধান হন। তাই দেখা যায় ক্যানিংয়ের দমন-নীতিতে ছাপানো পত্রিকার সঙ্গে হাতে-লেখা সংবাদপত্রের কথাও উল্লেখিত হয়েছিল। এর পরের একটা ঘটনায় জানা যায়, জনৈক ব্যবসায়ী তার বাণিজ্যিকপত্রে রাজনৈতিক সংবাদ উল্লেখ করায় বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় । ১৮৫৭-১৯০০

দমননীতি

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তারের দ্রুতগতি কার্যসূচি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনমানসে অশান্তি ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। তারই সূত্র ধরে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সেই সব ক্ষোভ ছোটখাটো বিক্ষোভের আকারে আত্মপ্রকাশ করছিল। কিন্তু প্রতিকারহীন অশান্তির পুঞ্জীভূত আগ্নেয় উত্তাপ ফেটে পড়ল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে—মহাবিদ্রোহে। বছরের শুরুতেই মহাবিদ্রোহের প্রাথমিক স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল বাংলার ব্যারাকপুর ও বহরমপুরে। এবং ১০ই মে মিরাটে সিপাহিরা চরম আঘাত হানল প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘটিয়ে। ভারতে বৃটিশ শাসনের বনিয়াদ উঠল টলে।

২১শে মে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' হরিশচন্দ্র মুখার্জী লিখলেন ঃ

> বৃটিশ সবকার ভারতীয় জনগণের কত স্বল্প পরিমাণ সৌহার্দ্য এবং আস্থা অর্জনে যে সক্ষম হয়েছে তার প্রমাণ গত কয়েক সপ্তার ঘটনাবলী। ... সাম্প্রতিক বিদ্রোহ শুরু থেকেই দেশবাসীর সমর্থন পাচ্ছে। এমন একজনও ভারতীয়কে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি ভারতে বৃটিশ শাসন থেকে উদ্ভূত সকল অভিযোগ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম।

ত্বরিতে কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা গৃহীত হল। আর তারই অন্যতম অঙ্গ হিসেবে সংবাদপত্রের ওপর নেমে এল নিষ্ঠুর শাসনের শানিত খড়্গ। যদিও ওই বিদ্রোহের নেপথ্যে ভারতীয় সংবার্দপত্রের কোনো দায়িত্ব ছিল না। ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ১৩ জুন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে এক বছরের জন্য জারি করলেন সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ বা শাসন আইন। তাতে বলা হল ঃ

রাজানুমতি বিরহে কোন মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করিলে অথবা রাজাভিমত বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বা পুস্তক বিশেষে অভিপ্রায় বিকাশ করিলে ৫ হাজার টাকা দণ্ড, দুই বৎসরের অনধিক কারাবাস করিতে হইবেক।

ক্যানিংয়ের এই আইন "১৮৫৭ সালের ১৫ আইন" নামে খ্যাত।

বিদ্রোহ দমন হল। সামরিক আইনের আড়ালে বিচারের নামে চলল ব্যাপক হারে মানুষ খুন। ব্রিটিশ সৈন্যরা বহু গ্রাম ভস্মীভূত করল। একই সময়ে ইংরাজ মালিকানার সংবাদপত্রসমূহের কণ্ঠে ধ্বনিত হল প্রতিহিংসার সুর। একসাথে সোচ্চার হল প্রতিশোধের দাবি। তারা রক্তের বদলে রক্তের দাবিতে চিৎকার করতে থাকল। হরিশচন্দ্র মুখার্জী ইংরাজ মালিকানার সংবাদপত্রের ওই আক্রোশের তীব্র নিন্দা করে ২৫ আগস্টের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' লিখলেন ঃ

জাতি জেগে উঠেছে। বিপ্লবের জন্য সম্পূর্ণভাবেই প্রস্তুত।

কঠোর শাসননীতির আওতার মধ্যে থেকেও 'জাতি', 'বিপ্লব' প্রভৃতি শব্দ ওই সময়ের কোনো দেশীয় সংবাদপত্রে ব্যবহার লক্ষণীয়। এবং এইভাবে ব্রিটিশ সরকার ও ইউরোপীয়দের মিথ্যাচারের ওপর আঘাত হানা কম সাহসের কথা নয়। শুধু তাই নয়, ইংরাজ মালিকানার সংবাদপত্রের রক্তলোলুপতার নিন্দার সঙ্গে তিনি 'সামরিক আইন'কে 'আইনের প্রহসন' আখ্যা দিতেও পিছপা হলেন না।

দমন আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারতে সংবাদপত্রের অগ্রগতি সাময়িকভাবে ব্যাহত হল। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হল উর্দু সংবাদপত্র। অনেকগুলি বিভিন্ন ভাষার দেশীয় সংবাদপত্রের ওপর শাসনদণ্ডও আরোপিত হল। কেবল যেসব কাগজের ইংরাজ-সম্পাদক সরকারকে সমর্থন করবে এই মর্মে নিশ্চয়তা দেয় তাদেরকে ক্ষমা করা হল। নতুন আইনের বলে একমাত্র ইংরাজি কাগজ 'বেঙ্গল হরকরা'র লাইসেন্সই বাতিল হয়ে গেল। বহু বাংলা সংবাদপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হল। নতুন দমন আইন অনুসারে সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আনিত মামলার প্রথম শুনানি হল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন। আদালতে প্রথম মামলা উঠলো ফারসি সংবাদপত্র 'দূরবীন', 'সুলতান-উল্-আখবার্' এবং ত্রিভাষিক (বাংলা, হিন্দি, ফারসি) দৈনিক 'সমাচার সুধাবর্ষণ'-এর বিরুদ্ধে। 'দূরবীন' ও 'সুলতান-উল্-আখবার্'-এ বিদ্রোহী সৈন্যদের ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল। 'সমাচার সুধাবর্ষণ'-এ নিয়মিতভাবে ছাপা হত বিদ্রোহের খবর। তাই সরকার ১২ জুন সম্পাদক শ্যামানন্দ সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিচার চালাবার সিদ্ধান্ত নিল এবং তড়িঘড়ি ১৩ জুন আইন প্রবর্তন করল। পারসি সম্পাদক ক্ষমা চেয়ে অভিযোগমুক্ত হলেন। 'সমাচার সুধাবর্ষণে'র সম্পাদক শ্যামানন্দ সেন সাহসের সঙ্গে

মামলা চালালেন এবং শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটি নির্দোষ প্রমাণিত হল। কিন্তু সংবাদপত্র তিনটিই পরে বন্ধ হয়ে যায়। এই আইন অনুসারে 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডয়া'কে সাবধান করে দেওয়া হল। 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সারে'র সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঝামেলা এড়াবার জন্য তাঁর কাগজ বন্ধ করে দিলেন। রংপুরের 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ'র প্রকাশও বন্ধ হয়ে গেল। 'গুলসান্-ই-নৌবাহার'-এর ছাপাখানা আটক করা হল। কিন্তু এত সব করেও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ সম্পূর্ণভাবে সফল হল না। শুধু তাই নয়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'বোম্বাই সমাচার', 'জাম্-ই-জামসেদ', 'রস্ত্ গফ্তর' প্রভৃতি কাগজ ক্যানিংয়ের দমন আইনের বিরোধিতাও করতে থাকল। অপরদিকে নীলকরদের মালিকানায় পরিচালিত 'ইংলিশম্যানে'র বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না। 'বোম্বাই টাইমসে'র সম্পাদক ডঃ জর্জ বুইস্ট তাঁর পত্রিকায় প্রতিহিংসা এবং রক্তের বদলে রক্তের দাবি জানিয়ে প্রবন্ধ লিখলেও তার বিরুদ্ধে ক্যানিং-সরকার কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করলেন না। পত্রিকার জনৈক ভারতীয় অংশীদার বুইস্টের এই কাজের প্রতিবাদ করে এই রকম প্রবন্ধ লিখতে নিষেধ করলেন। বুইস্ট তাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে তাঁকে সম্পাদক পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের সমস্ত কর্তৃত্বভার ইংল্যান্ডের রানি সরাসরি নিয়ে নিলেন। এবং রানির ঘোষণায় ভারতীয়দের সামনে এক নতুন আশার আলো তুলে ধরা হল, যদিও পরবর্তীকালে সেই আলো উদ্ভাসিত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

অতঃপর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন ক্যানিং প্রবর্তিত '১৮৫৭-র ১৫ আইন' প্রত্যাহৃত হল। ১৫ জুন 'সংবাদ প্রভাকর' লিখল ঃ

> আমারদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল বাহাদুর বিগত ইংরাজী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন দিবসাবধি ১৮৫৮ খ্রীষ্টব্দের ১৩ জুন তারিখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করেন, আমরা সেই অবধি যে প্রকার সাবধান এবং বিহিত বিবেচনাসহকারে মানে২ সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, তাহা গুণগ্রাহক পাঠক মহাশয়েরা বিশেষরূপে অবগত আছেন, এক্ষণে ছাপাখানার স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গেল।

সিডিশান অ্যাক্ট

মহাবিদ্রোহের পর ক্যানিং সাময়িকভাবে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মহল স্থায়ীভাবে সংবাদপত্র দমনের পক্ষপাতী ছিলেন না। অথচ তাদের সেই শুভেচ্ছা এবং সংবাদপত্রের নিষ্কন্টক স্বাধীনতা বেশিদিন স্থায়ী হওয়ার

সুযোগ পায়নি। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ১৮৬০-এ প্রবর্তিত 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড'-এ কুখ্যাত 'রাজদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ' ধারা (সিডিশান অ্যাক্ট) সংযোজিত হয়।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে মেকলে 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড্'-এর খসড়া তৈরির সময় তাতে 'সিডিশান' ধারার উল্লেখ করেছিলেন। সেই খসড়া ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সংশোধন করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড্ প্রবর্তনের সময় 'সিডিশান' ধারাটি পুরোপুরিভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়। পরিবর্তে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের সঙ্গে সরকারের সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয় নিয়ে ব্রিটিশ সরকার সবসময়ই চিন্তান্বিত ছিলেন। বিশেষ করে এই পর্বে, যখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি দিক থেকে বাংলা তথা ভারতের জনমত সুনির্দিষ্টভাবে সংগঠিত হতে চলেছে এবং ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহও জাতীয় সচেতনতা ও স্বাধীনতার জন্য ক্রমান্বয়ে সোচ্চার হয়ে উঠছে—তখন বিষয়টি রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে বিবেচনা করা ছাড়া সরকারের দ্বিতীয় কোনো পথ ছিল না।

১৮৬৪-র জানুয়ারি মাসে স্যার জন লরেন্স ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। জনমতকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকারি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তার মাধ্যমে জনগণের কাছে সরকারি অভিমত ও বক্তব্য সরাসরিভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব তিনি করেন। সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। লরেন্সের পর ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেয়ো আসেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে। তিনিও লরেন্সের মতো একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবও বাতিল হয়ে যায়। অপরদিকে ওহাবি আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট অবস্থাকে আয়ত্তে আনার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে' পরিত্যক্ত 'সিডিশান' ধারা সংযোজনের মনস্থ করেন। জেমস ফিৎজ্‌জেমস স্টিফেন সিডিশানের একটি নতুন খসড়া তৈরি করলেন ঃ

> যে-ই সরকারের প্রতি অপ্রিয় মনোভাব সৃষ্টি করবে বা দেশবাসীকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে। সেই শাস্তি জরিমানা, জেল এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

অতঃপর ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে এই ধারা (১২৪ ক) পেনাল কোডে সংযোজিত হয়।

কিন্তু ধারাটি এমনভাবে রচিত হয়েছিল যে তাতে অনেক ত্রুটি ছিল। ফলে আইনজীবীরা এ ব্যাপারে বিশেষ খুশি হতে পারেননি। তার ওপর ১৮৭৩-এ দুর্ভিক্ষত্রাণনীতি নিয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক ও বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের মধ্যে মত-পার্থক্য ঘটে। ফলে 'সিডিশান' ধারার কার্যকারিতায়

দেখা দিল অচলাবস্থা। রবার্ট নাইট ক্যাম্পবেলকে সমর্থন করে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে অবিলম্বে খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ করার সুপারিশ করলেন। নর্থব্রুক সেই সুপারিশে কর্ণপাত মাত্র না করে স্যার রিচার্ড টেম্পলকে তার দুর্ভিক্ষ বিষয়ক নীতি কার্যকরী করতে নিয়োগ করলেন। ক্যাম্পবেল অবসর নিলেন। টেম্পল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের যোগাযোগ রাখা নিষেধ ঘোষণা করা হল। 'সিডিশান' আইন অনুসারে প্রথম মামলা দায়ের হয় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে—বাংলা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রক ও ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে। অপরাধ ঃ 'এজ অব্ কনসেন্ট' বিলের প্রচণ্ড বিরোধিতা। দ্বিতীয় মামলা রুজু হয় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'কেশরী'র সম্পাদক বাল গঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে। বিচারে তিলকের ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট

কিন্তু রাজদ্রোহ দমন আইনকে উপেক্ষা করেই ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি, বিশেষ করে কয়েকটি বাংলা সংবাদপত্র কঠোর ভাষায় সরকারের কাজের সমালোচনা ও বিরোধিতা করতে থাকায় সরকারি মহলে পুনরায় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন দেখা দিল। স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের সময় থেকেই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল। কেন-না, তাঁর সঙ্গে দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পর্ক মধুর ছিল না, যতটা ছিল ইউরোপীয় পত্রিকার সঙ্গে। বিশেষ করে 'হালিশহর পত্রিকা' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে কেন্দ্র করে সমস্যাটা বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল। ১৮৭৬-এর এপ্রিলে লর্ড লিটন এলেন ভাইসরয় হয়ে। তিনিও বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় পড়লেন। অপরদিকে ভারতের এবং ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষগণ নীতিগত-ভাবে সংবাদপত্র দমন বা নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। ফলে লিটন ভারতীয় সংবাদপত্র দমনের পথ ছেড়ে অন্যভাবে তাদের সুর বদলাবার চেষ্টায় মন দিলেন। ভারতীয় সংবাদপত্রে সংবাদাদি নিয়মিতভাবে পাঠাবার বন্দোবস্ত হল। সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য বা বিজ্ঞাপন-মূল্য দেওয়ারও ব্যবস্থা হল। তাতেও ঝামেলা এড়ানো গেল না। ১৮৭৭-এর মার্চ মাসে স্যার উইলিয়ম হান্টারের সহযোগিতায় প্রেস কমিশন গঠিত হল। এবং শেষ পর্যন্ত, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র, বিশেষ করে 'হালিশহর পত্রিকা' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে অবিলম্বে কঠোর হাতে দমন করার জন্য 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রবর্তিত হল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই কৌশলটি ধরতে পেরে তৎক্ষণাৎ ইংরাজি পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।

'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' ভারতে কঠোর ভাবে নিন্দিত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও গ্লাডস্টোন এই আইনের নিন্দা করেন। এই আইনের বিরোধিতা করে কলকাতায় এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী 'বেঙ্গলী' পত্রিকা কিনে সাংবাদিকতায়ও আত্মনিয়োগ এবং 'নেটিভ প্রেস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। বিরোধিতা চলতে থাকে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে গ্লাডস্টোন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসেন লর্ড রিপন। ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই ঘটনা শুভ সূচনা করল। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রত্যাহৃত হল। 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রবর্তিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এবং তার ফলে জাতীয় আন্দোলন আরও জোরদার ও সংহত হয়ে উঠেছিল।

ইলবার্ট বিল

রিপনের সময়ে, তাঁর পরিষদের আইন-সদস্য স্যার কার্টনি ইলবার্ট ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন বিল আনলেন। বিলটি 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত। এর ঠিক পূর্ববর্তী কয়েকটি ঘটনা যেমন, মহীশূরের রাজাকে তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ, আমদানি শুল্ক হ্রাস, কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য খসড়া পরিকল্পনা রচনা, স্বায়ত্ত-শাসনে স্থানীয় ব্যক্তিদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি—স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইংরেজদের মনে প্রবল বিরূপতা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। তার সঙ্গে 'ইলবার্ট বিল' যোগ হওয়ায় তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সেই সময়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারকদের ক্ষমতা বিষয়ে কিছু পক্ষপাতিত্ব ছিল। দেশীয় বিচারকেরা কখনোই, বিশেষত গ্রমাঞ্চলে ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারতেন না। এই বিলে সেই ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে দেশীয় হাকিম ও জজদের ইউরোপীয়দেরও বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই বিল আনয়নের জন্য ক্ষুব্ধ উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী এবং ইউরোপীয় বণিক সমাজ লর্ড রিপনকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করলেন। সিমলা থেকে ফেরার পর কলকাতায় রাজভবনের প্রবেশ পথে তাঁকে অপমান করা হল। তাঁকে ইলোপ করে জাহাজে চড়িয়ে ইংল্যান্ডে তাড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রও করা হয়। এমনকী তাঁকে নানা রকম হুমকিও দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে, ইউরোপীয়দের বিচার করার সময় দেশীয় জজ বা হাকিম অবশ্যই তাঁর জুরিদের মধ্যে ৫০ শতাংশ ইউরোপীয়কে রাখবেন। এবং এই ভাবেই ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বিলটি আইনে পরিণত ও প্রবর্তিত হয়।

'ইংলিসম্যান' প্রচণ্ডভাবে এই বিলের বিরোধিতা করে। বিরোধী ইউরোপীয়রা

১৮৮৩-র ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার টাউন হলে এক সভা করে রিপন-সরকার ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য বিষোদ্গার করে। অপরদিকে 'স্টেটসম্যান' এবং 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' বিলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তাকে সমর্থন জানায়। এই ঘটনা ভারতীয়দের কাছে রিপনের জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই তাঁর বিদায়কালে ভারতবাসীরা তাঁকে বিদায়সংবর্ধনা জানায়। কলকাতা ও বোম্বাইয়ে এই উপলক্ষে কয়েকটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানও হয়। অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম এই ঘটনাকে অভিনন্দিত করে 'পাইওনীয়ারে' একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে লেখক হিসেবে অবশ্য কারোরই নাম ছাপা হয়নি। এই বিল-কেন্দ্রিক আন্দোলন সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে নতুন সৃষ্টির ইন্ধন যোগায়। একই সময়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ সরকারের (রিপনের ন্যায়) অসহায় অবস্থা ভারতবাসীর সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলেই ভারতীয়রা নিজেদের ঐক্য ও জাতীয় সচেতনতাকে নিবিড় ও সংহত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধি ও উক্ত ঘটনা থেকে তারা নতুন পথের সন্ধান পান। ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময়েই (১৮৮৩) সুরেন্দ্রনাথের বিচারকে কেন্দ্র করে যুবসমাজে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়; কলকাতা তথা সমগ্র বাংলায় বৃহৎ রাজনৈতিক বিক্ষোভও প্রদর্শিত হয়। জেল থেকে বেরিয়ে ১৮৮৩-র ২৮শে ডিসেম্বর সুরেন্দ্রনাথ কলকাতায় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। আনন্দমোহন বসু এই ঘটনাকে *'জাতীয় সংসদের প্রথম পদক্ষেপ'* বলে অভিনন্দন জানান।

জাতীয় সংগ্রামের পথে

এমনি করে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন ও বিপ্লব কর্মের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, সরকার বিরোধী কার্যকলাপও বৃদ্ধি পায়। শঙ্কিত হয়ে ওঠেন ইংরাজ-সরকার। এইসব কার্যাবলির ইন্ধন যোগাচ্ছে ভারতীয় সংবাদপত্র। অতএব সংবাদপত্রগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্যে আরও শক্তিশালী আইন চাই, ক্ষমতা চাই। তাই ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'রাজদ্রোহ-আইন' সংশোধিত হল। সংযোজিত হল দুটি নতুন ধারা। নতুন 'ডাকঘর আইন'ও প্রবর্তিত হল ঃ প্রয়োজন মনে করলে, মনে কোনো সন্দেহ জাগলে ডাক-কর্তৃপক্ষ যে কোনো চিঠি খুলে পড়তে ও আটক করতে পারবেন। এর আগেই 'টেলিগ্রাফ আইন' চালু করা হয়েছিল। তাতে সংবাদপত্রের জন্য প্রেরিত টেলিগ্রাম-সংবাদ পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। এই সকল ঘটনা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে পুনরায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। জনমতের বিরোধিতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার বিরুদ্ধে দেশজোড়া ব্যাপক গণআন্দোলন দেখা দেয়। কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত

ঐতিহাসিক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারের এই দমননীতির বিরোধিতা করে 'কণ্ঠরোধ' নিবন্ধ পাঠ করেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট ও হরিশচন্দ্র মুখার্জী

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জী ছিলেন নির্ভীক, বলিষ্ঠ এবং আপসহীন। অন্যায়ের বিরোধিতা ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম। প্রখ্যাত সাংবাদিক জি পরমেশ্বর পিল্লাই তাঁকে *'ভারতের প্রথম সার্থক সাংবাদিক'* বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করার জন্য নির্মমভাবে বিদ্রোহী সাঁওতালদের হত্যা করা হলে কঠোর ভাষায় হরিশচন্দ্র তার প্রতিবাদ করেন। ইলবার্ট বিলে গ্রাম্য আদালতের এক্তিয়ার-এলাকা বিস্তৃত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নীলকর সাহেবরা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করলে, তাদের ঘৃণ্য মানসিকতার নিন্দা করতেও তিনি পিছপা হননি। তিনি সব সময় জনগণের পক্ষ নিয়ে, জনগণের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই তাঁর পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনা করতেন।

পেট্রিয়টে নিয়মিত প্রকাশিত হত ঃ ডাক মারফত পাওয়া বিদেশি সংবাদের ওপর মন্তব্য; অন্যান্য ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাশিয়া, পারস্য ও চিনের ঘটনাবলির সংবাদের সারাংশ, সেই সঙ্গে পুরোপুরি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ওই সব ঘটনাবলির বিশ্লেষণ ও তার ওপর মন্তব্য। প্রতি সপ্তাহে বাণিজ্য-সংবাদও ছাপা হত। কোনো অবস্থাতেই তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হতে দিতে রাজি ছিলেন না। নাগপুর, ঝাঁসি ও অযোধ্যা সম্পর্কে ডালহৌসির নীতির তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ দমন হওয়ার পর, ব্রিটেনের রানি ভারতের শাসনভার সরাসরিভাবে নিয়ে, ভারতবাসীকে যে নতুন আশার বাণী শুনিয়েছিলেন, হরিশ মুখার্জী প্রথম থেকেই তাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। পেট্রিয়টের পাতায় নির্দ্বিধায় লিখেছিলেন ঃ

> বারংবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বৃটিশ সরকার এদেশে যে নজির সৃষ্টি করেছেন, তাতে রাণীর বর্তমান ঘোষণা যতই শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হোক না কেন, তাকে এক মনে বিশ্বাস করা ভারতীয় জনগণের পক্ষে সম্ভব নয়— যতক্ষণ না সততার সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের প্রাথমিক সংহত প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। এই ঘোষণা স্বয়ং রাণীর মুখনিঃসৃত হলেও এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা কোথায়?

এদেশে জনমত গড়ার ঊষা লগ্নেই হরিশ মুখার্জীর সাংবাদিক লেখনী ছিল চ্যালেঞ্জে বলিষ্ঠ। নীলকরদের অপকর্মের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে তিনি কৃষকদের

ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টায় ছিলেন সদা জাগ্রত। নিজের সম্পাদকীয় নিবন্ধের শক্তি সম্বন্ধে ছিলেন সচেতন। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের অগ্রগতির সম্ভাবনাকে দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। সেই সুযোগগুলিকে কাজে লাগাতে তিনি বিলম্ব করেননি। ১৮৫৮-র ২৯ জুলাইয়ের পেট্রিয়টে তিনি লিখেছিলেন ঃ

> বাঙলা দেশে বর্তমানে নীলচাষ ব্যবস্থা যে ভাবে চালু আছে, তা নিঃসন্দেহে শোষণ ও ঠক্‌বাজনীতি।

হিন্দু পেট্রিয়টের পাতায় নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার সম্পর্কে বহু সংবাদ ও রচনা প্রকাশিত হয়। সেগুলি একত্রে মুদ্রিত হলে, নীলকর অত্যাচারের জ্বলন্ত ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যাবে। শিশিরকুমার ঘোষ লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ যোগেশচন্দ্র বাগলের সম্পাদনায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে সেই গ্রন্থ প্রায় দুষ্প্রাপ্য। সেই সব সংবাদ ও প্রবন্ধ লিখতেন গ্রামবাংলার কয়েকজন তরুণ সাংবাদিক। তাদের মধ্যে ছিলেন ঃ যশোহরের শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগরের মনমোহন ঘোষ (প্রথম ভারতীয় আইনজীবী, ব্যারিস্টার), কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ও মথুরানাথ মৈত্র এবং আরও অনেকে। সমস্ত লেখা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণিকে অনুপ্রাণিত করে এবং তারা কৃষক-সংগ্রামে সক্রিয় সহানুভূতি জানাতে এগিয়ে আসেন। এইসব কারণে সরকার শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবার সুপারিশ করার জন্য নীল-কমিশন বসাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এইভাবে কঠোর পরিশ্রমের ফলে হরিশ মুখার্জীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং তিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন (মতান্তরে ১৪ জুন) মাত্র ৩৭ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে পেট্রিয়টে লেখেন ঃ

> দরিদ্রের বন্ধু, ধনীদের আতঙ্ক, জনগণের মুখপাত্র, দেশসেবক, সাহসী, সহৃদয়, রাজনীতির বলিষ্ঠ সংগ্রামীকে আমরা হারিয়েছি। আমাদের এই ক্ষতি বিরাট। যুগ যুগ সঞ্চিত অন্ধকার থেকে সবে আমরা আলোর মুখ দেখতে আরম্ভ করেছিলাম। বহু বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করে, ক্রমান্বয়ে গণ-সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমরা সবে মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীকারের মূল্য উপলব্ধি করছি।...এসব আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখার্জী।

জন ব্রুস নর্টন তাঁর 'দি রেবেলিয়ন ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> হিন্দু পেট্রিয়টে জনৈক দৃঢ়চেতা ব্রাহ্মণের লেখা প্রধান রচনার দিকে তাকালে, রচনাটি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার অপূর্ব সঠিকত্ব, ঘটনার বর্ণনায় নিখুঁত নিরপেক্ষতা এবং জনমানসের সার্থক প্রতিফলন—যা পৃথিবীর যে কোন সাংবাদিকতার বিচারে সেরা সম্মানের।

প্রতিহিংসা পরায়ণ নীলকর সাহেবদের রোষবহ্নি থেকে মৃত্যুর পরেও হরিশ মুখার্জী অব্যাহতি পাননি। আর্চিবল্ড হিল, জনৈক নীলকর, তাঁর মৃত্যুর পর ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে একটি মানহানির মামলা দায়ের করেন। তার অভিযোগ ছিল ঃ হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত একটা সংবাদে হিলের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, তিনি হরমণি নামে একটি গ্রাম্য বালিকাকে জোর কবে ধরে নিয়ে গিয়ে রাত্রে তার ঘরে আটকে রাখেন। মৃত হরিশ মুখার্জীর বিধবা পত্নীকে আলিপুর আদালতে এই মামলায় হাজির হতে বাধ্য করা হয়। তিনি শেষ পর্যন্ত এক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে হিলের সঙ্গে মামলাটি মিটিয়ে নেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত হরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন ঃ

> বর্তমানে জীবিত সকল মানুষের মধ্যে একমাত্র তিনিই দেশের শিক্ষিত সমাজের ওপর ব্যাপক ভাবে সব থেকে বেশী পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মন ও চিন্তার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু যথার্থ ক্ষতির।

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ভার প্রথমে নেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। পরে, ১৮৬১-র নভেম্বরে কাগজটির দায়িত্ব নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই। এবং কৃষ্ণদাস পালকে তিনি সম্পাদক নিয়োগ করেন। পরে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুরোধে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম থেকে (জানুয়ারি?) মাইকেল মধুসূদন দত্ত খুব অল্প দিনের জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদনা করেন। আর্থিক অসুবিধা এবং পরে বিলাত যাত্রার আয়োজন ও পারিবারিক কাজের জন্য তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদনার দায়িত্বভার ত্যাগ করেন (সম্ভবত ১৮৬২-র মার্চে)। ক্রমে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোশিয়েশনের মুখপত্রে পরিণত হয়। কৃষ্ণদাস মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত (১৮৮৪) পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্বন্ধে স্যার রিচার্ড টেম্পল লিখেছিলেন ঃ

> যে সব ভারতীয়র সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন সর্বাধিক ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। সার্মাগ্রিক ভাবে মাধব রাও-এর পবই তাঁর নাম করতে হয়।

পরবর্তীকালে পত্রিকাটি ক্রমান্বয়ে জনগণের ওপর তার প্রভাব হারিয়ে ফেলে এবং বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত থেকে স্তব্ধ হয়ে যায়।

উর্দু সংবাদপত্র

বাংলা এবং বোম্বাইয়ে ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রসমূহ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের উর্দু সংবাদপত্র মহাবিদ্রোহের ফলে কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে

যায়। পরে যখন আবার প্রকাশ শুরু হয়, সেই সময়ের অধিকাংশ সম্পাদকরাই ছিলেন হিন্দু। উর্দু সংবাদপত্রের ওপর থেকে দুর্যোগের কালো মেঘ কেটে যাওয়ার পর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমেদ সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন। তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলি অন্যান্যদের উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশে অনুপ্রেরণা যোগায়। ওই সব পত্রিকার অনেকগুলি ছিল বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক। উর্দু সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র লখনউ, দিল্লি, মিরাট এবং কানপুর ছিল--মহাবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ফলে রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়তো তাদের অসুবিধা (বা মনে ভয়) ছিল। অপরদিকে ইংরাজি ও বাংলা সংবাদপত্রের প্রভাবে কলকাতা থেকে ফারসি ও উর্দু সংবাদপত্র সরে যেতে বাধ্য হয়। কলকাতা থেকে উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশ করে উর্দু পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে ডাকব্যয়, যানবাহনের অনিশ্চয়তা এবং দূরত্বের বাধা ছিল প্রচুর। ফলে উর্দুর বদলে হিন্দি সংবাদপত্রের অগ্রগতি ঘটে। দিল্লি, মীরাট, আগ্রা, লখনউ, আলিগড় ও লাহোর থেকে বহুসংখ্যক সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক (উর্দু) সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এগুলি উর্দু পাঠকদের কাছে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে ওই সব পত্রিকার ভাষা ছিল যথেষ্ট নরম। কিন্তু জাতিগত পক্ষপাতিত্ব এবং প্রশাসনে ভারতবিরোধী মনোভাবের সমালোচনা করতে তারা দ্বিধা করত না। স্যার সৈয়দ আহমেদের সংস্কারবাদ সংবাদপত্রে মুসলমান গোঁড়ামিকে সোচ্চার করে তোলে। অধিকাংশ সংবাদপত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত। এই সময়কার কয়েকটি উল্লেখ্য উর্দু সংবাদপত্র : দিল্লি থেকে প্রকাশিত -- আখ্‌মল-উল্‌-আখ্‌বার, নাসির-উল্‌-আখ্‌বার, নুসরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার, নুসরাৎ-উল্‌-ইসলাম, মুফিদ-ই-হিন্দ্‌, খাইর-খাওয়া-ই-হিন্দ্‌, মের-ই- দরকষণ, সাফির-ই-হিন্দ্‌, রেখতি আখ্‌বার, আখ্‌বার-উন্‌-নিসা। লক্ষ্ণৌয়ের—আউধ-আখ্‌বার, ভারত পত্রিকা, কৌকাব-ই-হিন্দ, মরক্কা-ই-তেহজিব, আখ্‌বার-ই-তমন্নাই, আন্‌ওয়ার-উল্‌- আখ্‌বার, আউধ পাঞ্চ, মুস্‌হীর-ই-কাইজার। মীরাটের—আক্‌বার-ই-আলম, নাজমল আখ্‌বার, লরেন্স গেজেট, শাহনা-ই-হিন্দু। লাহোরের—পাঞ্জাবি আখ্‌বার, আখ্‌বার অন্‌জুমান-ই-পাঞ্জাব, আখ্‌বার-ই-আম, আফ্‌তাব্‌-ই-পাঞ্জাব, দিল্লি পাঞ্চ, রাফিক্‌-ই-হিন্দ্‌।

হিন্দি সংবাদপত্র

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দি সাংবাদিকতার গতি ছিল মন্থর। অধিকাংশ কাগজই ছিল সাপ্তাহিক। ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রচার করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতেন্দু

হরিশচন্দ্রের আগমনের পর হিন্দি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রথম বড় ধরনের বদল লক্ষিত হয়। হরিশচন্দ্র ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'কবি বচনম্ সুধা' প্রকাশ করেন। তার আগেই তিনি লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ইনি আরও দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন : 'হরিশচন্দ্র ম্যাগাজিন' (১৮৭৩) ও 'চন্দ্রিকা'। এই সময়ে অনেকগুলি হিন্দি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়, কিন্তু সেগুলি খুবই স্বল্পস্থায়ী ছিল। সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য : বালকৃষ্ণ ভট্টর রাজনীতি বিষয়ক 'হিন্দী প্রদীপ', 'ভারতমিত্র' এবং রামকৃষ্ণ বর্মার 'ভারত জীবন'। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে লন্ডন ও পরে কলকঙ্কর থেকে ইংরাজি, উর্দু ও হিন্দিতে 'হিন্দুস্তান' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় দৈনিক আকারে। পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্থানীয় রাজারা।

ইংরাজী সংবাদপত্র

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় 'পাইওনীয়ার'। 'পাইওনীয়ারে'র সঙ্গে সরকারের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সরকারি নীতি ও কার্যাবলি সম্পর্কিত আগাম-সংবাদ এতে প্রকাশিত হত। মূলত এটি ছিল ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র এবং যুক্তপ্রদেশের জমিদার শ্রেণির মুখপত্র। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে আগ্রার 'মুফস্বলাইট' (১৮৪৫), 'লাহোর ক্রনিক্ল' (১৮৪৬), 'পাঞ্জাব টাইমস্' এবং 'ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন' (১৮৬৬) একত্রিত হয়ে লাহোর থেকে 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট' নামে প্রকাশিত হয়। 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট'-এর প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন 'লাহোর ক্রনিক্ল'-এর পুরোনো কর্তারা এবং মদত জোগাত তরুণ সিভিলিয়ানরা। পত্রিকাটির সঙ্গে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ইংরেজ কবি কিপলিং যুক্ত ছিলেন। এটি ছিল আধা সরকারি মুখপত্র।

পাঞ্জাবে

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাঞ্জাবে সংবাদপত্রের তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। যে কয়টি পত্রিকা প্রকাশিত হত তা ছিল হিন্দিরই নামান্তর। রঞ্জিত সিংয়ের রাজত্বকালে লুধিয়ানায় ইংরাজ মিশনারিরা তাদের নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে গুরমুখী হরফ তৈরি করে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা প্রথম গুরমুখী সংবাদপত্র প্রকাশ করে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মুনশি হরিনারায়ণের সম্পাদনায় এবং ফিরায়ালালের ব্যবস্থাপনায় 'আখ্‌বার শ্রী দরবার সাহেব' প্রকাশিত হয়। কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে, পাঞ্জাবি সাংবাদিকতার সূত্রপাত ঘটে বাবা রাম সিং-এর উত্থানের এবং 'কুকা' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে অমৃতসরে 'সিং সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত প্রভাবিত হিন্দি তখনও সেখানে সোচ্চার। গুরমুখী ভাষায় লিথো মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত 'সুকাব্য সামোধিনী' এবং 'কবি চন্দ্রোদয়' ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পত্রিকা দুটির ভাষায় পাঞ্জাবি অপেক্ষা হিন্দিরও প্রভাব ছিল বেশি। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের সাহিত্য ও ধর্মীয় আন্দোলন আরম্ভ হলে লাহোর ও অমৃতসরে অনেকগুলি গুরমুখী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যাপক গুরমুখ সিং 'সিং সভা'র বক্তব্য প্রচারের জন্য এবং তার পক্ষে জনমত গঠনের প্রয়াসে কতকগুলি কাগজ প্রকাশ করেন ঃ 'গুরমুখী আখ্‌বার' (১৮৮০), 'খালসা আখ্‌বার' (১৮৮৫), 'খালসা গেজেট' এবং 'সুখারওয়াক'। তাঁর অনুগামী ছিলেন খ্যাতনামা লেখক গিয়ানি দিত সিং। সিং সভার উদ্যোগে পাঞ্জাবি ভাষার উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জন্য আরও কয়েকটি পত্রিকাও অমৃতসর ও লাহোর থেকে প্রকাশিত হয় ঃ 'খালসা প্রকাশ', 'গুরুমত প্রকাশ', 'সিং সভা গেজেট', 'খালসা সমাচার', 'বিদ্যারক', 'পাঞ্জাবী সুধারক', 'সুধর পত্রিকা', 'সুধাসাগর নির্গুনিয়ারা', 'ভারত সুধীর', 'ধর্ম পরচার', 'সুধ্বি পত্তর', 'অমর কুন্দ' এবং 'খালসা নওজোয়ান বাহাদুর'।

দক্ষিণ ভারতের সংবাদপত্রসমূহ

দক্ষিণ ভারতে কনুড়, তামিল, তেলেগু এবং মালয়ালম্ ভাষার সংবাদপত্রগুলি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মূলত মিশনারিদের দ্বারাই পরিচালিত হত। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তামিল সাপ্তাহিক 'স্বদেশীমিত্রণ' ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়াসে কে বীরসলিঙ্গম পানতুলু প্রকাশ করেন 'বিবেক বর্ধনি', তেলেগু সাপ্তাহিক। এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভেঙ্কটরত্নম্ পানতুলুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'অন্ধ্রভাষা সঞ্জিবনী'। নবগঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করার জন্য ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তেলেগু ভাষার প্রথম সংবাদ-সাপ্তাহিক 'অন্ধ্র প্রকাশিকা'।

সেই সময় কন্নড়-ভাষী ব্যক্তিরা দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিল। এবং দক্ষিণ ভারতে ভাষাগত সমস্যাটা একালে যেমন, সেই সময়েও তেমনি জটিল ছিল। ফলে কন্নড় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে বাধাও ছিল প্রচুর। যাই হোক, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের আগে একমাত্র মহীশূর থেকে ইংরাজি ও কন্নড় ভাষায় সংবাদপত্র

প্রকাশিত হয়েছিল। একেবারে প্রথমদিককার প্রয়াস হিসেবে বি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রকাশ করেছিলেন 'দেশভিমানি'। কিন্তু দেওয়ান স্যার কে শেষাদ্রি আয়ারের বিরোধিতা করায় পুলিশ পত্রিকার ছাপাখানা আটক করে এবং পত্রিকাটি উঠে যায়। এম ভেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া প্রকাশ করেন 'মাইশোর হেরাল্ড' এবং 'বৃত্তান্ত চিন্তামনী'। এম গোপাল আয়েঙ্গার ও এম শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার—দুই ভাই—প্রকাশ করেন 'মাইশোর স্ট্যাণ্ডার্ড' এবং 'নাড়গান্নাড়ি'। এই কাগজ চতুষ্টয় প্রথমে মহীশূর থেকে প্রকাশিত হয় এবং পরে বাঙ্গালোরে স্থানান্তরিত হয়।

মাদ্রাজের 'নেটিভ পাবলিক ওপিনিয়নে'র প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পর এ রামচন্দ্র আয়ারের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় 'মাদ্রাজী'। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে স্যার মুথুস্বামী আয়ার উচ্চ আদালতের জজ পদে নিযুক্ত হলে 'মাদ্রাজী' তার সমালোচনা করে। ফলে পাঠকদের আস্থা হারায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'মাদ্রাজ টাইমস্' এবং ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'মাদ্রাজ মেইল'।

সদ্য কলেজের গণ্ডি পেরোনো কয়েকজন যুবকের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয় ইংরাজি সাপ্তাহিক 'হিন্দু' ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সমাজ তাকে সানন্দে গ্রহণ করে। 'হিন্দু'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জি সুব্রাহ্মণ্য আয়ার, বীররাঘব চারী এবং তিনজন আইনের ছাত্র। পরবর্তীকালে এঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন ঃ সি করুণাকর মেনন, কে সুব্বা রাও এবং কে নটরাজন। জি সুব্রাহ্মণ্য আয়ারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং একনিষ্ঠ সম্পাদনায় অল্পদিনের মধ্যেই 'হিন্দু' ভারতীয় জনমতের প্রথম সারির সংবাদপত্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে সাপ্তাহিকের বদলে সপ্তাহে তিনবার করে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সুব্রহ্মণ্য আয়ার 'হিন্দু' থেকে বিদায় নিয়ে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন তামিলে 'স্বদেশমিত্রণ্'। 'হিন্দু'র প্রকাশ অব্যাহত রাখার জন্য বীররাঘব চারী একটি কোম্পানি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন, করুণাকর মেনন সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আত্মপ্রকাশের প্রথম থেকেই 'হিন্দু'কে 'মাদ্রাজ টাইম্স্' এবং 'মাদ্রাজ মেইলে'র সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাতে হচ্ছিল। যাই হোক, 'হিন্দু'র মধ্যে মার্জিত সাংবাদিকতার ছাপ ছিল স্পষ্ট। 'হিন্দু'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন তরুণ সাংবাদিকের হিন্দু-সংস্কারপন্থী মনোভাবের জন্য 'হিন্দু'কে বাণিজ্যিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। ফলে, ওই সব তরুণ সাংবাদিকরা 'হিন্দু' থেকে বেরিয়ে এসে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'ইণ্ডিয়ান সোসাল রিফরমার'। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি বোম্বাইতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ডে'র সুর ছিল উচ্চগ্রামে বাঁধা। ১৮৯২-এ কাগজটি জি পরমেশ্বরন্ পিল্লাই কিনে নেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১ বৎসর।

রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখার অপরাধে মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ইনি ত্রিবান্দ্রম মহারাজ কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ডে'র দায়িত্ব ভার নিয়ে তিনি কাগজটিকে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত করেন।

বোম্বাইয়ে

১৮৫৩ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারসোনদাস মুল্‌জী বোম্বাইয়ের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ছিলেন প্রধানতম ব্যক্তি। ১৮৭০ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত এই ভূমিকা নেন বোম্বাই 'প্রার্থনা সমাজে'র জনৈক হিন্দু সংস্কারপন্থী। এর পরেই এলেন বাহারাম মালবারী। ১৮৮৪ থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কেবল বোম্বাইয়ের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর অখণ্ড প্রভাব বিস্তৃত ছিল। সংস্কারবাদী ও রক্ষণশীল— উভয় সম্প্রদায়ের সাংবাদিকদের উৎসাহদাতা হিসেবে তিনি সাংবাদিকতায় এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন।

কারসোনদাস হিন্দুদের সামাজিক দুরবস্থার প্রতি ছিলেন সহানুভূতি-সম্পন্ন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পর তিনি বালিকাদের শিক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। মহাবিদ্রোহের সময় তিনি হিন্দু সমাজ সংস্কারার্থে একই সঙ্গে বহু সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন, সেই সঙ্গে নিজের পত্রিকা 'সত্যপ্রকাশ'ও সম্পাদনা করতে থাকেন। ওই সময়ে দেশের কতিপয় ধর্মীয় নেতার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে। পরিণতিতে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ওপর আক্রমণ চলে। সম্মানের পরিবর্তে লাঞ্ছনা ও নির্যাতনই তিনি মাথা পেতে নেন। হিন্দুদের রক্ষণশীলতা মালবারীকে বিশেষভাবেই বিচলিত করেছিল। সংস্কারের প্রয়োজনে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ছিল বাহুল্য মাত্র। জনগণের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক। মালবারী বাল্যবিবাহ রোধে দেশজোড়া জোরদার আন্দোলন আরম্ভ করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেই আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইংরেজি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করেন।

সিপাহি বিদ্রোহের পর 'বোম্বাই টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদক ডঃ জর্জ বুইস্ট ইংল্যাণ্ডে গিয়ে সেখানকার সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সোচ্চারিত দাবি জানান। তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কিন্তু পত্রিকার অন্যতম পারসি অংশীদার-মালিক বুইস্টকে তাঁর লেখার সুর বদলাবার এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার না করতে

নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অমান্য করলে, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'বোম্বাই টাইমসে'র সম্পাদক পদ থেকে ডঃ বুইস্টকে অপসৃত করে, রবার্ট নাইটকে ওই পদে নিয়োগ করা হয়।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বোম্বাইয়ের সাংবাদিকতার ওপর পারসি মালিকদের প্রভুত্ব খর্ব হতে শুরু করে। 'বোম্বাই গেজেটে'র মালিক নিজেই ছিলেন তার সম্পাদক। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটির মালিকানা তিনি একটি কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেন। এবং সেই সঙ্গে সম্পাদক পদও পরিত্যাগ করেন। লেখার বিষয় নিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলে 'স্যাটারডে রিভিউ'-র মালিকরাও তাদের মালিকানা স্বত্ব বিনামূল্যে সম্পাদক ম্যাকলিয়নের নিকট হস্তান্তরিত করেন। শর্ত হয় ঃ পত্রিকায় লিখিতভাবে স্পষ্ট ঘোষণা প্রকাশ করা হবে যে, পত্রিকার সঙ্গে ওই সব মালিকদের আর কোনো সংশ্রব নেই। ম্যাকলিয়ন ব্রিটিশ সরকারের একজন অন্ধ সমর্থক ছিলেন।

রবার্ট নাইট ও টাইমস অব্ ইন্ডিয়া

রবার্ট নাইট ভারতে আসেন 'কাটলার পামার অ্যাণ্ড কোম্পানী'র প্রতিনিধি হিসাবে। 'বোম্বাই টাইমসে' নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখে তিনি ইতিপূর্বেই কর্তৃক্ষের সুনজরে এসেছিলেন। বুইস্ট লন্ডনে ছুটিতে গেলে কর্তৃপক্ষ তাঁকেই অস্থায়ী সম্পাদক নিয়োগ করেছিলেন। পরে তিনিই স্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এবং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকার সর্বস্বত্ব কিনে নেন। তিনি 'বোম্বাই স্ট্যাণ্ডার্ড'ও সম্পাদনা কবতেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে নাইট 'বোম্বাই টাইমস্', 'বোম্বাই স্ট্যাণ্ডার্ড' এবং 'টেলিগ্রাফ'—পত্রিকা তিনটিকে একত্রিত করে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' নাম দেন।

লন্ডনের বিনিময়-মুদ্রা-হারে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'ই প্রথম টেলিগ্রাফে প্রেরিত সংবাদ ক্রয় শুরু করে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এর সাপ্তাহিক সংস্করণে প্রথম ছবি ছাপা হয় ঃ উদয়পুরের মহারাণার প্রতিকৃতি।

নাইট কাজের সুবিধার জন্য ম্যাথিয়াস মূল নামক জনৈক ব্যক্তিকে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র অন্যতম অংশীদার করে নিয়েছিলেন। লোকটি বিশেষ সুবিধার ছিলেন না। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে নাইট ইংল্যান্ডে যান—লন্ডনে ভারতীয়দের দাবি-দাওয়ার সমর্থনে ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। তাঁর অনুপস্থিতিতে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র অস্থায়ী সম্পাদক হিসেবে কাজ চালাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রেভারেন্ড ফ্রান্সিস জেল। বোম্বাইয়ের বিশপের সঙ্গে তাঁর বনিবনা না থাকায় বিশপ

তাঁর এই দায়িত্ব গ্রহণের বিরোধিতা করেন। ফলে ১৮৬৪-এর ডিসেম্বরে জেল তাঁর কর্ম ত্যাগ করেন। অতঃপর লন্ডন 'টাইমসে'র লুই জেনিংস কিছুদিনের জন্য 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরে সেখান থেকে নাইট উইলিয়াম মার্টিন উড্কে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক নিযুক্ত করে পাঠান। উড কার্যভার গ্রহণ করলে জেনিংস অবসর নেন। চার বছর পর নাইট পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে ম্যাথিয়াস মূল তাঁর বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনেন ঃ নাইট নাকি প্রকাশের আগেই 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র সংবাদ 'বেঙ্গল হরকরা'র মালিক উইলিয়ম সিম্স্কে চার হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছেন। ফলে বিরোধ শুরু হয়। অপরদিকে 'বোম্বাই গেজেট' 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাবার জন্যে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে জে এম ম্যাকলিয়নকে সম্পাদক নিয়োগ করেন। ১৮৮০ পর্যন্ত ম্যাকলিয়ন 'বোম্বাই গেজেট' সম্পাদনা করেন। নিঃসন্দেহে তিনি কৃতি সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ভারতীয়বিদ্বেষী, ঠিক নাইটের বিপরীত। সেই কারণে ম্যাকলিয়ন নাইটের ভারতীয-দরদী সকল লেখার কঠোর সমালোচনা করতেন। ম্যাকলিয়নের লেখার জোরও ছিল। এবং সরকারী পদস্থ কর্মচারী, অধ্যাপক এবং বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র সঙ্গেও সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বাস্তবিক পক্ষে ঐ সময়ে, যদিও পরস্পর বিরোধী, তথাপি 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' এবং 'বোম্বাই গেজেট' বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের এবং অন্যান্য সুধীজনের সহযোগিতায় সে সময়ের উন্নতমানের সংবাদপত্র হিসাবে সুপরিচিত ছিল। যাই হোক, ম্যাকলিয়নের বিরোধিতা, ম্যাথিয়াস মূলের অভিযোগ এবং 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' ও বোম্বাইয়ের সাংবাদিক জগৎ থেকে নাইটকে তাড়াবার ষড়যন্ত্র তাঁকে যথেষ্ট বিব্রত করে তোলে। অতঃপর তিনি মূলের কাছেই 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' বিক্রি করে দেন। (স্বাধীনতা লাভের পর 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র মালিকানা ক্রয় করেন শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া। তাঁরই মালিকানায় পত্রিকাটি এখনো প্রকাশিত হচ্ছে।) পরে নিজে প্রকাশ করেন 'বোম্বাই স্টেটসম্যান'। অল্পদিন পরে সেটিও তিনি বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় চলে যান। সেখানে তিনি প্রকাশ করেন মাসিক 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট'। বাংলা সরকারের কৃষি দপ্তরে আন্ডার সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন এবং ওই দপ্তর থেকে নিজের সম্পাদনায় সরকারি পত্রিকা 'এগ্রিকালচারাল গেজেট অব্ ইণ্ডিয়া' প্রকাশ করেন।

কিছুদিন পর সেখানেও বিরোধ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ সম্পর্কিত সরকারিনীতির সমালোচনা করে নাইট একই সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' ও 'এগ্রিকালচারাল গেজেট অব্ ইণ্ডিয়া'য় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বিরোধটা সেই নিয়েই। তারপরই সরকার

পুরোনো সেই নীতি পুনরায় ঘোষণা করলেন : *কোন সরকারী কর্মচারী কোন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবে না।* অতঃপর ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে নাইট সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

রবার্ট নাইট ও স্টেটসম্যান

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে তিনি প্রকাশ করলেন নিজস্ব সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যান'। সেপ্টেম্বর মাসে নাম বদলিয়ে করলেন শুধু 'স্টেটসম্যান'। তাঁর এই প্রচেষ্টায় তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য করলেন কলকাতার চব্বিশজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং পাইকপাড়া রাজ এস্টেটের নায়েব ত্রৈলোক্যনাথ চ্যাটার্জী। 'স্টেটসম্যান' নিয়ে তাঁকে প্রতিযোগিতা চালাতে হয় 'ইংলিশম্যান' এবং 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ'— কলকাতার এই দুই বিশিষ্ট সংবাদপত্রের সঙ্গে। ওই পত্রিকা দুটি তখন প্রতি সংখ্যা চার আনা দামে বিক্রি হত। নাইট 'স্টেটসম্যানে'র দাম ধার্য করলেন প্রতি সংখ্যা এক আনা। ১৮৭৫-এর এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশনারিদের 'ফ্রেণ্ডস অব্ ইণ্ডিয়া' কাগজটিও তিনি কেনেন ৩০ হাজার টাকায় এবং কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দুটি সংবাদপত্রকে একত্রিত করে একটি সংবাদপত্রে রূপান্তরিত করেন এবং নতুন নাম দেন 'স্টেটসম্যান অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'। প্রকাশের প্রথম থেকেই 'স্টেটসম্যান' পাঠক সমাজে স্থায়ী সমাদরের আসন পাকা করে নেয়। 'স্টেটসম্যানে'ই প্রথম রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্র ছাপা শুরু হয়।

ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নাইটের অবদান নানা দিক দি: স্মরণীয়। বোম্বাই এবং কলকাতায় বাসকালে জনগণের কাছে তিনি সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় সচেতনতা জাগাবার জন্যে তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট। ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া ও অধিকার সম্পর্কে ইঙ্গ-ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব সৃষ্টি করে অতীত ও ভবিষ্যতের ফারাকের মাঝখানে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করেছিলেন। সিল্ক বাকিংহামের মতো সরকারি ব্যক্তিদের মধ্যে সমালোচনার তাৎপর্য বোঝার মনোভাব তৈরির প্রয়াসী তিনিও ছিলেন। তিনিই প্রথম সাংবাদিক, যিনি মার্জিত মন্তব্য প্রকাশের পিছনে সরকারি বিজ্ঞাপনের গুরুত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজ-সাংবাদিকদের মধ্যে পেশাগত যোগ্যতার সঙ্গে সমাজকল্যাণ অভীপ্সার মিলন ঘটানোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি বিশ্বাস করতেন সাংবাদিক হিসেবে তাঁর ঋণ ভারতীয় জনগণের কাছে, ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে নয়। তিনি যখন প্রথম সাংবাদিকতা শুরু

করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল কুড়ির কোঠায়। 'স্টেটসম্যান' প্রকাশ করেন ৫০ বছর বয়সে, পাঁচ বছরের সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতা নিয়ে। সাংবাদিকতার জন্য জন ব্রাইট, ফসেট প্রমুখর ন্যায় খ্যাতিমান ব্রিটিশ প্রগতিবাদী নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

গুজরাতি সংবাদপত্র,
বাল গঙ্গাধর তিলক, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রমুখ

গুজরাতি সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য রচনার সাহিত্যমান বিষয়ে একগুঁয়েমি ছিল প্রবল। বিষয়বস্তু ছিল ঃ সমাজ ও ধর্ম। গুজরাটি সংবাদপত্র ছাপা হত বোম্বাইয়ের বাইরে, লিথো মুদ্রাযন্ত্রে।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'সুরাট মিত্র' প্রকাশিত হয়। পরে এর নাম বদলিয়ে হয় 'গুজরাট মিত্র', এবং আরও পরবর্তীকালে 'গুজরাট মিত্র অ্যাণ্ড গুজরাট দর্পণ'। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই থেকে রক্ষণশীলদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গুজরাটি'। ১৮৭৩-এ সুরাট থেকে প্রকাশিত হয় 'দেশমিত্র'। অন্যান্য গুজরাতি কাগজগুলি হল ঃ বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক 'কাইজার-ই-হিন্দ্' (১৮৮০), রাজকোটের 'কাথিয়াবাড় টাইমস্' (১৮৮৮), আহমেদাবাদের 'প্রজাবন্ধুজ' (পরবর্তীকালে 'গুজরাট সমাচার', ১৮৮৫) এবং বরোদার 'সয়াজী বিজয়' (১৮৯৫)।

বাল গঙ্গাধর তিলক এবং মহাদেব গোবিন্দ রানাডে মারাঠি সংবাদপত্র জগতে এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রার্থনা সমাজের নেতা কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ্গ এবং রাণাডে জনমত সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেন ইঙ্গ-মারাঠি পত্রিকা 'ইন্দু প্রকাশ'। প্রগতিশীল সমাজসংস্কার বিষয়ে 'ইন্দু প্রকাশ' বিশেষ ভূমিকা নেয়। শ্রীঅরবিন্দ 'ইন্দু প্রকাশে'ই তাঁর সাংবাদিকতার প্রথম রচনা প্রকাশ করেন। তিলক প্রথমদিকে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এঁদেরই অনুগামী ছিলেন। তাঁর কন্যার বয়স ১২ বছর না হলে বিয়ে দেবেন না বলে লিখিতভাবে প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন। পুনাতে অনুষ্ঠিত একটি চা-পান সভায়ও তিনি রানাডের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে কয়েকজন খ্রিস্টান মিশনারিও ছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই সময়ে যথেষ্ট সামাজিক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। তিলকের 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি'র বহু সদস্য এবং 'মারাঠি' ও 'কেশরী' পত্রিকাদ্বয়ের কর্মীরা প্রগতিবাদী শিবিরের লোক ছিলেন। তিলক তাঁর জনজীবনের প্রথম দিকে বোম্বাই ও পুণার বহু তরুণের মতো রানাডের মতবাদ ও

কার্যাবলির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দুই বিশিষ্ট নেতার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তবুও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি বরাবরই রাণাডের নীতি মেনে চলতেন।

এই সময়ে বাণিজ্যবিষয়ক পত্রিকাও প্রচলিত ছিল। এবং তা প্রধানত বোম্বাই থেকেই প্রকাশিত হত। 'কমার্শিয়াল ক্রনিক্ল'-এ ('জার্নাল অব্ কমার্সে'র পরিবর্তিত নাম) লিভারপুল থেকে সংগৃহীত ইংল্যান্ডের বাজার দর নিয়মিতভাবে 'কমার্শিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স' স্তম্ভে প্রকাশিত হত। লক্ষ করা যায় এই সময়ে ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রায় পত্রিকাতেই একটি করে বিশেষ পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট করা হত।

নীলকর অত্যাচার ও সাংবাদিকতা

বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের মধ্যে এই সময়ে ব্যাপকভাবে ও দ্রুত গতিতে এক নতুন শক্তির বিস্তার ঘটতে দেখা যায়। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় চেতনা বিস্তারের সূত্রপাত ঘটে, তাই আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে নীলকরদের অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে।

নীলচাষীদের বিক্ষোভ ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্পর্কে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' যাঁরা নিয়মিত লিখতেন তাঁদের মধ্যে মনমোহন ঘোষ ছিলেন অন্যতম। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট তিনি প্রকাশ করেন ইংরাজি পাক্ষিক 'ইণ্ডিয়ান মীরর'। এই বিষয়ে তাঁকে আর্থিক সাহায্য দেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' 'ইণ্ডিয়ান মীররে'র প্রকাশকে অভিনন্দিত করে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটলে, কেশব সেন 'ইণ্ডিয়ান মীররে'র স্বত্ব কিনে নেন। এ ছাড়াও তিনি বাংলা দৈনিক 'সুলভ সমাচার' প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। 'সুলভ সমাচারে'র গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। সেই সময়ে কোনো কাগজের এত গ্রাহক থাকা খুব সামান্য ব্যাপার ছিল না। এটি হিন্দু-সংস্কারকদের বড় হাতিয়ার ছিল। কেশব সেন পাক্ষিক 'ইণ্ডিয়ান মীরর'কেও দৈনিকে রূপান্তরিত করেন। এই সময়ে এটি ছিল ভারতীয় পরিচালিত একমাত্র ইংরাজি দৈনিক। পরে এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন নরেন্দ্রনাথ সেন। এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও দেশের স্বাধীনতার জন্য নির্ভীকতার সঙ্গে লেখনী চালনা করেন। কেশব সেন 'সান্‌ডে মীরর' নামে একটি ইংরাজি সাপ্তাহিকও প্রকাশ করেছিলেন। ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে থাকার জন্য সাংবাদিক কেশব সেনের পরিচয় অনেকটা চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে তাঁর অবদান উপেক্ষার নয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি ভারতীয় জনমত গঠনের সফল কর্মী ও সার্থক নেতা ছিলেন। তাঁর নিজের লেখা ছাড়াও দয়ানন্দ সরস্বতীকে দিয়ে এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লেখাতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

সোমপ্রকাশ ও অন্যান্য গ্রামীণ পত্রিকা

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র দায়িত্ব গ্রহণ ব্যতীত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশ করেন। (ইনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন)। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫৮-র ১৫ নভেম্বর, কলকাতা থেকে। সম্পাদনা করতেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ১৮৬২-র এপ্রিল থেকে পত্রিকাটি চাংড়িপোতায় স্থানান্তরিত হয়। *"রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিমত আলোচনা প্রকৃতপক্ষে 'সোমপ্রকাশে'ই প্রথম শুরু হয়।"* ১৮৬৫-র ২ জানুয়ারি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদক পদ থেকে অবসর নেন। ২ জুন সম্পাদক পদে ব্রতী হন মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। পরে বিদ্যাভূষণ মশাই আবার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী কিছুদিনের জন্য সোমপ্রকাশ সম্পাদনা করেন। রাজরোষে পড়ায় প্রায় এক বছর 'সোমপ্রকাশ' বন্ধ থাকে।

> সোমপ্রকাশ দ্বারকানাথের প্রধান কীর্ত্তি। তিনি বাংলা সংবাদপত্রকে নির্ভরযোগ্য রাজনীতির ও সমাজ-সংস্কার-নীতির বাহন করিয়া বাংলা দেশের জনসাধারণের চেতনা ঐ সকল বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।...'সোমপ্রকাশ' অচিরাৎ বাংলা দেশে আদর্শ সংবাদপত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল।..'সোমপ্রকাশে'র নামের সহিত জড়িত হইয়া পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম বাংলা-সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইযা আছে।

'সোমপ্রকাশ' ছাড়া গ্রামবাংলা থেকে প্রকাশিত আরও তিনটি পত্রিকা— 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' (১৮৬৩), 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৮৬৮), এবং 'হালিশহর পত্রিকা' (১৮৭০)— রায়ত ও নীলচাষীদের পক্ষ সমর্থন করে বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করে। সমাজসংস্কার বিষয়কে ছেড়ে দিয়ে এরা ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ভারত সরকারের নীতি ও কার্যাবলির কঠোর সমালোচনাও করে নির্ভিকভাবে।

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' (মাসিক) প্রকাশিত হয়েছিল নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রাম থেকে। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। কুমারখালি

বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) নিজের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হরিনাথ লেখেন ঃ

> বাঙ্গলা সংবাদপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেন্ট তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে সঙ্কল্প কবিয়াছেন, .। আমার ইচ্ছা হইল, এই সময একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী প্রজারা যে যে যে ভাবে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেন্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহাব প্রতিকার এবং তাহাদিগেব নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র একটি স্বতন্ত্র পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। পাক্ষিক হিসেবে কিছুদিন চলার পর সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। নানা অসুবিধার মধ্যে দিয়ে চলার ফলে মাঝে মাঝে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ থাকত। এইভাবে প্রকাশিত হয়ে, ১২৯২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস থেকে চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায়। হরিনাথ তাঁর দিনলিপিতে পত্রিকা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতিকথার প্রতি নির্ভব করিয়া গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ হইত না। আমরা গ্রামবার্ত্তার উপযুক্ত বার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে নানা স্থান পরিদর্শন ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসর মত সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি...।.. নানা প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের যতদূর উপকার সাধন করিযাছিল, আমি ততদূর অত্যাচারী লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া নানা প্রকাবে উৎপীড়িত ও অত্যাচাবিত হইতে লাগিলাম।

অমৃতবাজার পত্রিকা

যশোহরের অমৃতবাজার থেকে 'অমৃত প্রবাহিনী' (পূর্বে এই নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল) মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয়ে শিশিরকুমার ঘোষের সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৬৮-র ২০ ফেব্রুয়ারি। পত্রিকাটি প্রথমে বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হত। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পর্কে নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ *"তিনি (শিশিরকুমার ঘোষ) ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক।"* যশোহর থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর। যশোহরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পত্রিকার কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ওই বছরের ২১ ডিসেম্বর কলকাতা (৫২ হিদারাম ব্যানার্জী লেন) থেকে পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৬৯-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে কিছু কিছু ইংরাজি রচনাও প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়।

১৮৭৪-এর ২৫ মার্চের পর পত্রিকার কার্যালয় পুনরায় স্থানান্তরিত হয়ে বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে স্থাপিত হয়। এখান থেকে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২ এপ্রিল। ১৮৭৮-এর ১৪ই মার্চ লর্ড লিটনের 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' জারি হলে ২১ মার্চ থেকে পত্রিকা ইংরাজি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ইংরাজি দৈনিকরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তুষারকান্তি ঘোষের সুদক্ষ সম্পাদনায় দীর্ঘদিন প্রচারিত হয়ে................ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় স্থানান্তরিত হয় কলকাতার নোনাপুকুর অঞ্চলে। সেখানে স্থানান্তরিত হওয়ার কিছুদিন পর, নানা রকমের টাল-মাটালের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে , ... তারিখ থেকে চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায়।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে জাতীয় সংবাদপত্রের মর্যাদা লাভ করে। বসন্তকুমার ও শিশিরকুমার ঘোষ—এই দুই ভাই অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশ, পরিচালনা ও সম্পাদনা করতেন। শিশিরকুমার ইতিপূর্বেই 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নীলচাষীদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লিখে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনিই কলকাতা থেকে ৩২ টাকা (৩০ টাকা?) দিয়ে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কেনেন এবং নিজেই হরফ্ সাজাবার কিছু কাজ শিখে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। বসন্তকুমারের নেতৃত্বে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ শুরু হয়। শিশিরকুমার আদালতে ও নীলকমিশনের কাছে নির্যাতিত কৃষকদের পক্ষ নিয়ে লড়াই চালান। বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার ইনকাম ট্যাক্সের পাকা চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরিভাবে পত্রিকা প্রকাশে নিযুক্ত হন। অল্পদিন পর তাঁদের অন্য ভাই মতিলাল ঘোষও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। পত্রিকা কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগে রামকৃষ্ণ মিত্রের (জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের করণিক) একটি রচনা ছাপার জন্য মানহানির মামলায় অভিযুক্ত হয়। এই মামলায় মুদ্রকের ছ'মাসের এবং রামকৃষ্ণ মিত্রের এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। পরে রামকৃষ্ণ মিত্রের পাণ্ডুলিপি আদালতে সমর্পণ না করার অভিযোগে শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা আনা হয়। কিন্তু সেই মামলায় শিশিরকুমারেরই জিত হয়।

'ইনকাম ট্যাক্স বিলে'র প্রসঙ্গ উঠলে প্রধান প্রধান ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণ তার বিরোধিতা করেন, কিন্তু শিশিরকুমার পত্রিকার পাতায় বিলটিকে সমর্থন করেন। ফলে পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা কমে যায় এবং আর্থিক অসচ্ছলতা দেখা দেয়। সে সবকে উপেক্ষা করে শিশিরকুমার নিজের বিশ্বাস মতো পথে ও আদর্শে পত্রিকা সম্পাদনা করেন নির্ভয়ে ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে। বাল গঙ্গাধর তিলক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও শিশিরকুমারের আদর্শের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর 'কেশরী' প্রকাশ সম্পর্কে মুক্ত কণ্ঠে তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'

ও শিশিরকুমারের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছিলেন। শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সেই সময়ে শিশিরকুমার ছিলেন এক আদর্শ সাংবাদিক। সাংবাদিকতার জাতীয় আদর্শও তিনি স্থাপন করেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে।

কাশ্মীর সীমান্ত সম্পর্কে মর্তিমার ডুরান্ডের লেখা একটি দলিলমূলক বিবরণ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ছাপা হয়। তা নিয়ে তৎকালীন ভাইসরয় ল্যান্সডাউন পত্রিকার ওপর বিরূপ হন। অভিযোগে বলা হয়, ওই বিবরণের প্রথম দুই অনুচ্ছেদ অবিকল আছে, কিন্তু পরবর্তী অংশ নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে একই সঙ্গে দু'টি বিষয় নিয়ে সরকারি মহলে আলোড়ন দেখা দেয় : এক, সরকারি গোপনতা লঙ্ঘন এবং মন্ত্রগুপ্তির নীতি উপেক্ষার অপরাধ; দুই, তৎসত্ত্বেও জনসমক্ষে যা উদ্ঘাটিত হল তার মধ্যে সঠিকত্বের অভাব ও বিকৃতি। *'তাড়াহুড়ো করে নকল করতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নকলের ত্রুটি থেকে গেছে'* বলে এবিষয়ে পত্রিকার বিরুদ্ধে কিছু করা হয়নি। তবে, সরকারি গোপনতা রক্ষার বিষয়টি নিয়ে সরকারি মহলে যথেষ্ট হইচই হয়।

এই রকম আর একটি ঘটনা ঘটে ডঃ শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী সম্পাদিত 'রইস অ্যাণ্ড রায়ত' পত্রিকাকে নিয়ে। সরকারি মহলে যে সব বিষয় গোপনীয় বলে বিবেচিত হত অথচ সংশ্লিষ্ট মহলে তা নিয়ে আলোচনাও হত, তার প্রতি শম্ভুচন্দ্রের বিশেষ একটা আকর্ষণ ছিল। একবার আফিম দপ্তরের একটি চাকুরির পরীক্ষা নিয়ে, *'পরীক্ষার ব্যাপারে গোলযোগ আছে'* বলে জনৈক অকৃতি পরীক্ষার্থী অভিযোগ করলে স্যার চার্লস ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হয়ে শিক্ষা দপ্তরকে এবিষয়ে তদন্ত করতে নির্দেশ দেন। সংবাদটি শম্ভুচন্দ্রের 'রইস অ্যাণ্ড রায়তে' ছাপা হয়। তাতে স্যার চার্লস যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন এবং এই সংবাদের সূত্র জানতে চেয়ে সম্পাদককে চিঠি দেন। উত্তরে শম্ভুচন্দ্র পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, তিনি সংবাদটি বাজারের আলোচনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। এতে চার্লস আরও রেগে যান। তিনি সকল সরকারি দপ্তরে এই মর্মে আদেশ জারি করেন যে, কোনো সরকারি ঘটনার সংবাদ কাউকে জানানো চলবে না, এমনকী তা নিয়ে পথে-ঘাটে কিংবা কারও বৈঠকখানায়ও কোনোরকম আলোচনা করা যাবে না।

পরবর্তী ঘটনা ঘটল 'ইণ্ডিয়ান মীরর'কে নিয়ে। সেখানে জনৈক পত্রদাতা একটি চিঠিতে লেখেন ঃ 'স্যার চার্লসের সচিবরা তাঁর থেকেও অপদার্থ'। এটি চার্লসের কোনো করণিকের কীর্তি বলে তিনি সন্দেহ করেন।

প্রেস সংগঠন

—এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে চার্লস পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে বেশ কিছু পত্রালাপ চালান। তার মধ্য থেকে সরকার এবং সংবাদপত্র উভয়ের শক্তি ও দুর্বলতা প্রকটিত হয়। এবং এই সমস্ত ঘটনা চার্লসকে রীতিমতো উত্তেজিত করে তোলে। ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারায় তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন। উক্ত ধারায় এটিই ছিল প্রথম মামলা। 'বঙ্গবাসী'র অপরাধ, সরকারের নিন্দা করে 'অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' একটি রচনা প্রকাশ করা। বাংলার প্রধান বিচারপতি এই অভিযোগ সঠিক বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু জুরিদের মতে তা' ঠিক নয় বলে বিবেচিত হয়। ফলে সেই মামলা খারিজ হয়ে যায়। 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক, প্রকাশক, মালিক প্রমুখরা এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। পরে চার্লসের উদ্যোগে 'নেটিভ প্রেস অ্যাসোশিয়েশন' এবং 'নেটিভ প্রেস কমিশন' গঠিত হয়। 'ইণ্ডিয়ান মীরর', 'ইণ্ডিয়ান নেশন্' এবং 'রইস অ্যাণ্ড রায়ত' বাদে অন্যান্য সবকটি ভারতীয় মালিকানার সংবাদপত্র ওই দুই সংগঠনে যোগ দেয়।

বিক্ষোভ আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত ও ব্রিটেনের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত মৌলিক অর্থনৈতিক পার্থক্যকে ঘিরে দেশের মধ্যে এক চরম অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দেশের তৎকালীন তরুণ শিক্ষিত সমাজ, বিশেষ করে যাঁরা ফরাসি বিদ্রোহ, ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডির আদর্শ এবং ব্রিটেনের গণতন্ত্রের সংগ্রামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁরা এই অবস্থার প্রতিকার-দাবির আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। তাঁরা দেখলেন যে, বহু যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দের অপেক্ষা নিম্নযোগ্যতাসম্পন্ন ব্রিটিশদের বহাল রাখা হচ্ছে। রাণির ঘোষণায় যে সমান অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার কোনো মূল্য-মর্যাদা রক্ষা করা হচ্ছে না। আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রশাসক এবং শিক্ষকরা উপলব্ধি করেন ঃ ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র তাদের অগ্রগতির পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করছে। অতঃপর তাঁরা এই বিভেদনীতির বিরুদ্ধে মুখ খুললেন। এবং সমকালীন সংবাদপত্রসমূহ তাঁদের সমর্থন জানাল। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। বিদ্যাসাগর মশাই সুরেন্দ্রনাথকে এই পথে এগিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি তাঁকে মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেন। সুরেন্দ্রনাথ দেশের ছাত্র সমাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে

আসার প্রথম সুযোগ পান। তিনি তাঁর বাগ্মিতার সদ্ব্যবহার এবং দেশের ছাত্রসমাজকে নতুন মন্ত্রে উদ্বোধিত করেন। আনন্দমোহন বসুকে সভাপতি করে তিনি কলকাতায় প্রথম ছাত্রসংগঠন তৈরি করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী' (১৮৬৮) পত্রিকাটি তিনি ক্রয় করেন বেচারাম চ্যাটার্জীর কাছ থেকে। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর আর্থিক দুরবস্থার জন্য পত্রিকাটি তখন শ্রী চ্যাটার্জীর মালিকানায় প্রকাশিত হচ্ছিল। স্বাধীন চিন্তার মুখপত্র হিসাবে 'বেঙ্গলী' সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় শীঘ্রই জনপ্রিয় পত্রিকার মর্যাদা লাভ করে।

'বেঙ্গলী'তে একটি সংবাদ প্রকাশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি নরিস সকল ভারতীয়কে সব সময় 'মিথ্যাবাদী' বলে গালাগালি দিতেন। কোনো ভারতীয়ই তাঁর এই ব্যবহারকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। এর জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'বেঙ্গলী' তাঁর কঠোর সমালোচনা করত।

ঘটনাটি এই, নরিসের আদালতে একটি মামলা ওঠে। তাতে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী এক পক্ষকে আদালতে পারিবারিক দেবতা শালগ্রামশিলাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করতে নির্দেশ দেন। এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত। উক্ত মামলার বিষয়টি নিয়ে 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' একটি সংবাদ প্রকাশ করে। পত্রিকাটির পরিচালক ছিলেন দুর্গামোহন দাশ এবং ভুবনমোহন দাশ। ভুবনমোহন দাশ (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা) কলকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবি ছিলেন। এবং 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়নে' প্রকাশিত সংবাদটি নিয়ে গোলমাল বা প্রতিবাদ কিছুই হয়নি। তা দেখে সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়নে' প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ১৮৮৩-র ২ এপ্রিল 'বেঙ্গলী'তে একটি রচনা প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদ পূর্বেই অন্য একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও এবং সেই পত্রিকার বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গৃহীত না হলেও, 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথকে ওই রচনা প্রকাশের জন্য আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়।

১৮৮৩-র ৫ মে কলকাতা হাইকোর্টের পাঁচজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত 'ফুল বেঞ্চে' ওই মামলার বিচার শুরু হয়। বিচারপতিদের মধ্যে রমেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন একমাত্র ভারতীয় বিচারক। প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার রিচার্ড গার্থ। বিচারে চারজন বিচারক সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডাদেশের সুপারিশ করেন। কিন্তু রমেশ মিত্র কেবল জরিমানার সুপারিশ করেন। পরে প্রধান বিচারপতি রমেশ মিত্রের সঙ্গে পৃথকভাবে তাঁর বাড়িতে গিয়ে অপর বিচারপতিদের সঙ্গে সমান রায় দেওয়ার সুপারিশ করার জন্য খুবই অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর সেই অনুরোধ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তবুও বিচারে সুরেন্দ্রনাথের দু'মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিচারের এবং

রায় ঘোষণার সময় আদালত দর্শকের ভিড়ে ভরে গিয়েছিল। এবং এই রায়ের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছিল।

এই ভাবে, কেবল বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে, জাতীয় জাগরণের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন ঃ

> সুরেন্দ্রনাথেব কারাদণ্ডকে কেন্দ্র কবে বাঙলা দেশে প্রকৃতপক্ষে প্রথম রাজনৈতিক বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। সে সময় দেশের যুব সমাজের কাছে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় আদর্শপুরুষ ও নেতা। তাঁর এই দণ্ডাদেশকে তারা তাদেব জাতীযসম্মান, স্বাধীনতাব আকাঙ্ক্ষা এবং দেশভক্তির প্রতি ইংবেজের 'চ্যালেঞ্জ' বলে মনে করেন। বাঙলা দেশের সর্বত্র বিশাল জনসমাবেশসমূহে এই ঘটনার প্রতিবাদ ও সুরেন্দ্রনাথেব প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানানো হয়।

জেল থেকে বেরোবার পর সুরেন্দ্রনাথ বাংলা দেশে এবং উত্তর ভারতের সর্বত্র সফর করেন এবং রাজনৈতিক প্রচারকার্যের প্রয়োজনে 'জাতীয় তহবিল' গঠন করে তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি কারাগারে থাকা কালেই কৃষ্ণনগরস্থ জেলা আদালতের ব্যবহারজীবি তারাপদ ব্যানার্জী 'বেঙ্গলী'তে এই তহবিল গঠনের জন্য একটি আবেদন প্রকাশ করেছিলেন। সেই সময়ে এই তহবিলে সর্বসাকুল্যে প্রায় ২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

আরও কিছু পত্রিকা

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে সিমূলিয়ার ১৬ রঘুনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রিট থেকে উমেশচন্দ্র দত্তর সম্পাদনায় 'বামাবোধিনী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। *"স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ও মহিলাগণকে সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী করিবার জন্য 'বামাবোধিনী'র প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।"* পত্রিকাটি দীর্ঘদিন (৬০ বছরের অধিককাল হতে পারে) চলেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৬৪-র এপ্রিলে প্রকাশ করেন মাসিক 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার'। পত্রিকাটি ১৮৬৮-র ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। ৪ ডিসেম্বর ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদকপদ লাভ করলে 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রকাশ বন্ধ হয়।

এ ছাড়া এই সময়কালের মধ্যে (১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) বাংলা থেকে বাংলা ভাষায় অসংখ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। (সেই সবের সম্পূর্ণ তালিকা যেমন পাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি এই গ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন। কৌতূহলী পাঠকরা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' প্রকাশিত ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদিত 'বাংলা সাময়িক পত্র' ১ম ও ২য় খণ্ড দেখতে পারেন। সেখানে মোটামুটিভাবে বিস্তারিত তালিকা আছে।) তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ্য পত্র-পত্রিকা হল ঃ

'অবলা বান্ধব' (পা. জ্যৈ. ১২৭৬, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়)—"সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করাই এতৎ পত্রের উদ্দেশ্য" ছিল;

'জ্যোতিরিঙ্গণ' (মা. জু. ১৮৬৯)—"বালক-বালিকা ও স্ত্রীগণের এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষার" কাগজ;

'বরিশাল বার্ত্তাবহ' (পা. ফা. ১২৭৬) বরিশাল থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র;

'বঙ্গমহিলা'(পা. ১লা বৈ। ১২৭৭)—মহিলা সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র।

'বঙ্গদর্শন' (মা. বৈ. ১২৭৯, সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সঞ্জীবচন্দ্রও পত্রিকাটি বেশ কিছুদিন সম্পাদনা করেন। পরে সম্পাদনা করেন শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার। পরবর্তীকালে মৃত 'বঙ্গদর্শন' রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় পুনর্জীবন লাভ করেছিল।

'মধ্যস্থ' (সা. ২ বৈ, ১২৭৯, মনমোহন বসু)—'ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা। ইহাতে কবিতা উপন্যাস, বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ, গ্রন্থ সমালোচনা, দেশ-বিদেশের সংবাদ, এমনকী রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত।' পরে মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হয়।

'জ্ঞানাঙ্কুর' (মা. আ. ১২৭৯, শ্রী কৃষ্ণ দাস)— এটি একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। এতে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব রসরচনা 'মশলা-বাঁধা কাগজ' এতেই প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'প্রতিবিম্ব' 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সঙ্গে সম্মিলিত হয়। 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব'তে রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল', 'প্রলাপ', 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী' ও 'দুঃখ সঙ্গিনী' প্রকাশিত হয়েছিল।

মহিলাদের সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করার জন্য প্রকাশিত হয়েছিল 'হেমলতা' (পা. ১ কা. ১২৮০)। 'সাধারণী' (সা. ১১ কা. ১২৮০); 'ভ্রমর' (সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মা. বৈ. ১২৮১); 'আৰ্য্য দর্শন' (মা. বৈ. ১২৮১, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ); 'বান্ধব' (মা. আষাঢ় ১২৮১, কালীপ্রসন্ন ঘোষ); 'সঞ্জীবনী' (সা. ১৮৭৬, গগনচন্দ্র হোম)।

১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'ভারতী'। 'ভারতী'র পরবর্তী কালের সম্পাদকদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' (সা. বৈ. ১২৮৫)—"অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরেজি হওয়ায়, তাহার স্থলে উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষদিগের প্রতিজ্ঞামতে এইখানি প্রবর্তিত হইয়াছে।...এখানি নামান্তরিত ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালা অমৃতবাজার পত্রিকা মাত্র।" 'ইহাই প্রকৃতপক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ১ম পর্যায়: এই নামে বর্ত্তমানে যে পত্রিকাখানি সগৌরবে চলিতেছে, তাহা' "নব পর্যায়"। 'কল্পনা' (মা. আ. ১২৮৭, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়); 'বঙ্গবাসী' (সা. ১০ ডি. ১৮৮১, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়)। 'বালক' (মা. বৈ. ১২৯২, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী)। 'সাহিত্য' (মা.বৈ. ১২৯৭, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি); 'জন্মভূমি' (মা. পৌ. ১২৯৭, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন)।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক। সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত এতেই। পত্রিকাটির সঙ্গে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, জলধর সেন প্রমুখ যুক্ত ছিলেন। 'হিতবাদী' 'তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে পরিণত' হয়েছিল।

মাসিক 'সাধনা' (অ ১২৯৮, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরে রবীন্দ্রনাথ)।

'দি বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' (মা. আগস্ট ১৮৯৩)।

'বসুমতী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১০ই ভাদ্র সাপ্তাহিক আকারে। ১৩২১-এর ২১শে শ্রাবণ (১৯১৪, ৬ আগস্ট) প্রথম দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদনায় 'মাসিক বসুমতী' প্রথম প্রচারিত হয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রদীপ' (মা. পৌ. ১৩০৪);

'ঐতিহাসিক চিত্র' (ত্রৈমা. জা. ১৮৯৯, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়);

'কৃষক' (সা. ৮ই আ. ১৩০৭, বৈশাখ ১৩০৮ থেকে মাসিক, নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার);

'প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী' (বৈ. আ. ১৩০৭, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)।

জাতীয় সচেতনতার পথে

এই পর্বের শুরু থেকে দেখা যায় ঃ ভারতীয় জনগণের স্বার্থ রক্ষা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের দাবির প্রয়োজনে ক্রমান্বয়ে জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলন, বিক্ষোভ ইত্যাদিও সংগঠিত হচ্ছিল। চিন্তাধারা সামাজিক বিষয় থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের দিকে ক্রমপ্রসারিতও হচ্ছিল। তবুও ইংরেজ-শাসকের বিরোধিতা করার জন্য, কিংবা বলা যায় ইংরাজ-শাসকের বিরোধী পক্ষ হিসাবে, শক্তিশালী সুসংহত সর্বভারতীয় সংগঠনের অভাব তখনও ছিল। এ ব্যাপারে সংবাদপত্রের ভূমিকার গুরুত্বকেও উপেক্ষা করা যায় না। অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম এবং লর্ড ডাফরিন—উভয়েই ভারতীয়দের দিক থেকে এই অবস্থাটা ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সংবাদপত্রের ভূমিকায় ডাফরিন কিছুটা হতাশই হয়েছিলেন বলা যায়। রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা ও ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় সংস্থা সংগঠিত করার জন্য তাঁরা বহু চেষ্টাও করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে হিউম পরিষ্কারভাবেই লিখেছিলেন ঃ

> নিজেরা নিজেদের প্রযোজনে সংঘবদ্ধ না হলে কিছুই হবে না। বিদেশীরা কিছুই তোমাদেব দিতে পারে না। তবে তোমবা এগিয়ে এলে তারা তোমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিতে পাবে।

ডাফরিন চেয়েছিলেন এমন একটা সর্বভারতীয় সংস্থা গড়ে উঠুক যার প্রধান কাজ হবে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা ও প্রশাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। হিউম চেয়েছিলেন কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রাদেশিক সমিতিগুলি পুরোপুরিভাবে তাদের রাজনৈতিক অভিমতকে ব্যক্ত করতে থাকুক। ডাফরিন ও হিউমের প্রস্তাব সর্বভারতীয় নেতাদের অধিকাংশই স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

তারই ভিত্তিতে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সংগঠিত হয়। সত্তর জন প্রতিনিধিকে নিয়ে প্রথম সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয় ওই বছর—বোম্বাইয়ে। সুরেন্দ্রনাথ ওই অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কলকাতায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি যে

'ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন' সংগঠিত করেছিলেন, সে সময়ে তারই এক অধিবেশনের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি তখন ব্যস্ত ছিলেন। যাই হোক, জাতীয় কংগ্রেস সংগঠিত হবার অল্প পরেই রানাডে ভারতীয় জাতীয় সামাজিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে হিউম ও ডাফরিনের স্বপ্নও সফল হতে থাকে।

রাজনৈতিক বিতর্ক জাতীয় স্বার্থ

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'এজ অব্ কনসেন্ট' আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইন প্রবর্তন করা নিয়েও আন্দোলনের ঝড় বয়ে যায়। রক্ষণশীল ভারতীয়রা তীব্র বিরোধিতা করে। কিন্তু মালবারীর নেতৃত্বে আইনের সমর্থনে সংগঠিত আন্দোলনের কাছে তাদের বিরোধিতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমাজ-সংস্কার ও রাজনীতির প্রগতিশীল কর্মীদের মধ্যে একটা বড় রকমের মতবিরোধ দেখা দেয়। এই উভয় পক্ষের বিরোধিতার ফলে ভারতীয় সংবাদপত্রের এক মস্ত বড় উপকার সাধিত হয়—সংবাদপত্রগুলি তীব্র উত্তেজক ও জ্বালাময়ী হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে প্যাট লভেট লিখেছেন ঃ

> ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংগঠন ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি দিকচিহ্ন। ভারতীয় সাংবাদিকতার প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই।... এর ফলেই এবং এর পর থেকেই দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং শিক্ষিত সমাজে, রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও প্রভাব ব্যাপক ও বাস্তবভাবে অনুভূত হতে শুরু করে।

ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে এর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এই ঘটনার আর একটি ফলশ্রুতি ঃ ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির পুরো পুরিভাবে ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর। পাশাপাশি ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি ব্যবসায়িক দিককে উপেক্ষা করে একান্তভাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত হয়।

কলকাতায় 'স্টেটসম্যান' ভারতীয় স্বার্থরক্ষায় সোচ্চার হয়, কিন্তু 'ইংলিশম্যান' ভারতীয় স্বার্থের বিরোধিতা করে। 'ইণ্ডিয়ান্ ডেইলি নিউজ' মধ্যপন্থা অবলম্বন করে প্রধানত সব রকমের বাণিজ্যিক ও ক্রীড়া-সংবাদ প্রকাশের ওপর গুরুত্ব দেয়। এই ঘটনার পর কলকাতা থেকে আরও কয়েকটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয় তবে তাদের সবগুলিই ছিল মধ্যপন্থী এবং ব্যাবসায়িক দিক দিয়ে পরিচালিত ঃ 'ক্যাপিটাল' (১৮৮৮, সাপ্তাহিক; সারলি ট্রিমেরন্); 'ইণ্ডিয়ান ইনজিনীয়ারিং', (বিজ্ঞান-বিষয়ক;

প্যাট ডয়েল); 'এশিয়ান' (ক্রীড়া বিষয়ক, টারগেট); 'ইণ্ডিয়ান প্ল্যানটার্স' (কৃষি-বিষয়ক)।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি জায়গায়ও সাংবাদিকতা জাতীয় চেহারা নিতে আরম্ভ করে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে থমাস ব্লেনি 'অ্যাডভোকেট অব্ ইণ্ডিয়া' প্রকাশ করেন কংগ্রেসের মুখপত্র হিসাবে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গির মুরজবান ফিরোজশাহ মেহতার সমর্থনে ব্লেনির কাছ থেকে 'অ্যাডভোকেট অব্ ইণ্ডিয়া'র স্বত্ব ক্রয় করেন। 'ইলবার্ট বিল'কে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ-আন্দোলনের ধারা কেবল প্রগতিবাদীদেরই নয়, রক্ষণশীলদের মধ্যেও নতুন জাতীয় চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। সেসময় বাংলা দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত রচনার ওপর সব সময় কাঠোর দৃষ্টি রাখা, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তিলক লিখেছেন ঃ

> আমলাতন্ত্রের সমালোচনা কি ভাবে করতে হয়, এবং একই সময়ে, কি ভাবে সমালোচনা করেও নিজেকে নিরাপদ রাখা যায়— জনগণকে তার পাঠ দেন বাংলার সাংবাদিকরা।

আগরকরের সঙ্গে তিলকের বিচ্ছেদ হয়ে গেলে, তিনি 'কেশরী'তে দু'জন তরুণ বুদ্ধিদীপ্ত ও বলিষ্ঠ লেখক— এন. সি. কেলকার এবং কে. পি. খাদিলকারকে নেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে সহকর্মী করে আগরকর 'সুধারক্' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কেলকারের লেখায় শিক্ষামূলক অভিনিবেশ এবং তথ্যসম্ভার প্রচুর পরিমাণে ছিল। খাদিলকার ছিল তিলকের পরিপূরক। পরবর্তীকালে জে. এস. কারনদিকার 'কেশরী'তে যোগ দেন। কেলকার ও খাদিলকার উভয়ের গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল তার মধ্যে।

সুর বদল

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর থেকে ইংরাজ-মালিকানার সংবাদপত্রসমূহের সুর এবং নীতি নিশ্চিতভাবে বদলিয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ আমলাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদে ইউরোপীয় বণিকগণ কিছু নতুন কাগজ প্রকাশ করার এবং কিছু কাগজকে আর্থিক সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিটি বাণিজ্য-কেন্দ্রে অন্তত এই রকম একটি করে, সম্ভব হলে একাধিকও, সংবাদপত্র তারা নিজেদের হাতে রাখতে সচেষ্ট হন। যেসব কেন্দ্র তারা নির্বাচন করেন, সেগুলি হল ঃ কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, প্রভৃতি। ব্রিটিশ মালিকানার

ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি এই সময়ে, বিশেষ করে ১৮৬০-৭৮ খ্রিস্টাব্দে বেশ উন্নতি লাভ করে। এর জন্য তারা ইংল্যান্ড থেকে অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং উন্নত মানের যন্ত্রপাতিও এদেশে আমদানি করে। তাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ-স্বার্থ রক্ষা করা। লক্ষ্যণীয় ঃ বাংলাদেশে এই সময়ে যখন ভারতীয় মালিকানার ইংরাজি সংবাদপত্রের বিস্তার ঘটছে, তখন অন্যান্য রাজ্যে তার গতি অত্যন্ত মন্থর। কেবলমাত্র মাদ্রাজ থেকে তিনটি (হিন্দু, মাদ্রাজ স্ট্যান্ডার্ড এবং ইন্ডিয়ান্ পেট্রিয়ট), এবং পাঞ্জাব থেকে একটি (ট্রিবিউন) ভারতীয় মালিকানার সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছিল; বোম্বাইয়ে একটিও ছিল না।

বিভিন্ন পত্রিকাকে সরকারি ভরতুকি দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন 'ইংলিশম্যান'-এর সম্পাদক জানতে চান ঃ 'স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার বিনিময়ে সরকার কতটা পরিমাণ ভর্তুকী দিতে পারেন?' 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'কে সরকার ভরতুকি দিতে চাইলে, পত্রিকার সম্পাদক ডঃ জর্জ স্মিথ সেই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেন।

একটি হিসাবে দেখা যায় ঃ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইংরাজ-মালিকানায় পরিচালিত ও প্রকাশিত ইংরাজি ও ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকার সংখ্যা ছিল নয়। সেগুলি প্রকাশিত হত কলকাতা (তিন), বোম্বাই (দুই), মাদ্রাজ (দুই), পাঞ্জাব (এক) এবং লাহোর (এক) থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক একাধিপত্য খর্ব হওয়ার পর, কলকাতা ও বোম্বাইয়ে যেসব ইউরোপীয় বাণিজ্য-গোষ্ঠী শক্তিশালী হয়ে ওঠে তারাই ওই সব সংবাদপত্রের অগ্রগতির ও উন্নতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলকাতায় তাদের সমকক্ষ কোনো ভারতীয় বাণিজ্য সংগঠন বা গোষ্ঠী গড়ে না ওঠায় ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র বোম্বাই অপেক্ষা কলকাতায় বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। ছাপাখানার অগ্রগতির সঙ্গে ব্যয়ভার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকায় হাতে লেখা সংবাদপত্রেরও ক্রমাবলুপ্তি ঘটতে থাকে।

এই সময়ে ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রেরও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ 'স্যোসাইটি অব্ আর্টস'-এর এক সভায় স্যার জর্জ বার্ডউড তার পঠিত 'দি নেটিভ প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ

> ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দুস্থানী ও ফরাসী ভাষায় প্রায় ৬২টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে প্রকাশিত হয় ৬০টি। বাংলা থেকে ২৮টি; মাদ্রাজ থেকে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্ এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় ১৯টি। এই সব সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রচার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার করে।

এই সময়ের ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় মনে রাখা দরকার—

(এক) আর্থিক দিক থেকে সেগুলি কখনই লাভজনক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ছিল না। এবং প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্র-প্রকাশ-সংস্থাই আর্থিক দুরবস্থার জন্য আশানুরূপ ভাবে বড় হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি।

(দুই) অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই মূলতঃ স্থানীয় বিষয়-কেন্দ্রিক ছিল। ভারতীয় সমাজ এবং বাঙলা সরকার— কারো কাছেই তারা তেমন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতো না; ভারত সরকার তো ঐ সকল সংবাদপত্রকে আবও গুরুত্বহীন বলে বিবেচনা করতো।

সংবাদ-সরবরাহ ব্যবস্থা

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে সংবাদ সরবরাহ সংস্থা হিসেবে 'রয়টার' প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'বোম্বাই টাইমস' পত্রিকার সঙ্গে তাদের বন্দোবস্ত হয় যে, রয়টার 'বোম্বাই টাইমসে'র কাছ থেকে ভারতীয় সংবাদ সংগ্রহ করবে এবং বিনিময়ে তাদের থেকে 'বোম্বাই টাইমস' পাবে বিদেশি সংবাদ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রয়টার প্রেরিত সংবাদ ডাক মারফত আসত। ১৮৬১-র পর কিছু দিনের জন্য সংবাদপত্রে রয়টার প্রেরিত সংবাদ ব্যবহার বন্ধ থাকে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে সরাসরি টেলিগ্রাফ সংযোগ স্থাপিত হয়। এইবারেও 'বোম্বাই টাইমস'-ই প্রথম রয়টারের ভারতীয়-গ্রাহক-তালিকাভুক্ত হয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে হেনরি কলিন্‌স একজন সংবাদপ্রেরক ও একজন পারশি কেরাণিকে নিয়ে ভারতেবর্ষে প্রথম রয়টারের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। টেলিগ্রাফে প্রেরিত প্রতিটি শব্দের জন্য সে সময় মাশুলের হার ছিল এক পাউন্ড করে, এবং প্রতিটি সংবাদে কমপক্ষে ২০টি করে শব্দ থাকত। গ্রাহকরা প্রধানত বাণিজ্য-সংবাদেই আগ্রহী ছিল। ১৮৭০-এ 'টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া' 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া কেবল' এবং 'ইন্দো-ইউরোপীয়ান টেলিগ্রাফে'র অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই সঙ্গে রয়টারের গ্রাহক তো ছিলই। তবে, সাধারণত তারা ওইসব সংবাদ খুব অল্পই ব্যবহার করত— আধ-কলামের মতো জায়গায়। পরিবর্তে পাঠক-লেখকদের নানাভাবে উৎসাহিত করে, পাঠকদের লেখাই বেশি পরিমাণে ছাপত।

সংবাদপত্রের অভ্যন্তরীণ সংগঠন

প্যাট লভেটের একটি বিবরণ থেকে ভারতের তৎকালীন প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্রের অভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'টাইমস্ অব্ ইন্ডিয়া'তে যোগ দেন। বিবরণটা সে সময়ের এবং 'টাইমস্ অব্ ইন্ডিয়া'র ঃ

একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক, একজন সাব-এডিটর, একজন চীফ্-রিপোর্টার (সবাই-ই ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা), এবং চারজন রিপোর্টার, তাদের মধ্যে দু'জন পার্শী--নিয়ে সম্পাদকীয় দপ্তর গঠিত ছিল। একগাদা প্রুফ-রীডার ছিল, এদেশীয়। সবাই-ই প্রায় অর্ধশিক্ষিত। তাদের মাইনে ছিল

> অত্যন্ত কম। গা দিয়ে তেলচিটে কম্বলের গন্ধ বেরোত। সংবাদপত্রের প্রস্তুতি সম্পর্কে ব্যস্ততা ছিল কম। বেশীর ভাগ সময় ব্যয় হতো রচনার সহিত্যিক গুণ রক্ষার জন্য। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তৃতার সারাংশ সহ বিবরণ ছাপার কোন তাৎক্ষণিক আগ্রহ ছিল না। কোন রকমে একটা ছোট্ট বিবরণ দিনের কাগজে ছেপে, পরের দিন সেই বক্তৃতার পূর্ণ অংশটি ছাপার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোত।

বোম্বাই গেজেটের অবস্থাও প্রায় একই রকম ছিল। এ ছাড়া আদালত ও জনসভার বিবরণ যত্ন নিয়েই ছাপা হত। ব্যবস্থাপক পরিষদের সংবাদও নিয়মিত সংগ্রহ করা হত। ক্রীড়া-সংবাদের প্রতি কিছুটা বেশি আগ্রহ দেখা যেত। সেসময় বিশেষ প্রতিনিধিরা যথেষ্ট উল্লেখ্য ভূমিকা নিতেন। রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং ছিলেন এদের মধ্যে প্রধানতম। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের লেখকরা সব সময় দেরি করেই আসতেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজনীতি বিষয়ক নিবন্ধ রচনার প্রতি তাদের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর এবিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। সেসময় পত্রিকার সাজ-সজ্জার (লে-আউট) কোনও বালাই ছিল না। প্রথম পাতায় সরকারি বিজ্ঞপ্তি এবং নৌ-সংবাদ (বিজ্ঞপ্তি) ইত্যাদি প্রকাশিত হত—শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের আকারে।

সংবাদ সংগ্রহ, যোগাযোগ ও পত্রিকা-প্রেরণের ব্যাপারে নানা রকম অসুবিধাও ছিল। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ে ডাক যেতে ৯ দিন সময় লাগত। মাদ্রাজও ছিল ৯ দিনের পথ, দিল্লি ৬ দিনের, করাচি ৭ দিনের, আগ্রা ৫ দিনের এবং বাঙ্গালোর ৪ দিনের। ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় ডাক আসতে ৫ সপ্তা সময় লাগত, চিন থেকে দু'মাস এবং সিংহল থেকে ১৯ দিন। ১৮৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে রেলপথের বিস্তার ঘটলে ভারতের অভ্যন্তরস্থ এলাকাগুলির মধ্যের এই দূরত্ব কিছুটা কমে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'য় কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত যেসব

সংবাদ পুনর্মুদ্রিত হত সেগুলো সব সময় থাকত চারদিনের বাসি। একই ভাবে ছ'দিনের পুরনো মাদ্রাজের খবর, চারদিনের বাসি এলাহাবাদের খবর পুনর্মুদ্রিত হত। একই সময়ে টেলিগ্রাফের দৌলতে বোম্বাইতে ১৩ মিনিটে কলকাতার খবর, ৫ মিনিটে মাদ্রাজের খবর এবং ২ মিনিটে করাচির খবর পৌঁছে যেত। খুব বিরূপ অবস্থায় কলকাতা থেকে বোম্বাইতে খবর পৌঁছতে (টেলিগ্রাফে) ১৫ ঘন্টার বেশি সময় লাগত না। ১৮৬০ থেকে ৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দশ তোলা ওজনের সংবাদপত্রের জন্য এক আনা ডাকমাশুল দিতে হত। এতে ছোট কাগজগুলোর খুবই আর্থিক ক্ষতি হত। তাই পরে তিন তোলার কম ওজনের কাগজের জন্য ডাক মাশুল ধার্য হয় দু'পয়সা। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে পঞ্জিভুক্ত (রেজিস্টার্ড) সংবাদপত্রের জন্য ডাকমাশুলের সুবিধাজনক হার নির্দিষ্ট হয়। প্রতি দশ তোলার জন্য ওইসব পত্রিকার ডাকমাশুলের হার ছিল দু'পয়সা। টেলিগ্রাফ মাশুলের হার দীর্ঘদিন পর্যন্ত অত্যন্ত বেশি ছিল। রাশিয়া বা তুর্কি মারফত প্রেরিত সংবাদ অনেক সময় ঠিক মতো পৌঁছতও না। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খাল পথের উন্মোচন এবং বিমান পোত, বাষ্পীয় নৌযান ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ইংল্যান্ডকে ভারতের নিকটবর্তী করে তোলে। রেলপথ ও ডাক-ব্যবস্থা ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রভূত সুবিধা করে দেয়। ইউরোপীয় মহিলারাও এই সময় অনেক সংখ্যায় ভারতে আসতে আরম্ভ করেন। ফলে এদেশে ইউরোপের অনুকরণে ইউরোপীয়-সমাজ (সোসাইটি) গড়ে ওঠে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে একটা বড় ধরনের তফাৎ-বোধ জাগতে থাকে। ইউরোপীয়রা স্বাজাত্য বোধ, আত্মাভিমান, সম্মান-কৌলিন্য ইত্যাদির ভাবে ক্রমান্বয়ে ভারতীয়দের থেকে নিজেদের খুব বেশি পরিমাণে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কলকাতা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকায় সেখানেই এই পার্থক্যটা অধিক পরিমাণে প্রকটিত হয়।

এই সময়কার সকল সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ছাপাখানা ছিল না। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' নিজেদের মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হত। কিন্তু 'হিন্দু' দীর্ঘদিন অপরের ছাপাখানায় ছাপা হয়েছে। এমনকী 'হিন্দু'র নিজস্ব ছাপাখানা হওয়ার পরও ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পৃথক সংস্থারূপে বিবেচিত হত।

ইংরেজ-মালিকানার সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের মাহিনা ভালোই ছিল। সম্পাদক পেতেন মাসে এক হাজার টাকা। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র চিফ্ রিপোর্টারের (ইংল্যান্ড থেকে আসা) মাহিনা ছিল মাসিক ২৫০ টাকা। অন্যান্য রিপোর্টাররা পেতেন ৬০ থেকে ২০০ টাকা। ছাপাখানার কর্মীদের মাহিনা ছিল এই রকম ঃ মুদ্রক ৩০ টাকা. কম্পোজিটার ২০ টাকা, প্রেসম্যান ১২ টাকা, পিওন ৬ টাকা। এদের তুলনায় দেশীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের মাহিনা

ছিল খুবই কম। সর্বোচ্চ মাহিনা দেড়শো টাকা। তবে ভারতীয়দের কাছে সে সময়ে সাংবাদিকতার আকর্ষণ তার মাহিনার অঙ্কে নিরূপিত হত না।

শুরুতে সংবাদপত্রের বিক্রয়মূল্য ছিল অত্যন্ত বেশি। চার পৃষ্ঠার সাপ্তাহিকের দাম ছিল ৮ আনা। তবে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়লে যে পত্রিকার দাম বাড়ত তা নয়। দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও কোনো নির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য ছিল না। প্রত্যেক কাগজেরই পৃথক পৃথক নিজস্ব মূল্য নির্ধারিত হত। 'জেন্টলম্যান্'স গেজেট'-এর দাম ছিল ৬ আনা, 'টেলিগ্রাফ অ্যাণ্ড ক্যুরিয়ার' ৮ আনা। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া'র বিক্রয় মূল্য ধার্য হয় ৪ আনা। এক আনা দামের 'স্টেটসম্যান' রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আবার কেশব সেন তার 'সুলভ সমাচার'-এর মূল্য ধার্য করেছিলেন এক পয়সা। অগ্রিম মূল্য দিয়ে যারা গ্রাহক হতেন তারা এর ওপরও কিছু সুবিধা পেতেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট থাকতো। তাই প্রথম পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন পাঠকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। সরকারি বিজ্ঞপ্তিগুলি সংবাদের মর্যাদা পেত। বিনা মূল্যেই ওইসব সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাপা হত পাঠকদের আকৃষ্ট করার জন্য। রবার্ট নাইট ১৮৭৫-৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সংবাদপত্রে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য কিছু মূল্য দেবার প্রস্তাব করেন। এতে সরকারের সুবিধা হল, সরকারি কার্যকলাপ ও নীতি সম্পর্কে এবং সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সম্পাদকদের ওপর সহজে কিছু পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করা এবং তাদেব দায়ী করা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একাধিপত্য বিনষ্ট হওয়ার পর থেকে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব বেড়ে যায়। তবে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের আগে বাণিজ্যিক-বিজ্ঞাপন খুব একটা অর্থকরী ছিল না। ১৮৭০ নাগাদ বোম্বাইয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারে কিছু পরিমাণে বৈচিত্র্য দেখা দিতে শুরু করে। বিজ্ঞাপনের মাশুল ছিল প্রতি লাইনে সাধারণত ৬ আনা। পরে ১০ লাইনের জন্য ৪ টাকা এই হার মোটামুটি ভাবে ধার্য হয়। একই বিজ্ঞাপন একাধিকবার ছাপা হলে তাতে কিছু ছাড় পাওয়া যেত। ভারতীয় ভাষার বিজ্ঞাপনের হার এর থেকে অনেক বেশি ছিল।

জাতীয় আন্দোলনের প্রস্তুতি

ব্যাপকভাবে ভারতের জাতীয়-আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি আরম্ভ হয় এই সময়ে। এই প্রস্তুতি পর্বে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখরা পাদপ্রদীপের নেপথ্যে থেকে সে সময় নিজেদের ভবিষ্যত কর্মজীবনের

পটভূমি রচনা করছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ভারতবর্ষে এসে দক্ষিণ ভারতে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। এই ভাবে, প্রস্তুতি পর্বে, পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং নিজেদের কর্মজীবনের পটভূমি রচনার কাজে ভারতের বিভিন্ন অংশে আরও অনেকেই তখন নিয়োজিত ছিলেন। পাঞ্জাবে লাজপৎ রায়, অজিত সিং; বোম্বাই-এ 'কাল' পত্রিকার সম্পাদক এস. এম. পরঞ্জেপ। বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং মতিলাল ঘোষ—এই সময়ে সামনের সারির কর্মী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। মতিলাল তার 'অমৃত বাজার পত্রিকা'কে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ভারতের জাতীয় সংবাদপত্রের নেতৃত্ব দেবার জন্য। ইংরেজ সরকারের বিরোধিতাই ছিল তখন তার একমাত্র মন্ত্র। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন 'ডন' পত্রিকা ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। দুঁদে দক্ষ ইংরেজ প্রশাসক। কিন্তু ভারতীয়দের মানসিকতাকে তিনি বুঝতে পারেননি। তাই প্রথম থেকেই এমন কতকগুলো কাজ করে বসলেন যাতে ভারতীয়দের কাছে তাঁর জনপ্রিয় হওয়ার আর কোনো অবকাশ থাকল না। তাঁর গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলে ভারতীয়দের স্বাধীনতা খর্ব হল। শিক্ষিত ভারতীয়দের অভিমতকে তিনি উপেক্ষা ও তার বিরোধিতা করলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বঙ্গ-ভঙ্গের প্রয়াস বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিল সমগ্র দেশে। স্তব্ধ হয়ে রইল ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের সকল রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে দেখা দিল নতুন ইতিহাসের সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতাও রচনা করল এক নতুন ইতিহাস—স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে।

দ্বিতীয় পর্ব

(১৯০০—১৪ আগস্ট, ১৯৪৭)

প্রথম অধ্যায় । ১৯০০-১৯০৮

ভূমিকা

সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার পরাজয়—*'মধ্যযুগীয় জীর্ণ মোগল সভ্যতারই* ব্যর্থতা। এবং এখান থেকেই ভারতে ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত।

ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা এক নিদারুণ কলঙ্ক। তবুও এই ঘটনাই ভারতের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। *'অসার, জীর্ণ, মৃতপ্রায় ভারতীয় সমাজে ইংরেজ শাসন বহন করে আনে এক উন্নততর সভ্যতার জীবনাদর্শ।'* পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন উনিশ শতকের নবজাগরণের পটভূমি রচনা করে। জাতীয় জীবনে এক নতুন চেতনার অভ্যুদয় ঘটে। ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীর মানসলোকে গড়ে উঠতে থাকে ভারতের অখণ্ড মূর্তি— নতুন রাষ্ট্রিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। রামমোহন রায়, রামগোপল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখর দেশাত্মবোধের প্রচার ভারতবর্ষকে জননীরূপে দেখার আদর্শকে স্পষ্ট করে তোলে। উনিশ শতকের শেষ তিন দশক বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্বোধনের জন্য স্মরণীয়। সিপাহিবিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮), নীলকর আন্দোলন (১৮৬০), হিন্দুমেলা (১৮৬৭-৮০), পাশ্চাত্য শিক্ষা—স্বাধিকার-চিন্তা, স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রকাশ; ইন্ডিয়ান্ লীগ (১৮৭৫) ও ইন্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন গঠন (১৮৭৬), সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তৃতা, ইলবার্ট বিল আন্দোলন (১৮৮৩), জাতীয় কন্‌ফারেন্স প্রতিষ্ঠা (১৮৮৩), ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম (১৮৮৫), বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা (১৮৯৩) প্রভৃতি ঘটনা ভারতীয়দের মনে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তোলে।

ঈশ্বর গুপ্তের চিন্তাধারায় মাতৃভূমির প্রতি উৎসর্গীকৃত যে জাতীয়তাবোধের বীজ অঙ্কুরিত হতে দেখা গিয়েছিল, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ক্রমান্বয়ে তারই বিকাশ ঘটতে দেখা গেল ভারতবাসীর চিন্তায় ও কর্মে। ১৮৮২-তে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানদলের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিও ভারতের স্বরাজ-সাধনার বীজমন্ত্রে পরিণত হয় বিশশতকের প্রথম দশকে। দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের শক্তি এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতাও বৃদ্ধি পায়। এই সকল ঘটনার নেপথ্যে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসি বিদ্রোহের আদর্শ, আয়ার্ল্যান্ডের হোমরুল সংগ্রাম, ইটালি ও জার্মানির জাতীয় আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাবলি।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও 'ডন'

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন' পত্রিকা এই নবচেতনার আবাহন-মন্ত্র বহন করে আনে।

> ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে 'ডন' পত্রিকা এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।. . দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে ও নব নব চিন্তাধারা সঞ্চারণে 'ডন'-এর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ।... অন্যান্য জাতির সাধনা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সমান উৎসাহে এই পত্রিকায় আলোচিত হতো। বিংশ শতকের সূচনায় বাংলার মনীষা জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বজনীনতার যে সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াসে ব্যাপৃত ছিল, তার এক বিস্ময়কর স্বাক্ষর মেলে এই পত্রিকায়।

'ডন' ছিল ইংরাজি মাসিক। সম্পাদনা করতেন সতীশচন্দ্র স্বয়ং। এর আয়ুষ্কাল ছিল ১৬ বছর। ১৯০৪-এর সেপ্টেম্বরে পত্রিকার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'দি ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটিজ্ ম্যাগাজিন্'। শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯১৩-র নভেম্বরে। মাঝে তিন কিস্তিতে পত্রিকা প্রকাশ কিছুদিন করে বন্ধ ছিল : ১৮৯৯-র জানুয়ারি থেকে মে, ১৯০৭-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং ১৯০৮-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর। ১৯০৪-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯০৬-এর জুলাই পর্যন্ত 'ডন' সাময়িকভাবে দ্বিমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল।

> *স্বদেশী আন্দোলন বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঠিক মূল্যায়ন ও ইতিহাস রচনার পক্ষে 'ডন'....অমূল্য সম্পদ।*

'ডন'-এর সঙ্গে প্রথমদিকে যুক্ত ছিলেন অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মন্মথনাথ পাল। 'ডন' প্রথমদিকে (১৮৯৭, মার্চ- ১৯০৪, জুলাই)

সতীশচন্দ্রের 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'র মুখপত্র ছিল। এই সময়ে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি বিষয়ক রচনাবলিই প্রকাশিত হত। লেখকদের মধ্যে ছিলেন ঃ অ্যানি বেসান্ত, অভেদানন্দ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সিস্টার নিবেদিতা, রমাপ্রসাদ চন্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, যদুনাথ সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, স্যার জর্জ বার্ডউড, এম. এ. ম্যাকডোন্যাল, ই. বি. হ্যাভেল প্রমুখ এবং সতীশচন্দ্র স্বয়ং। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়ও 'ডন' গৌরবের সঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন 'ডন সোসাইটি'। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে 'ডন' 'সোসাইটি'র মুখপত্রে পরিণত হয়। এই পর্বে 'ডন'-এ তিনটি নতুন বিষয় সংযোজিত হয় ঃ 'ইণ্ডিয়ানা', 'টপিকস্ ফর ডিস্‌কাশান্' এবং 'স্টুডেন্টস সেক্‌শান'। এই তিনটি বিভাগের নিয়মিত আলোচ্য বিষয় ছিল যথাক্রমে ঃ ভারতীয় নরনারী, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার-রীতিনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব; সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের কৃষি, শিল্প, ব্যাংক, বাণিজ্য, জনসংখ্যা; এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক। ১৯০৬-এর নভেম্বর থেকে রাজনৈতিক আলোচনাও প্রকাশিত হতে থাকে। তৃতীয় বিভাগের রচনাগুলি লিখতেন সোসাইটির সভ্য ও 'ডন'-এর পাঠকরা। ছাত্র-লেখকদের মধ্যে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন অন্যতম। ১৯০৪ থেকে ১৯০৭—এই সময়ে ভারতীয় ছাত্রদের কাছে 'ডন' ছিল খুবই আকর্ষণীয় পত্রিকা। ১৯০৭-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৩-র নভেম্বর পর্যন্ত 'ডন' ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দর্পণে পরিণত হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্মের পর থেকে 'ডন সোসাইটি' এবং 'ডন ম্যাগাজিনে'র মধ্যে তার চিন্তাধারা ও আদর্শের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটতে থাকে। এই সময়ে 'ডন'-এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাড়াও ভারতীয় শিল্পবিদ্যার ওপরও বহু চিন্তামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

লর্ড কার্জনের আগমন ও পরবর্তী সময়

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। তিনি ছিলেন 'সুপণ্ডিত, অক্লান্তকর্মী, গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী'। লর্ড লিটনের (১৮৭৬) পর তাঁর মতো জবরদস্ত বড়লাট আর কেউ এদেশে আসেননি। কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি তাঁর অপরিসীম অবজ্ঞার মনোভাব সৃষ্টি করল দেশজোড়া বিরোধী প্রতিক্রিয়া। এই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নিল স্বদেশি আন্দোলন।

এদেশে কার্জনের আগমনকাল নানা কারণে ভারতের যুগসন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত। এই সময়ে বিপ্লবের প্রস্তুতি দেশবাসীর মনে দানা বেঁধে ওঠে। তার আগমন

থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত— দীর্ঘ ৪৮ বছর ভারতের ইতিহাসে স্বদেশি আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল বলে সুচিহ্নিত। সব থেকে বড় ও ধারাবাহিক ঘটনা এটিই। এবং স্বাভাবিক কারণেই এই সময়ের ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসও প্রধাণত স্বদেশি আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ভারতে এসে লর্ড কার্জন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট জারি করে কলকাতায় নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বের অধিকারের ওপর প্রথম আঘাত হানলেন ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। এই ঘটনার প্রতিবাদকে অস্বীকার করে শুরুতেই তিনি 'কার্জনী শাসনে'র নমুনা তুলে ধরলেন দেশবাসীর সামনে। ১৯০২-এর জানুয়ারিতে তৈরি হল বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, জুনে তার রিপোর্ট পেশ হল এবং ১৯০৪-এ প্রবর্তিত হল 'ইউনিভার্সিটিজ্ অ্যাক্ট'। সরকারি শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দিনের পর দিন সমালোচনা করা হল 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার' ও 'ডন'-এর পাতায়। কার্জন সেই প্রতিবাদ বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করলেন না। *'বাংলা দেশ তৎকালে শিক্ষায়-দীক্ষায় ভারতের মধ্যে অগ্রণী ছিল। এইজন্য কার্জনেব শিক্ষাসংক্রান্ত রাজনীতিক চালের বিরুদ্ধে এখানেই সবচেয়ে বেশী প্রতিবাদ ওঠে— প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হলে সবচেয়ে বেশী বিক্ষোভও দেখা দেয়।'* এরপরই নেমে এল বঙ্গভঙ্গের অভিশাপ। প্রশাসনিক কারণে দেশভাগের জল্পনা-কল্পনা আগে থেকেই চলছিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে বাংলার ছোটলাট স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার বঙ্গ-বিভাগের এক পরিকল্পনা তৈরি করলেন। কার্জন পূর্ণ সমর্থন জানালেন সেই পরিকল্পনাকে। কিন্তু বাঙালিরা এর প্রতিবাদে তখন সরব, সোচ্চার। ১৯০৪-এ এবিষয়ে জনমত যাচাই করার জন্য কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে গেলেন। পূর্ববাংলার জনগণের মনোভাবে খুবই নিরাশ হলেন তিনি। অতঃপর দেশজোড়া প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনকে দু'পায়ে দলিত করবার প্রয়াসী হলেন। ১৯০৪-এর ১৮ মার্চ কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বাংলার রাষ্ট্রিক অবস্থা মোটামুটিভাবে শান্ত থাকে। নভেম্বরে 'পাইওনীয়ার'-এর (এলাহাবাদ) এক সংবাদ থেকে জানা যায় যে 'ভারত সরকার সমস্ত পূর্ববঙ্গ এবং দার্জিলিং ব্যতীত সমস্ত উত্তরবঙ্গ, মালদহ ও আসাম' সহ এক নতুন প্রদেশ গড়ার প্রস্তাব নিচ্ছেন। স্যার হেনরি কটনের নেতৃত্বে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হল— ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই কংগ্রেসে। ১৯০৫-এর ১০ জানুয়ারি তাঁর সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় সরকারি প্রস্তাব কঠোর ভাষায় নিন্দিত হল। ৬ জুলাই কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেল— ভারতসচিব বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করেছেন। সংবাদটি পাঠিয়েছিল 'রয়টার'। ওই দিনের 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিক এই সংবাদের শিরোনামায় লিখল 'বঙ্গের সর্বনাশ'। ১৩ই জুলাই 'সঞ্জীবনী' লিখল ঃ

লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দ্বিতীয় আয়ার্লণ্ড করিবেন।...লর্ড কার্জন বাঙালীর আন্দোলন উপেক্ষা করিয়াছেন।...ফল শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন। বাঙালী নীরবে কখনও থাকিবে না।

কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, মতিলাল ঘোষ প্রমুখরা নিজেদের পত্রিকার মাধ্যমে 'বয়কট'-এর কথা ঘোষণা করলেন। ১৩ই জুলাই-এর 'সঞ্জীবনী'র বয়কট প্রস্তাব সর্বপ্রথম মেনে নিলেন বাগেরহাটের জনসাধারণ। ২০শে জুলাই 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হল বয়কটের প্রতিজ্ঞা। ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ঘোষণা করা হল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে হাজারে হাজারে ছাত্র-যুবক সমবেত হলেন টাউন হলে। 'ইণ্ডিয়ান্ মীরর'-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন বয়কট প্রস্তাব পাঠ করলেন সেই সভায়।

বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। 'ইংলিশম্যান', 'স্টেটসম্যান', 'পাইওনীয়ার' এই ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়। ১ সেপ্টেম্বরের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' বাংলা-বিভাগ ঘোষণা করা হয়। ১৬ অক্টোবর বাংলা দু'টুকরো হয়। বাঙালির আন্দোলন হয়ে ওঠে তীব্র। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন ঃ

বাংলার নিহিত শক্তি যেন সহসা আত্মপ্রকাশ করিল। কবি, বক্তা, চিত্রকর, সংবাদপত্রসেবক, গায়ক, যাত্রাওয়ালা—যিনি যেরূপে পারিলেন, মাতৃসেবায়—মহাযজ্ঞে যোগ দিলেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। বাংলার বাইরে সব থেকে বড় ঢেউ দেখা যায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও পাঞ্জাবে।

বালগঙ্গাধর তিলক ও লালা লাজপৎ রায় অবাঙালীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় নেতা ছিলেন, আর বাঙালী মনস্বীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।...এই সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের রাষ্ট্রিক সাধনাও সগৌরবে উল্লেখযোগ্য।

১৯০৫-এর ১০ অক্টোবর প্রবর্তিত হয় ইংরাজ সরকারের কুখ্যাত ও গোপন কার্লাইল সার্কুলার। রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ছাত্র সমাজকে দূরে রাখাই ছিল এই সার্কুলারের প্রধান উদ্দেশ্য। 'স্টেটসম্যান'-এ (২২ অক্টো.) সার্কুলারের ধারাগুলি প্রকাশিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে, এই সার্কুলার বলে, সর্বপ্রথম রংপুর জেলা স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুলের প্রায় দেড়শো ছাত্রকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দণ্ড দেওয়া হয়।

এই ঘটনা তীব্র ভাষায় নিন্দিত হল। ৪ নভেম্বর কলকাতায় এর প্রতিবাদে গঠিত হল 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি'। সোসাইটির কার্যাবলিতে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক

বিষয়ও সংযোজিত হয়। সেই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার আদর্শকে জাতীয় দাবিতে পরিণত করে। সেই দাবির বাস্তবরূপদানে অগ্রণী ভূমিকা নেয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি'। এই সময়ে সরকারি দমন-পীড়নের পরিমাণ বেড়ে যায়, অপরদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে প্রবলভাবে জনমত গড়ে ওঠে। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যথাক্রমে এক লক্ষ ও পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন। ১৯০৬-এর ১১ মার্চ কলকাতায় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্' ও পরিষদের পরিচালনাধীন 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনা থেকে কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দেয় বিরোধের বিষ। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এই বিরোধ হয়ে ওঠে স্পষ্ট। কংগ্রেসের মধ্যে সৃষ্টি হয় দুটি গোষ্ঠী 'মডারেট' বা নরমপন্থী এবং 'এক্সট্রিমিষ্ট' বা 'ন্যাশনালিষ্ট' বা চরমপন্থী। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ফিরোজ শা মেহতা, গোখ্‌লে প্রমুখরা হলেন মডারেট দলের নেতা এবং তিলক, লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দ প্রমুখরা গ্রহণ করলেন চরমপন্থী নেতৃত্ব। '১৯০৬ সনে স্বদেশি আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের আদি কারণ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রশ্ন তলিয়ে যায়, ভারতের রাষ্ট্রিক চেতনায় প্রধান হয়ে ওঠে বাংলায় তথা ভারতের অন্য কোথায়ও বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খল থাকা বিধি সঙ্গত কি না'— তার প্রশ্ন। স্বরাজ-এর আদর্শ প্রচারের জন্য এই সময়ে জন্ম নেয় 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' সংবাদপত্র। 'সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের মুক্তি এই ছিল 'যুগান্তরে'র চিহ্নিত পথ, আর 'বন্দেমাতরমে'র নির্দেশিত পথ হল নিরস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তি।' 'বন্দেমাতরমে'র বয়কটের নীতি ছিল বিদেশির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বর্জন। '১৯০৫-এর যুবক বাংলার ''বয়কট'' পরিভাষাই ১৯২০-২১ সনে, গান্ধিজির ''নন্-কো-অপারেশন'' বা অসহযোগ দর্শনের আত্মিক গোড়াপত্তন করেছিল।' সতীশচন্দ্র ১৯০৫-এর আগেই 'ডন ম্যাগাজিনে' অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে এবং আরও নানাবিধ উপায়ে, স্বদেশি আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই, আর্থিক স্বাদেশিকতার পটভূমি রচনা করেছিলেন। স্বদেশি-চেতনার প্রচারে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে থাকে 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'ডন', 'হিতবাদী', 'সঞ্জিবনী', 'সন্ধ্যা', 'বরিশাল হিতৈষী' প্রভৃতি পত্রিকা। স্বদেশি আন্দোলন ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ইংল্যান্ডে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সেই প্রতিক্রিয়ার বিবরণ প্রকাশিত হয় 'বেঙ্গলী', 'ইণ্ডিয়ান্ ডেইলি নিউজ', 'স্টেটসম্যান' প্রভৃতি পত্রিকায়। স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দেমাতরমে'র এক সাপ্তাহিক সংস্করণে (১৯০৮, ১৪ই জুন) লেখেন, এই আন্দোলন শুধু একটা আর্থিক বা রাষ্ট্রিক নয়, মূল লক্ষ্য ভারতীয় জনগণের পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। সাপ্তাহিক 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রকাশের প্রথম দিনেও (১৯০১) ভারতের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-সম্পর্কিত সমস্যাকে তিনি রাজনৈতিক সমস্যার ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন।

নূতন নূতন ভাবধারা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজের আকাঙ্ক্ষাও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।... এই নব্য রাজনীতিক আদর্শ প্রচারের কাজে তৎকালে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাংলা দেশে বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং বাংলার বাইরে মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক ও পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় ছিলেন সর্বপ্রধান।

'নিউ ইণ্ডিয়া', 'বন্দেমাতরম্', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকায় পূর্ণস্বরাজের আদর্শ প্রচারিত হয় দৃঢ়তার সঙ্গে। সন্ত্রাসবাদ, অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাও এই সময়ে দানা বেঁধে ওঠে। সন্ত্রাসবাদের আদর্শ প্রচারিত হত মূলত 'যুগান্তরে'। লক্ষ্যণীয় 'বন্দেমাতরম্'-এ অরবিন্দ যেমন 'নিরস্ত্র প্রতিরোধে'র মতবাদ প্রচার করেন, তেমনি 'যুগান্তরে' প্রচার করেন 'সন্ত্রাসবাদ'।

বাংলার মুসলমানগণ, বিশেষতঃ শিক্ষিত মুসলমানেরা...স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।

এব্যাপারে তাদের হাতিয়ার ছিল—ফারসি সাপ্তাহিক 'রোজনামা-ই-মোকাদ্দস-হাবলুল্', 'সোলতান' প্রভৃতি পত্রিকা।

সাংবাদিক বিপিনচন্দ্র পাল

বিশ শতকের শুরুতেই সাংবাদিক হিসেবে বিপিনচন্দ্র পালের আত্মপ্রকাশ ঘটে 'নিউ ইণ্ডিয়া' ইংরাজি সাপ্তাহিক নিয়ে। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট।

'নিউ ইণ্ডিয়া'তে বলিষ্ঠভাবে রূপ পেত ভারতবাসীর নানা রকম সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। প্রথম দিকে সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হত আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলি। ১৯০১ থেকে ১৯০৩—এই সময়ে বিপিনচন্দ্র মূলত ছিলেন 'মডারেট'পন্থী। কিন্তু ১৯০৫-এর পর থেকে তিনি চরমপন্থী হয়ে ওঠেন।

১৯০৩ সনের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব-সমন্বিত রিজ্‌লী সার্কুলার প্রকাশিত হলে ... সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ কণ্ঠে নিয়ে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র। তাঁর মানসলোকের এই পরিবর্তন অবিলম্বে "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ... ১৯০৪ সনের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে এক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র ভারতবাসীর স্বরাজ-কামনাকে আরও তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে ভারতের স্বরাজ-আদর্শ প্রচারে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকে বাদ দিলে বিপিনচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয়। (স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ/হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায়/কলকাতা, ১৯৬১)।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে 'নিউ ইণ্ডিয়া'র মধ্যেই প্রথম মামুলি রাজনীতি-চর্চার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। 'নিউ ইণ্ডিয়া' সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

> বিপিনচন্দ্র নিউ ইণ্ডিয়া-র মাধ্যমে নবভাবের বীজটিকে আপন মৌলিক প্রতিভার আলোকে বেশ যোগ্যতার সহিত প্রচার করেন। এই পত্রিকার মূল মন্ত্র ছিল স্বাজাত্যবোধ ও আত্মনিষ্ঠা। স্বদেশী বা বয়কট আন্দোলনের বহু পূর্বেই বিপিনচন্দ্র ভারতেও বিশেষভাবে বাংলাদেশে যুবকদের মনে বিপ্লবীভাব আনয়ন করিয়াছিলেন।

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চরমপন্থী রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের জন্য একটি ইংরাজি দৈনিকের প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হলে তিনি 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। এবং ১৯০৬-এর ৬ আগস্ট 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের ঠিক পরেই তিনি পত্রিকাটির ভার অর্পণ করেন অরবিন্দের ওপর। প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন সম্পাদক হিসাবে বিপিনচন্দ্রের নামই ছাপা হত 'বন্দেমাতরম্'-এর পাতায়। ১৯০৮-এর ২ মে আলিপুর (মানিকতলা) বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর অনুরোধে বিপিনচন্দ্র ওই বছরের আগস্ট মাস পর্যন্ত 'বন্দেমাতরম্' পুনরায় স্বহস্তে পরিচালনা করেন। বিপিনচন্দ্রকে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্'-এর পাতায় "দি প্রফেট অব্ এ গ্রেট পলিটিক্যাল ক্রীড' বলে সম্মানিত করেছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও সন্ধ্যা

রোমান ক্যাথলিক, অপরপক্ষে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, অসামান্য প্রভাবশালী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কয়েকজন অনুরাগী বন্ধুর অর্থানুকূল্যে প্রকাশ করেন দৈনিক সংবাদপত্র—'সন্ধ্যা'।

রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ

> লর্ড কর্জন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়-সঙ্কল্প হলেন।...বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠলো তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা।

প্রথম দিকে এতে কোনো উগ্রতা ছিল না। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আরম্ভ থেকেই 'সন্ধ্যা' উগ্রপন্থী হয়ে ওঠে। পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী। এর ভাষা ছিল মেঠো-বাংলা—অত্যন্ত সাধারণ মানুষও যাতে পড়ে উপলব্ধি করতে পারে, সেই রকম। এই কাজে হাত দেওয়ার আগে ব্রহ্মবান্ধব আরও কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে 'সোফিয়া' ও 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর 'সোফিয়া' বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০১-এর ৩১ জানুয়ারি তিনি 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' প্রকাশ করেন। কার্তিকচন্দ্র নান আর্থিক দায়িত্ব নেন এবং সম্পাদনায় সহযোগিতা করেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে ও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নবপর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭-এ প্রতিষ্ঠিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন' পত্রিকা ছিল মূলত সংস্কৃতিবিষয়ক। ১৯০১-এ বিপিনচন্দ্র পাল প্রকাশ করেছিলেন 'নিউ ইণ্ডিয়া'। প্রথমদিকে 'নিউ ইণ্ডিয়া' রাজনীতি ঘেঁষা ছিল না। বাংলার রাজনীতিতে বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দের প্রত্যক্ষ আর্বিভাব তখনও ঘটেনি। সুরেন্দ্রনাথের দৈনিক 'বেঙ্গলী' পুরানো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে রাজনীতি করছিল। এই অবস্থাতেই 'সন্ধ্যা' পত্রিকা নিয়ে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। পত্রিকাটি ছিল সান্ধ্য দৈনিক। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন ঃ

> "ট্রামের কণ্ডাক্টর, দোকানী পশারী—সন্ধ্যায় সময় সকলকেই 'সন্ধ্যা' পড়িতে হইত।" শক্তিমত্ত ইংরেজ শাসকজাতির প্রতি আমাদের যে জন্মগত সমীহ ও সম্মোহন তার ভিত্তিমূলে তিনি কুঠারাঘাত করেন।...একদিকে শক্তি মদোমত্ত ইংরেজ বা ফিরিঙ্গিকে অন্যদিকে তমোভাবাপন্ন, নিস্তেজ, ভীরু স্বজাতিকে দিনের পর দিন 'সন্ধ্যা' পত্রে কশাঘাত করতে লাগলেন। তাঁর চাবুক খেয়ে সেদিন বাঙালী জাতির মোহ ভঙ্গ হয়েছিল। (উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ / হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়)।

প্রবোধচন্দ্র সিংহ তার গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'সন্ধ্যা' পড়ে

> দোকানের দোকানী-পশারী, জমিদারের সরকার, গোমস্তা, পাঠশালার গুরু-শিষ্য, রাস্তার মুটে, গাড়োয়ান সকলেই হাসিত কাঁদিত। জমিদার, গৃহস্থ, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পুরনারী, বালক-বালিকা, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই কখন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িত, কখন বা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত। কখন সন্ধ্যা আসিবে, আজ সন্ধ্যায় কি লিখিয়াছে, এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন ঃ

> আজ যে বাঙ্গালা দৈনিক পত্র হাজারে হাজারে দশ হাজারে দশ হাজারে বিকাইতেছে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাহার মূল। ব্রহ্মবান্ধব এদেশে জনসাধারণের মনে জাতীয় ভাব প্রচারের পথ প্রস্তুত করেন।

অল্পদিনের মধ্যেই জাতীয়তাবাদী দলের রাজনৈতিক প্রচার কার্য প্রচণ্ড রকমের প্রভাব বিস্তার করে। ফলে নরমপন্থীদল ও ভারত সচিব মর্লি উভয়েই রীতিমতো চিন্তাগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। নরমপন্থীদের ভারত সরকার মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে নিজের পক্ষে রাখার ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে দমন-পীড়ন নীতি ক্রমান্বয়ে নির্মম হয়ে ওঠে। আক্রমণ শুরু হয় জাতীয়তাবাদী পত্রিকাসমূহের ওপর। এই পর্বে 'সন্ধ্যা' কার্যালয় খানাতল্লাশি করা হয় ১৯০৭-এর ৩০শে আগস্ট। পত্রিকার ব্যবস্থাপক সারদাচরণ সেন সেদিন কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার হন। পরে তাকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল ঃ ৯ জুলাই ও ১০ আগস্ট-এর 'সন্ধ্যা'য় দু'টি রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ। ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা পুলিশকোর্টে মামলা আরম্ভ হয়। একই অভিযোগে ব্রহ্মবান্ধব এবং হরিচরণ দাসের (মুদ্রাকর) বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ছিল। ৩ সেপ্টেম্বর পুলিশকে 'সন্ধ্যা' কার্যালয়ে ডাকিয়ে এনে ব্রহ্মবান্ধব ও হরিচরণ স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করেন। নরেন্দ্রনাথ সেন ও 'ভারত-লক্ষ্মী ভাণ্ডারে'র শরৎচন্দ্র সিংহ তাঁদের দু'জনের জন্যে আলাদাভাবে পাঁচ হাজার টাকার জামিনে দাঁড়ান। সেই সময় পুলিশকোর্টে 'বন্দেমাতরম্' সিডিশন মামলা চলছিল। ফলে 'সন্ধ্যা'র মামলার দিন পিছিয়ে যায়। ২৩ সেপ্টেম্বর 'বন্দেমাতরম্' মামলার রায় বেরোবার পরই 'সন্ধ্যা' মামলার বিচার শুরু হয়। বিচারপতি ছিলেন কিংসফোর্ড। বিচারের সময় আরও তিনটি আপত্তিজনক প্রবন্ধ ('এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে', 'ছিদিশনের হুডুম দুডুম, ফিরিঙ্গির আক্কেল গুডুম' এবং 'বাচ্চা সকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন') প্রকাশের অভিযোগও উঠল। সম্পাদকের পক্ষে কৌঁশলী ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ এবং ব্যবস্থাপক ও মুদ্রাকরের পক্ষে ছিলেন যথাক্রমে জে. এন. রায় ও এ. কে. ঘোষ। সরকারি পক্ষের কৌঁশলী হিউম মামলার কাজ আরম্ভ করবার আগেই ব্রহ্মবান্ধব এক লিখিত বিবৃতিতে জানান ঃ

> 'সন্ধ্যা' পত্র পরিচালনা ও প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি এবং বলছি যে, 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' প্রবন্ধের—যে প্রবন্ধ ১৩ই আগষ্ট ১৯০৭ সনে সন্ধ্যা পত্রে প্রকাশিত হয় ও যে প্রবন্ধ বর্তমান মামলার অন্যতম বিষয়বস্তু, তার লেখক আমি। আমি এই বিচারে কোনরূপ অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক নই। কারণ বিধাতা-নির্দিষ্ট স্বরাজ-ব্রত উদ্‌যাপনে আমার কোনো অংশের জন্য আমি বিদেশী জাতির নিকট— যে জাতি বর্তমানে আমাদের শাসক ও যার স্বার্থ আমাদের প্রকৃত জাতীয় বিকাশের পথে অন্তরায়-স্বরূপ তার নিকট— জবাবদিহি করতে বাধ্য নই।

পরদিনের 'বন্দেমাতবমে' এই বিবৃতি প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশিত হয় ঃ

> ভারতের রাজদ্রোহের বিচাবের মামলার ইতিহাসে এরকম বলিষ্ঠ বিবৃতি আর কখনো দেখা যায় নি।

মামলার প্রথম দিনে বরিশালের 'স্বদেশ' ও 'বিকাশ' পত্রের সম্পাদক প্রিয়নাথ গুহ এবং 'বেঙ্গলী'র সহ-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। পাঁচকড়িবাবু তাঁর সাক্ষিতে বলেন ঃ

> পরিচালকগোষ্ঠির উদ্দেশ্য তথাকথিত রাজনীতি-চর্চা বর্জন এবং হিন্দুর সামাজিক ও ধর্ম ব্যবস্থার মূলনীতির সঠিকত্ব নির্ণয় ও পরিপূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটন। ইউরোপীয় সভ্যতাব চাকচিক্য থেকে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি স্বদেশের প্রতি ফিরিয়ে আনা।

এঁর সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় যে, বিপিনচন্দ্র পালও 'সন্ধ্যা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মামলা চলাকালে অসুস্থ হয়ে ব্রহ্মবান্ধব ক্যাম্বেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। ২৪ অক্টোবর 'সন্ধ্যা' কার্যালয়ে আবার খানাতল্লাশি হয় এবং সারদাচরণ সেন ও হরিচরণ দাস আবার গ্রেপ্তার হন। এই খবর পেয়ে অসুস্থ ব্রহ্মবান্ধব মনে প্রচণ্ড আঘাত পান। সারদাচরণের প্রতি পুলিশের নির্মমতায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েন এবং অকস্মাৎ তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। ২৭ অক্টোবর সকাল ৯টায় তিনি হাসপাতালেই মারা যান।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ ব্রহ্মবান্ধব 'স্বরাজ' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সচিত্র সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' প্রতি রবিবার প্রকাশিত হত। এরও ব্যবস্থাপক ছিলেন সারদাচরণ। ফোলিও আকারের ষোলো পৃষ্ঠার এই পত্রিকার মলাটের ওপর বড় বড় বাংলা হরফে 'স্বরাজ' নাম ছাপা হত। প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় দেবনাগরীতে পত্রিকার নাম ছাপা হত, তার বাঁ-দিকে থাকত শিবাজীর ছবি। প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি সহ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত মুদ্রিত হয়েছিল। ব্রহ্মবান্ধবের রাষ্ট্রিক চিন্তার পরিণত অভিব্যক্তি 'স্বরাজ' পত্রিকায় পরিস্ফুট হয়। 'স্বরাজে' তিনি যে আদর্শ প্রচার করেন, 'সন্ধ্যা'য়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেই সময়ে বাংলায় 'সন্ধ্যা'র মতো প্রভাবশালী দৈনিক আর ছিল না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই দু'টি পত্রিকাতেই জাতীয়তাবাদী দলের রাষ্ট্রিক আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ঘোষিত হত। মৃত্যুর পূর্বে ব্রহ্মবান্ধব লিখেছিলেন,

> রাজা স্বদেশী হলেও প্রজাবর্গের আত্মরক্ষার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা চাই—কারণ ঐ ব্যক্তিগত অধিকার নিয়েই রাজাধিকার গঠিত। যখন স্বদেশী রাজ্যেই এই অবস্থা তখন অন্যতম সমাজ-বহির্ভূত বিদেশীয় শক্তিব শাসনকালে এই ব্যক্তিগত অধিকারের অনুশীলন যে একান্ত অপরিহার্য তা আর যুক্তিতর্কের দ্বারা বোঝাতে হবে না।

স্বদেশি আন্দোলনের উষালগ্নে ব্রহ্মবান্ধব নিদ্রিত-জাতির কানে অনাগত স্বরাজের বোধন-শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। *'তাঁর সহজ, সরল, মেঠো বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধে ফিরিঙ্গি সভ্যতার উপর আক্রমণ লক্ষ্য করে এদেশের জনসাধারণ চমকে'* উঠেছিল।

যুগান্তর

'সন্ধ্যা'র পর বৈপ্লবিক দলের জাতীয়তাবাদী মুখপত্র 'যুগান্তর' প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে।

'যুগান্তর' সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন,

> 'যুগান্তর' পত্রিকার মূল নীতিই ছিল, হায় হায় রব তুলিয়া বুক চাপড়াইয়া স্বদেশপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিব না। বরং কনষ্ট্রাক্‌টিভ্‌ প্রোগ্রাম দিয়া দেশকে কি করিয়া স্বাধীন করিতে হয় তাহার পথ প্রদর্শন করিব। প্রথম হইতেই 'যুগান্তর' পত্রিকার টোন বা সুর অতি গুরুগম্ভীর ছিল। ইহার সুর 'সন্ধ্যা' পত্রিকা অপেক্ষাও চড়া ছিল। 'সন্ধ্যা'র সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে 'যুগান্তর'পত্রিকাকে প্রথম হইতেই আরও বেশী চড়া সুরে কথা কহিতে হইল। 'যুগান্তরে'র সুর এত চড়া ছিল যে তৎকালের অন্য কোন পত্রিকাই ইহাকে হারাইতে পাবে নাই।

ডেনহাম 'যুগান্তর' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ

> 'ভবাণী মন্দিব' পুস্তিকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ 'যুগান্তরে' মূর্ত হয়ে ওঠে। 'যুগান্তরে'র ইতিহাস জুড়ে চলেছে শক্তির আবাহন।

'ভবাণী মন্দির'-এর রচয়িতা অরবিন্দর সঙ্গে 'যুগান্তরে'র ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রমুখরা ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন 'যুগান্তরে'র প্রধান কর্মী। নামটি গ্রহণ করা হয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাস থেকে। 'যুগান্তর' সত্যিই রাজনীতিতে যুগান্তর এনেছিল। এ সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

> ১৯০৬ সালেব মার্চ মাসে অর্থাৎ বঙ্গচ্ছেদ হইবার পাঁচ মাস পরে 'যুগান্তর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা যুবকদিগকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রয় করিতে দেখা গেল। যাহারা পড়িল তাহারা চমকিয়া উঠিল—ইহার ভাব ও ভাষা 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি সাপ্তাহিক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শারীরিক শক্তির দ্বারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসিতে হইবে, হত্যা পাপ নহে—গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে হত্যায় প্ররোচিত করিয়াছিলেন; আত্মা অমর—এই শিক্ষা দিয়া 'যুগান্তর' যুবকগণকে মৃত্যুভয়হীন করিয়া তুলিবার প্রয়াসী।

সশস্ত্র বিপ্লব বা হিংসাত্মক সংঘর্ষের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প বুকে নিয়ে 'যুগান্তরে'র জন্ম। তার কল্পিত স্বাধীনতা ছিল ভারতের জন্য পূর্ণ স্বরাজ। *'মাত্র ৩০০ টাকা সম্বল করে এই কাগজ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে ২০০ টাকা সংগৃহীত হয় রংপুর কেন্দ্র থেকে, বাকী ১০০ টাকা কলকাতা থেকে।'* প্রথম তিন সপ্তা 'যুগান্তর' কুমারটুলির প্রকাশ মজুমদারের (পার্টিমেম্বার) প্রেসে ছাপা হত। পরে নিজস্ব প্রেস কেনা হয়। প্রথমে ছিল হাত-মেশিন, পরে বৈদ্যুতিক-মেশিনও

কেনা হয়েছিল। ছাপাখানার নাম ছিল 'সাধনা প্রিন্টিং প্রেস'। 'যুগান্তরে'র প্রচ্ছদপটে ত্রিশূল, তলোয়ার ও চন্দ্র (যা শক্তির প্রতীক ও অসাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন) সমন্বিত একটি পতাকার ছবি আঁকা থাকত। প্রচ্ছদের ছবির নীচে বাঁদিকে প্রথম কলমের ওপরে গীতার 'যদা যদাহি ধর্মস্য... সম্ভবামি যুগে যুগে।।' শ্লোকটি ছাপা হত। বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তরে'র দাম ছিল এক পয়সা। পত্রিকার প্রথম কার্যালয় ছিল ২৭ কানাই ধর লেনে। পরে স্থানান্তরিত হয় ৪১ চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে। পরে আরও দু'বার এর কার্যালয় পরিবর্তিত হয় যথাক্রমে ২৮।১ মির্জাপুর স্ট্রিট ও ৭৫ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে। প্রথম দিকে ১৭/১৮ খানার বেশী 'যুগান্তর' বিক্রি হত না। বাকি সব বিলি করা হত। কিন্তু ক্রমে এর প্রচার সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়ে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ৭ হাজার এবং ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ২০ হাজার পর্যন্ত কাগজ ছাপা হত।

অল্পদিনের মধ্যে যুগান্তরের জনপ্রিয়তা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ইডেন হিন্দু হোস্টেলের কয়েকজন বিহারি ছাত্র 'যুগান্তরে'র হিন্দি সংস্করণ বের করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ৫০০ টাকা দিতে উদ্যোগী হন। এই উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদও ছিলেন। *'কিন্তু শীঘ্রই যুগান্তরের ওপর পুলিশী আক্রমণ আরম্ভ হওয়ায় ঐ পরিকল্পনা আর বাস্তবে রূপায়িত'* হয়নি। যুগান্তরের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন : সখারাম গণেশ দেউস্কর, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেবব্রত বসু (যোগাক্ষ্যাপা), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী) ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষও 'যুগান্তরে' কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

১৯০৭-এর মাঝামাঝি সময়ে সরকার দেশীয় সংবাদপত্র দমন অভিযান শুরু করেন। বাংলায় এই অভিযানের প্রথম আক্রমণলক্ষ্য হয় 'যুগান্তর'। ২ জুনের সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ আপত্তিজনক—এই অভিযোগে সম্পাদককে সতর্ক করে চিঠি দেওয়া হয়। ৩ জুলাই 'যুগান্তর' কার্যালয় খানাতল্লাশি হয়। ৫ জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ নিজেই পুলিশের কাছে ধরা দেন। 'যুগান্তরে'র আর্থিক দায়িত্ব বহন করতেন অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং লেখার দিকটা সামলাতেন ভূপেন্দ্রনাথ। পরামর্শদাতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর ও অবিনাশ চক্রবর্তী। কিন্তু সম্পাদক হিসেবে প্রকৃতপক্ষে কোনো একজন কেউ ছিলেন না। তবুও সে সময় ভূপেন্দ্রনাথ নানা কারণে নিজেকেই সম্পাদক বলে চিহ্নিত করে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজের ওপর নেন। গ্রেপ্তারের পরদিন ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ও চারুচন্দ্র মিত্র জামিন হয়ে তাকে মুক্ত করে আনেন। তাঁর পক্ষের উকিল ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি। ২২ জুলাই মামলা আরম্ভ হয়। এই মামলায় প্রদত্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন ঃ

আমি সরল বিশ্বাসে আমার দেশের প্রতি কর্তব্য বলে যা ভাল বুঝেছি, আমি তাই করেছি। যা অস্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই, তা প্রমাণ করবার জন্য আদালতের অনর্থক অর্থব্যয় বা শক্তিক্ষয় হোক আমি তা চাই না। আমি আর কোনো বিবৃতি দিতে বা এই বিচারে আর কোনো অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই।

২৪ জুলাই বিচারপতি কিংসফোর্ড এই মামলার রায় দেন। রাজদ্রোহের অপরাধে ভূপেন্দ্রনাথের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তিনি হাসিমুখে প্রশান্তচিত্তে কারাবরণ করেন। ভূপেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার বা কারাবরণের পর 'যুগান্তর' বন্ধ হয়ে যাবে বলে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল 'যুগান্তর' *'নূতন প্রাণশক্তি ও সঙ্কল্প নিয়ে'* নিয়মিতই প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯০৭-এর আগস্ট মাসে পুনরায় 'যুগান্তর' কার্যালয়ে খানাতল্লাশি হয় এবং 'মিথ্যাভয়', 'সিডিশন ও বিদেশী রাজা' ও 'মিথ্যার পূজা' প্রবন্ধত্রয় প্রকাশের অভিযোগে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বসন্তকুমার ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হন। ২রা সেপ্টেম্বর মামলার রায় বেরোয়। অবিনাশচন্দ্র মুক্তি পান কিন্তু বসন্তকুমারের দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। 'যুগান্তরে' প্রকাশিত দু'টি প্রবন্ধে (১৯০৭-এর ১২ ও ২৬ আগস্ট) প্রকাশ্য বিদ্রোহের সুর স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধটিতে *'দেশীয় সৈন্য বাহিনীতে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করে সৈন্যদলকে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের অগ্রসর হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।'* 'যুগান্তরে'র বৈপ্লবিক প্রচারে ইংরাজ সরকার ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তাই দেখা যায়, ১৯১৮-র রাউলাট কমিটির রিপোর্টে 'যুগান্তরে'র বিপ্লববিষয়ক প্রচারের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে, 'যুগান্তরে'র প্রতি ছত্রে বিপ্লবের সুর ধ্বনিত হত।

১৯০৭-এর অক্টোবরের শেষের দিকে এর পরিচালন-দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়। হাতবদলের পরেও 'যুগান্তরে'র উজ্জ্বল আদর্শ ও নির্ভীক প্রচারকার্য আগের মতোই চলে। এ বিষয়ে 'ইংলিশম্যান' (২৪শে নভেম্বর, ১৯০৭) মন্তব্য করে,

নূতন মুদ্রাকরের অধীনে পত্রিকার কাজ সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে, এবং গবর্ণমেন্ট যদি পুনঃ পুনঃ এই পত্রিকা দমনে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে, তাহলে প্রায় ষোলজন লোক পালা করে 'যুগান্তর' মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রয়েছে এরূপ শোনা যাচ্ছে।

নভেম্বর থেকে পত্রিকাটি প্রকাশের প্রধান দায়িত্ব নিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠচন্দ্র আচার্য। 'হিন্দুবীর্য পঞ্চনদে' (১৪ই ডিসেম্বর) প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য যুগান্তরের বিরুদ্ধে আবার রাজদ্রোহের মামলা দায়ের হয়। বৈকুণ্ঠ আচার্য গ্রেপ্তার হন। বিচারপতি কিংসফোর্ড (১৬ জানুয়ারি ১৯০৮) বৈকুণ্ঠ আচার্যর দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেন। এরপরে প্রথমে বিভূতিভূষণ রায় ও তারপর বাঁকিপুরের 'মাদারল্যাণ্ড' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মিত্র পত্রিকার দায়িত্ব

নেন। বারংবার পুলিশী *'আক্রমণের ফলে 'যুগান্তর' ঋণভারে জর্জরিত হয়।... বৈকুণ্ঠচন্দ্রের গ্রেপ্তার উপলক্ষে এইবারের আক্রমণে 'যুগান্তরে'র অপরিসীম আর্থিক ক্ষতি হয়।'* আর্থিক দুরবস্থার জন্য জনগণের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়ে আবেদন করা হয়। ১৯০৮-এর ১১ এপ্রিল 'যুগান্তর' কার্যালয় পুনরায় পুলিশি-হামলার লক্ষ হয় এবং পুলিশ সুমতি প্রেসও (সে সময়ে 'যুগান্তর' সেখানে ছাপা হত) আক্রমণ করে। এ সম্পর্কে ১৮ এপ্রিলের 'যুগান্তর' লেখে,

> পুলিশ যুগান্তরের ফর্মাসহ প্রায় ৪।৫ মণ 'টাইপ' ও 'ব্লক' প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে! গ্রাহক ও এজেন্টের খাতা, মফঃস্বলের জন্য সমস্ত ছাপান কাগজ এবং অনেকগুলি ডাকটিকিটও লইয়া গিয়াছে। মফঃস্বলে পাঠাইবার জন্য যে কাগজ প্যাক করা হইয়াছিল, তাহাও লইয়া গিয়াছে।

মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের দিনদুই পর কলকাতায় অরবিন্দ সহ বিপ্লবীদলের অনেকে গ্রেপ্তার হন। ৯ মে 'যুগান্তরে' সরকারের আপত্তিজনক কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই অভিযোগে পুনরায় যুগান্তর কার্যালয় খানাতল্লাশি হয় এবং তৎকালীন মুদ্রাকর ও প্রকাশক ফণীন্দ্রনাথ মিত্র গ্রেপ্তার হন। ১১ জুন মামলার শুনানি হয়। আর্থিক বিপর্যয় সত্ত্বেও 'যুগান্তরে'র এই বিরামহীন বিপ্লবাত্মক প্রচার ইংরাজ সরকারকে খুবই বিচলিত করে তোলে। তার পরিণতিতে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন 'নিউজপেপারস্ (ইন্‌সাইট্‌মেন্ট টু অফেন্‌সেস্) অ্যাক্ট' জারি হয়। এই আইন বলে 'যুগান্তর'কে একেবারে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়। 'যুগান্তরে'র ছাপাখানা নষ্ট করে দেওয়া হয়। ***"যতদূর জানা আছে তাতে মনে হয় ১৯০৮ সনের ৬ই জুলাই 'যুগান্তরে'র সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।"***

বন্দেমাতরম্

> অরবিন্দের আগ্রহে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার স্থলে 'বন্দেমাতরম্' নামে ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইল ১৯০৬ সালের ৬ই আগষ্ট...। অরবিন্দের Absolute autonomy free from British control নামে প্রবন্ধ ও তাহার খসড়া প্রস্তাব বক্ষে লইয়া 'Bande Mataram' আবির্ভূত হইল।...স্বাধীনতার বাণী শুনাইল;...।

প্রভাতকমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন'-এ (কলিকাতা, ১৩৬৭) আরও লিখেছেন ঃ

> 'রাজা' সুবোধচন্দ্র মল্লিকের অর্থসাহায্য লাভ করিয়া 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক কাগজরূপে বাহির হইল এবং একটি লিমিটেড কোম্পানি হইল পরিচালক, বিপিনচন্দ্র সম্পাদক।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় তাঁদের 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> ক্রমবর্ধমান সরকারী নির্যাতনের পটভূমিতে চরমপন্থীদলের রাষ্ট্রিক সাধনা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে ও ইংরেজী দৈনিক প্রকাশের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। বরিশাল যজ্ঞভঙ্গের (এপ্রিল, ১৯০৬) পর এই জাতীয় পত্রিকা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা এক প্রত্যক্ষ দাবিতে পরিণত হলো।...বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে তখনও অরবিন্দ ঘোষ উদিত হননি। "এই সময় বিপিনচন্দ্র কাহাকেও একপ্রকার না জানাইয়া পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয় ফেলিলেন। কালীঘাটের শ্রীহরিদাস হালদার ও শ্রীহট্টের শ্রীক্ষেত্রমোহন সিংহ দুইজনে ৪৫০ টাকা দিলেন। পত্রিকা ছাপাইবার ভার নিলেন তদানীন্তন 'প্রদীপ' পত্রিকার ও ক্লাসিক প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্তী। প্রেসের অফিস ছিল তদানীন্তন করপোরেশন ষ্ট্রীটের উপর; ওয়েলেস্লী ষ্ট্রীট ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মধ্যস্থলে বাড়ীটি অবস্থিত ছিল। বিহারীলালের সঙ্গে ব্যবস্থা হইল যে তিনি দৈনিক বিক্রয়ের আয় হইতে ছাপার ব্যয় আদায় করিবেন।"
> (" 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার জন্মবৃত্তান্ত" / সুরেশচন্দ্র দেব / অপ্রকাশিত)। বিপিনচন্দ্র ... ৬ই আগষ্ট 'বন্দেমাতরম্' প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন ও উহার এক কপি হাতে নিয়ে ঐ দিনই প্রাতে চাটগাঁ মেলে শ্রীহট্ট অভিমুখে রওনা হন।

এই সময়ে অরবিন্দ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি কাটাতে কলকাতায় এসেছিলেন। বিপিনচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে যাতে পত্রিকা পরিচালনা ও প্রকাশে কোনো অসুবিধা না হয়, তার জন্য তিনি ৫ আগস্ট বিকেলে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে 'বন্দেমাতরমে'র জন্য দিনে একটি করে প্রবন্ধ লিখে দিতে অনুরোধ করেন। অরবিন্দ তাতে রাজি হন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় 'বন্দেমাতরম্' অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিপিনচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে অরবিন্দই পত্রিকার সব দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালাচ্ছিলেন। প্রথম দু'মাস 'বন্দেমাতরম্' 'সন্ধ্যা' অফিস থেকে প্রকাশিত হয়। ৮ অক্টোবর ২০০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে 'বন্দেমাতরমে'র কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। পরে ঠিক হয় যে, 'পত্রিকা বর্ধিত আকারে ১ নভেম্বর থেকে ২/১ ক্রিক রো হতে প্রকাশিত হবে; বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষ হবেন এর যুগ্ম-সম্পাদক, কিন্তু পত্রিকায় সম্পাদকের নাম থাকবে না। এতদিন পর্যন্ত (আগস্ট-অক্টোবর) 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় বিপিন পালের নামই সম্পাদক হিসাবে ছাপা হত। সুরেশ দেবের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, 'সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে এ বিষয়ে এক আলোচনা হয়। সেখানে ঠিক হয় যে 'সন্ধ্যা' প্রেস থেকে 'বন্দেমাতরম্' ছাপা হবে। ছ'হাজার টাকা সংগ্রহ করা হবে। চিত্তরঞ্জন দাশ, রজতনাথ রায় ও সুবোধ মল্লিক প্রত্যেকে এক হাজার টাকা করে এবং কুমারকৃষ্ণ দত্ত, শরৎচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ হালদার ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং আরও দুই ব্যক্তি প্রত্যেকে পাঁচশো করে টাকা দেবেন।'

"কিন্তু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন যে, নভেম্বর মাস থেকে 'বন্দেমাতরমে'র আর্থিক দায়িত্ব মূলত সুবোধচন্দ্র মল্লিককেই বহন করতে হয়েছিল।" আরও ঠিক হয়েছিল পত্রিকার একই পাতায় সংবাদ ও বিজ্ঞাপন পাশাপাশি ছাপা হবে। এইসব প্রস্তাবে বিপিন পালের আপত্তি ছিল। তা ছাড়া প্রচারকার্যের তাগিদ ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে বিপিন পাল আস্তে আস্তে নিজেকে 'বন্দেমাতরম্' থেকে সরিয়ে নেন। ১৭ ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'বন্দেমাতরমে'র এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে, বিপিন পাল 'পত্রিকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন'। ' 'বন্দেমাতরমে'র সঙ্গে বিপিন পালের বাহ্যিক যোগাযোগ ছিন্ন হলেও আত্মিক সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হয়নি।'

১৯০৬-এর নভেম্বর থেকে ১৯০৭-এর মার্চ পর্যন্ত শারীরিক কারণে অরবিন্দকে কলকাতার বাইরে কাটাতে হয়। সে সময় সম্পাদকমণ্ডলীর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী পত্রিকা পরিচালনা করেন। ২৭শে জুন ও ২৬ জুলাই-এর (১৯০৭) 'বন্দেমাতরমে' কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে আগস্ট মাসে অরবিন্দ ঘোষ, হেমচন্দ্র বাগচি ও অপূর্বকৃষ্ণ বসুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। ২৬শে আগস্ট মামলার শুনানি আরম্ভ হয়। 'বন্দেমাতরম্' কার্যালয় খানাতল্লাশির সময় বিপিন পালের লেখা ('নিউ ইণ্ডিয়া' থেকে) চিঠি পাওয়া যায়। ফলে, তাকেও ২৬ আগস্ট সাক্ষ্যদানের জন্য আদালতে ডাকা হয়। কিন্তু 'জনসাধারণের নাগরিক স্বাধীনতার পথে এই মামলা কন্টকস্বরূপ' বলে তিনি আদালতের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁকে ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 'বন্দেমাতরমে'র রাজদ্রোহের মামলা কিংসফোর্ডের এজলাসেই হয়েছিল। অরবিন্দের লেখনীর কুশলতার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের কোনও অভিযোগ সেই মামলায় প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। পরন্তু এই মামলা বিচারের নামে প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। অরবিন্দ মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু নিরাপরাধ মুদ্রাকরের তিন মাসের কারাদণ্ড হয়েছিল। মুদ্রাকর না জানতেন ইংরাজি না জানতেন পত্রিকার নীতি। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২ মে অরবিন্দ আলিপুর (মানিকতলা) বোমার মামলায় ধৃত হন। অতঃপর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর অনুরোধে বিপিন পাল 'বন্দেমাতরম্' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে ও পরামর্শে 'বন্দেমাতরম্' পরিচালিত হয়। ১৯০৮-এর ৮ জুন নতুন সংবাদপত্র আইন জারি হয়। ফলে 'বন্দেমাতরমে'র দিন শেষ হয়ে আসতে থাকে। ১৯০৮-এর ২৯ অক্টোবর 'বন্দেমাতরম'-এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সে সময় পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জী।

ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী বলেছেন ঃ

> 'বন্দেমাতরম্'-এ অরবিন্দ যেসব সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতেন, সে সময় সেই রকম রচনা বিরল ছিল এবং সেগুলি দেশের সর্বত্র গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়া হতো। ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐসব রচনা মৌলিক রসদ হিসাবে স্মরণীয়।... প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অরবিন্দের ঐ সকল রচনার মূল্য কেবল ঐতিহাসকি দলিল বলেই নয়, উচ্চ-সাহিত্য-মানের রাজনীতি বিষয়ক গদ্য হিসাবেও।

তাঁর রচনার মান যেমন ছিল উঁচু দরের, তেমনি লেখার কৌশল এমনই ছিল যে, তা থেকে লেখককে আইনের পাকে আটক করা ছিল অসম্ভব। এ সম্পর্কে 'স্টেটসম্যান' একবার লিখেছিল ঃ

পত্রিকার প্রত্যেকটি ছত্রে রাজদ্রোহের সুর অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু রচনাশৈলী এমনই নিখুঁত যে, তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অসম্ভব।

এর উত্তরে অরবিন্দ বলেছিলেন ঃ

সার্টেনলি দি রাইটার... নীড নট ডিসওন হিজ হ্যান্ডিওয়ার্ক অর ইভেড হিজ রেসপন্‌শিবিলিটি, ফর হি হ্যাজ্ ব্রট দি আর্ট অব্ সেফ স্ল্যান্ডার টু ইটস্ আটমোষ্ট পশিব্‌ল্ পারফেক্‌শন্।

সে সময় স্বদেশি আন্দোলনে স্বরাজ-সাধন-ব্রতের মূল মন্ত্র ছিল বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্'। দেশকে মা রূপে কল্পনা করে, এই মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের যুবকদল সেদিন মাতৃভূমির কলঙ্ক মোচনে ছিলেন বদ্ধপরিকর। ওই মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই পত্রিকার নামকরণ হয়েছিল 'বন্দেমাতরম্'। সশস্ত্র-চরমপন্থী স্বদেশি আন্দোলনের প্রধানতম প্রবক্তা অরবিন্দের চিন্তার বাণীরূপ মূর্ত হয়েছিল 'বন্দেমাতরমে্'র পাতায়। *'আধুনিক ভারতের ইতিহাসে 'বন্দেমাতরম' ছিল সাংবাদিকতার অপূর্ব আদর্শ ও নিদর্শন।'* 'বন্দেমাতরম্' জাতিকে দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে, জাতিকে জাগিয়ে তুলে তার সামনে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সুনির্দিষ্ট লক্ষ স্থির করে দিয়েছে, এবং আদর্শের বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য সুষ্ঠু ও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কার্যসূচি তৈরি করে দিয়েছে।

আলিপুর বোমার মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অরবিন্দকে 'বেঙ্গলী'র সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকী 'বন্দেমাতরম্'কে পুনরায় প্রকাশ করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পরিবর্তে, আধ্যাত্মিক-বিষয়ক 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগিন' প্রকাশ করেন।

নবশক্তি

এই সময়ে 'নবশক্তি' নামে আর একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল— মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার উদ্যোগে, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি। এ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ

'যুগান্তর' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা একখানি নূতন দৈনিক পত্র বাহির করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই কথা শুনিয়া উপাধ্যায়জী (ব্রহ্মবান্ধব) আমাকে বলিলেন, "মনোরঞ্জনবাবুকে বুঝিয়ে বললাম যে নূতন কাগজ বের করবার এখন আর দরকার নেই। 'যুগান্তরে'র আর্থিক অবস্থা খারাপ। তাঁহাকে বললাম যেন উনি তোমাদের 'যুগান্তর' পত্রিকাকেই সাহায্য করেন। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না।" মনোবঞ্জনবাবু আমাকে বলিলেন, " 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তরে'র মাঝামাঝি একটা কাগজ দরকার। আমার কিছু নূতন বক্তব্য আছে।" কিন্তু 'নবশক্তির' সুর 'যুগান্তর'কে ছাপাইয়া উঠিতে পারিল না, তাই ইহা তেমন জনপ্রিয়তাও লাভ করিতে পারে নাই। অবশেষে 'যুগান্তর' দলই এই কাগজ সম্পাদনা ও পরিচালনা করিত।

অন্যান্য যেসব পত্রিকা বিভিন্নভাবে স্বদেশি আন্দোলনে সহযোগিতা করে সেগুলির মধ্যে বরিশালের 'বিকাশ' এবং 'চারুমিহির' অন্যতম।

কার্জনের ভারত ত্যাগ ও তারপর

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে কার্জন ভারত ত্যাগ করেন। লর্ড মিন্টো তার স্থলাভিষিক্ত হন। ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার পতন ঘটে, ক্ষমতাসীন হয় উদারনৈতিক দল। ১৯০৬-এর এপ্রিলে বরিশালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বলপ্রয়োগ করে ভেঙে দেওয়া হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন। ১৯০৭-এর মার্চে কুমিল্লায় সরকারের সমর্থনে ও নবাব সালিমুল্লার প্ররোচনায় হিন্দু-দলন শুরু হয়। এপ্রিলে ময়মনসিংয়ে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। মুসলমানদের অত্যাচার চরমে পৌঁছয়। মহারাষ্ট্রের 'মারাঠা', 'কেশরী' এই ঘটনার জন্য বাঙালিকে ধিক্কার দেয়। 'বন্দেমাতরম্' বাঙালিকে আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান জানায়। এই বছরের ৪ মে 'কার্লাইল সার্কুলারে'র বৃহৎ সংস্করণ 'রিজ্‌লী সার্কুলার' জারি হয়। বঙ্গবিভাগের পর থেকে ইংরাজ সরকার পাঞ্জাব সম্পর্কে রীতিমতো সচেতন ও সাবধান হয়ে ওঠে। অজিত সিং ও লাজপাত রায়কে রাজনৈতিক আন্দোলনে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে ব্রিটিশ-ভারত থেকে নির্বাসিত করা হয়। রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে তিলক লাভ করেন ৬ বছরের নির্বাসন ও ১ হাজার টাকা জরিমানা-দণ্ড। 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি' সরকারের এই চণ্ডনীতির তীব্র সমালোচনা করে এবং দেশবাসীকে সরকারি নিষ্পেষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার নির্দেশ দেয়। এইসব ঘটনার জন্য ১৯০৭-এর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয় সংবাদপত্র-দলন অভিযান। প্রথম আক্রান্ত হয় 'যুগান্তর'।

কংগ্রেসের আদিযুগের প্রথম নেতাদের মধ্যে প্রভূত বিচক্ষণতা থাকলেও

তারা সেদিন শাসক ও শাসিতের ঐতিহ্যগত স্বার্থ-সংঘাতের স্বরূপ বোধ হয় উপলব্ধি করতে পারেননি। ভারতে বৃটিশ শাসনকে সেদিন তারা দেশের মঙ্গলবিধায়ক বলে ভেবেছিলেন। এটাই ছিল তাদের সব থেকে বড় দুর্বলতা। ১৮৭৮-এর এপ্রিলের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' 'ইংলণ্ডের প্রতি ভারতের কর্তব্য' শিরোনামে এক প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল ঃ

> দেশের রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে তা' যে ভারতে কোন রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত করবে না—এ বিষয়ে বৃটিশ সরকার নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

দেশের রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণ ইংরেজ প্রবর্তিত প্রশাসন, উন্নয়ননীতি, নিরাপত্তা প্রভৃতি সম্পর্কিত আদেশ বা নীতিকে পুরোপুরি সমর্থন করে। এমনকী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'বেঙ্গলী'তেও (১৯০০, ৮ জুলাই) 'ইংলণ্ডের মহত্ত্ব ও ভারতের লাভ' বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যে ওই একই উক্তির প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছিল। এই প্রবন্ধের লেখক ছিলেন 'ডন্' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দু'বছর পরে, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে আহমেদাবাদ কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ সোচ্চারে ঘোষণা করেন, *'ভারতে স্থায়ী বৃটিশ শাসনের পক্ষে আমরা অভিমত জানাচ্ছি'।* এমনকী সে সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও একই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই সকল ঘটনা ভারতের নিজস্ব জাতীয়-জীবন গঠনে সাময়িকভাবে বাধার সৃষ্টিও করেছিল। কিন্তু অচিরে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের নীতি ও কার্যাবলি তৎকালীন নেতৃবৃন্দের এই মনোভাবকে বদল করতে সাহায্য করে। ব্রিটিশ সরকার ও তার শাসননীতির প্রতি তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়। রাজনীতির বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারতবাসী সহসা জেগে ওঠে। ব্রিটিশের মহত্ত্ব সম্পর্কে তাদের অনেককালের বিশ্বাস ভেঙে পড়ে, দূর হয় মরীচিকা। শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম ফেটে পড়ে স্বদেশি আন্দোলনে। ১৯০৬-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ঘোষিত হয় ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য : 'স্বরাজ' বা পূর্ণ স্বাধীনতা। জাতীয় আন্দোলনের এই পর্বে সুস্পষ্ট নেতৃত্বের সহোদর-ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ। 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'সন্ধ্যা', 'নায়ক', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'বন্দেমাতরম্'—প্রভৃতি কাগজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা স্বরাজ সাধনায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৯০৮-১৯২০

দমন-পীড়ন ও স্বদেশী আন্দোলনের পথে

নানাবিধ কারণে ভারতের জনগণ ও ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে পার্থক্য ক্রমে বড় হয়ে উঠতে থাকে।

১৯০০ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে চলে দমন-পীড়ন। সংবাদপত্রের ওপর ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে রাজদ্রোহের মামলা। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় বারংবার। রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাংলা থেকে স্থানান্তরিত হয় বোম্বাই-এ। সেখানে তখন তিলকপন্থী-সাংবাদিকদের প্রাধান্য। অপরদিকে ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে সোচ্চারে প্রকাশিত হতে থাকে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নেতৃত্বের বিরোধ তাদের সেই মনোভাবে ইন্ধন জোগায়। ব্রিটিশ সরকার ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে কিছুটা সমঝোতার সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পায়। কিন্তু ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের বিরোধিতা তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইঙ্গ-ভারতীয়রা সে সময়ে তাদের বিশেষ সুবিধা খর্ব করতে মোটেই রাজি ছিল না। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজনৈতিক হিংস্র-কার্যকলাপ কিছুটা হ্রাস পায়। পরিবর্তে সাংবিধানিক চিন্তা ক্রমে প্রাধান্য পেতে থাকে। তিলক ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেই সুর বদলে বিশিষ্ট ভূমিকা নেন। এরপর ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির আগমন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে আর একধাপ পরিবর্তনের সূচনা করে। 'স্বরাজ'-নীতি সম্পর্কে তিলক ও কংগ্রেসের মধ্যে আপস-রফা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিলে, ভারতের স্বদেশী আন্দোলনে সাময়িকভাবে

কিছুটা ভাঁটার ভাব দেখা দেয়। যুদ্ধকালে ভারতীয়-ভূমিকা ভারতের প্রতি ব্রিটিশ-মনোভাবকে কিছু পরিমাণে নরমও করে। কিন্তু এহ বাহ্য। এ সেই মরীচিকার পুনরাবৃত্তি মাত্র। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক চরম বিভ্রান্তির কাল।

১৯১৯-এর পরবর্তী ঘটনাবলি পুনরায় রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দেয়। সে সময়ে সংবাদপত্রসমূহও অন্যতম প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। 'মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মে'র সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আরও দু'টি জাতীয় সংবাদপত্রের জন্ম হয় ঃ সাপ্তাহিক 'সার্ভেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া' এবং দিল্লির 'হিন্দুস্তান টাইমস্'। ভ্যালেন্টাইন চিরল তাঁর 'ইণ্ডিয়ান আনরেষ্ট' (১৯১০) গ্রন্থে স্বদেশি আন্দোলনের কালের কুড়িটি চরমপন্থী ভারতীয় সংবাদপত্রের নামোল্লেখ করেছেন : হিন্দ্‌স্বরাজ্য, যুগান্তর, গুজরাত, শক্তি, কাল, ধর্ম, হিতৈষী, খুলনাবাসী, কল্যাণী, বেদরী, প্রেম, বার্তাবহ, আকাশ, কেশরী, কর্নাটক বৈভব, রাষ্ট্রমত, বিশ্ববৃত্ত, নিউ ইণ্ডিয়া, বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা, বেঙ্গলী, হিতবাদী, ঢাকা গেজেট, জঙ্গশিয়াল, নবশক্তি ও সহায়িক।

১৯০৫ থেকে ১৯০৭-এর মধ্যেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশি আন্দোলনে এবং স্বদেশি আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের চেহারা নেয়। এই পরিবর্তন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌দের মনে বিশেষ দাগ কাটে। ফলে ১৯০৭-এ বড়লাট মিন্টো এবং ভারতসচিব মর্লি উভয়ে শাসন সম্পর্কে কতকগুলি পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। ১৯১০-এর ডিসেম্বরে 'মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার' প্রবর্তিত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি একই সঙ্গে অন্তরীণ নেতারা মুক্তি পান এবং ছাপাখানা আইন প্রবর্তিত হয়। ছাপাখানা আইনে বলা হয় ঃ মুদ্রাকরকে সরকারের কাছে নগদ টাকা জমা রাখতে হবে—জামিন বা জামানত হিসেবে, সংবাদপত্রে আপত্তিকর কিছু ছাপলে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে, তারপরেও কোনো অপরাধ করলে ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হবে। ১৯১০ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে এই আইনের বলে *'৩৫০টি মুদ্রাযন্ত্র, ৩০০ খানা সংবাদপত্র ও ৫০০ বই বাজেয়াপ্ত হয়'*। ১৯২১-এ এই আইন প্রত্যাহৃত হয়।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরি ভারত সফরে আসেন। এই উপলক্ষে মহাসমারোহে দিল্লিতে দরবার অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ ডিসেম্বর সম্রাট 'বিরাট মাঠ ও অসংখ্য অজানা লোকের কবর এবং ইমারতের ভগ্নস্তূপ— মুগল গৌরবের ধ্বংসাবশেষ'-এর ওপর নয়াদিল্লির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর ওপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘটনা প্রমাণ করল সন্ত্রাসবাদীরা নিষ্ক্রিয় নেই—এবং কেবল বাংলা দেশের মধ্যেই আর তারা সীমিত

নয়। তারা অনেকদূর এগিয়েছেন। দেশের যুবকদের ওপর কংগ্রেসের প্রভাব স্তিমিত হতে চলেছে।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ভারতীয় বিপ্লবীরা নতুনভাবে তাদের কর্মসূচি তৈরি করতে সচেষ্ট হন। ফলে, ১৯১৫-র ১৮ মার্চ 'ডিফেন্স অব্ ইণ্ডিয়া' আইন পাশ হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার উনিশ জন বেসরকারি হিন্দু-মুসলমান সদস্য ভারতীয়দের ভারতশাসন বিষয়ক প্রথম সাংবিধানিক খসড়া পরিষদে পেশ করেন। অপরদিকে অ্যানি বেসান্ত সেই সময়ে তার নিজস্ব 'নিউ ইণ্ডিয়া'য় জ্বালাময়ী জাতীয়তাবাদী প্রবন্ধ লিখছিলেন ধারাবাহিকভাবে। ফলে মাদ্রাজ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে প্রথমে সতর্ক ও পরে অন্তরীণাবদ্ধ করেন। তার আগেই 'কম্‌রেড্' পত্রিকার মহম্মদ আলি (সম্পাদক), সৌকত আলি ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিনা বিচারে ইংরেজ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এদের মুক্তির জন্য দেশজুড়ে প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। ১৯১৭-র ডিসেম্বরে শ্রীমতী বেসান্ত মুক্তি পান। ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস সভাপতি কে হবেন তা নিয়ে বেশ খানিকটা বিরোধের ঝড় বয়ে যায়। এবং শেষ পর্যন্ত তরুণ জাতীয় দলের ইচ্ছানুসারে শ্রীমতী বেসান্ত কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল ১৯১৯-এ। যুদ্ধশেষে দেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে ওঠে। এর আগেই স্যাড্‌লার কমিশন নিযুক্ত হয়। পরের কয়েকটি উল্লেখ্য ঘটনা হল ঃ মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম (১৯১৯), জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, রাজকীয় ঘোষণা ও রাউলাট আইন পাশ (১৯১৯), অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন (১৯২০), কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্ব (১৯২০)।

ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র, দমন-পীড়ন

এই সময়ে ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সরকারকে সমর্থন করে তাব স্নেহচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ভারতের ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির ন্যায় ব্যবহারই ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সরকারের কাছ থেকে পায়। তাই যে রচনা প্রকাশের জন্য ভারতীয় সংবাদপত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হত, সেই জাতীয় রচনা প্রকাশ করেও ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি রেহাই পেয়ে যেত। হয়তো বা তাদেরকে কখনো কেবলমাত্র সাবধান করে দিয়েই আইনের মর্যাদা রক্ষা করা হত। তাই তিলকের বিচারের সময় 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র পাতায় আদালতের অবমাননা ঘটলেও তাকে কেবল সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, অন্য কোনো দণ্ডবিধান করা হয়নি। অথচ সে সময়ে ইংরাজ-মালিকানার সংবাদপত্রসমূহে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ও প্ররোচনামূলক বহু রচনাই প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে 'অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট'-এর বিরোধিতা প্রসঙ্গে গোখ্লের মন্তব্য স্মরণীয় ঃ

> পুলিশ ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের ওপর যে ভাবে হামলা ও অভিযান চালায়, ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের ওপর সেই রকম হামলা ও অভিযান চালাবার ক্ষমতা তাদের নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা একমাত্র ভারতেই সবথেকে বেশী শক্তিশালী। অথচ সেই তুলনায় ভারতের সংবাদপত্রসমূহের প্রভাব অত্যন্ত দুর্বল। ভারতে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এ ব্যাপারে কোন সহায়তা করতে পারছে না। পক্ষান্তরে সরকার যে ভাবে জনগণের অভাব-অভিযোগ ও অভিমতকে উপেক্ষা করে, কেবলমাত্র সংবাদপত্র দমনের জন্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করে তুলছেন, তাতে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। সরকারের উচিত যুগোপযোগী করে বেসামরিক শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী করা। সরকারের ন্যায় সংবাদপত্রও একদিকে জনস্বার্থের রক্ষাকর্তা। সেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা জনস্বার্থের বিরোধী এবং অসম্মানকর। তাই সরকার-বিরোধী প্রতিক্রিয়াও এরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

ওই সময়ে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে কোনো ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্র আইন জারি হওয়ার পর বোম্বাই সরকার বিপ্লবী দমনে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। এম. এম. পরঞ্জাপে ও তিলককে শাস্তিদান করা হয়। পরঞ্জাপের অপরাধ—তিনি 'কাল' পত্রিকায় বিপ্লবাত্মক প্রবন্ধ লিখছিলেন। পাঞ্জাব থেকে লাজপৎ

রায় ও অজিত সিং বহিষ্কৃত হন। বাংলা থেকে বহিষ্কৃত হন—কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পুলিন বিহারী দাশ, মনোরঞ্জন গুহ এবং ভূপেশচন্দ্র নাগ। দক্ষিণ ভারতে ও মাদ্রাজে চিদাম্বরম পিল্লাই ও সুব্রাহ্মনিয়া শিব-এর ছ'বছরের জন্য দ্বীপান্তর হয়। তামিল 'ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে পাঁচ বছরের মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়। তেলেগু 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদক ন'মাসের জন্য কারাদণ্ড লাভ করেন। মধ্যপ্রদেশের 'হরিকিশোর' পত্রিকার সম্পাদক পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ও তার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হয়। 'উর্দু-ই-মোল্লা'র (যুক্তপ্রদেশ) সম্পাদকের দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা জরিমানা হয়। 'বন্দেমাতরম্'-এ রাজদ্রোহ-বিষয়ক সংবাদ প্রেরণের অপরাধে হাতিলাল বর্মাকে সাত বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। শাস্তিদানের এই ব্যাপকতা মর্লিকে পর্যন্ত বিচলিত করে তোলে। তিনি এইভাবে শাস্তিদানে আপত্তি জানিয়ে ১৯০৮-এর জুলাই মাসে মিন্টোকে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে লেখেন ঃ

> সকল ক্ষেত্রে এইভাবে দণ্ড-বিধান করাকে মেনে নেওয়া যায় না। শৃঙ্খলা রক্ষা আমাদের করতেই হবে, কিন্তু শৃঙ্খলারক্ষার পথ মাত্রাতিরিক্ত শাস্তিদান নয়। এই ব্যবস্থা বোমার পথকেই প্রশস্ত করবে।

অপরদিকে লন্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকা সোচ্চারে ঘোষণা করল, তরবারি দিয়ে ইউরোপীয়রা যে ভারত জয় করেছে, তরবারি দিয়েই তারা তা' রক্ষা করবে। ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও এই সুরেই কথা বলল। কলকাতার 'স্টেটস্ম্যান', 'ইংলিশম্যান', 'এশিয়ান'; বোম্বাই-এর 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'; এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার' এবং ভারতের অন্যান্য ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রেও এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল। ব্রিটিশ সরকার ও ভারতস্থ ব্রিটিশ নাগরিকরা এদেরকে একচেটিয়াভাবে সমর্থন জানাল।

মিন্টোর পর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত হলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ।

ইতিমধ্যে ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের আর্থিক সাফল্য বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে বোম্বাই ও কলকাতায়। তবে কলকাতার ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র অপেক্ষা বোম্বাই-এর ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকাগুলি বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত। বেনেট ও ই. জি. পিয়ারসনের দৌলতে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। পত্রিকার জন্য নতুন যন্ত্রপাতি বসানো হয়। লভেট ফ্রেজার ও স্ট্যানলি রিডের ন্যায় দক্ষ সাংবাদিক পত্রিকায় যোগ দেন। 'বোম্বাই ক্রনিক্‌ল'-এর দেখাদেখি পত্রিকার দামও চার

আনা থেকে কমে এক আনা হয়। পত্রিকার প্রচারে বেড়ে হয় ১২ হাজার।

১৯০৮-এর সংবাদপত্র আইনের বলে বাংলায় ৪টি, পাঞ্জাবে ২টি এবং বোম্বাই-এ একটি ছাপাখানার মৃত্যু ঘটে। ১৯১০-এ পুনরায় নতুন ভারতীয় সংবাদপত্র আইন জারি হয়। হার্ডিঞ্জ এই আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরোধিতায় কোনো ফল হয়নি। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বহু সংখ্যক সংবাদপত্র ও ছাপাখানার কাছ থেকে চড়া হারে 'সিকিউরিটি' দাবি করা হয়। ফলে বহু সংবাদপত্র ও ছাপাখানা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১০-এ অরবিন্দর 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগীন'-এর কাছ থেকে ২ হাজার টাকা করে সিকিউরিটির দাবি করলে তিনি পত্রিকা দু'টির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। এমনিভাবে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে আরও বন্ধ হয় ঃ পুণার 'কাল', বোম্বাই-এর 'রাষ্ট্রমত' এবং সুরাটের 'শক্তি', আহমেদবাদের 'রাজস্থান', লাহোরের 'মুজাদ্দিদ', নাগপুবের 'দেশসেবক'; ডেরাইসমাইল খান-এর 'ফ্রন্টিয়ার অ্যাডভোকেট'। এদের কাছে দাবি করা সিকিউরিটির পরিমাণ ছিল পাঁচ, চার, আড়াই, দুই ও এক হাজার করে টাকা। অপরদিকে বোম্বাই-এ 'গুজরাট' পত্রিকা নির্দেশ মতো ২৫০০ টাকা জামানত দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখে। ১৯১১-তে বন্ধ হয় :'দৈনিক হিতবাদী', 'আলমুইন' (অমৃতসর); এবং জামানত জমা দেয়—'পঞ্চবাহাদুর' (বোম্বাই/৫০০), 'জঙ্গ শিয়াল' (পাঞ্জাব/১০০০), 'আল্‌হক্' (দিল্লি/১০০০)। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে 'কেশরী'র পক্ষ থেকে ৫ হাজার টাকা জামানত রেখে পত্রিকার প্রকাশ চালু রাখা হয়। কিন্তু আহমেদাবাদের 'কাথিয়াবাড়' ও 'মহিকণ্ঠ গেজেট' দেও জামানত জমা না দিয়েই পত্রিকা প্রকাশ করলে সম্পাদককে ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়। তখন পত্রিকা দু'টির প্রকাশ বন্ধ হয়। ১৯১৩-১৪-তে দিল্লির 'আলবিদয়ার' এবং অমৃতসরের 'আহ্‌ল-ই-হাদিস'-এর মৃত্যু ঘটে। তাঞ্জোরের একটি তামিল পত্রিকা ৫০০ টাকা জামানত দিয়ে পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত 'প্রেস অ্যাসোসিয়েশন'-এর (১৯১৫) এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ঃ

> ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২২টি ভারতীয় সংবাদপত্রের কাছ থেকে জামানত দাবী করা হয়। ১৮টি পত্রিকা এই দাবীর প্রতিবাদে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১০-এর সংবাদপত্র আইন প্রবর্তিত হবার আগের প্রচলিত ৯৬৩টি সংবাদপত্র ও ছাপাখানার বিরুদ্ধে সরকারী অভিযোগ ওঠে ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তারমধ্যে ৭০৫টি পত্রিকা জামানত দাবীর প্রতিবাদে বন্ধ হয়ে যায়। একই কারণে ঐ সময়ের মধ্যেই ১৭৩টি ছাপাখানা ও ১২৯টি সংবাদপত্র (সবই নতুন) জন্মমুহূর্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইভাবে জামানত আদায়ের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে সরকারের আয় হয় ৫ লক্ষ টাকা। পরবর্তী সময়ে ৫০০ সংবাদপত্রের

মৃত্যু ঘটে এবং সরকারের আয়ও হয় অনেক বেশী। লক্ষ্যণীয় ঃ সরকারের প্রতিরক্ষা আইন কেবল যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়েই নয়, রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাধীনমত প্রকাশের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছিল।

ভারত শাসন বিষয়ক মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড-রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সিডিশান বা রাউলাট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় (১৯১৮, ১৫ জুলাই)। *'এই রিপোর্ট' ভারতের বিপ্লব-প্রয়াসের আনুপূর্বিক ঘটনারাজি খুবই দক্ষতার সহিত সন্ধান করিয়া লিখিত।'* রাউলাট কমিটির রিপোর্ট-অন্তর্গত কতকগুলি সুপারিশ অনুয়ায়ী আইন পাশ করাও অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাংবাদিকরা এই প্রয়াসের প্রতিবাদে মুখর হন। এই ঘটনার পরই গান্ধিজি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। এই প্রস্তাবে ভারতীয়দের মৌল-অধিকার খর্বের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে দেশ জুড়ে আবার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে বিপ্লব-আন্দোলনের আগুন। ভারতের নানাস্থানে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। সেই সব ঘটনার সূত্র ধরে দিল্লিতে হাঙ্গামা দেখা দেয়, পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হয়, জালিয়ান-ওয়ালাবাগে সংঘটিত হয় নির্মম হত্যাকাণ্ড (১৯১৯, ১৩ই এপ্রিল)। গান্ধিজিকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়। পাঞ্জাবে কঠোর সামরিক আইন জারি থাকার ফলে জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য ঘটনাবলির খবর পাঞ্জাবের বাইরে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবুও হাজারো কঠোর নিষেধের লৌহযবনিকা ভেদ করে কিছু কিছু খবর বাইরে চলে আসতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেন। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে পাঞ্জাবের ঘটনার ও তার নায়ক ডায়ারের তীব্র নিন্দা করা হয়। তৎকালীন ব্যবস্থাপক পরিষদের জনৈক ভারতীয় সদস্য লিখেছেন,

> বাস্তবে সেখানে যে পরিমাণ অপকর্ম সংঘঠিত হয়েছে তার সামান্য অংশই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

তবুও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রসমূহের ওপর কঠোর শাসনদণ্ড প্রয়োগ করা হয়। 'বোম্বাই ক্রনিক্ল'-এর সম্পাদক হর্নিম্যানকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা হয়। পরে ১৫ হাজার টাকা সিকিউরিটি জমা দিয়ে এবং সরকারি নির্দেশ ও সেন্সর ব্যবস্থা পুরোপুরি মেনে নিয়ে 'বোম্বাই ক্রনিক্ল' প্রকাশিত হতে থাকে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র পূর্বের ৫ হাজার টাকার জামানত বাজেয়াপ্ত হয় এবং তাকে নতুন করে আবার ১০ হাজার টাকা জামানত জমা রাখতে হয়। 'ট্রিবিউন'-এর

সম্পাদকের ওপর জরিমানা ও কারাদণ্ড আরোপিত হয় এবং পত্রিকা প্রকাশের জন্য ২ হাজার টাকা জামানত রাখতে হয়। বলপূর্বক 'পাঞ্জাবী' পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাদ্রাজের 'হিন্দু' এবং 'স্বদেশমিত্রণ'কে ২ হাজার টাকা করে নতুন জামানত দিতে হয়। পাঞ্জাবে ও বার্মাতে 'হিন্দু'র প্রচার নিষিদ্ধ হয়। অন্যান্য বহু কাগজকেও এই জামানত জমা দিতে হয়।

ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কংগ্রেসের চরম ও নরমপন্থী বিরোধ সমকালীন সংবাদপত্রের ওপরও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ফিরোজশা মেহতা, দিনশা ওয়াচা ও গোখ্‌লের সহযোগিতায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদ থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'লীডার'। বোম্বাই-এর 'অ্যাডভোকেট অব ইণ্ডিয়া' ইঙ্গ ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তরিত হয়। 'বোম্বাই ক্রনিক্ল' ও 'লীডার' নরমপন্থী কংগ্রেসের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সচ্চিদানন্দের সহযোগিতায় এলাহাবাদ থেকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৯০৩-এ প্রকাশ করেন 'ইণ্ডিয়ান্ পিপ্‌ল'। ১৯১৩-তে অ্যানি বেসান্ত 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড'কে 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে রূপান্তরিত করেন এবং নতুন পত্রিকা 'কমনওয়েল' প্রকাশ করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে টি. এম. নায়ার-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'জাস্টিস্'— ভারতের প্রথম দলীয় পত্রিকা। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মতিলাল নেহরু (সৈয়দ হোসেনের সম্পাদনায়) প্রকাশ করেন 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট'। পত্রিকাটি ১৯২৩ এ বন্ধ হয়ে যায়। বোম্বাই-এর হোমরুল দল প্রকাশ করেন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' (১৯১৮)। পরে এটি গান্ধিজির প্রথম ভরতীয় সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে 'কম্‌রেড' (ইং, কলকাতা, ১৯১১) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মহম্মদ আলি খিলাফৎ-আন্দোলন-বিতর্কের প্রধান পুরুষ হয়ে ওঠেন এবং জাতীয় নেতার মর্যাদা লাভ করেন। সেই সঙ্গে পত্রিকাটিও তখন যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে।

হিন্দি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও নবজীবন দেখা দেয় এই সময়ে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য'ব 'অভ্যুদয়'। গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী প্রকাশ করেন দৈনিক 'প্রতাপ' (১৯১৩); শিবপ্রসাদ গুপ্ত 'আজ' (১৯২০)। রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম, বাণিজ্য, কৃষি বিষয়ক ও শিশুদের জন্যও হিন্দি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ঃ হিন্দি প্রদীপ (মা.), হিন্দি কেশরী (১৯০৭), কর্মযোগী (১৯১০), জ্ঞানশক্তি (১৯১৬) এবং

'ভারত মিত্র'। হিন্দি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে '১৯০১-১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উল্লেখ্য ভূমিকা নেন : বালমুকুন্দ গুপ্ত, মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী, ইন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি, বাবুরাও বিষ্ণু পরাদকর, লক্ষ্মণনারায়ণ গার্দে, বেনারসী দাস চতুর্বেদী এবং শিবপূজন সহায়।

১৯১০ থেকে ১৯২০-র মধ্যে উর্দু সাংবাদিকতাও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিরা সাংবাদিকতায় অংশ নেন। আবুল কালাম আজাদ প্রকাশ করেন 'অল হিলাল' (১৯১২) এবং 'অল বিলাগ' (১৯১৩)। মহম্মদ আলি প্রকাশ করেন 'হামদর্দ' (১৯১২)। অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে উল্লেখ্য : হামিদুল আনসারির 'মদিনা' (বিজনোর), আবদুল বারি সাহেবের 'হামদাম' (লখনউ), এস. এস. নিগমের 'আজাদ' (কানপুর) এবং হাজি সাজিদ জানের 'পাটনা আখ্‌বার'। সবকটিই ছিল সাপ্তাহিক। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে দুটি উর্দু দৈনিক প্রকাশিত হয়—লখনউর 'হাকিকৎ' এবং লাহোরের 'প্রতাপ'। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে জনৈক বিশিষ্ট গুজরাটি সাংবাদিক প্রকাশ করেন 'হিন্দুস্তান', 'প্রজামিত্র' এবং 'পার্শি'। গুজরাটি 'নবজীবন' প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।

ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা পুরোপুরিভাবে বৃত্তি ও পেশা হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল। ভারতীয় সংবাদপত্রে ইংরাজ সম্পাদককে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হত। তবে তার মাহিনা ও মর্যাদা ছিল উচ্চ-পর্যায়ের। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে ভেবেছিলেন। তাঁকে বাদ দিলে ভারতীয় সংবাদপত্রের ইংরাজ-সম্পাদক হিসাবে হর্নিম্যানের কৃতিত্ব সবথেকে বেশি উল্লেখ্য। তিনি ছাড়া আরও কয়েকজন সাংবাদিকও ছিলেন, তবে তাঁরা হর্নিম্যানের মতো গৌরবের অধিকারী হননি। হর্নিম্যান 'ম্যান্‌চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ সাংবাদিক জীবন শুরু করে ভারতে এসে পরে 'স্টেটস্‌ম্যান'-এ যোগ দেন। সেখান থেকে যোগ দেন 'বোম্বাই ক্রনিক্ল'-এ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি কলকাতায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে খালি পায়ে ভারতীয় পোশাকে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। বোম্বাইয়ে গণআন্দোলনে ও ত্রাণ-কার্যে সব সময় সক্রিয় ভূমিকা নিতেন। 'বোম্বাই ক্রনিক্ল'-এর পাতায় তিনিই প্রথম পাঞ্জাবের সামরিক আইনের বাহুল্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ভারত থেকে অসুস্থ অবস্থায় রোগশয্যা থেকে সরাসরি জাহাজে তুলে, বিতাড়িত করা হয়। ভারতীয় সাংবাদিকতায় হর্নিম্যানের অবদান,

বিশেষ করে কংগ্রেসের বলিষ্ঠ মুখপত্র হিসেবে 'বোম্বাই ক্রনিক্ল'কে গড়ার ছ'বছর, যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রাজনৈতিক পক্ষ গ্রহণ

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা দেখা দিল।

১৯১৯-এ রাউলাট আইন পাশ হবার দেড় বছর পর, ১৯২০-র ডিসেম্বরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ নীতি গৃহীত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন নতুন পথ গ্রহণ করে, গান্ধিজি তার সর্বময় নেতা। খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলী কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে নামেন। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাশ নবীন দলের নেতা, তাঁর পাশে যুবক সুভাষচন্দ্র বসু। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত সরকার, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখরাও নেমে পড়লেন দেশের কাজে। অন্যান্য প্রদেশে মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, নরেন্দ্র দেব, কৃপালনী প্রমুখরা কংগ্রেস পতাকাতলে সমবেত হলেন। গান্ধি মতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে বহু যুবক স্কুল-কলেজ ছেড়ে এল। ১৯২০-র ২০শে আগস্ট 'মোপ্‌লা' বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হল। ১৯২১-এর ১৭ নভেম্বর প্রিন্স অব্‌ ওয়েলসের ভারত আগমনকে কেন্দ্র করে বোম্বাইয়ে হরতাল পালন প্রসঙ্গে ভীষণ দাঙ্গা হয়ে গেল। ২৩ নভেম্বর থেকে বরদৌলীতে তিন সপ্তাহের জন্য চলে সত্যাগ্রহ। ১৯২২-এর ৪ ফেব্রুয়ারি চৌরোচৌরা থানায় (যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায়) লোমহর্ষক কাণ্ড ঘটে। ২৪ ফেব্রুয়ারি দিল্লির বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে বরদৌলী প্রস্তাব গৃহীত হয়। সত্যাগ্রহ কারণে ১০ মার্চ গান্ধিজি গ্রেপ্তার হন। আদালতে তিনি নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করেন। তাঁর দু'বছরের জেল হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ আগে থেকেই কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। ১৯২২-এর জুনে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি আন্দোলনের নতুন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন এবং ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি গঠন করলেন তাঁর স্বরাজ্য দল।

গান্ধিজি সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন ১৯২০ থেকে। এই সময়ে ভারতের সংবাদপত্রসমূহ সার্বিকভাবে গান্ধির আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে পারেনি। কেবল 'বোম্বাই ক্রনিক্ল', এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' কলকাতার 'সার্‌ভেন্ট' এবং গান্ধিজির নিজের দু'টি সাপ্তাহিক—ইংরাজি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও গুজরাটি 'নবজীবন'

তাঁকে একচেটিয়াভাবে সমর্থন জানায়। এদের মধ্যে গান্ধিনীতির প্রথম সমর্থক হিসেবে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' ও 'সারভেন্ট'-এর নাম উল্লেখ্য। চিন্তামনির 'লীডার' এবং সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' গান্ধিনীতির বিরোধিতা করে। 'হিন্দু' জাতীয় সংবাদপত্র হিসাবে গৃহীত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে টি. প্রকাশম গান্ধিবাদী সংবাদপত্র 'স্বরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করেন। 'স্বরাজ্য পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীতে ছিলেন ঃ জি. ভি. কৃপানিধি, খাসা সুবারাও, কে. রামকোটিশ্বর রাও, কে. শ্রীনিবাসন এবং এন. এস. বরদাচারী। শুরু থেকেই 'স্বরাজ্য' জনসমর্থনে পুষ্ট ছিল। সচ্চিদানন্দ সিংহ-র 'সার্চলাইট' (বিহার, ১৯১৮) গান্ধিজির সমর্থক হিসাবে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

ভারতীয় পত্র-পত্রিকার উত্থান-পতন

ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গভারতীয় সংবাদপত্রের আসর ভাঙতে শুরু করে। মাদ্রাজের 'মেইল' 'হিন্দু'র সঙ্গে এবং 'পাইওনীয়ার' 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' স্থানীয় সংবাদপত্রের আকার নেয় ও 'লীডার' পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দুর্বল হয়ে পড়ে। করাচির 'ডেইলি গেজেট' দুর্বল হয়ে পড়ে এবং 'সিন্ধ্ অব্‌জারভার' আসর জাঁকিয়ে বসে। 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেটে'র জীবনে পড়তি অবস্থা দেখা দেয়, অপরদিকে 'ট্রিবিউন' উঠতে থাকে। এই সময়ে সাপ্তাহিক 'ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'সারভেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া', 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' এবং মাসিক 'মডার্ণ রিভিউ' বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' নতুনত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ভারতে বিজ্ঞান, কারিগরি ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে যেসব পত্র-পত্রিকার জন্ম হয় তাদের ওপর রাজনৈতিক আন্দোলন মতবাদ ও আদর্শের কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

একটি সমীক্ষাতে দেখা যায় ঃ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মালিকানার ইংরেজি সংবাদপত্রের পরিপূরক ও সহযোগী হিসেবে স্বল্প সংখ্যক কয়েকটি দেশীয় ভাষার পত্রিকা প্রকাশিত হয়, বিশেষ করে বাংলাদেশে। তার মধ্যে সবথেকে উল্লেখ্য হল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা দৈনিক 'নায়ক'। এটি ছিল সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী'র সহযোগী। এতে কার্টুনও ছাপা হত। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক 'বসুমতী'—স্বতন্ত্র পত্রিকা

হিসাবে এই সময় বিশেষ পরিচিত হয়। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' সরকারের বিরাগভাজন হয়। 'সঞ্জীবনী' ও 'হিতবাদী' প্রথম শ্রেণির সাপ্তাহিকের মর্যাদা লাভ করে। এই দুটি কাগজ কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। গুজরাটের 'হিন্দুস্তান', 'প্রজামিত্র' এবং 'পার্শি' একটি পত্রিকায় পরিণত হয় ও গান্ধিজিকে সমর্থনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বোম্বাইয়ের 'গুজরাটি' এবং আহমেদাবাদের 'গুজরাটি পাঞ্চ' হিন্দু রক্ষণশীলপন্থী হিসাবে চিহ্নিত হয়। বোম্বাইয়ের ফারসি সংবাদপত্রগুলি গান্ধিজির আন্দোলনকে মোটেই সমর্থন করেনি। ১৯২০তে আহমেদাবাদ ও সুরাটে একটিও গুজরাটি দৈনিক ছিল না।

বোম্বাই শহর থেকে তিনটি মারাঠি দৈনিক প্রকাশিত হত ঃ 'ইন্দুপ্রকাশ', 'সন্দেশ' ও 'লোকমাণ্য'। পুণাতে ছিল—'সারভেন্টস অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র 'দ্যান প্রকাশ' এবং পন্ত হরদকর সম্পাদিত 'লোকসংগ্রহ'। 'সন্দেশ' সম্পাদনা করতেন এ. বি. কোল্হাতকর। ইনি নাগপুরের 'দেশসেবক' পত্রিকা সম্পাদনা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 'সন্দেশে'র প্রায়ই বিরোধ লেগে থাকত এবং এটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছিল। 'লোকমাণ্য' পরিচালনা করতেন তিলক-সমর্থক কে. পি. খাদিলকর। পত্রিকাটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু মালিকপক্ষের সঙ্গে খাদিলকরের বনিবনা না হওয়ায় তিনি 'লোকমাণ্য' ত্যাগ করেন। তিলকের নেতৃত্বে নাগপুর এই সময়ে মারাঠি সাংবাদিকতার এক বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। নাগপুরের তিনটি উল্লেখ্য পত্রিকা 'দেশসেবক', মহারাষ্ট্র' এবং 'হিতবাদ'। 'হিতবাদ' পত্রিকাটি তিন বছর বয়সে (১৯১৩) 'সারভেন্টস অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র হস্তগত হয়! পরে এটি ইংরাজি পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত দু'টি শক্তিশালী হিন্দি পত্রিকা—'ভারত মিত্র' ও 'বিশ্বমিত্র'। 'ভারত মিত্র' সে সময়ে প্রথম শ্রেণির হিন্দি সংবাদপত্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় বালমুকুন্দ গুপ্ত ও অম্বিকা প্রসাদ বাজপেয়ীর সফল সম্পাদনায়। হিন্দি 'ক্যালকাটা সমাচার' বন্ধ হওয়ার পর তার পরিবর্তে 'বিশ্বমিত্র' প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিশ্বমিত্র' ছিল 'ভারত মিত্রে'র তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বাবুরাও বিষ্ণু পরাদকর, অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী ও লক্ষণ নারায়ণ গারদে বারাণসী থেকে প্রকাশ করেন 'আজ'। বারাণসীর লক্ষপতি শিবপ্রসাদ গুপ্ত পত্রিকাটির আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বোম্বাই থেকে একটি হিন্দি দৈনিক 'শ্রীভেঙ্কটেশ্বর সমাচার' প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিকের মধ্যে উল্লেখ্য ছিল ঃ 'অভ্যুদয়', 'ইন্দু', 'হিন্দি বিহারি' এবং 'জয়তি প্রতাপ'। এই সব হিন্দী পত্রিকাগুলির লক্ষ ছিল জনগণের উপযুক্ত শিক্ষামূলক পত্রিকা হিসাবে গড়ে ওঠা। এক্ষেত্রে 'আজ'-এর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। হিন্দি

সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'আজ' এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে। তুলনামূলকভাবে উর্দু সংবাদপত্র প্রথমদিকে বহু সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—হিন্দির প্রতিরূপ হিসাবে। কিন্তু হিন্দি সংবাদপত্র যখন অগ্রগতির পথে ঠিক সেই সময় উর্দু সংবাদপত্র খুবই পিছিয়ে পড়ে। খিলাফৎ আন্দোলনের দৌলতে মহম্মদ আলির 'হামর্দদ' নেতৃস্থানীয় কাগজ হয়ে ওঠে। কিন্তু আবুল কালাম আজাদের 'আল হিলাল' বিষয়-বৈচিত্র্য, রচনার প্রসাদগুণ ইত্যাদির জন্য যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে 'হামদর্দ' তা পায়নি। ১৯১৯-এ যুদ্ধকালীন চাপ কমলে লখনউ থেকে 'হাকিকৎ' এবং লাহোর থেকে আর্যসমাজ-এর (গুরুকূল) মুখপত্র হিসেবে 'প্রতাপ' প্রকাশিত হয়। দুটিই ছিল দৈনিক। পাঞ্জাবি-রাজনৈতিক-সাংবাদিকতার জন্ম হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে, আকালি আন্দোলন ও পাঞ্জাব গোলযোগের পর। দক্ষিণ ভারতের কেরালায় রাজনৈতিক-সাংবাদিকতার সূত্রপাত ঘটে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে। এবং এই সময়কালে এসে রাজনৈতিক-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কেরালার সংবাদপত্র উল্লেখ্য ভূমিকা নেয়। 'মালয়াল মনোরমা' (কেরালার পুরনো দৈনিক) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কে. সি. মামেন মাপ্পিল্লাই-এর সম্পাদনায় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশিষ্ট রাজনৈতিক সাংবাদিক কে. রামকৃষ্ণ পিল্লাই 'কেরালা', 'মালয়ালী' ও 'স্বদেশভিমানী'— এই তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার মধ্যে 'কয়ানা কৌমুদী', 'মনোরমা', 'কেরল সঞ্চেরী', 'নসরণী দীপিকা' এবং 'কেরালা কেশরী' উল্লেখ্য। কেরালার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এইসব সংবাদপত্রের অবদান স্মরণীয়। কেরালার মালয়ালি সাংবাদিক এবং সাহিত্যিকগণ সব সময়ই নির্ভয়ে রাজনৈতিক অভিমত ব্যক্ত করতেন এবং উচ্চমানের সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রয়াসী ছিলেন। সেই সব সাংবাদিকদের মধ্যে কেরল ভর্মা, বালিয় কয়ইল থাম্‌পুরম্‌, কুনহিকিওম থাম্‌ পুরম্‌, বলাথোল মেনন, উল্লুর অচ্যুত মেনন এবং মুরকুথ্‌ কুমারণের নাম স্মরণীয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন : কুম্বিরামন নায়য়ার, আপ্পু নিদুঙ্গাড়ি, চন্দুমেনন, মাধব বারিয়ের, পাল্লথ কুঞ্জুন্নী অচন, ডি. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, আয়াপন, টি. কে. মাধবন, কৃষ্ণান, কে. জে. মেনন, বাসুদেব মুসাদ। এঁরা আজও কেরালার স্যাহিত্যে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। তামিল সংবাদপত্র ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের আগে তেমন উল্লেখ্য ছিল না। ১৯১৭-তে প্রকাশিত হয় 'দেশভক্তন্‌'। তার আগে প্রকাশিত হয়েছিল 'স্বদেশীমিত্রম্‌'। ১৯২০-তে এই দুই পত্রিকা পরস্পর প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়। 'দেশভক্তন্‌' পরিচালনা করতেন বিপ্লবী ভি. ভি. এস. আয়ার। তেলেগু ভাষার 'অন্ধ্র পত্রিকা' (নাগেশ্বর রাও-এর) একমাত্র দৈনিক হিসেবে ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত গৌরবের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। ১৯২০-র আগে পর্যন্ত তেলেগু ভাষার অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে উল্লেখ ঃ বীরশালিঙ্গম্‌ পানতুলুর (তেলেগু সাংবাদিকতার জনক)

'বিবেকবর্দ্ধিনী'; 'দেশভিমানী', 'সমদর্শিনী'; পি. রামকৃষ্ণাইয়ার 'অমুদ্রিথগ্রন্থ চিন্তামণি'; চলাপতি রাও-র 'মঞ্জুবাণী'; 'সরস্বতী', 'কল্পলতা', মনোরমা', 'বজ্রায়ুধম্'। বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ ও রামকোটেশ্বর রাও-এর 'জনতা' আধুনিক তেলেগু সংবাদপত্রের পথ প্রদর্শক হিসেবে স্মরণীয়।

তৃতীয় অধ্যায় । ১৯২০-১৯৩৯

সাংবাদিকতায় গান্ধিজি

রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধিজির আগমন যেমন রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সাংবাদিকতার জগতে তাঁর প্রবেশ তেমন উল্লেখ্য অবদানমূলক নয়। তবুও এটি একটি বিশেষ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হবার অবকাশ রাখে। তিনটি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। সম্পাদকও ছিলেন তিনি নিজে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলন চালানোর সময় তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে জনমণ্ডলীতে বিস্তৃত করার জন্য এবং জনমতকে তাঁর স্বপক্ষে আনার জন্য 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে একটি সংবাদপত্র তিনি প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেখান থেকে ফিরে এসে স্বদেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন একটি ইংরাজী (ইয়ং ইণ্ডিয়া) ও একটি গুজরাটি (নবজীবন) সাপ্তাহিক নিয়ে। বিশেষত *'সেই কারণেই তিনি খুব সহজে ও দ্রুতগতিতে বৃহত্তর জনসমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।'* তাঁর বিশেষ মতবাদ (অহিংস), কর্মদক্ষতা, দেশের পরাধীনতা মুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর নির্দিষ্ট পথচিহ্ন খুব তাড়াতাড়িই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি নীতি ও সংবাদপত্র সম্পর্কিত বহু বাধা নিষেধ যখন ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে, তখন ওই বছরের জানুয়ারি মাসে গান্ধিজি তাঁর কাগজে লেখেন ঃ

> ছাপা কাগজের মাধ্যমে যদি সম্পাদকগণ তাঁদের মতামত, বক্তব্য ইত্যাদিকে সুষ্ঠুভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করতে না পারেন, তা হলে ছাপা কাগজ বের না করাই উচিত। দরকার নেই আমাদের ছাপাখানার। কাগজ ছাপবো না। দরকার মতো হাতে লিখে, লোক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে নকল করিয়ে হাতে লেখা সংবাদপত্র প্রকাশ করবো। ছাপাখানা ব্যবহার

করতে না পারার জন্য আমাদের কোন মতেই অসহায় বোধ করা উচিত নয়।

—সংবাদপত্র সম্পর্কে গান্ধিজির এই রকমের একটা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মতবাদ দেখা যায়। তা ছাড়া, রাজনীতিই তাঁর জীবনের প্রধান কর্ম হওয়ায় অনেক সময় ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সাংবাদিকতার ওপরে রাজনীতিকে স্থান দিতে কার্পণ্য করেননি। অথচ সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের গুরুত্বকে, রাজনৈতিক আন্দোলন সংহত করার জন্য, একেবারে উপেক্ষাও করতে পারেননি। অর্থাৎ একটা দ্বন্দ্ব বা পরস্পর বিরোধী মনোভাব তাঁকে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে টানাপোড়েনের মধ্যে ফেলেছিল। তাঁর দিক থেকে এই অবস্থা কোনোই অসুবিধার সৃষ্টি করেনি। কিন্তু সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার মানদণ্ডের বিচারে তাঁর সিদ্ধান্ত বা মতবাদ কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তাই সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতে ঃ

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর মনোভাব তেমন উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে তাঁর অন্যান্য মতের মধ্যে দেখা যায় ঃ

(১) কাগজ হলো পাঠকদেব জন্য। পাঠকরা যদি কাগজকে চায় তবে তারা তা কিনে এবং অন্যান্য উপায়ে কাগজ চালাবার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহে সাহায্য করে কাগজকে বাঁচিয়ে বাখার চেষ্টা করবে। তা' না হলে কাগজ বের না করাই ভাল। (২) কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা ঠিক নয়। তাতে পত্রিকার নিজস্ব ধর্ম নষ্ট হয়। ঐ ভাবে আত্মবিকিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে কাগজ চালানো অর্থহীন। (৩) পত্রিকায় যদি লেখকরা ও সম্পাদকরা স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে তাঁদের বক্তব্যকে প্রকাশ করতে না পারেন, তবে কাগজে লেখা ও কাগজ সম্পাদনা করা অনুচিত।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতিকে দাবিয়ে রাখার জন্য যখন পত্র-পত্রিকায় সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত সংবাদাদি প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তখন তিনি তার প্রতিবাদে 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেন। মূলত তাঁর আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যই তিনি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ও সম্পাদনা করতেন। আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর ভিন্নমতের ক্ষেত্রে অন্তত এইটুকু মিল দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তাই দেখা যায় যে, তিনি এই সবের জন্য তাঁর জনৈক বিরুদ্ধবাদীর সঙ্গে একটা চুক্তিতে বদ্ধ হয়েছিলেন। তাতে শর্ত ছিল ঃ *কেউ যদি কারও কাজ ও মতকে কখনো সমর্থন করতে না পারেন, তবে প্রকাশ্যে যেন তাঁর কাগজের মাধ্যমে পরস্পরের বিরোধিতা না করেন।*

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর বাস্তব ভূমিকা সে

সময়ে সাংবাদিকতার উন্নতিতে অনেক পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল। সেদিক দিয়ে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি স্থানীয় ভাষা ও ভাষার কথিতরূপ ও সহজতর রীতি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অনেক অনুগামী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শুধু লেখা শুরুই করেননি, একেবারে সরাসরি গান্ধি-নির্দেশিত রীতিতে ও আঙ্গিকে সহজ ও সরল গদ্য লিখতে আরম্ভ করেন। ফলে দেশের যেসব জায়গায় কোনো নিজস্ব স্থানীয় সংবাদপত্র ছিল না, সেই সকল স্থানেও স্থানীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে ওই সকল স্থানে সংবাদপত্রের গুরুত্বও বেড়ে যায়।

বিভিন্ন অবস্থান্তরের মাধ্যমে গান্ধিজি একদিকে যেমন বহু সমর্থক কাগজ পেয়েছিলেন, তেমনি তাঁর নিজের কাগজের চাহিদাও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে যখন দেশের বহু পত্রিকা নানা কারণে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে ঠিক সেই সময়ে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র চাহিদা দাঁড়ায় প্রায় ৪৫ হাজারে। কিন্তু তখন ওই পরিমাণ কাগজ ছাপা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি তাঁর লেখা বিনা পারিশ্রমিকে যে কোনো কাগজে পুনর্মুদ্রণের ঢালাও অনুমতি দিয়েছিলেন। তৎকালীন বহু কাগজ সে সুযোগ গ্রহণ করেছিল বলেও জানা যায়।

এই সময়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের জগতে বিস্তৃতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। সশস্ত্র আন্দোলন, অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্রে ওই সব পত্র-পত্রিকার প্রভাব-প্রতিপত্তি ভীষণভাবে বেড়ে যায়। অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে গান্ধি-সমর্থক ও গান্ধিজির নিজস্ব কাগজগুলি রীতিমতো ভীতির সঞ্চার করে ব্রিটিশ সরকারের মনে। অপরপক্ষে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এই সুবর্ণক্ষণে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তেমনি অহিংস পথেও ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি সাংঘাতিকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই অবস্থার মাঝখানে ইংরেজ সরকারের কর্তাব্যক্তিরা বিশেষ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন। কোন কাজটা গান্ধির পত্রিকার দ্বারা প্রভাবিত, কোনটা নয়, তা তারা বুঝে উঠতে পারতেন না। যেহেতু গান্ধি অহিংসপন্থী, সেই কারণে তারা ভাবলেন বোধহয় গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব সে সময়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ প্রসঙ্গে সরকারি প্রকাশন 'ইণ্ডিয়া ইন ১৯২২-২৩' গ্রন্থে লেখা হয় ঃ

> অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীর প্রভাব নষ্ট হয়ে গেছে। আইন অমান্য আন্দোলনও বন্ধ আছে। কেননা, এই আন্দোলন জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছে। এ অবস্থায় কখন যে গান্ধীজী তাঁর অনুগামীদের দ্বারা সহিংস আন্দোলনে নেমে পড়বেন বলা যায় না। সেই কারণে প্রশাসকগণ তাঁকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে খানিক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও বিবিধ অর্ডিনান্স জারি করে সরকারি নিষ্পেষণ শুরু হয়। নিরাপত্তার প্রয়োজনে জনমত দমনের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অনেকগুলি কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। গান্ধিও এই সময় তার কাগজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন।

এইসব সত্ত্বেও সংবাদপত্র জগতে গান্ধিজির প্রভাব ছিল খুব শক্তিশালী। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন নিবন্ধে। প্রেস ল' কমিটিতে প্রদত্ত অ্যানি বেসান্তের একটি বিবৃতির মধ্যেও এই প্রভাবের কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

> অন্যান্য কাগজের ভাষার তুলনায় গান্ধীজীর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ভাষা অনেক বেশি জোরদাব। তাতে জনচিত্তে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে।

সপ্রু কমিটি

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তেজ বাহাদুর সপ্রুকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে ভারতের সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির তদন্তের জন্য লিখিত বিবৃতি ও ব্যক্তিগত সাক্ষ্য আহ্বান করা হয়। আটটি লিখিত বিবৃতি ও পনেরো জন সম্পাদক সহ আঠারো জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আটজন খ্যাতনামা সাংবাদিক কমিটির আমন্ত্রণ ও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 'হিন্দু'র কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার ও 'রেঙ্গুন গেজেট'-এর ম্যাক্‌কার্‌থি রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপনে সাক্ষ্য দেন। ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের একমাত্র মুখপাত্র এডউইন হাওয়ার্ড লেখেন ঃ

> ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পাদকদের যদিও সরকারকে ভয় করার কিছু নেই, তবুও লিখতে বসে বারবার আশঙ্কা দেখা দেয়, ভারতীয় সম্পাদকদের বিরুদ্ধে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে আমাদের ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হতে পারে।

এই তদন্তে সপ্রু লক্ষ করেন, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি আয়ের জন্য বিজ্ঞাপন অপেক্ষা বিক্রির ওপরই বেশি নির্ভরশীল। সংবাদপত্র পরিচালনায় মালিক ও সম্পাদক— কার ক্ষমতা সব থেকে বেশি, সে সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত কমিটি নিতে পারেনি। প্রসঙ্গত কয়েকজনের সাক্ষ্য ও বিবৃতি লক্ষণীয় ঃ *'অনেক সময় সংবাদপত্রের মালিকানা ছাপাখানার হাতেও থাকে। সেখানে সম্পাদক মাহিনা প্রাপক কর্মচারী মাত্র।'* (শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত)। *(সংবাদপত্র প্রকাশের) ছোটখাট প্রয়াস সরকারী আইনের চাপে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারের উচিত, সেই সব প্রয়াসের প্রতি*

'নৈতিক সমর্থন' জানানো। দলীয়-পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারেও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।' (কে. সি. রায়, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)। *'বৃহৎ ছাপাখানা সাধারণতঃ সরকারী আইন ভাঙ্গতে উৎসাহী নয়।'* (মৌলবী মহবুবু আলম, পৈসা আখ্‌বার' লাহোর)। *'প্রকাশক ও মুদ্রক অধিকাংশ সময়ই পত্রিকার নীতি, প্রকাশিত রচনার গুরুত্ব এবং সরকারী আইন সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল নয়।'* (পৃথ্বিশচন্দ্র রায়, সম্পাদক, 'বেঙ্গলী')। *'সম্পাদক ও মুদ্রকরা সাধারণ ভাবে মালিকদের হাতের পুতুল মাত্র।'* (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, 'নায়ক')।

সপ্রু কমিটি তদন্ত শেষে তাঁর রিপোর্টে ১৯০৮ ও ১৯১০-এর সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন বাতিল করার সুপারিশ করেন। তার পরিবর্তে 'রেজিস্ট্রেশন অব্ দি প্রেস অ্যাণ্ড বুক্‌স অ্যাক্ট' (১৮৬৭) সংশোধনের কথা বলেন। সংশোধনের জন্য তিনটি প্রধান বিষয় সুপারিশ করা হয় ঃ

(১) শাস্তি হিসাবে কারাদণ্ডের মেয়াদ হবে সর্বাধিক ৬ মাস; (২) রাজদ্রোহ-মূলক সাহিত্য বাজেয়াপ্ত করা; (৩) প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যায় সম্পাদকের নাম অবশ্যই ছাপতে হবে।

কারাগার থেকে বেরোবার ছ'মাস পরে (১৯২৩, ১ জানুয়ারি) চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর স্বরাজ্য দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজি দৈনিক 'ফরোয়ার্ড' প্রকাশ করেন। *'ইহাই বাংলা দেশের বোধহয় প্রথম দলগত বা পার্টি পত্রিকা।'* এই কাজে তাঁর ডান হাত ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। খুব অল্পদিনের মধ্যেই 'ফরোয়ার্ড' জনতার মন জয় করে নেয়।

১৯২২-এ মৃণালকান্তি ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানবেন্দ্র রায় প্রকাশ করেন 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়া'। মুসলিম লিগের সমর্থক হিসেবে বোম্বাই থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'সান্‌ডে স্ট্যাণ্ডার্ড'। ১৯৩৭-এ কলকাতায় লিগের সমর্থক হিসাবে একটি মাত্র ইংরাজি দৈনিকের কথা জানা যায়, সেটি হল 'স্টার অব্ ইণ্ডিয়া'। এ ছাড়া কিছু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাও ছিল। পরে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয় লিগ সমর্থক একমাত্র ইংরাজি সাপ্তাহিক 'ডন'। পোথান জোসেফ-এর সম্পাদনায় পরে 'ডন' একটি শক্তিশালী দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দু'টি প্রথম সারির উর্দু সংবাদপত্র 'তেজ' ও 'মিলাপ' প্রকাশিত

হয় যথাক্রমে দিল্লি ও লাহোর থেকে। 'তেজ' প্রকাশিত হয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের চেষ্টায় এবং 'মিলাপ' প্রকাশ করেন মহেশ কুশল চাঁদ। ১৯২০-র অকালি শিখ অন্দোলনের (গুরুদ্বার পরিচালনায় মহান্তদের একচেটিয়া জুলুমবাজির বিরুদ্ধে) পরিণতিতে, ১৯২৩-এ দিল্লি থেকে কে. এম. পানিক্করের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'হিন্দুস্তান টাইম্‌স্‌'। পত্রিকাটি পাঞ্জাবি সাংবাদিকতার অগ্রগতির ইতিহাসে উল্লেখ্য সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত। পরে অকালিরা পত্রিকাটির মালিকানা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কাছে বিক্রি করে দেন। পত্রিকাটির পরিচালনার দায়িত্ব একটি গোষ্ঠীর ওপর ন্যস্ত হয়। প্রথম পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন ঃ মালব্য স্বয়ং, লালা লাজপৎ রায়, রাজা নরেন্দ্রনাথ এবং ডঃ এম. আর. জয়কর। এর পূর্বসূরী, দিল্লির ইংরাজি দৈনিক 'দিল্লী মেইল' ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জি.ডি. বিড়লা 'হিন্দুস্তান টাইম্‌সে'র সর্বসত্ত্ব কিনে নেন। ভারতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এইটিই প্রথম শক্তিশালী আর্থিক পুঁজির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। পাঞ্জাবের শিখ-আন্দোলন ক্রমে বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এই আন্দোলনের সমর্থক ও আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনের সহায়ক হিসেবে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পাঞ্জাবি ভাষায় ১৫টি দৈনিক, ৮টি পঞ্চদিবসী, ৬৭টি সাপ্তাহিক, ৪টি পাক্ষিক এবং ২৫টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় বলে জানা যায়।

১৯৩৮-এ 'ফ্রি প্রেস্‌ জার্ণাল'-এর রবিবাসরীয় সংস্করণ 'ভারত জ্যোতি' প্রকাশিত হয়। রচনাবলির বৈচিত্র্যের জন্য পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'স্টেটস্‌ম্যান' ১৯৩০ থেকে একটি দিল্লি সংস্করণ প্রকাশ শুরু করে এবং ১৯৩৭-এ এটি দিল্লির প্রধানতম ইংরাজি দৈনিকে পরিণত হয়। দিল্লি থেকে 'হিন্দুস্তান টাইম্‌স্‌'-এর হিন্দি সহযোগী 'হিন্দুস্তান' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬-এ। কামা পরিবারের মালিকানায় ও হর্নিম্যানের সম্পাদনায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয় 'বোম্বাই সেন্‌টিনেল'। 'বোম্বাই ক্রনিক্ল'-এর সঙ্গে এর আদর্শগত পার্থক্য ছিল। যুদ্ধের সময় বোম্বাই সরকার 'বোম্বাই সেন্‌টিনেল'-এর প্রকাশ নিষেধ করে। পরে 'প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটি' এর বিষয়ে বিবেচনা করতে বসলে মালিকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। আহমেদাবাদ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'স্বরাজ্য'-- নন্দলাল বোদিওয়ালা-র প্রচেষ্টায়। ২ বছর পরে 'স্বরাজ্য'র নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'সন্দেশ'। পত্রিকাটি প্রথমে ছিল এক পাতার এবং এক পয়সা মূল্যের সান্ধ্য সংবাদপত্র। পরবর্তী সময়ে বোদিওয়ালা আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে পত্রিকার বিশেষ উন্নতি বিধান করেন। সেই সঙ্গে তিনি 'গুজরাটী পাঞ্চ', 'সেবক' এবং সাপ্তাহিক 'আরাম' পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সুরাট থেকে প্রকাশিত হয় 'গুজরাটী' এবং ১৯২২-এ 'সমাচার'।

কে. পি. খাদিলকরের নেতৃত্বে মারাঠী সংবাদপত্রেও প্রভূত অগ্রগতি ঘটতে থাকে। স্বরাজ্য দলের 'লোকমান্য' পরিত্যাগ করে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেন 'নবকাল'। 'নবকাল' কংগ্রেসের সমর্থক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কর্ণাটক থেকে প্রকাশিত হয় এইচ. আর. মোহারে-র 'কর্ণাটক বৈভব', আর. আর. দিবাকর ও আর. এস. হাক্কেরিকর-এর 'কর্মবীর'। ১৯২৪-এ বেলগাঁও থেকে প্রকাশিত হয় 'সংযুক্ত কর্ণাটক'। গান্ধিজির ডাকে সাড়া দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য মাধবন নায়ার এবং অচ্যুতন—কলকাতার দুই আইনজীবী, পেশা পরিত্যাগ করে কেরালায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সেখান থেকে প্রকাশ করেন ত্রিসাপ্তাহিক 'মথুভূমি'। পত্রিকাটি যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। ইংল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এ. কে. পিল্লাই কুইলন থেকে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক 'স্বরাজ'। কুইলন থেকে আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ঃ 'মালয়াল রাজ্যম্'। কালিকট থেকে প্রকাশিত হয় 'আল্ আমিন্'।

এই সময় পর্যন্ত সংবাদপত্র ছিল মূলত রাজনীতি কেন্দ্রিক। এই সময়ে দেশজ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রয়াসের আবির্ভাব সাংবাদিকতার অগ্রগতিতে একটি উল্লেখ্য ধাপ হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিনিময় মূল্যের মান-নির্ধারণের বিষয় নিয়ে ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধ দেখা দেয়। সরকার প্রস্তাবিত নীতির বিরোধিতা করেন পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, জি. ডি. বিড়লা, ভিক্টর স্যাসুন এবং গবিন-জোন্স্। এবং স্বাভাবিকভাবে এই বিষয়ে ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করে ব্যাপক প্রচার চালাতে আরম্ভ করে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহও। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিল্পোন্নয়ন বিষয় প্রচারে সংবাদপত্রসমূহ কিছু কিছু অংশ নিতে আরম্ভ করোছল। এসব ব্যাপারের জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিও সংবাদপত্রসমূহকে আর্থিক সাহায্য করত। কিন্তু ১৯২৬-এর বিনিময়মূল্য-কেন্দ্রিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বাণিজ্যের স্বার্থে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই সময়ে, এ বিষয়ে সংবাদপত্রের ভূমিকার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে সংবাদপত্রের যে কারিগরি উন্নতি ঘটতে থাকে তার মূলে ছিল ঃ আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যাপকতা, ছাপার জন্য ফ্ল্যাটবেড-এর বদলে দ্রুতগতিশীল রোটারি মেশিনের ব্যবহার। বড় বড় এবং পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতমানের প্রকাশন ব্যবস্থার ও বৃহদাকার প্রচারের জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহারপূর্বক তাদের ছাপাখানার বিস্তার ঘটাতে সচেষ্ট হন। বোম্বাই-এর 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' এবং কলকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান' এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। অল্পদিনের মধ্যেই এদের অনুসরণ করে 'ইংলিশম্যান', 'বেঙ্গলী' এবং 'হিন্দু'।

সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান

জাতীয় জাগরণের সূচনা থেকেই সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হয় আমাদের দেশে।

'রয়টার' এবং ইংরাজ-মালিকানার সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের মারফত বিদেশি সংবাদ পাওয়া যেত। 'পাইওনিয়ার' কাগজের নিজস্ব প্রতিনিধি ভারত সরকারের সঙ্গে যুক্ত থেকে কলকাতা ও সিমলার মধ্যে যাতায়াত এবং সরকারি সংবাদ সরবরাহ করতেন। এই ধরনের কাজে হাওয়ার্ড হেনসম্যান (পাইওনিয়ার), এ. জে. বাক (ইংলিশম্যান), এভারেড কোটস (স্টেটস্‌ম্যান) এবং ডালাস (ইন্‌ডিয়ান্ ডেইলি নিউজ) প্রমুখ বিশেষ প্রতিনিধিরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখ্য ভূমিকা নেন। সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কাজেও এঁরা ছিলেন মধ্যমণি স্বরূপ। যদিও এঁরা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিত্বই করতেন। এঁদের যাবতীয় খরচ, বিশেষ করে হেনস্‌ম্যানের, সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রই বহন করত। হেনস্‌ম্যান সংবাদ সংগ্রহ ও প্রেরণে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান। অন্যান্যরাও কম কৃতী ছিলেন না। কিন্তু হেনস্‌ম্যান কিছুটা যেন বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করতেন। তাই বাক, কোটস এবং ডালাস একত্রিত হয়ে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (এ. পি.) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল 'রয়টারে'র অধীনস্থ এবং আধাসরকারি সংস্থা। বাক এবং কোটস প্রতিষ্ঠানটির প্রথম ডিরেক্টর পদ লাভ করেন। ডালাসের প্রধান সহকর্মী এবং দক্ষ সাংবাদিক কে. সি. রায় ছিলেন 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস'-এর মধ্যমণি। নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন শ্রীরায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডিরেক্টর পদের দাবি জানান। কিন্তু তাঁর ওই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। তখন তিনি উমানাথ সেনকে নিয়ে একটি পৃথক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'প্রেস ব্যুরো' প্রতিষ্ঠা করেন। এতে 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাই পরে তারা শ্রীরায়কে অন্যতম ডিরেক্টরের পদ দেন এবং 'প্রেস ব্যুরো'কে 'এ. পি'-র অন্তর্গত করে নেন। এই সময়ে কোটস 'রয়টারে' যোগ দেন। এইভাবে বিশেষ প্রতিনিধির গৌরব, মর্যাদা ও সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে। ব্যাপক এলাকা ঘুরে বিশেষ বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করা এবং রচনায় ব্যক্তিত্ব ও বিশেষজ্ঞ সুলভ কুশলতা ফুটিয়ে তোলার যোগ্যতা তাঁদের মর্যাদা ও চাহিদাকে বাড়িয়ে তোলে।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এস. সদানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন 'ফ্রি প্রেস'— ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। বিধুভূষণ সেনগুপ্তও সদানন্দের সঙ্গে যোগ দেন। জাতীয় সংবাদ এবং ভারতের বাণিজ্যিক অভিমত সংগ্রহ ও প্রচার ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ, স্যার ফিরোজ শেঠনা, জি. ডি. বিড়লা এবং এম. আর. জয়কার ছিলেন 'ফ্রি প্রেস'-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সদানন্দ ছিলেন

গান্ধিজির অনুগামী এবং মনেপ্রাণে সাংবাদিক। তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু হয়েছিল তামিল সাংবাদিকতা দিয়ে। 'ফ্রি প্রেস' প্রতিষ্ঠার পূর্বে কিছুদিন 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস'-এর সঙ্গে কাজ করেন। এবং সেই সময়েই তিনি একটি জাতীয় সংবাদ সরবরাহ সংস্থার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা এবং 'এ. পি'র ন্যায় আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের জাতীয় আন্দোলনের সংবাদ প্রচারের অসম্পূর্ণতা তাঁকে এই কাজে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। তিনি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'ফ্রি প্রেসে'র মাধ্যমে জাতীয় ঘটনাবলির পূর্ণাঙ্গ-চিত্র প্রচারে খুবই আগ্রহ দেখান। 'ফ্রি প্রেস' প্রতিষ্ঠার পর তিন বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করলেন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে। কিন্তু দেখলেন যে প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলি তাঁর সরবরাহিত সংবাদ প্রকাশে বিশেষ উৎসাহী নয়। সরবরাহের সময় সেন্সর করা সংবাদ, গ্রাহকদের হাতে পুনরায় সেন্সর হয় এবং 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' কৌশলে তার নিজের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট। ফলে তাঁর প্রেরিত সংবাদ উপযুক্ত মর্যাদা, গুরুত্ব ও আসন পাচ্ছে না। এবং সব মিলিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে। অতএব ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেই একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন বোম্বাই থেকে—'ফ্রি প্রেস জার্নাল'। পত্রিকাটির দাম ছিল দু'পয়সা এবং এতে সব থেকে বেশি পরিমাণে প্রকাশিত হত রাজনৈতিক সংবাদ। ভারতবর্ষে এটিই প্রথম (এবং সম্ভবত একমাত্র) সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সংবাদপত্র। বিষয়বস্তুকে সরাসরি তুলে ধরে, প্রতিটি বিষয়কে সরলভাবে বিশ্লেষণ করে, জনপ্রিয় ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে যোগ্যতার সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রটি সম্পাদনা করায় খুব শীঘ্রই 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' জনমানসে স্থায়ী আসন অধিকার করে নেয়। ইংরাজি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সম্ভবত সদানন্দই এই পত্রিকার মাধ্যমে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় সাংবাদিকতার (ব্যাপকার্থে) প্রচলন করেন। একটি বিশ্ব সংবাদ সরবরাহ সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে একই সুরের 'শৃঙ্খলাবদ্ধ' অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশের উচ্চাশা নিয়ে তিনি একটি বিরাট পরিকল্পনা রচনা করেন। কিন্তু সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থেকে পত্রিকা বের করার জন্য অনেকেই তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। বিধুভূষণ সেনগুপ্তর সঙ্গেও তাঁর মতানৈক্য ঘটে। তিনি (বিধুভূষণ বাবু) এইভাবে সংবাদ সরবরাহ সংস্থা থেকে বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকলে সংবাদ সরবরাহের কাজ বিঘ্নিত হবে বলে আশঙ্কাও করেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থায় উপনীত হয়। সে সময় বি. জি. খের তখনকার মতো পত্রিকাটিকে বাঁচাবার জন্য আগ্রহ দেখান। বিঠল ভাই প্যাটেল তখন সদানন্দকে বলেন *'নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত শিশু-সন্তানকে বিরোধীপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার থেকে তার*

মৃত্যু দেখাও শ্রেয়।' এই ঘটনার পর, তখনকার মতো, সদানন্দের 'বিরাট পরিকল্পনা'র স্বপ্নও ভেঙে যায়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'ফ্রি প্রেস'ও বন্ধ হয়ে যায়। 'ফ্রি প্রেস' বন্ধ হওয়ার পর থেকে ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই অভাব দূর করার জন্য ১৯৩৫/৩৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'ফ্রি প্রেসে'র অন্যতম অংশীদার বিধুভূষণ সেনগুপ্ত 'ইউনাইটেড প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া' (ইউ. পি. আই.) নামে একটি ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। 'ফ্রি প্রেসে'র সদানন্দের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেওয়ার পর থেকেই উনি এই রকম একটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিলেন। এই সংস্থার প্রথম চেয়ারম্যান হন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বিধুভূষণ সেনগুপ্ত অবশ্য নিজে বলেছেন, 'ইউনাইটেড প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া'র জন্ম সাল ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ। তিনি আরও বলেছেন, 'ফ্রি প্রেস' ১৯৩৩-এ বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'ইউ. পি. আই.' প্রতিষ্ঠা করেন। এস. নটরাজন তাঁর গ্রন্থে ইউ. পি. আই.-এর জন্ম সাল ১৯৩৭ বলে উল্লেখ করেছেন। এই উভয় তারিখেই সম্ভবত কিছু ভ্রান্তি থেকে গেছে। প্রথমদিকে ইউ. পি. আই.-কে বহু বাধা-বিঘ্ন ও অসুবিধার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'টেলিপ্রিন্টার' লিংক ও চ্যানেলের অভাবে কাজ চালানো খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'ইউ. পি. আই.' টেলিপ্রিন্টারের সুবিধা পায় এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের জাতীয়-সংবাদ-সরবরাহ সংস্থার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও 'ইউ. পি. আই.' বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়।

রাজনৈতিক টানাপোড়েন

১৯২৩ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ওপর কোনোরূপ কঠোর বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল না। এই সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি উল্লেখ্য ঘটনা ঘটে : শিখগুরুদ্বার আন্দোলন; জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে মুসলমানদের প্রস্থান, সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গা (১৯২৪, ১৯২৬); সাইমন কমিশন নিয়োগ (১৯২৭) ও তৎকেন্দ্রিক বয়কট; স্বরাজ্য দল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী দল ও 'রেসপন্সিভ্ কোঅপারেটর্স'— কংগ্রেসের মধ্যে এই তিন শিবিরের আবির্ভাব; হিন্দু মহাসভা গঠন; গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্তৃক সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহণ। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সাম্প্রদায়িক-বিভেদের ফলে তার ব্যর্থতা। কমিউনিস্ট ভাবনার প্রচার লাভ (১৯১৭-২৯), সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কলকাতায় যুব সম্মেলন,

শ্রমিক সংস্থা গঠন, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। লর্ড রিডিং-এর পর ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় পদে লর্ড আরউইনের নিয়োগ (১৯২৬, এপ্রিল)। গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব (১৯২৯, অক্টোবর), লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯)। ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে গোলটেবিল বৈঠক বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আইন অমান্য আন্দোলন। কংগ্রেস মঞ্চ থেকে পরিষ্কার ঘোষণা ঃ *'ডোমিনিয়ন স্টেটাস চাই না, চাই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।'*

আগে থেকেই দাবিদাওয়া সম্পর্কে আরউইনের সঙ্গে গান্ধিজির আলাপ-আলোচনা (পত্র মারফত) চলছিল। লাহোর কংগ্রেসের পর ব্রিটিশ সরকারের আপসের মনোভাবে ভাটা দেখা দিল। গান্ধিজি পুনরায় সক্রিয় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন। ১৯৩০-এর ১২ মার্চ গান্ধিজির নেতৃত্বে লবণ-আইন-ভঙ্গ পূর্বক সত্যাগ্রহ শুরু হল। দেখতে-দেখতে এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র দেশে। ইংরাজ সরকার আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ১৯৩০-এর ২৩শে এপ্রিল জারি করা হল নতুন প্রেস অর্ডিন্যান্স্। এই অর্ডিন্যান্স্ ১৯১০-এর সংবাদপত্র আইনকে জাগিয়ে তুলল। সেই সঙ্গে আরও ছ'টি অর্ডিন্যান্সও জারি হয় অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনকে দমন করার জন্য।

নতুন প্রেস অর্ডিন্যান্সের বলে ১৩১টি সংবাদপত্রকে সিকিউরিটি জমা দিতে বলা হল। সরকারি তহবিলে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা জামানত জমা পড়ল, ৯টি সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেল। এই অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে দু'দিন ভারতের সমস্ত দেশীয় কাগজের প্রকাশ বন্ধ রইল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বন্ধ ছিল ছ'মাস। অর্ডিন্যান্সের ফলে 'ফ্রি প্রেস'-এর কাজে বিঘ্ন দেখা দিল। সেই সঙ্গে 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' ঘোষণা করল, যেসব সংবাদপত্র 'এ. পি.' ব্যতীত অন্য কোনো সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগযোগ রাখবে, তারা 'এ. পি'র কাছ থেকে কোনো সংবাদ পাবে না। সদানন্দের বিরোধী গোষ্ঠী আগেই তৈরি হয়েছিল— শত্রু সংখ্যাও কম ছিল না। অতঃপর বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সকল সাহায্যকারী বণিক-সম্প্রদায় বা ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান 'ফ্রি প্রেস' থেকে তাদের সমর্থন তুলে নিল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সদানন্দ বোম্বাই থেকে দুটি সান্ধ্য-দৈনিক প্রকাশ করলে : 'ফ্রি প্রেস বুলেটিন' এবং গুজরাটি 'নবভারত'। 'ইণ্ডিয়ান্ এক্সপ্রেস' সংবাদপত্রটিও কিনলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশ করলেন তামিল 'দিনমণি', বোম্বাই থেকে মারাঠি 'নবশক্তি', এবং কলকাতা থেকে ইংরাজি 'ফ্রি ইণ্ডিয়া'। 'ফ্রি ইণ্ডিয়া' কয়েকমাস মাত্র চলেছিল। দিল্লি, লাহোর এবং লখনউ থেকেও তিনটি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশের তোড়জোড় শুরু করেন, ছাপাখানা ইত্যাদির ব্যবস্থাও হয়ে যায় এবং পত্রিকার জন্য সম্পাদক নির্বাচনও সম্পন্ন হয়। কিন্তু ব্যাপক বিরোধিতার জন্য তাঁর এই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত

বাতিল হয়ে যায়।

দেশের অভ্যন্তরীণ আন্দোলন সত্ত্বেও লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (১৯৩০)। কোনো কোনো সংবাদপত্র কলকাতায় গোলটেবিল বৈঠক বসাবার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি। বৈঠকের সংবাদ সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষ থেকে বহু সাংবাদিক লন্ডনে প্রেরিত হলেন। 'ফ্রি প্রেস'-এর নিজস্ব প্রতিনিধি গেলেন লন্ডনে। আরও গেলেন— 'হিন্দু', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'বোম্বাই ক্রনিক্ল', 'লীডার', 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া', 'স্টেটস্‌ম্যান', 'মাদ্রাজ মেইল' এবং 'পাইওনিয়ার'-এর নিজস্ব বিশেষ প্রতিনিধিরা। সেই সঙ্গে 'রয়টার'ও বৈঠকের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাঠাত।

১৯৩০-এর 'প্রেস অর্ডিন্যান্স্' জারি হওয়ার পর, এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার-এর সভাপতিত্বে ভারতীয় সম্পাদকদের প্রথম এবং ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে গৃহীত হল প্রতিবাদ জ্ঞাপক সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভারতীয় জনমতকে উপেক্ষা করে সরকারের সংবাদপত্র দমন নীতি বহাল থেকে গেল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে নতুন করে এক বছরের জন্য 'প্রেস এমারজেন্সি পাওয়ার অ্যাক্ট' জারি হল— আন্দোলনের তীব্রতাকে দমন করার জন্য। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের পর এবং দ্বিতীয় বৈঠকের আগে গান্ধি-আরউইন-চুক্তি স্বাক্ষরিত হল (১৯৩১)। ১৯৩১-এর এপ্রিল মাসে লর্ড আরউইনের পর লর্ড উইলিংডন ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন। ইতিমধ্যে সরকারি আমলারা গান্ধি-আরউইন-চুক্তি ভঙ্গ করে ভেতর ভেতর উৎপীড়ন শুরু করে দিয়েছিলেন। উইলিংডনকে এই সব তথ্য জানানোর পর তিনি তদন্তের আশ্বাস দেন। তারপর ২৯ আগস্ট গান্ধিজি বিলাত রওনা হলেন— দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য। তিনি রওনা হওয়ার পরই ভারতে ইংরাজ সরকার চুক্তি ভঙ্গ করে ব্যাপক নির্যাতন শুরু করে। বৈঠকে উপস্থিত ভারতীয় সদস্যদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডও সেই সুযোগে সাম্প্রদায়িকতার বিষকে গাঁজিয়ে তোলেন। ফলে দ্বিতীয় বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়। বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ১৯৩১-এর ১ ডিসেম্বর।

> গোলটেবিল বৈঠকের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র বড়লাট উইলিংডনের জন বুল্ মূর্তি প্রকটিত হইল;... ভারতে পুনরায় অশান্তির আভাস দেখা দিল। ... কংগ্রেস কমিটিও স্থির করিলেন যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনঃ প্রচলিত হইবে। গবর্মেন্টও ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৩২) গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করিয়া পুণা য়েরবাদ জেলে আটক করিল।... সেই দিনই বড়লাট ৪টি অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন, সকল গুলিরই উদ্দেশ্য ভারতীয়দের রাজনীতি আন্দোলনের সকল প্রকার স্বাধীনতা হরণ।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট রামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর কুখ্যাত 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' ঘোষণা করলেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির বিষে ভরপুর ছিল এই

'অ্যাওয়ার্ড'। এর প্রতিরোধের চেষ্টা করেও গান্ধিজি ব্যর্থ হলেন। ১৯৩২-এর নভেম্বরে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হল। ১৯৩৩-এর মার্চে 'শ্বেতপত্র' প্রচার করে নতুন সংবিধান সংক্রান্ত বিল রচনার জন্য যুক্ত সংসদীয় নির্বাচন কমিটি নিয়োগ করা হল। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল ১৯৩৪-এ। ১৯৩৫-এর ২রা আগস্ট ভারতের জন্য নতুন সংবিধান গৃহীত হল।

নূতন বিধান অনুসারে প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রের উপর প্রভূত ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। স্থির হইল ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে নূতন শাসন ব্যবস্থা চালু হইবে।

এই সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলি ছাড়াও আরও কতকগুলি বিষয় সমকালীন সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করে। তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য হল ভারতের বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক স্বার্থ রক্ষার্থে 'ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান্ চেম্বারস্ অব্ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি' গঠন। চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিবেশনার ব্যবসায়ও দ্রুত অগ্রগতি লাভ করছিল। জলপথ-বন্দরের প্রশ্ন। ১৯৩২-এর 'অটোয়া-চুক্তি'। কংগ্রেসের ওপর ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তার। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক দেশীয় ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসারের আহ্বান। কংগ্রেসের মধ্যে কোনও কোনও অংশ রাজনীতির সঙ্গে ব্যাবসা-বাণিজ্যের সম্পৃক্ত করণে আপত্তি জানালেও, সমকালীন সংবাদপত্রসমূহ এই আহ্বানকে সমর্থন করে। সংবাদপত্র ও সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই সময়ে বহু বিত্তশালী ব্যবসায়ীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়। এই সময়ে বিজ্ঞাপন সংস্থা বা 'অ্যাডভার্‌টাইজিং এজেন্সী'র আর্বিভাব ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আধুনিকতারও সূচনা করে।

এই সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্যদল সাংবাদিকতা বিষয়ে আগ্রহ দেখান। তাদের নিজস্ব 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা তো ছিলই, সেই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' এবং মাদ্রাজের 'হিন্দু' তাঁদের সমর্থক হিসেবে পরিচিত হয়। বোম্বাই-এর 'ইণ্ডিয়ান্ ডেইলী মেইল' স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে এবং সাময়িকভাবে নটরাজনের নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে। 'বোম্বাই ক্রনিক্ল' কামা-পরিবারের হাতে চলে যায় এবং দলীয়-বিরোধের বাইরে ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে। 'হিন্দুস্থান টাইমস্' স্বরাজ্যদলের সমর্থক ছিল। লাহোরের 'ট্রিবিউন' এবং কলকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সঙ্গেও এদের সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল না। এলাহাবাদের 'লীডার' উদারপন্থী পথ অনুসরণ করে। এ সময়ের সব থেকে উল্লেখ্য ঘটনা সংবাদপত্রসমূহের আচরণ নয়, চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক কার্যাবলি—যা ছিল সমকালীন সংবাদের প্রধান উৎস। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা আরও কিছুদিন চলে, প্রায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম দিকে 'ফরোয়ার্ডে'র ব্যবস্থাপক ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রায় 'উৎসর্গীকৃত ব্যবস্থাপক'। শোনা

যায় সারারাতই তিনি 'ফরোয়ার্ডে'র অফিসে কাটাতেন। এক সময় (শেষের দিকে?) মোহিত মৈত্র 'ফরোয়ার্ডে' প্রথমে সাবএডিটর হিসাবে যোগ দেন; পরে বার্তা সম্পাদক হন। কিছুদিন সম্পাদনাও করেছিলেন। 'ফরোয়ার্ডে'র বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রকাশ করেন 'অ্যাডভান্স'। দৈনিক 'বাংলার কথা' ও সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'—পত্রিকা দুটি 'ফরোয়ার্ডে'র সঙ্গে যুক্ত ছিল। 'ফরোয়ার্ড' বন্ধ হয়ে, তার পরিবর্তে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'লিবার্টি' পত্রিকার জন্ম হয়। এবং 'বাংলার কথা' ও 'আত্মশক্তি' যথাক্রমে 'বঙ্গবাণী' ও 'নবশক্তি' নামে প্রকাশিত হতে থাকে— 'লিবার্টি'র সঙ্গে যুক্ত থেকে। 'লিবার্টি' সুভাষচন্দ্র বসুকে এবং 'অ্যাডভান্স' যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে সমর্থন করে সুপরিচিত হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পরিপূরক 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড' প্রকাশিত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় 'যুগান্তর'। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এন. বি. পারুলেকর পুণার 'সকল' পত্রিকার উন্নতি বিধান করেন আধুনিক কারিগরি ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে। তাঁরই প্রচেষ্টায় 'সকল' মারাঠি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রথম সারির সংবাদপত্রের মর্যাদা লাভ করে। গোলটেবিল বৈঠক থেকে মুসলমান বিভেদ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। ম্যাক্‌ডোনাল্ড রচিত সংবিধানের খসড়ায় এই বিভেদ-নীতিকে প্রকট করা হয়। শুধু হিন্দু-মুসলমানই নয়, হিন্দুদের মধ্যেও বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত জাতি উপজাতির মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করা হয়। অনুন্নত সমাজ গান্ধিজির কাছ থেকে 'হরিজন' আখ্যা পায়। দেশের নানাস্থানে হরিজন আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধিজি হরিজন সেবক সঙ্ঘ গঠন ও 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। *'খিলাফৎ-আন্দোলনের সমর্থনে মুসলমানরা যেমন ধীরে ধীরে হিন্দু-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল,—এই হরিজন-আন্দোলনেও সেইভাবে কালে বর্ণহিন্দু-বিদ্বেষ... দেখা দিয়েছিল।'* এবং ইতিমধ্যে মুসলিম লিগের সম্মেলনে স্থির হয়ে গেল যে, **'হিন্দু-মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি'**। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্নে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ঘোরালো হয়ে ওঠে। দেশের মধ্যে দেখা দেয় এক উন্মত্ত অবস্থা। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে এই বাঁটোয়ারা সম্পর্কে প্রতিবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন,

> এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বিভেদ ও ব্যবচ্ছেদের যে দুর্বহ অভিশাপ বহন করিয়া আনিল, দেশ তাহা চাহে নাই।

এই দ্বিজাতি তত্ত্ব ও বিভেদ-নীতির পরিণতি আমরা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছি। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান অনুসারে ভারতীয় নেতাদের মন্ত্রিসভা গঠনের সময় থেকেই এই বিরোধের বিষ দেশ ভাগ ও স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে জর্জরিত করে তুলেছিল।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করে। এই সময় থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রের আর একটি নতুন যুগেরও সূচনা হয়। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই অবস্থা মোটামুটিভাবে অপরিবর্তনীয়ই থাকে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দু'বছর সাধারণভাবে প্রাদেশিক সরকারই ক্ষমতাসীন থাকে। যেসব প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, সেখানে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের জামানত ফেরত দেওয়া হয় এবং তাদের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তা পুনরায় চালু হয়। কিন্তু যেহেতু পত্রিকাটি মন্ত্রিসভা গঠনের আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেজন্য তার জামানত আর ফেরত দেওয়া হয়নি। এই সময় কে. এম. মুন্‌সি (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) কোনও একটি সংবাদপত্রের ওপর ব্যক্তিগত চাপ সৃষ্টি করতে চাইলে এবং তা নিয়ে 'বোম্বাই ইউনিয়ন অব্ জার্ণালিষ্টে'র নিন্দাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করলে তাঁকে ও তাঁর সরকারকে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। পাঞ্জাবে শিখ ও মুসলমানদের মতাদর্শ ও সমস্যার সমর্থক হিসেবে কতকগুলি উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু বোম্বাই-এ লীগের পক্ষ সমর্থন করার জন্য এই সময়ে কোনও শক্তিশালী মুসলমান সংবাদপত্রগোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি। বোম্বাই থেকে অনেকগুলি উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশিত হত। কিন্তু চরমপন্থীদের সমর্থন করার জন্য খুব কম কাগজই প্রস্তুত ছিল।

সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মতাদর্শ

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'যুগান্তর'। ১৯৩৯-এ কৃষক প্রজা পার্টি প্রকাশ করে 'কৃষক' এবং মাখনলাল সেন প্রকাশ করেন 'ভারত'। যুক্ত প্রদেশ থেকে জওহরলালের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' ১৯৩৮-এ। জওহরলালের প্রতি চরমপন্থীদের সহানুভূতি ছিল। কিন্তু যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সবথেকে বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল কংগ্রেসিদের দ্বারাই। জমিদার সম্প্রদায় পরিচালিত 'পাইওনিয়ার' ছিল কংগ্রেস-বিরোধী। উদারপন্থী 'লীডার' নিরপেক্ষ পথ অবলম্বন করে এবং মন্ত্রীদের বিশেষ কোনো সহায়তায় আসেনি। এমত অবস্থায় 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' একদিকে যেমন খানিকটা রুশপন্থী ছিল, তেমনি অপরদিকে এই পত্রিকার মাধ্যমে কমিউনিস্ট ও মার্ক্সবাদীরা নেহরুকে ব্যাপকভাবে সমর্থন জানায়। ইতিমধ্যেই দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কমিউনিস্ট ও মার্ক্সীয় চিন্তাধারা, মানবেন্দ্র নাথ রায়ের প্রচারিত আদর্শ প্রভৃতি এক নতুন দিগন্তের দ্বার

খুলে দেয়। ছাত্র ও যুব সংগঠনও গড়ে ওঠে। কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের জন্ম হয়। কমিউনিস্ট দলও গড়ে ওঠে। কালে কমিউনিস্ট দল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলকে ছাপিয়ে ওঠে এবং ১৯৪০-এর পর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের বিলুপ্তি ঘটে ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যেই তারা মোটামুটিভাবে একীভূত হয়ে যায়। জওহরলালও বিলেত থেকে ভারতে ফিরে এসেছিলেন কমিউনিস্ট ও মার্ক্সীয় আদর্শ নিয়ে। মাদ্রাজে রাজাগোপালচারী হিন্দিকে আবশ্যিক ভাষা হিসেবে চালু করতে গেলে তিনি ও তাঁর সরকার তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। 'হিন্দু' ও 'মাদ্রাজ মেইল' তাঁকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য ও সমর্থন করত। কিন্তু এই সময়ে তারাও তাঁর সমালোচনা করে, তবে খুব মার্জিত ভাষায়। 'জাস্টিস্' পত্রিকা তার নীতি বদল করে জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

বোম্বাইতে 'ফ্রি প্রেস জার্ণাল' নতুন করে জীবন শুরু করার (১৯৩৭) পর কংগ্রেসের সমর্থনে আত্মনিয়োগ করে, প্রয়োজন মাফিক নেতাদের কাজের সমালোচনাও করে, কিন্তু সমাজবাদীদের প্রতি তেমন সদয় হতে পারেনি। 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' খুব সতর্কভাবে মন্তব্যাদি প্রকাশ করার চেষ্টা করে। মধ্যপ্রদেশে সংবাদপত্র খুবই দুর্বল ছিল। বাংলায় 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড', 'স্টেটস্‌ম্যান' ফজলুল হক ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানায়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' খুবই সংযত আচরণ করে। অপরদিকে সার্বিকভাবে বাংলার সংবাদপত্রসমূহের সমর্থন পেতে ফজলুল হক্‌কে যথেষ্ট সময় দিতে হয়। পাঞ্জাবে কালীনাথ রায় সম্পাদিত 'ট্রিবিউন' সরকার ও কংগ্রেস— উভয়ের প্রতিই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট' সরকারের প্রতি সহানুভূতি দেখায় কিন্তু মুসলীম লিগ ও কংগ্রেসের প্রতি বিশেষ সদয় ছিল না।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে গণ-সংযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং প্রথম পর্যায়ে, বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশে, সাফল্য লাভ করে। কিন্তু এই আন্দোলনের কার্যসূচি অগ্রসর হতে থাকলে মুসলীম লিগ এই সাফল্য ও অগ্রগতিতে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে ওঠে এবং অ-লিগমন্ত্রীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়।

এই সময়ের সংবাদপত্রের আচরণ সম্পর্কে বলা যায় যে, কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হওয়ার পর লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সমকালীন সংবাদপত্রগুলি মোটামুটি-ভাবে *'কংগ্রেসকে তার সুদিন অপেক্ষা দুর্দিনেই বেশী পরিমাণে সমর্থন করা উচিত'*— এই সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা করতেও যে তারা সক্ষম তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে।

মালিকানা হস্তান্তর ও
বিবিধ প্রসঙ্গ

ইংরাজ মালিকানার সংবাদপত্রগুলির জীবনেও বিরাট পরিবর্তনের ঢেউ দেখা দেয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে 'পাইওনিয়ার' ইংরেজদের মালিকানা থেকে ভারতীয় (উত্তর প্রদেশের) জমিদার শ্রেণির মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়। 'ইংলিশম্যান' 'স্টেটস্ম্যানে'র সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট', 'মাদ্রাজ মেইল' এবং 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের হাতেই থেকে যায়। তবে 'মাদ্রাজ মেইল' এবং 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতীয়দের মধ্য থেকে সাবএডিটর নিয়োগ আরম্ভ করেছিল। 'পাইওনিয়ার' পরে এদের পথ অবলম্বন করে। 'স্টেটস্ম্যান' সম্ভবত সবার শেষে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই সময়ের সংবাদপত্রের অভ্যন্তরীন পরিচালন ব্যবস্থা ছিল এই রকম : বিশেষীকরণ ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না। অল্প সংখ্যক কর্মী সংবাদপত্রের যাবতীয় কাজকর্ম চালাতেন। ক্রীড়া ও বাণিজ্য বিষয়ের জন্য পৃথক পৃষ্ঠার ব্যবস্থা ছিল। নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হত। চলচ্চিত্র সমালোচনা প্রকাশের প্রধান কারণ ছিল চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন লাভ এবং কর্মীগণ কর্তৃক বিনামূল্যে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ লাভ।

সংবাদপত্রগুলি বিজ্ঞাপন ব্যবহারে যাতে শিল্পজ্ঞান ও রুচিবোধের পরিচয় দিতে সক্ষম হয় তার জন্য নবগঠিত বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি বিশেষ নজর দিতে আরম্ভ করে। প্রথম পৃষ্ঠায় সাধারণত সংবাদ প্রকাশ করা হত না। সাজসজ্জা বলেও তেমন কিছু ছিল না, গতানুগতিক ধারায় পত্রিকার পৃষ্ঠা সাজানো হত। কেবল বোম্বাইতে এর কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। প্রতিযোগিতার সম্ভাবনায় এ সময়ে থেকেই তাই সাজসজ্জায় প্রশ্নও দেখা দিতে আরম্ভ করে। সান্ধ্য-সংবাদ বিষয়ে উৎসাহ পরিলক্ষিত হওয়ায় 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' 'ইভিনিং নিউজ' নামে একটি সান্ধ্যদৈনিক প্রকাশ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানের, অর্থাৎ দেশের সকল জায়গার সংবাদের প্রতি আগ্রহ দেখা দিতে থাকে। ফলে প্রথমসারির সংবাদপত্রের মফসস্‌ল সংস্করণ প্রকাশ শুরু হয় এবং গ্রামাঞ্চলে ও জেলায় স্থানীয় সংবাদপ্রেরক রাখার ব্যবস্থা হয়। ইংরাজ মালিকানার পত্রিকাগুলিতে কাজ করার জন্য সাধারণত ইংল্যান্ড থেকেই সাংবাদিক আনা হত। ভারতীয় সংবাদপত্রের কর্মীদের মাহিনা ছিল খুবই কম। এবং কর্মী বা সাংবাদিক নিয়োগে মালিকদের ওপর বাইরে থেকে কোনো চাপ সৃষ্টি করা যেত না। তবে বহু তরুণ এই সময়ে সংবাদপত্রে শিক্ষানবিশি করত। ফলে তাদের মধ্যে থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত রিপোর্টার এবং সাবএডিটর নিয়োগ সহজ ছিল। এবং সাধারণত এই ভাবেই ভারতীয় সংবাদপত্রে রিপোর্টার ও সাবএডিটর নিয়োগ করা হত। যেসব রাজনীতিকদের

সঙ্গে সংবাদপত্রের তেমন কোনো সম্পর্ক থাকত না, তারা অনেক সময় তাদের ক্রিয়াকলাপ ও বক্তব্য রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করার জন্য টাকা দিতেন।

প্রকাশিত সংবাদপত্রে সাধারণত প্রকাশস্থানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত। কলকাতা যখন ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী ছিল তখন সেখানকার বড় বড় সংবাদপত্রে জাতীয়-সংবাদপত্রের মর্যাদার লক্ষণ ফুটে উঠত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় অনেকগুলি সংবাদপত্রও জাতীয় সংবাদপত্রের মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছিল। বোম্বাই-এর সংবাদপত্রগুলির জাতীয় মর্যাদা লাভের কারণ হল, ভারত সরকার ও সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বোম্বাই-এর বাণিজ্যিক জীবনের অবাধ পরিবেশ সংবাদপত্র জগতে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখায় প্রভাব বিস্তার করে। 'হিন্দু' আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ও রাজনৈতিক-সংবাদ প্রকাশের বৈশিষ্ট্যের জন্য জাতীয় সংবাদপত্রের মর্যাদায় উন্নীত হয়। এ ছাড়া 'লীডার', 'ট্রিবিউন' ও জাতীয় সংবাদপত্রের মর্যাদায় আসীন হয়েছিল।

এই সময়-কালের মধ্যে নীতিগতভাবে সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা সাধারণত ২০ হাজারের নীচেই থাকত। তবে তৃতীয় দশে সংবাদপত্রের চাহিদা এবং প্রচার সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। রেলপথ, ডাক ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থায় উন্নতির ফলে এক কেন্দ্র থেকে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে, বিস্তৃত এলাকায়, সংবাদপত্র পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়। ভারতীয় সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের প্রধান কেন্দ্র ছিল চারটি— কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লি। তবে দিল্লির সাংবাদিকতার অগ্রগতি ছিল খুবই মন্থর। দিল্লির 'ন্যাশনাল কল' সকালে ও সন্ধ্যায়— দুবার প্রকাশিত হত, তৎসহ হিন্দিতে প্রকাশিত হত দিল্লির প্রথম এক আনা দামের পত্রিকা 'নবযুগ'। 'নবযুগ'-এর রবিবাসরীয় সংস্করণও প্রকাশিত হত।

চতুর্থ অধ্যায় । ১৯৩৯-১৯৪৭

পূর্ণস্বাধীনতার দাবিতে

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর (১৯৩৯ মার্চ)

> সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেস প্রধানদের মতভেদ মনান্তরে পরিণত হইল।... কয়েকমাস পরে সুভাষকে তাহারা কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।... এইভাবে কংগ্রেস-প্রধানরা কত ভাবে কত লোককে কংগ্রেস হইতে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন তাহার সম্যক গবেষণা হয় নাই। মুসলীম লীগ, সোসিয়ালিষ্ট, হিন্দু মহাসভা, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি দলের নেতৃস্থানীয় পুরুষেরা অনেকেই এককালে কংগ্রেসের উৎসাহী সদস্য ছিলেন...।

এই প্রসঙ্গে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২০মে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন,

> ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই-যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাই নি যখন মহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনী ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্ব-সমক্ষে অপমানিত করতে পারলেন।... তবু তাঁর (গান্ধীজীর) স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়।

দেশের এই অবস্থায় হঠাৎ শোনা গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা। ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর

> অকস্মাৎ য়ুরোপের বহুদিনের সঞ্চিত পাপ মহাযুদ্ধ আকারে দেখা দিল। জারমেনীর সৈন্যবাহিনী পোল্যন্ড আক্রমণ করিল; পোল্যন্ডের পক্ষ লইয়া দুই দিন পরে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স মিলিতভাবে জারমেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল; অপর দিকে সোবিয়েত রুশ পোল্যান্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দেখতে দেখতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল; পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা দিল দ্রুত পরিবর্তন। এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব থেকে ভারতবর্ষও বাদ গেল না। সেই সঙ্গে ভারতের সামনে আরও দুটি প্রশ্নও বড় হয়ে উঠল ঃ প্রথমত, এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার বা পোল্যান্ডকে সমর্থন করা যায় কি না বা করবে কি না? এবং দ্বিতীয়ত, সেই সমর্থনের দ্বারা ভারতের কি লাভ হবে? তাই ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ জানতে চাইলেন, যুদ্ধশেষে ভারত স্বাধীনতা লাভ কববে কি না? ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হলেন না। নভেম্বর মাসের মধ্যেই কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন। কংগ্রেস শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার আদেশে সারা ভারতে মুসলমানরা 'মুক্তি-দিবস' পালন করেন। ভারতের সৈন্যবিভাগে মুসলমানদের যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তি ছিল। তাদেরকে তুষ্ট করার জন্য ইংরেজ সরকার ইঙ্গিতে তাদের জন্য পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে অনুষ্ঠিত রামগড় কংগ্রেসে সভাপতি আবুল কালাম আজাদ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, *'ভারত পূর্ণ স্বাধীনতাই চায়। ভারতের সংবিধান ভারতীয়রাই রচনা করবে গণপরিষদের মাধ্যমে'*। ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর কোনো মতামত না নিয়েই ঘোষণা করে যে, ভারতবর্ষও যুদ্ধে নেমেছে। এই ঘোষণাও তাঁরা মানতে রাজি হলেন না। ১৯৩৯-এ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার পরই কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রামে না নেমে কীসের জন্য যেন প্রতীক্ষা করতে থাকে। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ফরোয়ার্ড ব্লক দলের মাধ্যমে সরকারের যুদ্ধোদ্যমে বাধা দিতে সংকল্পবদ্ধ হন। অর্থাৎ এই সময়ে তাঁরা ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে কোনোভাবেই সহায়তা না করে পক্ষান্তরে ব্রিটেনের শত্রুশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বৃটিশ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ভারতের স্বাধীনতা আনার চেষ্টা করতে সংকল্পবদ্ধ হন। ব্রিটিশ ভারতের শত্রু, শত্রুকে যে কোনোভাবে হোক উৎখাত করাই বড় কথা। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দেই জিন্না পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, পৃথিবীর কোনো শক্তিই পাকিস্তানের জন্ম রোধ করতে পারবে না। অপরদিকে রামগড় কংগ্রেসের পর ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেসকর্মীরা সত্যাগ্রহে নামবার কথা ভাবছিলেন। মুসলিম লিগের চিন্তা ঃ পাকিস্তান পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেলে তারা ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ভারত সরকারও জানিয়ে দিলেন, কোনো প্রতিরোধী শক্তিকে তারা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। অতএব শুরু হল গ্রেপ্তারি অভিযান, ব্যাপকভাবে। এদিকে যুদ্ধে জার্মানীর আক্রমণে ব্রিটেন ক্রমেই বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪১-এর জুন মাসে জার্মান বাহিনী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে। বছরের শেষের দিকে জাপানও, কোনোরকম যুদ্ধ ঘোষণা না করেই, মার্কিন নৌঘাঁটি পার্ল হারবার ধ্বংস করে। ৮ ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ১৯৪২-এর ৮ই মার্চ জাপান রেঙ্গুন অধিকার

করে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত কমিউনিস্টরা সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে। কিন্তু রামগড় কংগ্রেসের সময় দেখা গেল, তারা মোটামুটিভাবে কংগ্রেসের মধ্যেই থাকতে চায়। জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট উভয় দলই সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হল। জাপান যখন ভারতের দুয়ারপ্রান্তে, কমিউনিস্টরা তখন ব্রিটিশের যুদ্ধকে 'জনতার যুদ্ধ' বলে ঘোষণা করে। কিন্তু তার কোনো ব্যাখ্যা প্রকাশ করে না। ফলে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ তীব্র হতে থাকে। ফ্যাসিস্ত ও নাতসিদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও মিত্রপক্ষের এই যুদ্ধাভিযান ভারতের অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত জটিলতার সৃষ্টি করে।

> ১৯৪১-৪২ সালে হিটলারের উন্মত্ত নাৎসী বাহিনী সোবিয়েত রুশকে ধ্বংস করতে উদ্যত— এদিকে জাপান ভারতের দিকে অগ্রসর রত। কম্যুনিষ্টরা জাপানের অগ্রসর বন্ধ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিল।... সাম্রাজ্যলোভী, নাৎসীমিত্র জাপানকে "রুখিতে" হইবে— এই হইল কম্যুনিষ্টদের শ্লোগান।

কংগ্রেস প্রথম থেকেই ফ্যাসিস্ত ও নাতসি মতাবাদের বিরোধী। মিত্রপক্ষের জয়ই তাদের আকাঙ্ক্ষা। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সহানুভূতি জাপান-জার্মান-ইতালির অক্ষশক্তির প্রতি। যুদ্ধকালীন ভারতের এই রাজনৈতিক অবস্থায় সবরকম ঐক্যমত সুদূর পরাহত হয়ে ওঠে। কংগ্রেস বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভের আশায় উৎসুক। তাই ব্রিটিশের যুদ্ধোদ্যম ও যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহে কোনোরকম প্রতিকূলতা সৃষ্টির কথা ভাবতে পারল না, সক্রিয় বিপ্লব ভাবনা থেকে তারা রইল অনেক দূরে। সক্রিয় বিপ্লবের জন্য সুভাষচন্দ্র দেশ থেকে অন্তর্হিত হন ১৯৪১-এর জানুয়ারি।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন ঃ *ভারতের সঙ্গে সংবিধান রচনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠানো হলো*। ২২শে মার্চ ক্রিপস দিল্লি পৌঁছলেন। ক্রিপস নিঃসন্দেহে সমকালীন মুষ্টিমেয় ভারতহিতৈষীদের একজন। তিনি ইতিপূর্বে একাধিকবার ভারতে ইংরেজ শাসনের ত্বরিত সমাপ্তি কামনা করেছেন। ইউরোপের যুদ্ধ ঘোষণার সপ্তাসাতেক পরে হাউস অব কমন্সে তিনি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন ঃ

> কংগ্রেসের নয়, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার দাবি আজও অপূর্ণ রয়েছে। সাম্প্রদায়িক কলহের কথাটা একটা ছুতা মাত্র।

কিন্তু এহেন ক্রিপসের দৌত্যও ব্যর্থ হল। কারণ, প্রস্তাবের মধ্যে ভারতকে বিভক্ত করার আভাস ছিল; দ্বিতীয়ত *'সামরিকনীতি পরিচালনায় ভারতীয়দের*

কর্তৃত্বদানে ব্রিটিশ সরকারের অনিচ্ছা। হিন্দু মহাসভাও ভারত-বিভাগে রাজি হয়নি। অপরদিকে *'মুসলমানরা ক্রীপসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল—'পাকিস্তান গঠিত হইবেই' এই স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তাহারা পাইল না বলিয়া'*। এই সময়ে রাজাগোপালাচারী মাদ্রাজ থেকে এক প্রস্তাবে বললেন : পাকিস্তান রচনায় কংগ্রেসের মত দেওয়া উচিত। এই প্রস্তাবের জন্য কংগ্রেস তাঁর প্রতি বিরূপ হয়। অথচ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো আপস সম্ভব হল না। একদিন হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু করেছিল, তা ক্রমে হিন্দু মুসলমানের মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। এই অবস্থাতেই ১৯৪২-এ বোম্বাই-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 'আগষ্ট প্রস্তাব' পাশ করলেন (৮ই আগস্ট)। এই প্রস্তাব প্রকারান্তরে যুদ্ধঘোষণা—তবে অহিংসার পথে শুরু হল 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন। কিন্তু ১৯৪২-এর এই আন্দোলন ইংরেজ সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করল। ১৯৪২-এর আগস্টেই নেতারা বন্দি হলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। তবুও

> নেতা নাই, সংগঠন নাই, উদ্যোগ-আয়োজন নাই, কোনো মন্ত্রবল নাই অথচ একটা অসহায় জাতি আপনা হইতে কর্ম-প্রচেষ্টার অন্য কোনো পন্থা না পাইয়া বিদ্রোহী হইল—এদৃশ্য প্রকৃতই বিপুল বিস্ময়ের ব্যাপার।' (জওহরলাল নেহরু)।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনের পর, ১৯৪৩-এর মার্চে লিগের ষড়যন্ত্রে বাংলার ফজলুল হক্ মন্ত্রিসভার পতন হল। এবং লিগ মনোনীত নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। পাঞ্জাবে স্যার সেকেন্দর হায়াতের ইউনিয়ন মন্ত্রিসভা লিগের কাছে পরাজিত হল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাচ্য রণাঙ্গনের সেনাপতি ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন। এই সময়েই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ক্রমে যুদ্ধের গতি মিত্রশক্তির অনুকূলে যেতে শুরু করে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে 'পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ স্তব্ধ' হয়ে এল। অক্ষশক্তির পরাজয়ে সুভাষচন্দ্রের ভারত-মুক্তির স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে বন্দি হল। দিল্লিতে প্রেরিত হওয়ার পর লালকেল্লায় বিপ্লবীদের বিচার হল। জওহরলাল ব্যারিস্টার হিসেবে আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ নিয়ে আদালতে উপস্থিত হলেন। তাঁর জীবনে আদালতে ওকালতি করা এই প্রথম ও শেষ।

১৯৪৫-এর জুনে ওয়াভেল ইংল্যান্ড থেকে ঘুরে এসে হিন্দু ও মুসলমান, কংগ্রেস ও লিগের ১৩ জন সদস্যকে নিয়ে সিমলায় এক বৈঠক আহ্বান করলেন। ২৫ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত এই বৈঠক চললেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই বৈঠক শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানা গেল, গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে (১৯৪৫ জুলাই) রক্ষণশীলদের পরাজয় ঘটেছে। শ্রমিকদল পার্লামেন্টে

সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করে ভারতের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা মীমাংসার জন্যে ১৯৪৬-এর মার্চে ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও আলেকজান্ডারকে নিয়ে গঠিত 'ক্যাবিনেট মিশন'কে ভারতে পাঠালেন। এই মিশনও প্রায় ব্যর্থ হল। এঁরা কয়েকটি প্রস্তাব করে গেলেন। ঠিক হল একটি সম্মিলিত গণপরিষদ গঠিত হবে এবং সেই গণপরিষদ যতদিন না সংবিধান প্রস্তুত, নতুন শাসন-সংস্থা গঠন ও কার্যকর করতে পারবে, ততদিন অন্তর্বর্তী সরকার শাসন কাজ চালাবেন। এতে সরাসরিভাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র না পেয়ে মুসলিম লিগ ভীষণ খেপে গেল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তারা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান' শুরু করল। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৬-এর ২২ জুলাই বড়লাট লর্ড ওয়াভেল অন্তর্বর্তী শাসন পরিষদ গঠনের সংকল্প করলেন। কংগ্রেস এই পরিষদে যোগ দিতে রাজি হয়। মুসলিম লিগ প্রথমে রাজি না হলেও, শেষ পর্যন্ত পরিষদে যোগ দেয়। লিগের বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্ব-নির্দিষ্ট তারিখ অনুসারে ৯ ডিসেম্বর (১৯৪৬) গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অতঃপর ১৯৪৭-এর ৩রা জুন ঘোষিত হল ঃ ১৫ আগস্ট ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে—ভারত দ্বিখণ্ডিত হবে। মাত্র ৭২ দিনের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা ইত্যাদি কোনোরকমে অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে সারা হল। ১৫ আগস্ট স্বাধীন হল দ্বিখণ্ডিত ভারত।

সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ভারতের এই রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে ভারতের সংবাদপত্র পরিচালিত ও প্রকাশিত হয়।

যুদ্ধ ঘোষণার পর কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব জনমত ও সংবাদপত্রকে যথেষ্ট পরিমাণে বিভ্রান্ত করে তোলে। তবে এই সময় কাল আর একদিক দিয়ে সংবাদপত্র জগতের কাছে খুবই ঘটনাবহুল হয়ে ওঠে। যুদ্ধ ঘোষণার পরই 'ডিফেন্স অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' গৃহীত হয়। এই আইনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কথাও বলা হয়। কতকগুলি বিষয়ের সংবাদ প্রকাশের পূর্বে সেন্সর করার আদেশ জারি হয়, শত্রুর সুবিধা হতে পারে এমন সংবাদ বা তথ্য এবং আপত্তিজনক সংবাদ প্রকাশ নিষেধ করা হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্রের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সংবাদপত্র মালিকদের সংস্থা ' ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটি' (আই. ই. এন.

এস.) গঠিত হয়। তার আগেই 'অল ইণ্ডিয়া নিউজ্ পেপারস' এডিটর্স কন্‌ফারেন্স' (এ. আই. এন. ই. সি.) গঠিত হয়েছিল। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের সামনে প্রথম যে বিপর্যয় দেখা দেয় তা হল ছাপার কাগজ বা 'নিউজ্ প্রিন্ট'-এর অভাব। কয়েকটি বড় সংবাদপত্র ছাড়া কেউই আগে থেকে আপৎকালীন সময়ের জন্য, সাময়িকভাবে কাজ চালাতে নিউজ্‌প্রিন্ট মজুত করে রাখতে পারেনি। এদিকে সরকার চলতি কাগজগুলোর জন্যে মোট সরবরাহিত নিউজ্‌প্রিন্টের মাত্র ১০ শতাংশ বরাদ্দ করে এবং বন্টনেও কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হয়। এমতাবস্থায় কোনও কাগজের পক্ষেই এককভাবে এই অভাব পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তার ওপর কাগজের কোটা নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল সরকারি আমলাদের হাতে। ফলে তাদের দয়া ছাড়া বেশিরভাগ পত্রিকার পক্ষেই বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমস্যা সমাধানের কয়েকটি মাত্র উপায় ছিল ঃ

(১) যাদের কাগজ মজুত ছিল তাদের সঙ্গে বরাদ্দ ভাগবাঁটোয়ারায় একটা আপোষ করা;
(২) বড় কাগজগুলোর গ্রাহক সংখ্যা সীমিত করা; এবং
(৩) ছোট কাগজ, যাদের প্রচার সংখ্যা কম, তাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমান।

কিন্তু তাতেও সংবাদপত্র জগতের দুর্যোগ কাটানো অসম্ভব ছিল। তাই 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটি' সরকারের সঙ্গে দরবার করে কাগজের বরাদ্দ বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করেন। গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় (১৮৪০) আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে আরও জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই সময়ে বাইরের খবর, শত্রুপক্ষের প্রচার ইত্যাদি প্রকাশের বিষয়ে যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হয়। তা ছাড়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনের খবর যাতে একেবারেই ছাপা না হয়, সেই আদেশও জারি হয়। এমনকী বলা হয় যে, জেলার সংবাদদাতাদেরও সরকার থেকে অনুমতি নিতে হবে। এইভাবে সংবাদপত্র জগতে প্রায় এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এহেন অবস্থায় 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটি' ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে দিল্লিতে এ. আই. এন. ই. সি.-র (অল ইণ্ডিয়া নিউজপেপারস' এডিটর্স কনফারেন্স) এক বৈঠক আহ্বান করে। এবং 'এ.আই.এন.ই.সি.' স্থায়ী সংগঠনে পরিণত হয়।

কন্‌ফারেন্সের বৈঠকে কংগ্রেস-সম্পাদক ও অন্যান্য নির্দলীয় সম্পাদকদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়, বিশেষ করে গান্ধিজির 'হরিজন' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশের প্রশ্ন নিয়ে। ব্রিটিশ ও মুসলিম লিগ সংবাদপত্রগুলি তাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ব্যাপারেই সর্বাধিক তৎপর হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সংবাদপত্র তাদের বিশেষ সুযোগের অধিকার যাতে খর্ব না হয় তার জন্য ঔৎসুক্য দেখান। সম্মেলনেব

বৈঠকে আরও দেখা গেল ঃ সরকারি বিষয় বা সরকার-কেন্দ্রিক বা সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনার সময় প্রায় সকলেই, বিশেষ করে ছোট কাগজগুলির সম্পাদকরা, যে কোনও ভাবে কাগজ চালু রাখতেই উৎসাহী; সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে সকলেই শান্তি বজায় রাখতেই আগ্রহী। সম্মেলনের উল্লেখ্য কাজের একটি হল, কেন্দ্রে ও প্রদেশে সংবাদপত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে উপদেষ্টা পরিষদ প্রবর্তন। এই ব্যবস্থা পরবর্তীকালে খুবই কার্যকর হয়। কিন্তু যে সময়ে এইসব উপদেষ্টা পরিষদ উপদেশ দিয়ে তা গোপন রাখার চেষ্টা করে, সে সময় কন্‌ফারেন্স সরকার এবং সংবাদপত্র উভয়ের কাছেই সম্মান হারিয়ে ফেলে। এর আর একটি কাজ হল ঃ সংবাদপত্র-সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের সময় সরকার যাতে এদের সঙ্গে আলোচনা করেন, তার পরিবেশ সৃষ্টি এবং এই ধরনের আলোচনায় অংশ নেওয়া সম্পর্কে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এক সময়ে কন্‌ফারেন্সের সদস্যদের সম্মান ও শক্তি বিভিন্ন কাগজের এবং সদস্যদের নিজেদের কাগজের সম্পাদকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সময় লক্ষ করা যায় যে, যুদ্ধের ফলে 'অসাংবাদিক পদ্ধতিতে' কতকগুলি সংবাদপত্রের আর্থিক উন্নতি ঘটে এবং সেই সব সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ ক্রমে প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক সংগঠকে রূপান্তরিত হন। অপরদিকে 'অল ইণ্ডিয়া নিউজপেপারস্ এডিটরস' কন্‌ফারেন্স'-ও 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটি'র ছায়াসংগঠনের রূপ নেয়। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হওয়ার পর কন্‌ফারেন্সের অস্তিত্ব ও সম্মান বজায় রাখা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তার ওপর অভ্যন্তরীণ দুর্যোগও দেখা দেয় যখন কন্‌ফারেন্সের কয়েকটি সদস্য-সংবাদপত্র গান্ধিজির নীতির সমর্থনে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। এমনকী, ৮ আগস্ট (১৯৪২) গান্ধিজি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাও পুরোপুরি প্রকাশিত হয়নি। এই সময় কন্‌ফারেন্স কর্মরত সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার ও আটক, সংবাদ প্রকাশপূর্ব-সেন্সর এবং সেন্সর প্রথার বিরোধিতা করে। সেই সঙ্গে সংবাদপত্র সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের জন্য সরকারের কাছে কতকগুলি বিষয়ের দাবি ও সুপারিশ জানায়। যেমন, অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যান্য ঘটনাবলির বস্তুগত সংবাদ ছাপতে দেওয়া; উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী, অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা সংবাদ ছাপা রোধ করা, ইত্যাদি। কংগ্রেসকর্মীগণ সত্যাগ্রহের সংবাদ প্রচারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান। কন্‌ফারেন্সের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় এ বিষয়ে সরকারকে রাজি করাবার জন্য। কিন্তু কন্‌ফারেন্সের পক্ষে অধিকারগত প্রশ্নে বিষয়টি সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

১৯৪০-এর নভেম্বরে 'বেঙ্গল প্রেস অ্যাড্‌ভাইসরি কমিটি' গঠিত হয়। পূর্বসিদ্ধান্ত অনুসারে অন্যান্য প্রদেশেও এই রকম অ্যাড্‌ভাইসরি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি গঠন নিয়েও বিরোধ দেখা দেয়। ফলে, সেই বিরোধের অবসান ও

কমিটিগুলি গঠনের জন্য সরকারকে কন্‌ফারেন্সের পরামর্শ নিতে হয়। কন্‌ফারেন্স তিনটি বড় সমস্যার মুখোমুখি হয় ঃ

(১) ১৯৪২-এর আগের গান্ধিজির রচনা সেন্সর করা, (যা নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায়);

(২) লুই ফিসারের লেখা প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি; এবং

(৩) অধ্যাপক বান্‌সালির অনশনের সংবাদ প্রকাশ নিষেধ।

গান্ধিজির লেখা সেন্সর বা সম্পাদনা কিংবা রচনার কোনো অংশ বাদ দেওয়া সে সময়ে কোনো সম্পাদকের পক্ষে খুব সহজ কাজ ছিল না। তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মর্যাদার প্রশ্ন। একদিকে লেখকের সম্মান, অপরদিকে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধিজির সম্পূর্ণ বক্তব্যের গুরুত্ব। এই সবের জন্য এবং বিশেষ করে অধ্যাপক বান্‌সালির অনশনের সংবাদ প্রকাশের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে 'কন্‌ফারেন্স' একদিন সমস্ত সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রাখতে এবং সরকারি বিজ্ঞপ্তি, নববর্ষের সম্মানিত ব্যক্তিদের তালিকা এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্যদের বক্তৃতা ইত্যাদির সংবাদ বর্জন করতে সংবাদপত্রগুলির কাছে এক প্রস্তাব করে। এই সিদ্ধান্তে মাদ্রাজ সরকার ক্রুদ্ধ হয় এবং শাস্তি হিসেবে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রগুলি থেকে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে নেয়। শেষ পর্যন্ত সরকার তার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে এবং বান্‌সালি তাঁর অনশন ভাঙলে, তবে এই সমস্যার সমাধান ও বিরোধের অবসান সম্ভব হয়।

সংবাদপত্রসমূহকে উপদেশ দান ব্যবস্থা যুদ্ধকালে খুবই কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ হয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে মোটামুটিভাবে দমন আইন বাঁচিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশ, সম্পাদকদের মধ্যে পারস্পরিক সমস্যাদি নিয়ে আলোচনার জন্য সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব গঠন, পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ধৈর্য প্রকাশ ও বন্ধুত্বের ভাব সৃষ্টি, ইত্যাদি বিষয়ে নতুন পরিবেশের জন্ম হয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্পাদকরা এক জায়গায় সমবেত হয়ে সাধারণ সমস্যাদি নিয়ে আলোচনার প্রথম সুযোগ পান। সরকার ও সম্পাদকদের মধ্যে সরাসরি আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সম্পাদকদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। আপস-রফার পরিবেশ সৃষ্টির বিরূপ অবস্থার মধ্যে সরাসরিভাবে সম্পাদক ও সরকারি-কর্মীদের মধ্যে আলোচনা সম্ভব হয়। তাই দেখা যায়, যুদ্ধকালীন অসুবিধার মধ্যেও সম্পাদকগণ সরকারের কাছ থেকে কিছু কিছু সুবিধা আদায়েও সক্ষম হয়েছিলেন। কন্‌ফারেন্স সাংবাদিকদের জন্য একটি আচরণ-বিধিও নির্দিষ্ট করে। আচরণ-বিধিটি খুবই জনপ্রিয় হয়। কিন্তু প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকার কথাটা তখন বোধ হয় কেউ ভেবে দেখেননি। তাই পরবর্তীকালে অনেকেই উপলব্ধি করলেন যে, এই আচরণ-বিধির ফলে *'সম্পাদকদের গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে তার অপর*

প্রান্ত একদিকে সরকারী আমলা ও অপরদিকে রাজনীতিকদের হাতে তুলে দেওয়া' হয়েছে।

এই সময়ে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজপেপারস্ সোসাইটি'র ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং নেতৃস্থানীয় ছিল। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অভাব-অভিযোগ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সরকার ও সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। সোসাইটির মধ্যস্থতায় বিজ্ঞাপন-সংস্থা ও সংবাদপত্রের মধ্যে একটি সুস্থ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের জন্যেও অনুরূপ সংস্থা গড়ে ওঠে—অমৃতলাল শেঠ ও এ. আর. ভট্টর চেষ্টায়—১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। এই সংস্থার নাম 'ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ নিউজপেপারস্ অ্যাসোসিয়েশন'। এই সংস্থা মূলত ছোট ছোট সংবাদপত্রের স্বার্থরক্ষা ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করত। অহেতুক প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃষ্ঠা অনুযায়ী পত্রিকার দাম-নির্ধারণ-নীতি স্থির করা এই সংস্থারই অন্যতম সফল কীর্তি। বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহের মানোন্নয়নের জন্য 'অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়া'র জন্ম হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। ইতিমধ্যে কলকাতা এবং বোম্বাইয়ে সাংবাদিক-সংগঠনও গড়ে ওঠে।

'রয়টারে'র দেখাদেখি বিশ শতকের চারের দশকে একাধিক মার্কিনি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কয়েকটি ভারতীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তারা ভারতে স্থায়ী আসন পাততে চেয়েছিল, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়।

'ফ্রি প্রেস' সংবাদ সরবরাহ প্রাতিষ্ঠান ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে আবার নতুন করে গড়ে ওঠার চেষ্টা করে। পূর্বের ন্যায় এবারও তার পরিকল্পনার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিভাত হয়। লণ্ডন ও নিউইয়র্কে কার্যালয় স্থাপিত হয়। নানকিং, সিঙ্গাপুর, ব্যাটাভিয়া এবং কায়রোর সংবাদ সংগ্রহে খুবই আগ্রহ দেখায়। এর প্রধান লক্ষ ছিল : ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্য বিস্তৃত এবং সংহত সংবাদ সরবরাহ করা। ভারতের সংবাদ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাও ছিল। দু'বছর পরে তাদের এই সব পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হতে শুরু করে এবং সংস্থাটি ভারতীয় সংবাদপত্র, ভারতীয় প্রকাশক এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমর্থন ও সহায়তা লাভ করে। কিন্তু কাজ চালাবার জন্য অত্যন্ত জরুরি টেলিপ্রিন্টার চ্যানেল না পাওয়ার ফলে ১৯৪৭-এর মে মাসে প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতের সরকারি আধাসরকারি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে 'রয়টার' এবং 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া'।

সেই সঙ্গে এ.পি.আই. (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া) আরও কতকগুলি কাজও করে। 'ইণ্ডিয়ান নিউজ এজেন্সি' নামে সংবাদের সারমর্ম সম্বলিত একটি বুলেটিন প্রকাশ করে। সেগুলি সরকারি কর্মী এবং ছোট ছোট সংবাদপত্রসমূহে সরবরাহ করা হত—১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। গ্রাহকদের এর প্রতি সংখ্যার জন্য ৬০ টাকা করে দিতে হত। সরকারি-সংবাদ বা প্রেস-রিলিজ প্রচারের জন্য দু'টি বহির্বিভাগীয় সরবরাহ ব্যবস্থা চালু ছিল। এ ছাড়া বাণিজ্য-সংস্থা ও শিল্প-সংস্থাগুলিতে নিয়মিত বাণিজ্যিক সংবাদ সরবরাহ করার ব্যবস্থাও চালু হয়।

স্বাধীনতার পর সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে নবযুগের সৃষ্টি হয়।

আবার দমনপীড়ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের ভারতীয় সংবাদপত্রের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য : স্বল্প প্রচার, ছোট ছোট সংবাদপত্রের জন্ম, নতুন প্রয়াসের স্বল্পতা এবং নিয়ন্ত্রিত সংবাদ প্রকাশ।

যুদ্ধের সময় নিষেধবিধির ব্যাপকতা ঘটলেও, কয়েকটি নতুন পত্রিকাও জন্ম নেয়। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল ঃ 'ব্লিৎজ্' (বোম্বাই, ১৯৪১); 'কল্কি' (মাদ্রাজ / তামিল সা., ১৯৪১); 'বন্দোমাতরম্' (গুজরাটী দৈনিক / বোম্বাই, ১৯৪১); 'পিপল্'স ওয়ার' (বোম্বাই, ১৯৪২)— কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মুখপত্র; 'থান্থি' (মাদ্রাজ, মাদুরাই, তিরুচি / তামিল, ১৯৪২)। 'সান্ডে স্ট্যাণ্ডার্ড'এর দৈনিক সংস্করণ হিসেবে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয় 'মর্ণিং স্ট্যাণ্ডার্ড' এবং ১৯৪৬-এ নাম বদলে হয় 'ন্যাশ্নাল স্ট্যাণ্ডার্ড'। যে সকল পত্রিকা এবং সংবাদপত্র যুদ্ধ-সমর্থক ছিল তাদের প্রতি সরকার যথেষ্ট উদারতা ও উৎসাহ দেখান। এই সময়ে কতকগুলি মুসলিম-পত্রিকার জন্ম হয়। সে সময় মুসলিম পত্রিকা বিশেষ ছিল না বলে, নিউজ্ প্রিন্টের অভাব সত্ত্বেও, ঐসব প্রয়াসকে উৎসাহিত করা হয়। ফলে নিউজ্ প্রিন্টের সীমিত বরাদ্দের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়। ঠিক এই সময়েই জিন্না লিগের লিগের পক্ষ থেকে একটি বৃহদাকারের ইংরাজি-দৈনিক প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ ও উৎসাহের সাড়া না পাওয়ায় সেই প্রচেষ্টা বাতিল হয়ে যায়। কারিগরি বিষয়ক পত্রিকা (যা তিনের দশক থেকেই প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে) মূলত বয়ন শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। চলচ্চিত্র-বিষয়ক পত্রিকাগুলির মাধ্যমে হাল্কা রসের সাহিত্য পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হয়। এই সময়ে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির আচরণে সংবাদপত্রের প্রতি খানিকটা বিজাতীয় মনোভাব দেখা যায়। তারা পুরোপুরিভাবে যুদ্ধ পরিচালনায় সরকারকে সাহায্য

করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ঘটনায় একটা উপকারও হয়। ভারতীয় জনগণ বিজ্ঞাপন ও প্রচারের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতে শুরু করেন। যুদ্ধের আগে ভোগ্যপণ্যাদির বিজ্ঞাপনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু এই সময়ে ভারতীয় বাজারে বিদেশি ভোগ্য-পণ্যাদি বিক্রয়ার্থে বিজ্ঞাপনের সাহায্য নিতে হয়। ফলে ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চত্য আচরণ ও রুচির জন্ম হয়।

যুদ্ধ আরম্ভ থেকে ১৯৪২-এর আগস্ট পর্যন্ত 'ন্যাশনাল হেরাল্ড'কে যুক্তপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হয়। আগ্রার পুরোনো হিন্দি পত্রিকা 'সৈনিক' 'ন্যাশনাল হেরাল্ডে'র সঙ্গে সহযোগিতা করে। আর্থিক অভাবের ফলে 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, কিন্তু এর কর্মীদের ত্যাগে ও প্রচেষ্টায় কাগজটির প্রকাশ অব্যাহত থাকে। এর নীতি দেশের বণিক-সম্প্রদায় বা ব্যবসায়ীদের সুনজর ও সাহায্য লাভের পরিপন্থী ছিল। সম্পাদকীয় ও ব্যবস্থাপক বিভাগের কর্মীরা, ছাপাখানার কর্মীদের সমর্থন নিয়ে তিন মাসের জন্য পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নেন। ঠিক হয়, এই তিন মাসের মাহিনা তারা পরে নেবেন। এইভাবে তিন মাস চলার পর অসুবিধা অনেকটা দূর হয়। এবং এইভাবে আরও তিন মাস চালাবার পর পত্রিকাটি সমস্ত বিপত্তি কাটিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। ১৯৪০-এর ১৯শে আগস্ট যুক্তপ্রদেশ সরকার দাবি করলেন যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদের বয়ান এবং শিরোনাম (হেডলাইন) পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য তথ্য দপ্তরের সচিবের কাছে পাঠাতে হবে। এই নির্দেশের প্রতিবাদ করে 'হেরাল্ড' জানায়, সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত শিরোনাম নির্দিষ্ট করে পাঠায়, প্রকাশিত সংবাদের সঙ্গে সেগুলিই ছাপা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে সকালের দিকে যেসব সংবাদ এসে পৌঁছয় সেগুলির শিরোনাম তৈরি করে ওই সময়েই সরকারি পরীক্ষকদের দেখিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার এই প্রতিবাদ ও যুক্তিতে সরকার রাজি হলেন না। অতঃপর 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' শিরোনাম ছাড়াই যুদ্ধের সংবাদ ছাপতে আরম্ভ করে। ১৯৪০-এর ২৫ অক্টোবর ভারত সরকার এই মর্মে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন যে, সফল-যুদ্ধ-পরিচালনার প্রতিবন্ধক কোনো বিষয়ই ছাপা যাবে না। সুতরাং 'হেরাল্ড' সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাড়াই প্রকাশিত হতে থাকে। নভেম্বরের প্রথমদিকে এবিষয়ে সংবাদপত্র সম্পাদকদের সঙ্গে সরকারের এক আপস রফা হলে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। সেই সঙ্গে 'হেরাল্ডে'ও আবার সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাপা আরম্ভ হয়। কিন্তু এর দু'সপ্তার মধ্যে যুক্ত-প্রদেশ সরকার 'হেরাল্ডে'র কাছ থেকে তিনটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের জন্য ৬ হাজার টাকা জামানত দাবি করে। প্রতিবাদ হিসেবে 'হেরাল্ড' আবার সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাপা বন্ধ করে দেয়। এইভাবে তিন মাস চলে। কিন্তু সরকারের মনোভাব

পূর্ববৎ অপরিবর্তিতই থাকে। এদিকে পাঠকরা বারবার সম্পাদকীয় নিবন্ধের দাবি জানাতে থাকে। ফলে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাপা আবার আরম্ভ হয়। তাতে 'ন্যাশনাল হেরাল্ড'-এর আগের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং নতুন করে আবার ১২ হাজার টাকা জামানত রাখতে হয়। একটি স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে জওহরলাল নেহরু জানান যে, পত্রিকার পরিচালন-পরিষদ এই জামানত জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি জামানত জমা দেওয়ার পক্ষপাতী নন, তবে যেহেতু অন্যান্য পরিচলকরা এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ-ই চাইছেন, তাই শেষ পর্যন্ত তিনিও রাজি হয়েছেন এইভাবে যতদিন সম্ভব 'হেরাল্ড'কে বাঁচিয়ে রাখতে। এবিষয়ে তিনি জনগণের সমর্থনও লাভ করেন ব্যাপকভাবে। ১৯৪১-এর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে 'হেরাল্ড' আবার বির্পযয়ের সম্মুখীন হয়। লখনউ-জেলে লাঠি চার্জের এক সংবাদ প্রকাশ করার অভিযোগে সম্পাদকের ৭০০ টাকা জরিমানা ও ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ হয়। ১৯৪২-এ কংগ্রেস নেতারা কারাবন্দি হওয়ার পর 'হেরাল্ডে'র ওপর নতুন করে আবার নিষেধ-বিধি আরোপিত হয়। এই সময় 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' প্রকাশ বন্ধ হয়। পুলিশ এর কার্যালয়ের ওপর হামলা চালায় এবং কিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে কার্যালয়ে তালাবন্ধ করে দেয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' কার্যালয়কে পুলিশ মুক্ত করে দেয় এবং পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। 'সৈনিক' পত্রিকার জীবনেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। 'প্রেস অ্যাড্‌ভাইসরি কমিটি'কে উপেক্ষা এবং 'এডিটরস্ কন্‌ফারেন্সে'র প্রতিবেদনকে অগ্রাহ্য করেই এই দুটি পত্রিকার ওপর যুক্তপ্রদেশ সরকার এই সব দমনপীড়ন চালায়। 'হেরাল্ডে'র ভাষা ছিল খুবই উদ্দীপক এবং এর যা-কিছু খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা তার মূলে ছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং এর প্রথম সম্পাদক চরম চরমপন্থী কে. রামা রাউ।

১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাই সরকার 'জন্মভূমি' ও 'নূতন গুজরাট' পত্রিকা দু'টির ছাপাখানা এবং জামানত বাজেয়াপ্ত করে। পরে আপসের মাধ্যমে প্রথমে ছাপাখানা, ও পরে, হাইকোর্টে আপিল করায় জামানতও ফেরত পায়। মধ্য প্রদেশের সংবাদদাতাদের নাম প্রকাশের জন্য সম্পাদকদের ওপর যথেষ্ট নির্যাতন চালানো হয়। করাচির 'হিন্দু' পত্রিকার নিউজপ্রিন্টের বরাদ্দ বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯৪২-এর আগস্টে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের চেষ্টায় 'নবযুগ' পত্রিকার উন্নতি ঘটে। তিনি কলকাতার কোনো একটি দৈনিক পত্রিকাকে সরকারি সাহায্য বা ভরতুকি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু বিরোধিতার জন্য সেই প্রস্তাব তিনি শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে নেন।

অভ্যন্তরীণ সংঘাত

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সরকারবিরোধী প্রতিবাদকে সমকালীন সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। স্বেচ্ছায় মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার পর এইভাবে কংগ্রেসের প্রতিবাদ জানানোকে তারা অর্থহীন বলে বিবেচনা করেছিলেন।

১৯৪০-এর অক্টোবরে গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে তিনি তাঁর 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেন। ১৯৪০-এর ২৩ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪১-এ ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সমকালীন প্রায় সকল সংবাদপত্রই নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে গান্ধিজিকে তাঁর আন্দোলন বন্ধ ও প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানায়। কেন-না, ওই আন্দোলন সে সময় দেশের মধ্যে কেবলমাত্র উত্তেজনা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি ছাড়া আর কোনো সুফলই দিতে পারেনি। এরপর গান্ধি-সুভাষ বিরোধ ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে অস্থিরতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ও নেতৃত্বে যে বিরোধ ও বিভেদ দেখা দেয়, তা নিয়ে খোলাখুলিভাবেই সংবাদপত্রে আলোচনা চলে।

১৯৪০-এ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সম্পাদক সম্মেলনে কংগ্রেসি সংবাদপত্র সম্পাদকদের একটি গোষ্ঠী গান্ধিজির সচিব মহাদেব দেশাই-এর নেতৃত্বে গান্ধিজির অহিংস ও "বিব্রত না করা"র নীতি প্রচারার্থে তাঁর সম্পর্কে কিছু বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য সম্মেলনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। অন্যান্য সম্পাদকরা এই দাবির বিরোধিতা করেন এবং পরিষ্কারভাবে সকল সংবাদপত্রের প্রতি একই আচরণ, একই নিয়ম ও নীতি প্রয়োগ এবং কাউকে কোনো বিশেষ সুবিধা বা সুযোগ না দেওয়ার কথা জানিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত যুক্তি হিসেবে এবং নিরাপত্তার জন্য এই নীতিই স্থিরীকৃত হয় ও দেশাইবাদীদের পরাজয় ঘটে। কিন্তু মহাদেব দেশাই গান্ধিজির 'হরিজন' পত্রিকাকে পুনরায় চালু করার বিষয়ে সরকারের কৃপা লাভের জন্য সরকারি আমলাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা চালান। পরে সম্মেলনকেও বিষয়টি বিবেচনা করতে বলা হয়। এই ঘটনা আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং একই সঙ্গে গণবিক্ষোভ পরিচালনা করা ও ক্ষমতাবানের আনুকূল্য লাভের জন্য গোপনে প্রয়াসী হওয়ার দুর্বলতা সাংবাদিকতার ইতিহাসে সকল রকম সাংগঠনিক প্রয়াসকে বিঘ্নিত করে।

জামানত বাজেয়াপ্ত, ছাপাখানা আটক, প্রভৃতি পন্থায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রবল শক্তিতে সংবাদপত্র পীড়নযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলি এর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। সেই উপলব্ধি থেকেই 'আই. এন. এস.', 'এ. আই.

এন. ই. সি.' প্রভৃতি সংগঠন গড়ে ওঠে। সরকারি দমন নীতির কাছে সংবাদপত্রকে কীভাবে বলি হতে হয়েছিল—১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ার পর, তার কিছু প্রমাণ আগেই পাওয়া গেছে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে জামানত আদায় করার ফলে ৪৫০টি সংবাদপত্রের মৃত্যু ঘটে। ৭২টি সংবাদপত্র শাস্তি ভোগ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে, ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে পুনরায় ৯২টি সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'এ. আই. এন. ই. সি.' বা 'অল ইন্ডিয়া নিউজপেপারস্ এডিটরস্ কন্ফারেন্স'-এর বদনাম ছিল সরকারের দালাল বলে। তবুও এই সংস্থা প্রশাসকদের শাসনদণ্ডকে কিছু পরিমাণে সংযত রাখতে চেষ্টা করেছিল। কয়েকটি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র, যারা কন্ফারেন্সের সদস্য তালিকাভুক্ত হলেও স্বতন্ত্রভাবেই কাজ চালাত তারা, ১৯৪২-এ পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেয় এবং কন্ফারেন্স 'দেশকে ভ্রান্ত পথে চালিত করছে' বলে অভিযোগ তোলে। কিন্তু ওই বছরের অক্টোবরে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কন্ফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশনে সেই সংবাদপত্রগুলি একটি আপস রফায় আসে এবং পুনঃপ্রকাশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। উত্তর প্রদেশে প্রেস অ্যাড্ভাইসরি কমিটি গঠন করার সময় 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' তার বিরোধিতা করে। তাদেরকে শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে সরকারকে যথেষ্ট কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রে এটাই মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, এই জাতীয় সংস্থা গঠিত হলে তা সংবাদপত্র ও সরকার উভয়ের মধ্যস্থ হিসেবে যেমন কাজ করতে পারবে, তেমনি উভয়ের ওপরই প্রয়োজনমাফিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। সবথেকে বেশি দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে হয় 'সেন্ট্রাল প্রেস অ্যাড্ভাইসরি কমিটি'কে, বিশেষ করে পুনঃপ্রকাশিত 'হরিজনে' প্রকাশিতব্য গান্ধিজির রচনাবলি পরীক্ষা করার সময়। অবশ্য কমিটির সদস্য, 'হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকার কর্মী এবং গান্ধিজির পুত্র দেবদাস গান্ধি এবং এডিটরস্ কন্ফারেন্সের সভাপতি কস্তুরী শ্রীনিবাসন্ এ ব্যাপারে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দেন। বোম্বাই এবং মাদ্রাজে প্রত্যেকটি সংবাদপত্র সকল সমস্যায় কন্ফারেন্সের সঙ্গে পরামর্শ করায় সেখানে তেমন কোনো বড় ধরনের জটিলতা বা সংকট দেখা দেয়নি। মধ্যপ্রদেশ বাংলা এবং সিন্ধুদেশে সমস্যা শুরু থেকেই বড় আকারে দেখা দেয়। তার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে সর্বভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ আলোচনার জন্য একত্রিত হওয়া ও একই সুরে কাজ করার সুযোগ পায়। তা ছাড়া এর ফলে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায় ভারতেও সংবাদপত্র 'রাষ্ট্রের চতুর্থ গণশ্রেণী (Fourth Estate) রূপে গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ করে'।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন, প্রথম পর্ব থেকেই, বিদেশি সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সত্যাগ্রহ-সংবাদ সংগ্রহের জন্য তারা এদেশে আসেন। ক্রিপস মিশন আসার সময় বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে এদেশে আসার আগ্রহের তীব্রতা বেড়ে

যায়। মার্কিনি সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকরাই আসেন প্রথম। তাদের পরে আসেন সংবাদপত্র প্রতিনিধি এবং 'কলামনিস্ট'রা। ব্রিটিশ সাংবাদিকরাও দিল্লিতে তাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, দিল্লি সে সময় কেবল ভারতের নয়, এশিয়ার ঘটনাবলিরও কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছিল।

মুসলিম-সংবাদপত্রগুলি সাধারণভাবে বরাবরই যথেষ্ট দুর্বল ছিল। তারা কেবল কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণেই লিপ্ত ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অধিকাংশ ব্রিটিশ সংবাদপত্রই ভারতীয়দের হাতে চলে যায়। কেবল 'স্টেট্স্‌ম্যান', 'ক্যাপিট্যাল', ও 'কমার্স' ইংরাজদের মালিকানায়ই তখনকার মতো থেকে যায়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র মালিকানা গ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ ডালমিয়া। সেই সময় 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদকীয় ও ব্যবস্থাপক বিভাগের সকল কর্মীই ছিলেন ইংরেজ। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেও তারা থেকে গিয়েছিলেন।

যুদ্ধের সময় নানা কারণে ইংরাজ মালিকানার সংবাদপত্রগুলি তাদের গ্রাহকসংখ্যা সীমিত করতে ও ছাপার পরিমাণ কমাতে বাধ্য হন। কিন্তু, সে সময়ে জনগণের মধ্যে সংবাদপত্র পাঠের যে অভ্যাস ও আগ্রহ গড়ে উঠেছিল, তা বিন্দুমাত্র কমেনি—তাদের চাহিদা একই ছিল। ফলে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সামনে এক নতুন সুযোগ উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ-সংবাদপত্র-পাঠকদের চাহিদাও মেটাবার দায়িত্ব তাদের নিতে হয়। তা ছাড়া সে সময় বিদেশীয় সংবাদপত্র অথবা দেশীয় সংবাদপত্রগুলির প্রচার বাড়ানোর সুযোগও ছিল অনেক। অপরদিকে নিউজপ্রিন্টের অভাব থাকার ফলে কাগজের দাম বাড়ানো সহজ হয়। একই সঙ্গে বহু সংবাদপত্রের লাভের পরিমাণও বাড়তে থাকে। কিন্তু লাভের উচ্চতম পরিমাণ সীমিত রাখার জন্য মালিকরা তাদের কর্মী এবং বহিরাগত লেখকদের মাহিনা ও সাম্মানিকের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। তবে এই সময়ে, ব্যক্তিগত মালিকানার সংবাদপত্র এবং অধিকাংশ সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা, যাদের নিজস্ব কোনো ছাপাখানা ছিল না, তারা যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, 'ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার' এক সময়ে ৬ মাসের মধ্যে চারবার ছাপাখানা বদল করতে বাধ্য হয়েছিল।

বিশেষ কিছু সংবাদ প্রকাশ করার ব্যাপারে (প্রধানত সত্যাগ্রহ, আইনঅমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়) কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে, গান্ধিজির আদর্শানুসারে হাতে লেখা ও সাইক্লোস্টাইল্ করা সংবাদপত্রের প্রচলন এক শ্রেণির কর্মী ও পাঠকদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চালু হয়, বিশেষ করে 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পর।

সাংবিধানিক পরিবর্তন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হবার ঠিক আগের সংবাদপত্রজগতের সবথেকে বেশি আকর্ষণীয় বিষয় হল : ভারত-রক্ষা আইনের

আইন ঘটিত বিষয়ে বিচার বিভাগ ও শাসন-বিভাগের মনোমালিন্য। এর অধিকাংশেরই উৎস ছিল সংবাদপত্রকেন্দ্রিক বিষয়। সেখানে, বহুবারই শাসন-বিভাগ যে শাস্তি বিধান করে বিচার-বিভাগ তা আইন সঙ্গত নয় বলে বাতিল করে দেয়। যেমন, লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকা অপর পত্রিকা থেকে কয়েকজন রিপোর্টারের গ্রেপ্তার-বিষয়ক মন্তব্য পুনর্মুদ্রণ করে। এই বিষয়ে 'হেবিয়াস কর্পাস' (বিশেষ ক্ষমতা) বলে নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। তাই লাহোর প্রশাসন দপ্তর এর সম্পাদক এবং প্রকাশককে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু লাহোর হাইকোর্ট মামলাটি বাতিল করে দেন এবং সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন ঃ

> সম্পাদক, প্রকাশক এরা কেউই 'হেবিয়াস কর্পাস'-এর প্রয়োগ বিষয়ে কিছুই জানেন না, সেক্ষেত্রে আইনের দিক থেকে তাদের দ্বারা 'আদালত অবমাননার' কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এ ছাড়া নাগপুর ও পুনার কয়েকটি মামলার রায় থেকে জানা যায় যে, কোনো সম্পাদকের কাছে কোনো বিষয়ের প্রামাণ্য দলিল থাকার অর্থই হল *'আইনসঙ্গত ভাবে কর্তৃপক্ষকর্তৃক অনুমোদিত অধিকার'*। এই আদেশ জারি হওয়ার ঘটনাটি এই রকম : জনৈক মন্ত্রীর পদত্যাগের কারণ বিশ্লেষণপূর্বক, লিখিত একটি চিঠি বোম্বাই-এর 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের বিরুদ্ধে শাস্তি বিধানের অভিপ্রায়ে প্রশাসন বিভাগ আদালতের দ্বারস্থ হন। এ-রকম আরও অনেক ঘটনা সে সময়ে ঘটে। সেই সব অসুবিধা দূর করতে এবং সংবাদপত্রসমূহকে শাস্তি ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভারত সরকার ১৯৪২-এর আগস্টে 'স্পেশাল কোর্টস অর্ডিন্যান্স' জারি করেন। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট এই অর্ডিন্যান্স আইনবিরুদ্ধ বলে রায় দেন; ফেডারেল কোর্টও একই অভিমত প্রকাশ করে। ফলে স্পেশাল কোর্ট বা বিশেষ-আদালত ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। ভারত রক্ষা আইনের ২৬ ধারায় বহু কংগ্রেসকর্মীকে বিনাবিচারে আটক করে রাখা হয়, বহু ব্যক্তি—যাদেরকে আদালত মুক্তি দিয়েছিল, তাদেরকেও ওইভাবে আটক করা হয়। বাংলাদেশের খাদ্যাবস্থা নিয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দু'টি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করে। তার জন্য 'পত্রিকা'র ওপর প্রকাশের পূর্বে সম্পাদকীয়-মন্তব্য সেন্সার করিয়ে নেওয়ার আদেশ জারি করা হয়। এমনকী বাংলা দেশের সংবাদপত্রসমূহকে ওই আদেশ সম্পর্কে কোনো প্রকার মন্তব্য না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এইসব ঘটনার ফলে ওই ধারাটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয় উচ্চ আদালতে। উচ্চ আদালত ওই ধারা প্রয়োগের নিন্দা করে তা বাতিল করে দেন। ভারত সরকার তখন ওই বিষয়ে 'অর্ডিন্যান্স' জারি করেন। 'সেই অর্ডিন্যান্সে'র বৈধতাও পুনরায় চ্যালেঞ্জ করা হয়।

'রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি'র ধর্মঘটের ঘটনা, আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার এবং কংগ্রেসের সমকালীন মনোভাব প্রভৃতি বিষয় ভারতীয় সংবাদপত্রে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'ফ্রি প্রেস জার্ণাল' এই সময় স্পষ্টভাবে নেভি-র ধর্মঘটকে সমর্থন করে এবং সংশ্লিষ্ট এডমিরালের অপসারণের দাবি জানায়; আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি সরকারের মনোভাবের এবং জিন্নার সঙ্গে গান্ধিজির আলোচনার (দেশবিভাগ সম্পর্কে) বিরোধিতা করে। কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় (১৯৪৬) পাঞ্জাব, বাংলা ও বোম্বাই-এর মুসলিম লিগ-সংবাদপত্র এবং হিন্দু সংবাদপত্র পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময় যেসব কমিউনিস্ট পত্রিকার জন্ম হয়েছিল সেগুলি সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন জানায়। কংগ্রেস ও নন্-কনফর্মিস্ট সংবাদপত্রের মধ্যেও বিরোধিতা সোচ্চার হয়ে ওঠে। সেই সময় কতিপয় মন্ত্রী এই বলে অভিযোগ তোলেন যে, যেসব পত্রিকার সম্পাদক বিদেশিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন তারা দেশবাসীর কাছে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ারই যোগ্য। একই সময়ে কয়েকজন সম্পাদক ওই সকল মন্ত্রীদের থেকে নিজেদেরকে ভারতীয় মন্ত্রী পদের জন্য অনেক বেশি যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি বলে ভাবেন। কেননা এই রকম এক জটিল পরিস্থিতিতে তারা ব্রিটিশ-আমলাদেরও বশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৪৬-এর অক্টোবর থেকে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের পরে পর্যন্ত বোম্বাই ও পুণার মারাঠি-সংবাদপত্র উর্দু-সংবাদপত্রের বিরোধিতা করে। তারা তীব্র ভাষায় কংগ্রেস-নীতির দুর্বলতার প্রতিও কশাঘাত করতে দ্বিধা করেনি। সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গার সময় অনেকগুলি প্রাদেশিক সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করতে হয়। দাঙ্গা-জাত অবস্থাকে আয়ত্তে আনার জন্য সেই অর্ডিন্যান্স আইনেও পরিণত হয়। এ ব্যাপারে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ কোনো বড় ধরনের আপত্তি ও প্রতিবাদ জানায়নি।

এই পর্বের শেষের দিকে দ্রুত হারে কারিগরি বিষয়ক পত্র-পত্রিকার প্রকাশ বৃদ্ধি ভারতীয় সাংবাদিকতার উন্নতির সহায়ক হয়। ভারত সরকার নিজেই অনেকগুলি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেইসব পত্রিকায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কার্যাবলির বিবরণ ও তথ্যাদি প্রকাশিত হত। ব্যাবসা-বাণিজ্য বিষয়েও অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়। এগুলি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক বিষয়কে বাদ দিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনা বা সূত্রপাত ঘটায় এবং পথ দেখায়। এই সময়ের আর একটি উল্লেখ্য ঘটনা : বিভিন্ন ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'হাউস্ ম্যাগাজিন' প্রকাশের সূচনা। এই সব হাউস্ ম্যাগাজিনগুলির চটকদার সাজসজ্জা, ব্যবসা ও ব্যাবসা-পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা ব্যাবসা-

বাণিজ্য জগতে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সংবাদপত্র জগতে এগুলি এক বিশেষ অবদান।

স্বাধীনতা লাভের মুখোমুখি সময় থেকে ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশের দিকেও বিশেষ ঝোঁক দেখা দেয়। সেই চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করতেও অনেক সময় সম্পাদকরা দ্বিধা করতেন না। হয়তো প্রতিকূল ব্যবসায়ীক ও আরও নানা পরিস্থিতির চাপই এই মনোভাব সৃষ্টির প্রধান কারণ। তবুও এই মনোভাব নিঃসন্দেহে সাংবাদিকতার দায়িত্ববোধের পরিচায়ক নয়, পক্ষান্তরে দায়িত্ববোধহীনতারই নামান্তর মাত্র। অথচ, এখনও ভারতীয় সাংবাদিকতার একাংশ (যদিও তা খুবই সামান্য) পুরোপুরিভাবে এই ঝোঁক কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট : ক

সংবাদপত্র, ছাপাখানা ও প্রকাশনা সম্পর্কে ঘোষিত ও আরোপিত বিভিন্ন আইনসমূহ।

॥ 1 ॥

A. REGULATION OF THE PRESS ORDINANCE, 1823

Whereas matters tending to bring the government of this country, as by law established, into hatred and contempt, and to disturb the peace, harmony, and good order of society, have of late been frequently printed and circulated in newspapers, and other papers published in Calcutta; for the prevention whereof, it is deemed expedient to regulate by law, the printing and publication within the settlement of Fort William, in Bengal, of newspapers, and of all magazines, registers, pamphlets, and other printed books and papers, in any language or character, published periodically, containing or purporting to contain public news, and intelligence or strictures on the acts, measures, and proceedings of government, or any political events or transactions whatsoever.

First. Be it therefore ordained, by the authority of the

Governor-General in Council, of and for the presidency of Fort William, in Bengal, at and within the said settlement or factory of Fort William, in Bengal aforesaid, by and in virtue of, and under the authority of a certain Act of Parliament made and passed in the 13th year of the reign of his late Majesty King George the Third, entitled, 'An Act for the better management of the affairs of the East India Company, as well in India as in Europe'; and by a certain other Act of Parliament made and passed in the 40th year of the reign of his said Majesty King George the Third, entitled, 'An Act for establishing further regulations for the government of the British territories in India, and the better administration of justice within the same, that fourteen days after the due registry and publication of this rule, ordinance, and regulation in the Supreme Court of Judicature at Fort William, in Bengal, with the consent and approbation of the said Supreme Court, if the said Supreme Court shall in its discretion approve of and consent to the registry and publication of the same, no person or persons shall, within the said settlement of Fort William, print or publish, or cause to be printed or published, any newspaper or magazine, register, pamphlet, or other printed book or paper whatsoever, in any language or character whatsoever, published periodically, containing or purporting to contain public news and intelligence or strictures on the acts, measures, and proceedings of government, or any political events or transactions whatsoever, without having obtained a license for that purpose from the Governor-General in Council, signed by the chief secretary of government for the time being, or other person officiating and acting as such chief secretary.

Second. And be it further ordained by the authority aforesaid that every person applying to the Governor-General in Council for such licence as aforesaid, shall deliver to the chief secretary of government for the time being, or other person acting or officiating as such, an affidavit, specifying and setting forth the real and true

names, additions, descriptions, and places of abode of all and every person or persons who is or are intended to be the printer and printers, publisher and publishers, of the newspaper, magazine, register, pamphlet, or other printed book or paper in the said affidavit named, and of all the proprietors of the same, if the number of such proprietors exclusive of the printers and publishers does not exceed two; and in case the same shall exceed such number, then of two of the proprietors resident within the presidency of Fort William, and places thereto subordinate, who hold the largest shares therein, and the true description of the house or building wherein any such newspaper, magazine, register, pamphlet, or other printed book or paper as aforesaid is intended to be printed, and likewise the title of such newspaper, magazine, register, pamphlet, or other printed book or paper.

Third. And be it further ordained, by the authority aforesaid, that every such affidavit shall be in writing, and signed by the person or persons making the same, and shall be taken without any cost or charge by any justice of the peace acting in and for the town of Calcutta.

Fourth. And be it further ordained, by the authority aforesaid, that where the persons concerned as printers and publishers of any such newspaper, magazine, register, pamphlet, or other printed book or paper as aforesaid, together with such number of proprietors as are hereinbefore required to be named in such affidavit as aforesaid shall not altogether exceed the number of four persons, the affidavit hereby required shall be sworn and signed by all the said persons who are resident in or within twenty miles of Calcutta; and when the number of such persons shall exceed four, the same shall be signed and sworn by four of such persons if resident in or within twenty miles of Calcutta, or by so many of them as are so resident.

Fifth. And be it further ordained, by the authority aforesaid that an affidavit or affidavits of the like nature and import shall

be made, signed, and delivered in like manner as often as any of the printers, publishers, or proprietors named in such affidavit or affidavits shall be changed, or shall change their respective places of abode, or their printing-house, place, or office, and as often as the title of such newspaper, magazine, register, pamphlet, or other printed book or paper shall be changed, and as often as the Governor-General in Council shall deem it expedient to require the same; and that when such further and new affidavit as last aforesaid shall be so required by the Governor-General in Council, notice thereof signed by the said chief secretary, or other person acting and officiating as such, shall be given to the persons named in the affidavit to which the said notice relates as the printers, publishers, or proprietors of the newspaper, magazine, register, pamphlet, or other printed book or paper in such affidavit named, such notice to be left at such place as is mentioned in the affidavit last delivered as the place at which the newspaper, magazine, register, pamphlet, or other printed book or paper to which such notice shall relate is printed, and in failure of making such affidavit in the said several cases aforesaid required; that such newspaper, magazine, register, pamphlet, or other printed book or paper, shall be deemed and taken to be printed and published without license.

Sixth. And be it further ordained,, by the authority aforesaid, that every license which shall and may be granted in manner and form aforesaid, shall and may be resumed and recalled by the Governor-General in Council; and from and immediately after notice in writing of such recall, signed by the said chief secretary, or other person acting and officiating as such, shall have been given to the person or persons to whom the said license or licenses shall have been granted, such notice to be left at such place as is mentioned in the affidavit last delivered as the place at which the newspaper, magazine, register, pamphlet, or other printed book or paper to which such notice shall relate is printed, the said license or licenses

shall be considered null and void, and the newspapers, magazines, registers, pamphlets, printed books and papers to which such license or licenses relate shall be taken and considered as printed and published without license; and whenever any such license as aforesaid shall be revoked and recalled, notice of such revocation and recall shall be forthwith given in the government gazette for the time being published in Calcutta.

Seventh. And be it further ordained, by the authority aforesaid that if any person within the said settlement of Fort William, shall knowingly and wilfully print or publish, or cause to be printed or published, or shall knowingly and wilfully, either as a proprietor thereof, or as agent or servant of such proprietor or otherwise, sell, vend, or deliver out, distribute, or dispose of, or if any bookseller or proprietor or keeper of any reading-room, library, shop, or place of public resort, shall knowingly and wilfully receive, lend, give, or supply, for the purpose of perusal or otherwise, to any person whatsoever, any such newspaper, magazine, register, pamphlet, or other printed book or paper as aforesaid, such license as is required by this rule, ordinance, and regulation not having been first obtained, or after such license, if previously obtained, shall have been recalled as aforesaid, such person shall forfeit for every sucii offence a sum not exceeding sicca rupees 400.

Eighth. And be it further ordained, by the authority aforesaid that all offences committed, and all pecuniary forfeitures and penalties had or incurred under or against this rule, ordinance, and regulation, shall and may be heard, adjudged, and determined by two or more of the aforesaid justices of.the peace, who are hereby empowered and authorized to hear and determine the same, and to issue their summons or warrant for bringing the party or parties complained of before them; and upon his or their appearance, or contempt, and default, to hear the parties, examine witnesses, and to give judgment or sentence according, as in and by this rule,

ordinance, and regulation is ordained and directed; and to award and issue out warrants, under their hands and seals, for the levying of such forfeitures and penalties as may be imposed upon the goods and chattels if they shall not be redeemed within six-days, rendering to the party the overplus (if any be) after deducting the amount of such forfeiture or penalty, and the costs and charges attending the levying thereof; and in case sufficient distress shall not be found, and such forfeitures and penalties shall not be forthwith paid, it shall and may be lawful for such justices of the peace, and they are hereby authorized and required, by warrant or warrants under their hands and seals, to cause such offender or offenders to be committed to the common gaol of Calcutta, there to remain for any time not exceeding four months, unless such forfeitures and penalties, and all reasonable charges, shall be sooner paid and satisfied; and that all the said forfeitures, when paid or levied, shall be from time to time paid into the treasury of the United Company of Merchants of England trading to the East Indies, and be employed and disposed of according to the order and directions of his Majesty's said justices of the peace at their general quarter sessions or other sessions.

Ninth. Provided always, and be it ordained by the authority aforesaid, that nothing in this rule, ordinance, and regulation contained, shall be deemed or taken to extend or apply to any printed book or paper containing only shipping intelligence, advertisements of sales, current prices of commodities, rates of exchange, or other intelligence solely of a commercial nature.

B. REGULATION OF PRINTING ESTABLISHMENTS, 1823

Whereas it is deemed expedient to prohibit within the territories immediately subordinate to the presidency of Fort William, the

future establishment of printing presses, and the use of any such presses, or of types or other materials for printing, except with the previous sanction and license of Government, and under suitable provisions to guard against abuse.

And whereas it may be judged proper to prohibit the circulation within the territories aforesaid, of particular newspapers, printed books, or papers of any description, whether the same may be printed in the town of Calcutta, or elsewhere; the following rules have been enacted, to be in force from the date of their promulgation, within the territories immediately subordinate to the presidency of Fort William.

I. *The printing of books and papers, and the use of printing presses, prohibited, except with the license of Government (violation of this rule how punishable).*

No person shall print any book or paper, or shall keep or use any printing press or types, or other materials or articles for printing, without having obtained the previous sanction and license of the Governor-General in Council for that purpose; and any person who shall print any book or paper, or shall keep or use any printing press or types, or other materials or articles for printing, without having obtained such license, shall be liable, on conviction before the magistrate, or joint magistrates of the jurisdiction in which such offence may be committed, to a pecuniary fine not exceeding 1,000 rupees, commutable, if not paid, to imprisonment without labour, for a period not exceeding six months.

II. *Unlicensed printing presses to be attached by the magistrates, and may be disposed of as the Government may direct (under what circumstances magistrates may issue warrants for the search of houses).*

The magistrate and joint magistrates are further authorized and directed to seize and attach all printing presses and types, and other materials or articles for printing, which may be kept or used

within their respective jurisdictions without the permission and license of Government, and to retain the same (together with any printed books or papers found on the premises) under attachment, to be confiscated, or otherwise disposed of as the Governor-General in Council (to whom an immediate report shall be made in all such cases) may direct; and if any magistrate or joint magistrates shall, on credible evidence, or circumstances of strong presumption, have reason to believe that the unlicensed printing presses or types, or other materials or articles kept for printing, are kept or used in any house, building, or other place, he is authorized to issue his warrant to the police officers to search for the same, in the mode prescribed in the rules for the entry and search of dwelling-houses, contained in Clauses V, VI, and VII. Section XVL. Regulation XX, 1817.

III. *Persons desirous of keeping or using printing presses. have to apply for a license, circumstances to be specified in the application. and how to be verified.*

Whenever any person or persons shall be desirous of keeping or using any printing press or types, or other materials or articles for printing, he or they shall state the same, by a written application to the magistrate or joint magistrates of the jurisdiction, in which it may be proposed to establish such printing press. The application shall specify the real and true name and profession, caste or religion, age and place of abode, of every person or persons who are (or are intended to be) the printers and publishers, and the proprietors of such printing press or types, or other materials or articles for printing, and the place where such printing press is to be established, and the facts so stated in the application shall be verified on oath, or on solemn obligation, by the persons therein named as the printers, publishers, or proprietors, or by such , of them as the magistrate or joint magistrates may think it expedient to select for that purpose.

IV. *Application to be forwarded to Government, who will grant or withhold the license.*

The magistrate or joint magistrates shall then forward a copy of such application (with a translation, if it be not in the English language) to the Governor-General in Council, who, after calling for any further information which may be deemed necessary, will grant or withhold the license at his discretion.

V. *The condition which may be annexed to such license, to be communicated both verbally and in writing to the parties concerned.*

If the license shall be granted, the magistrate or joint magistrates will deliver the same to the parties concerned, and will apprize them, both verbally and in writing, of the conditions which Government may in each instance think proper to attach to such license.

VI. *Power of recalling such licenses reserved to Governments-Notices of recall how to be served.*

The Governor-General in Council reserves to himself the full power of recalling and resuming any such license, whenever he may see fit to do so; such recall will be communicated by the magistrate, or joint magistrates, by a written notice, to be delivered at the house, office, or place named in the application as that at which the printing press was to be established or at any other house, office or place, to which such printing press may, with the previous knowledge and written sanction of the magistrate, or joint magistrates, have been intermediately removed.

VII. *Penalties attaching to persons who may use such printing presses after notice of recall.*

Any person or persons who, after such notice being duly served, shall use, or cause or allow to be used, such printing presses, or types, or other materials or articles for printing, shall be subject to the penalties prescribed in Section II of this regulation; and the

printing presses, types, and other materials or articles for printing, together with all- printed books and papers found on the premises, shall be seized, attached, and disposed of, in the manner prescribed in Section III of this Regulation.

VIII. *The first and last pages of books and papers printed at a licensed press, to contain certain specifications.*

A copy of every book and paper, printed at a licensed press, to be forwarded to the magistrate, and by him to Government; all books and papers which may be printed at a press duly licensed by Government, shall contain, on the first and last pages, in legible characters, in the same language and character as that in which such book or paper is printed, the name of the printer, and of the city, town, or place, at which the book or paper may be printed; and of every book and paper printed at such licensed press, one copy shall be immediately forwarded to the local magistrate, or joint magistrates, who will pay for such books or papers the same prices as are paid by other purchasers; all such books and papers, if printed in the English or other European languages, shall be forwarded by the magistrate, or joint magistrates, to the office of the Chief Secretary to Government, and if printed in any Asiatic language, to the office of the Secretary to Government in the Persian department.

IX. *Notice how to be given.*

If the circulation of any newspapers or printed book shall be prohibited by Government; if the Governor-General in Council shall at any time deem it expedient to prohibit the circulation, within the territories immediately subordinate to the Presidency of Fort William, of any particular newspaper, or printed book, or paper of any description (whether the same be printed in the town of Calcutta or elsewhere), immediate notice of such prohibition will be given in the Government Gazette, in the English, Persian, and Bengalee languages; the officers of Government, both civil and military, will

also be officially apprized of such prohibition and will be directed to give due publicity to the same, within the range of their official influence and authority.

X. *The wilful circulation of such prohibited papers, how punishable if the offence be committed by persons subject to the authority of the Zi'ilah and City Courts.*

Any person subject to the authority of the Zillah and City Courts, who, after notice of such prohibition, shall knowingly and wilfully circulate, or cause to be circulated, sell, or cause to be sold, or deliver out and distribute, or in any manner cause to be distributed, at any place within the territories subordinate to the Presidency of Fort William, any newspaper, or any printed book or paper of any description, so prohibited, shall, on conviction before the magistrate, or joint magistrates, of the jurisdiction in which the offence may be committed, be subject, for the first offence to a fine not exceeding one hundred rupees, commutable, if not paid, to imprisonment without labour for a- period not exceeding two months; and for the second, and each and every subsequent offence, to a fine not exceeding two hundred rupees, commutable to imprisonment without hard labour for a period not exceeding four months.

XI. *The offence how punishable if committed by a person not subject to these Courts.*

If the person who may commit the offence described in the previous section, shall not be amenable to the authority of the local magistrate, or joint magistrates, the Governor-General in Council will adopt such measures for enforcing the prohibition, notified in pursuance of Section X as may appear just and necessary.

XII. *Judgment passed by magistrates under this Regulation to be reported to Government.*

All judgments, for fines given by the magistrates, and joint magistrates, under this regulation, shall be immediately reported

(wit)i a copy and abstract translation of the proceedings held in each case) for the information and orders of the Governor-General in Council, who reserves to himself a discretion of remitting or reducing the fine in any instance in which he may judge it proper to do so.

॥ 2 ॥

REGISTRATION OF THE PRESS ACT, 1835

I. Be it enacted, that from the fifteenth day of September, 1835, the four Regulations, hereinafter specified, be repealed.

1st—A Regulation for preventing the establishment of printing presses without license, and for restraining under certain circumstances, the circulation of printed books and papers, passed by the Governor-General in Council on the 5th April, 1823.

2nd—A Rule, Ordinance, and Regulation for the good order and Civil Government of the Settlement of Fort William in Bengal, passed in Council 14th March, Registered in the Supreme Court of Judicature 4th April, 1823.

3rd—A Rule, Ordinance, and Regulation for preventing the mischief arising from the printing and publishing of Newspapers and Periodical and other books and papers by persons unknown, passed by the Hon'ble the Governor in Council of Bombay, on the 2nd day of March 1825, and Registered in the Hon'ble the Supreme Court of Judicature at Bombay, under date the 11th May, 1825.

4th—A Regulation for restricting the establishment for printing presses and the circulation of printed books and papers, passed by the Governor of Bombay in Council on the 1st of January, 1827.

II. 1st—And be it enacted, that after the said fifteenth day of September, 1835, no printed Periodical work whatever, containing public news or comments on public news, shall be published within

the Territories of the East India Company, except in conformity with the rules hereinafter laid down.

2nd—The Printer and the Publisher of every such Periodical work shall appear before the Magistrate of the Jurisdiction within which such work shall be published and shall make and subscribe in duplicate the following declaration:

"I, A. B., declare that I am the Printer (or Publisher, or Printer and Publisher) of the Periodical work entitled----------------- and printed (or published, or printed and published) at--------------." And the last blank in this form of declaration, shall be filled up with a true and precise account of the premises where the printing or publication is conducted.

3rd—As often as the place of printing or publication is changed, a new declaration shall be necessary.

4th—As often as the Printer or the Publisher, who shall have made such declaration as is aforesaid, shall leave the Territories of the East India Company, a new declaration from a Printer or Publisher resident within the said Territories, shall be necessary.

III. And be it enacted that whoever shall print or publish any such Periodical work, as is hereinbefore described, without conforming to the rules hereinbefore laid down, or whoever shall print or publish, or shall cause to be printed or published any such Periodical work, knowing that the said rules have not been observed with respect to that work, shall, on conviction, be punished with fine to an amount not exceeding Five Thousand Rupees, and imprisonment for a term ttot exceeding two years.

IV. And be it enacted that each of the two originals of every declaration so made and subscribed, as is aforesaid, shall be authenticated by the signature and official seal of the Magistrate before whom the said declaration shall have been made, and one of the said originals shall be deposited among the records of the office of the said Magistrate, and the other original shall be

deposited among the records of the Supreme Court of Judicature, or other King's Court within the jurisdiction of which the said declaration shall have been made. And the Officer in charge of each original shall allow any person to inspect that original on payment of a fee of One Rupee, and shall give to any person applying a copy of the said declaration attested by the Seal of the Court which has the custody of the original, on payment of a fee of Two Rupees.

V. And be it enacted, that in any legal proceeding whatever, Civil as well as Criminal, the production of a copy of such a declaration, as is aforesaid, attested by the Seal of some Court empowered by this Act to have the custody of such declarations, shall be held (unless the contrary be proved) to be sufficient evidence, as against the person whose name shall be subscribed to such declaration that the said person was Printer, or Publisher, or Printer and Publisher (according as the words of the said declaration may be) of every portion of every Periodical work whereof the title shall correspond with^the title of the Periodical work mentioned in the said declaration.

VI. Provided always that any person who may have subscribed any such declaration as is aforesaid, and who may subsequently cease to be the Printer (or Publisher, or Printer and Publisher) of the Periodical work mentioned in such a declaration, may appear before any Magistrate and make and subscribe in duplicate the following declaration:

"I, A. B., declare that I have ceased to be the Printer (or Publisher or Printer and Publisher) of periodical entitled----------
--------------."

And each original of the latter declaration shall be authenticated by the Signature and Seal of the Magistrate before whom the said latter declaration shall have been made, and one original of the said latter declaration shall be filled along with each original

of the former declaration: and the Officer in charge of each original of the latter declaration, shall allow any person applying to inspect that original on payment of a fee of One Rupee, and shall give to any person applying a copy of the safd latter declaration attested by the Seal of the Court having custody of the original, on payment of a fee of Two Rupees: and in all trials in which a copy, attested as is aforesaid, of the formeı declaration, shall have been put in evidence it shall be lawful to put in evidence a copy, attested as is aforesaid, of the latter declaration: and the former declaration shall not be taken to be evidence that the declarant was at any period subsequent to the date of the latter declaration, Printer or Publisher of the Periodical work therein mentioned.

VII. And be it enacted, that every book or paper printed after the said fifteenth day of September, 1835, within the Territories of the East India Company, shall have printed legibly on it, the name of the Printer and of the Publisher, and the place of printing and of publication; and whoever shall print or publish any book or paper otherwise than in conformity with this rule, shall, on conviction, be punished by fine to an amount not exceeding Five Thousand Rupees, and by imprisonment for a term not exceeding two years.

VIII. And be it enacted, that after the said fifteenth day of September 1835, no person shall, within the Territories of the East India Company, keep in his possession any Press for the printing of books or papers who shall not have made and subscribed the following declaration before the. Magistrate of the jurisdiction wherein such Press may be: and whoever shall keep in his possession any such Press without making such a declaration, shall, on conviction, be punished by fine to an amount not exceeding Five Thousand Rupees, and by imprisonment for a term not exceeding two years.

"I, A.B., declare that I have a Press for printing at--------

---- " And this last blank shall be filled up with a true and precise description of the premises where such Press may be.

IX. And be it enacted, that any person who shall, in making any declaration under the authority of this Act, knowingly affirm an untruth, shall, on conviction thereof, be punished by fine to an amount not exceeding Five Thousand Rupees and imprisonment tor a term not exceeding two years.

॥ 3 ॥

PRESS ACT OF 1857

An Act to regulate the establishment of printing presses and to restrain in certain cases the circulation of printed books and papers.

Whereas it is expedient to prohibit the keeping or using of printing presses, types or other materials for printing in any part of the territories in the possession or under the Government of the East India Company, except with the previous sanction and license of Government, and under suitable provisions to guard against abuse; and. whereas it may be deemed proper to prohibit the circulation, within the said territories, of newspapers, books or other printed papers of a particular description: It is enacted as follows :

I. No person shall ke'ep any printing press or types, or other materials or articles for printing, without having obtained the previous sanction and license for that purpose of the Governor-General of India in Council, or of the Executive Government of the Presidency in which such printing press, types or other materials or articles for printing are intended to be kept or used, or of such other person or persons as the Governor-General of India in Council may authorise to grant such sanction or license; and any person who shall keep or use any printing press, or types, or other materials or articles for printing without having obtained such license shall be liable, on conviction before a magistrate, to

a fine not exceeding five thousand rupees, or to imprisonment not exceeding two years or both.

II. If any person shall keep or use any printing press, or types, or other materials or articles for printing, without such sanction or license as aforesaid, any magistrate within whose jurisdiction the same may be found, may seize the same, or cause them to be seized, together with any books or printed papers found on the premises; and shall dispose of the same as the Governor-General of India in Council, or the Executive Government of any Presidency, or such other person as the Governor-General in Council shall authorise in that behalf, may direct, and it shall be lawful for any magistrate to issue a search warrant for the entry and search of any house, building or other place, in which he may have reason to believe that any such unlicensed printing press, types or other materials or articles for printing are kept or used.

III Whenever any person or persons shall be desirous of keeping or using any printing press, or types or other materials or articles for printing, he or they shall apply by writing to the magistrate within whose jurisdiction he proposes to keep or use such press or other such materials or articles as aforesaid, or to such other ersons as the Governor-General in Council shall authorise in that behalf, may appoint for the purpose. The application shall specify the name, profession, and place of abode of the proprietor or proprietors of such printing press, types, or other materials or articles for printing, and of the person or persons who is or are intended to use the same, and the place where such printing press, types or other materials or articles for printing are intended to be used, and such application shall be verified by the oath, affirmation or solemn declaration of the proprietors, and persons intending to keep or use such printing

press, types, or other materials or articles for printing, or such of them as the magistrate or other person to whom the application shall be made shall direct, and any person to whom the application shall be made shall direct, and any person wilfully making a false oath, affirmation or declaration, shall be deemed guilty of perjury.

IV. The magistrate shall forward a copy of such application to the Governor-General in Council, or to the Executive Government of the Presidency, or to such other person as may be authorised to grant the license; and the said Governor-General in Council, or such Executive Government, or other person as aforesaid, may at his or their discretion, grant such license subject to such conditions (if any) as he or they may think fit, and may also at any time revoke the same.

V. If any person or persons shall keep or use, or cause or allow-to be kept or used, any such printing press, types or other materials or articles for printing contrary to the conditions upon which the license may have been granted or after notice of the revocation of such license shall have been given to, or left for, him or them at the place at which the printing press shall have been established, he or they shall be subject to the same penalties as if no such license had been granted; and such printing press, types, and other materi-s or articles for printing may be seized and disposed of in the manner prescribed in Section II of this Act.

VI. All books and other papers printed at a press licensed under this Act shall have printed legibly thereon the name of the printer and of the publisher, and the place of the printing and publication thereof; and a copy of every such book or printed paper shall be immediately forwarded to the magistrate or to such other person as the Government or other

persons granting the license may direct; and every person who shall print or publish any book or paper otherwise than in conformity with this provision, or who shall neglect to forward a copy of such book or paper in the manner hereinbefore directed, unless specially exempted therefrom by the Governor-General in Council, or other person granting the license, shall be liable on conviction, before a magistrate, to a fine not exceeding one thousand rupees, and in default of payment to imprisonment for a term not exceeding six calendar months.

VII. The Governor-General of India in Council, or the Executive Government of any.Presidency may, by order to be published in the Government Gazette, prohibit the publication or circulation, within the said territories, or the territories subject to the said Government, or within any particular part of the said territories, of any particular newspaper, book, or other printed paper, or any newspaper of any particular description, whether printed within the said territories or not; and whoever, after such prohibition, shall knowingly import, publish or circulate, or cause to be imported, published or circulated any such book or paper, shall be liable for every such offence, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding five thousand rupees, or to imprisonment not exceeding two years or to both; and every such book or paper shall be seized and forfeited.

VIII. The word "printing" shall include lithographing. *fhe word "magistrate" shall include a person exercising the powers of a magistrate, and also a Justice of the Peace; and every person hereby made punishable by a Justice of the Peace may be punishable upon summary conviction.

IX. Nothing in this Act shall exempt any person from

complying with the provisions of Act XI of 1835.

X. No persons shall be prosecuted for any offence against the provision of this Act, within fourteen days after the passing of the Act, without an order of the Governor-General in Council, or the Executive Government of the Presidency in which the offence shall be committed, or the person authorised under the provisions of this Act to grant licenses.

XI This Act shall continue in force for one year. The conditions under which licenses were to be granted, and by whom, are contained in the following Notification:

Fort William
Home Department
18th June, 1857

With reference to the provisions of Act No. XV of 1857, it is hereby notified that applications for licenses to keep or use any printing press, or types, or other materials or articles for printing within the town of Calcutta, are to be made to the Commissioner of Police.

The Lieutenant Governor of Bengal is authorised to grant licenses under the said Act, and to appoint any person or persons to receive applications for such licenses in any part of the lower provinces of the Presidency of Bengal except the town of Calcutta. The Lieutenant Governor of the North-Western Provinces is authorised to grant licenses under the said Act, and to appoint any person or persons to receive such applications in any part of the North-Western provinces of the Presidency of Bengal.

The Governor of the Straits Settlements, the Chief Commissioners of the Punjab and Oude, and the Commissioners of Mysore, Coorg, Nagpore, Pegu and the Tenasserim and Martaban provinces, are authorised severally to appoint any person or persons to receive

such applications within the provinces, districts and settlements under their control.

The conditions upon which licenses to keep or use any printing prels or types, or other materials or articles for printing will ordinarily be granted, are as follows:

1. That no book, newspaper, pamphlet, or other work printed at such press, or with such materials or articles, shall contain any observations or statements impugning the motives or designs of the British Government, either in England or India, or in any way tending to bring the said Government into hatred and contempt, to excite disaffection or unlawful resistance to its orders, or to weaken its lawful authority, or the lawful authority of its civil or military servants.

2. That no such book, pamphlet, newspaper or other work, shall contain observations having a tendency to weaken the friendship towards the British Government of native princes, chiefs, or states, in dependence upon or alliance with it.

The above conditions apply equally to original matter, and to matter copied from other publications.

A copy of every book, pamphlet, newspaper, or other work published in the town of Calcutta, is to be immediately forwarded to the Commissioner of Police.

॥ 4 ॥

AN ACT FOR THE BETTER CONTROL OF PUBLICATIONS IN ORIENTAL LANGUAGES—1878

Whereas certain publications in Oriental languages printed or circulated in British India have of late contained matter likely to excite disaffection to the Government established by law in British India, or antipathy between persons of different races, castes, religions or sects in British India, or have been used as means of intimidation or extortion:

And whereas such publications are read by and disseminated amongst large numbers of ignorant and unintelligent persons, and are thus likely to have an influence which they otherwise would not possess; and whereas it is accordingly necessary for the maintenance of the public tranquillity and for the security of Her Majesty's subjects and others to confer on the Executive Government power to control the printing and circulation of such publications; it is hereby enacted as follows:

1. This section and sections eleven to sixteen both inclusive apply to the whole of British India; the other sections of this Act apply only -to those parts of British India to which they may from time to time be extended by the Governor-General in Council by a notification in the Gazette of India.

2. In this Act :

"Newspaper" means any periodical work containing public news, or comments on public news, printed wholly or partially in any Oriental language, and includes two or more copies of a

newspaper bearing the same name, whether published on the same day or on different days, and also includes any series of newspapers, whether printed on one day or different days, o? with one name or with different names; and

"Print", "printed" and "printer" apply not only to printing, but also to lithography, engraving and photography.

3. Any Magistrate of a District, or Commissioner of Police in a Presidency-town, within the local limits of whose jurisdiction any newspaper is printed or published, may, with the previous sanction of the local government and subject to the provisions of section 5, call upon the printer and publisher of such newspaper to enter into a joint and several bond, or when the printer and publisher of such newspaper are the same person, call upon such person to enter into a bond, binding themselves or himself, as the case may be, in such sum as the Local Government thinks fit, not to:

(a) print or publish in such newspaper any words, signs or visible representations likely to excite disaffection to the Government established by law in British India, or antipathy between any persons of different races, castes, religions or sects in British India; or

(b) use or attempt to use such newspaper for the purpose of putting any person in fear or causing annoyance to him and thereby inducing him to deliver to any person any property or valuable security, or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security or to give any gratification to any person, or for the purpose of holding out any threat of injury to a public servant, or to any person in whom they or he believe or believes that public servant to be interested, and thereby inducing that public servant to do any act, or to forbear or delay to do any act, connected with the exercise of his public functions.

Explanation. "Valuable security", "gratification" and "public

servant" are used in this section in the senses in which they are respectively used in the Indian Penal Code.

4. When any bond is executed under section 3, the said Magistrate or Commissioner may further require the obligor or obligors of the same to deposit the amount thereof in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India, and the money or securities so deposited shall, subject to the provisions hereinafter contained, remain so deposited until fifteen days after the person or persons depositing the same has or have made and subscribed a declaration under Act No. XXV of 1867, section 8.

When such person or persons has or have subscribed such a declaration, and fifteen days have elapsed from the date of subscribing the same, he or they may apply to the said Magistrate or Commissioner for the restoration of the said money or securities and thereupon such money or securities shall, subject to the provisions hereinafter contained, be restored to such person or persons.

5. When any publisher or printer is called upon by a Magistrate or Commissioner of Police to execute a bond under this Act in respect of any newspaper, the publisher of such newspaper may deliver to such Magistrate or Commissioner an undertaking in writing to the effect that no words, signs or visible representations shall, during the year next following the date of such undertaking, be printed or published in such newspaper which have not previously been submitted to such officer as the Local Government may appoint in this behalf, by name or in virtue of his office, or which on being so submitted have been objected to by such officer.

When such undertaking has been so delivered, no such bond or deposit shall be required from the publisher or printer of such newspaper during the said year.

6. Whenever it appears to the Local Government that any newspaper printed or published in the territories under its

administration contains any words, signs or visible representations of the nature described in section 3, clause (a), or that any such newspaper has been used or attempted to be used for any purpose described in the same section, clause (b), such Local Government may cause a notice in the form in the schedule hereto annexed, or to the like effect, to be published in the local official Gazette.

7. A true copy of such notice shall be fixed on some conspicuous part of the premises described in the declaration made in respect of the newspaper under the said Act No. XXV of 1867, section 5, and the copy so fixed shall be deemed to have been duly served on the printer and publisher of such paper.

8. If after the publication of such notice and the service thereof, the newspaper in respect of which it has been issued contains any words, signs or visible representations of the nature described in section 3, clause (a), or is used, or attempted to be used, for any purpose described in the same section, clause (b), all printing presses, engines, machinery, types, lithographic stones, paper and other implements, utensils, plant and materials, used or employed, or intended to be used or employed, in or for the purpose of printing or publishing such newspaper, or found in or about any premises where such newspaper is printed or published, and all copies of such newspaper wherever found, and any money or securities which the printer or publisher of such newspaper may have deposited under the provisions of section 4, shall be liable to be forfeited to Her Majesty: Provided that the publisher of any newspaper may, on the publication of a notice in respect thereof under section 6, and before anything has become liable to forfeiture under this section in respect of such newspaper, deliver to the Magistrate of the District, or to the Commissioner of Police in a Presidency-town, within the local limits of whose jurisdiction such newspaper is published, an undertaking in writing of the nature specified in section 5, and if such Magistrate or Commissioner

accepts such undertaking, nothing shall become liable to forfeiture under this section between the date on which such undertaking is so accepted and the end of the period for which it is given.

9. Whenever it appears to the Local Government that any money or security deposited under this Act in respect of any newspaper is liable to be forfeited under section 8, such Local Government may, by a notification in the local official Gazette declare such money or security to be forfeited;

And whenever it appears to the Local Government that any implements, utensils, plant or materials used or employed, or intended to be used or employed in or for the purpose of printing or publishing any newspaper, or which is or are in or about any premises where such newspaper is printed or published, or any copies of any newspaper, is or are liable to be forfeited under that section, the Local Government may declare such implements, utensils, plant, materials or copies to be forfeited, and may by warrant issued by its authority under the hand of any Magistrate empower any person to seize and take away such implements, uterisils, plant, materials and copies wherever found, and to enter upon any premises

(*a*) Where the newspaper specified in such warrant is printed or published, or

(*b*) where any such implements, utensils, plant or materials may be or may be reasonably suspected to be, or

(*c*) where any copy of such newspaper is sold, distributed, published, or publicly exhibited, or reasonably suspected to be sold, distributed, published or publicly exhibited, or kept for sale, distribution, publication or public exhibition, or reasonably suspected to be so kept, and search for such implements, utensils, plant, materials and copies.

Every warrant issued under this section, so far as relates to a search, shall be executed in manner provided for the execution

of search-warrants under the law relating to criminal procedure for the time being in force.

10. When any book, pamphlet, placard, broadsheet or other document printed wholly-"or partially in any Oriental language in British India contains any words, signs or visible representations which are of the nature described in section 3, clause (a) or when any such book, pamphlet, placard, broadsheet, or other document has been used, or attempted to be used, for any purpose described in the same section, clause (b), all printing presses, engines, machinery, types, lithographic stones, paper and other implements, utensils, plant and materials, used or employed in or for the purpose of printing or publishing such book, pamphlet, placard, broadsheet or other document, or found in or about any premises where the same is printed or published, and all copies of such book, pamphlet, placard, broadsheet or other document, shall be liable to be forfeited to Her Majesty.

Whenever it appears to the Local Government that anything is liable to be forfeited under this section, the Local Government may declare such thing to be forfeited, and may direct any Magistrate to issue a warrant in respect of the same, and thereupon such thing may be searched for, seized and taken away in manner provided by section 9. The Local Government may, upon good cause shown, cancel any forfeiture under this section.

11. When any newspaper printed elsewhere than in British India contains any words, signs or visible representations of the nature described in section 3, clause (a), or is used or attempted to be used for any purpose described in the same section, clause (b), all cofies of such newspaper, brought into British India, shall be liable to be forfeited to Her Majesty.

12. Whenever it appears to the Local Government that any copies of any newspaper in any of the territories under its administration are liable to be forfeited under section 11, such Local

Government may declare all copies of such newspaper wherever found to be forfeited, and may by warrant issued by its authority under the hand of any Magistrate, empower any person to seize and take away all copies of such newpaper wherever found, and to enter upon any premises where any copy of such newspaper is sold, distributed, published or publicly exhibited, or reasonably suspected to be sold, distributed, published or publicly exhibited, or kept for sale, distribution, publication or public exhibition, or reasonably suspected to be so kept; and search for all copies of such newspaper.

Every warrant issued under this section shall, so far as relates to a search, be executed in manner provided for the execution of search-warrants under the law relating,to criminal procedure for the time being in force.

13. Any person feeling aggrieved by the issue of any notification under section 9, or by any declaration made or anything done in the execution of a warrant issued under that section, or under section 10 or section 12, may, within three months from the date of the notification or declaration, or the doing of the thing complained of (as the case may be), appeal to the Governor-General in Council; and the Governor-General in Council shall take such appeal into consideration, and the order passed by him thereon shall be final and conclusive.

14. The Governor-General in Council may, by notification in the Gazette of India, direct that any newspapers printed at any place beyond the limits of British India, or any books, pamphlets, placards, broadsheets or other documents printed wholly or partially in any Oriental language at any such place, shall not be brought into, or circulated, distributed or publicly exhibited, or sold, or kept for circulation, distribution, public exhibition or sale, in British India.

Whoever, in contravention of any direction under this section,

brings any such newspaper, book, pamphlet. placard, broadsheet or other document into British India, or circulates, distributes, publishes, exhibits or sells the same, or keeps the same for circulation, distribution, exhibition or sale, shall be punished with imprisonment foR a term which may extend to six months, or with fine, or with both; and all copies of such newspaper, book, pamphlet, placard, broadsheet or other document found in British India shall be forfeited to Her Majesty.

Whenever it appears to any Magistrate of a District, or to any Commissioner of Police in a Presidency-town, that anything within the local limits of his jurisdiction is forfeited under this section, he may issue a warrant to search for and seize the same, and such warrant shall be executed in manner provided for the execution of search-warrants under the law relating to criminal procedure for the time being in force.

15. When any declaration has been made under section 9, section 10 or section 12, in respect of any newspaper, book, pamphlet, play-card, broadsheet or other document, or any notification has been issued in respect of the same under section 14, any officer of the Postal Department empowered in this behalf by the Governor-General in Council, by name or in virtue of his office, may search or cause search to be made for any copies of the same in the custody of that Department, and shall deliver all such copies found to such officer as the Governor-General in Council may appoint in this behalf by name or in virtue of his office.

16. Every notification and declaration of forfeiture purporting to be issued or made under this Act shall, as against all persons, be conclusive evidence that the forfeiture therein referred to has taken place; and no proceeding purporting to be taken under this Act, shall be called in question by any Court of civil or criminal jurisdiction; and no civil or criminal proceeding shall be instituted against any person for anything purporting to be done under this

Act or in execution of any such warrant, or for the recovery of any property purporting to be seized under this Act.

17. Any publisher or printer of a newspaper required to execute a bond or make a deposit under section 3 or section 4, and publishing or printing such newspaper without having complied with such requisition, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

18. When any publisher of a newspaper has given an undertaking under section 5 or section 8, and during the period for which such undertaking is given, any words, signs or visible representations which have not been submitted to the officer appointed under section 5 or which, on being so submitted have been objected to by him, are printed or published in such newspaper, such publisher and the printer of such newspaper shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

19. Any portion of this Act which has been extended to any part of British India under section 1 shall cease to be in force in such part whenever the Governor-General in Council, by notification in the Gazette of India, so directs, but may be again extended to such part by a like notification.

20. Nothing herein contained shall be deemed to prevent any person from being prosecuted under any other law for any act or omission which constitutes an offence against this Act.

॥ 5 ॥

OFFICIAL SECRETS ACT OF 1889

An Act to prevent the Disclosure of Official Documents and Information.

Whereas it is expedient to prevent the disclosure of official documents and information, it is hereby enacted as follows:

1.(1) This Act may be called the'Indian Official Secrets Act, 1889, and (2) It extends to the whole of British India, and applies,, (a) to all subjects of Her Majesty within the dominions of Princes and States in India in alliance, with Her Majesty and (b) to all Native Indian subjects of Her Majesty without and beyond British India.

2. In this Act, unless there is somethirig repugnant in the subject of context :

(1) any reference to a place belonging to Her Majesty includes a place belonging to any department of the Government, whether the place is or is not actually vested in Her Majesty;

(2) expressions referring to communications include any communication, whether in whole or in part, and whether the document, sketch, plan, model or information itself or the substance or effect thereof only be communicated;

(3) "document" includes part of a document;

(4) "model" includes design, pattern and specimen;

(5) "sketch" includes any photograph or other mode of representation of any place or thing; and

|5) "Office under Her Majesty" includes any office or employment in or under any Department of the Government.

3. (1) (a) Where a person for the purpose of wrongfully obtaining information:

(i) enters or is in any part of a place belonging to Her Majesty, being a fortress, arsenal, factory, dockyard, camp, ship, office or other like place, in which part he is not entitled to be, or

(ii) when lawfully or unlawfully in any such place as aforesaid, either obtains any document, sketch, plan, model, or knowledge of anything which hs is not entitled to obtain, or takes without lawful authority any sketch or plan, or

(in) when outside any fortress, arsenal, factory, dockyard or camp belonging to Her Majesty, takes or attempts to take without authority given by or on behalf of Her Majesty any sketch or plan of that fortress, arsenal, factory, dockyard or camp, or,

(b) where a person knowingly having possession of, or control over, any such document, sketch, plan, model or knowledge as has been obtained or taken by means of any act which constitutes an offence against this Act at any time wilfully and without lawful authority communicates or attempts to communicate the same to any person to whom the same ought not, in the interest of the State, to be communicated at that time, or

(c) where a person after having been entrusted in confidence by some officer under Her Majesty with-any document, sketch, plan, model, or information relating to any such place as aforesaid, or, to the naval or military affairs of Her Majesty, wilfully, and in breach of such confidence communicates the same when, in the interest of the State, it ought not to be communicated, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year. or with fine, or with both.

(2) Where a person having possession of any document,

sketch, plan, model or information relating to any fortress, arsenal, factory, dockyard, camp, ship, office or other like place, belonging to Her Majesty, or to the naval or military affairs of Her Majesty, in whatever manner the same has been obtained or taken, at any time wilfully communicates the same to any person whom he knows the same ought not, in the interest of the State, to be communicated at that time, he shall be liable to the same punishment as if he committed an offence under the foregoing provisions of this section.

(3) Where a person commits any act declared by this section to be an offence, he shall, if he intended to communicate to a foreign State any information, document,, sketch, plan, model or knowledge obtained or taken by him, or entrusted to him as aforesaid, or if he communicates the same to any agent of a foreign State, be punished with transportation for life, or for any term not less than five years, or with imprisonment for a term which may extend to two years.

4. (1) Where a person, by means of his holding or having held an office under Her Majesty, has lawfully or unlawfully either obtained possession of or control over any document, sketch, plan or model, or acquired any information, and at any time corruptly or contrary to his official duty communicates or attempts to communicate that document, sketch, plan, model or information to any person to whom the same ought not, in the interest of the State, or otherwise in the public interest, to be communicated at that time, he shall be guilty of a breach of official trust.

(2) A person guilty of a breach of official trust shall:

(a) if the communication was made or attempted to be made to a foreign State, be punished with transportation for life or for any term not less than five years, or with imprisonment for a term which may extend to two years, and

(b) in any other case be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

(3) This section shall apply to a person holding a contract with any department of the Government, or with the holder of any office under Her Majesty as such holder, where such contract involves an obligation of secrecy, and to any person employed by any person or body of persons holding such a contract, who is under a like obligation of secrecy, as if the person holding the contract and the person so employed were respectively holders of an office under Her Majesty.

5. A prosecution for an offence against this Act shall not be instituted except by or with the consent of the Local Government or of the Governor-General in Council.

Statement of Objects and Reasons. The object of this Bill is to re-enact for India, mutatis mutandis, the provisions of the Official Secrets Act, 1889 (52 and 53 Victoria, c. 52a), which has recently been passed by Parliament. That statute applies (see Section 6) to all acts made offences by it when committed in any part of Her Majesty's dominions, or when committed by British officers or subjects elsewhere, but the working in India of criminal law enacted by "Parliament has not infrequently, notwithstanding the provisions of 37 and 38 Viet., c. 27, s. 3, been found to be beset with practical difficulty. Under these circumstances it seems desirable to take advantage of the saving for laws of British possessions contained in section 5 of the Statute and re-enact it for India with such adaptations of its language and penalties as the nomenclature of the Indian Statute book requires.

॥ 6 ॥

PRESS AND REGISTRATION OF BOOKS ACT, 1867

Whereas it is expedient to provide for the regulation of printing presses and of periodicals containing news, for the preservation of copies of every book printed or lithographed in British India, and for the registration of such books; it is hereby enacted as follows :

PART I. PRELIMINARY

1. In this Act, unless there shall be something repugnant in the subject or context—"book" includes every volume, part or division of a volume, and pamphlet, in any language, and every sheet of music, map, chart or plan separately printed or lithographed: "British India" means the territories which are or shall be vested in Her Majesty or Her successors by the Statute 21 and 22 Viet., cap. 106 (An Act for the better Government of India): "Magistrate" means any person exercising the full powers of a Magistrate, and includes a Magistrate of Police. And in every part of British India to which this Act jhall extend, "Local Government" shall mean the person authorised by law to administer executive Government in such part, and includes a Chief Commissioner.

2. (Repeal of XI of 1835). Rep. Act XIV of 1870.

PART II. OF PRINTING PRESSES AND NEWSPAPERS

3. Every book or paper printed within British India shall have printed legibly on it the name of the printer and the place of printing, and (if the book or paper be published) the name of

the publisher and the place of publication.

4. No person shall, within British India, keep in his possession any press for the printing of books or papers, who shall not have made and subscribed the following declaration before the Magistrate within whose local jurisdiction such press may be.

"I, A. B., declare that I have a press for printing at----------."

and this last blank shall be filled up with a true and precise description of the place where such press may be situate.

5. No printed periodical work, containing public news or comments on public news, shall be published in British India, except iri conformity with the rules hereinafter laid down :

(1) The printer and the publisher of every such periodical work shall appear before the Magistrate within whose local jurisdiction such work shall be published, and shall make and subscribe, in duplicate, the following declaration: "I, A.B., declare that I am the printer (or publisher, or printer and publisher) of the periodical work entitled-------- and printed (or published or printed and published, as the case may be) at------------------." And the last blank in this form of declaration shall be filled up with true and precise account of the premises where the printing or publication is conducted;

(2) As often as the place of printing or publication is changed, a new declaration shall be necessary;

(3) As often as the printer or the publisher who shall have made such declaration as is aforesaid shall leave British India, a new declaration from a printer or publisher resident within the said territories shall be necessary.

6. Each of the two originals of every declaration so made and subscribed as is aforesaid, shall be authenticated by the signature

and official seal of the Magistrate before'whom the said declaration shall have been made.

One of the said originals shall be deposited among the records of the office of the Magistrate, and the other shall be deposited among the records of the High Court of Judicature, or other principal Civil Court of original jurisdiction for the place where the said declaration shall have been made. The officer in charge of each original shall allow any person to inspect that original on payment of a fee of one rupee, and shall give to any person applying a copy of the said declaration, attested by the seal of the Court" which has the custody of the original, on payment of a fee of two rupees.

7. In any legal proceeding whatever, civil as well as criminal, the production of a copy of such declaration as is aforesaid, attested by the seal of some Court empowered by this Act to have the custody of such declarations, shall be held (unless the contrary be proved) to be sufficient evidence, as against the person whose name shall be subscribed to such declaration, that the said person was printer or publisher, or printer and publisher (according as the words of the said declaration may be) of every portion of every periodical work whereof the title shall correspond with the title of the periodical work mentioned in the declaration.

8. Provided always that any person who may have subscribed any such declaration as is aforesaid, and who may subsequently cease to be the printer or publisher of the periodical work" mentioned

in such declaration, may appear before any Magistrate, and make and subscribe in duplicate the following declaration:

"I, A. B, declare that I have ceased to be the printer (or printer and publisher) of the periodical work entitled------------------ -----,"

Each original of the latter declaration shall be authenticated

by signature and seal of the Magistrate before whom the said latter declaration shall have been made, and one original of the said latter declaration shall be filed along with each original of the former declaration.

The officer in charge of each original of the latter declaration shall allow any person applying to inspect that original on payment of a fee of one rupee, and shall give to any person applying, a copy of the said latter declaration, attested by the seal of the Court having custody of the original, on payment of a fee of two rupees.

In all trials in which a copy, attested as is aforesaid, of the former declaration shall have bSen put in evidence, it shall be lawful to put in evidence a copy, attested as is aforesaid, of the latter declaration, and the former declaration shall not be taken to be-evidence that the declarant was, at any period subsequent to the date of the latter declaration printer or publisher of the periodical work therein mentioned.

PART III. DELIVERY OF BOOKS

9. Printed or lithographed copies of the whole of every book which shall be printed or lithographed in British India after this Act shall come into force, together with all maps, prints or other engravings belonging thereto, finished and coloured in the same manner as the best copies of the same, shall, notwithstanding any agreement (if the book be published) between the printer and publisher thesfeof, be delivered by the printer at such place and to such officer as the Local Government shall, by Notification in the official Gazette, from time to time direct, and free of expense to the Government, as follows, that is to say :

(a) in any case, within one calendar month after the day on which any such book shall first be delivered out of the press, one such copy, and,

(b) if within one calendar year from such day the Local Government shall require the printer to deliver other such copies not exceeding two in number, then within one calendar month after the day on which any such requisition shall be made by the local Government on the printer, another such copy, or two other such copies, as the Local Government may direct.

The copies so delivered being bound, sewed or stitched together and upon the best paper on which any copies of the book shall be printed or lithographed.

The publisher or other person employing the printer shall, at a reasonable time before the expiration of the said month, supply him with all maps, prints and engravings finished and coloured as aforesaid, which may be necessary to enable him to comply with the requirements aforesaid.

Nothing in the former part of this section shall apply to :

(i) any second or subsequent edition of a book in which edition no additions or alterations either in the letter press or in the maps, book prints or other engravings belonging to the book have been made, and a copy of the first or some preceding edition of which book has been delivered under this Act, or

(ii) any periodical work published in conformity with the rules laid down in section 5 of this Act.

10. The officer to whom a copy of a book is delivered under the last foregoing section shall give to the printer a receipt in writing therefor.

11. The copy delivered pursuant to clause (a) of the first paragraph of section 9 of this Act shall be disposed of as the Local

Government shall from time to time determine. Any copy or copies delivered pursuant to clause (b) of the said paragraph shall be transmitted to the British Museum or the Secretary of State for India, or to the British Museum and the said Secretary of State, as the case may be.

PART IV. PENALTIES

12. Whoever shall print or publish any book or paper otherwise than in conformity with the rule contained in section 3 of this Act shall, on conviction before a Magistrate, be punished by fine not exceeding five thousand rupees, or by simple imprisonment for a term not exceeding two years, or by both.

13. Whoever shall keep in his possession any such press as aforesaid, without making such a declaration as is required by section 4 of this Act, shall, on conviction before a Magistrate be punished by fine.not exceeding five thousand rupees, or by simple imprisonment for a term not exceeding two years, or by both.

14. Any person who ihall, in making any declaration under the authority of this Act, make a statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, shall on conviction before a Magistrate, be punished by fine not exceeding five thousand. rupees, and imprisonment for a term not exceeding two years.

15. Whoever shall print or publish any such periodical work as is hereinbefore described without conforming to the rules hereinbefore laid down, or whoever shall print or publish, or shall cause to be printed or published, any such periodical work, knowing that the said rules have not? been observed with respect to that work, shall, on conviction before a Magistrate, be punished with fine not exceeding five thousand rupees, or imprisonment for a term not exceeding two years, or both.

16. If any printer of any such book as is referred to in section

9 of this Act shall neglect to deliver copies of the same pursuant to that section, he shall for every such default forfeit to the Government such sum not exceeding fifty rupees as a Magistrate having jurisdiction in the place where the book was printed may, on the application of the officer to whom the copies should have been delivered or of any person authorised by that officer in this behalf, determine to be in the circumstances a reasonable penalty for the default, and, in addition to such sum, such further sum as the Magistrate may determine to be the value of the copies which the printer oujjht to have delivered.

If any publisher or other person employing any such printer shall neglect to supply him, in the manner prescribed in the second paragraph of section 9 of this Act, with the maps, prints or engravings which may be necessary to enable him to comply with the provisions of that section, such publisher or other person shall for every such default forfeit to the Government such sum not exceeding fifty rupees as such a Magistrate as aforesaid may, on such an application as aforesaid, determine to be in the circumstances a reasonable penalty for the default, and, in addition to such sum, such further sum as the Magistrate may determine to be the value of the maps, prints or engravings which such publisher or other person ought to have supplied.

17. Any sum forfeited to the Government under the last foregoing section may be recovered, under the warrant of the Magistrate determining the sum, or of his successor in office, in the manner authorised by the Code of Criminal Procedure for the time being in force, and within the period described by the Indian Penal Code, for the levy of a fine.

All fines or forfeitures under this Part of this Act shall, when recovered be disposed of as the Local Government shall from time to time direct.

PART V. REGISTRATION OF BOOKS

18. There shall be kept at such office, and by such officer as the Local Government shall appoint in this behalf, a book to be called a Catalogue of Books printed in British India, wherein shall be registered a memorandum of every book which shall have been delivered (pursuant to clause (a) of the first paragraph of section 9 of this Act). Such memorandum shall (so far as may be practicable) contain the following particulars (that is to say):

(1) the title of the book and the contents of the title-page, with a translation into English of such title and contents, when the same are not in the English language;
(2) the language in which the book is written;
(3) the name of the author, translator or editor of the book or any part thereof;
(4) the subject;
(5) the place of printing and the place of publication;
(6) the name or firm of the printer and the name or firm of the publisher;
(7) the date of issue from the press or of the publication;
(8) the number of sheets, leaves or pages;
(9) the size;
(10) the first, second or other number of the edition;
(11) the number of copies of which the edition consists;
(12) whether the book is printed or lithographed;
(13) the price at.which the book is sold to the public; and
(14) the name and residence of the proprietor of the copyright or of any portion of such copyright.

Such memorandum shall be made and registered in the case of each book as soon as practicable after the delivery of the copy thereof pursuant to clause (a) of the first paragraph of section 9.

19. The memoranda registered during each quarter in the said Catalogue shall be published in the local Gazette as soon as may be after the end of such quarter, and a copy of the memoranda so published shall be sent to the said Secretary of State, and to the Government of India, respectively.

PART VI. MISCELLANEOUS

20. The Local Government shall have power to make such rules as may be necessary or desirable for carrying out the objects of this Act and from time to time to repeal, alter and add to such rules. All such rules, and all repeals and alterations thereof, and additions thereto, shall be published in the local Gazette.

21. The Governor-General of India in Council may, by notification in the Gazette of India, exclude any class of books from the operation of the whole or any part or parts of this Act.

22. (Continuance of Parts of Act). Rep. Act X of 1890 s.7.

23. (Commencement) Rep. Act XIV of 1870.

॥ 7 ॥

THE INDIAN PRESS ACT, 1910

An Act to provide for the better control of the Press. Whereas it is necessary to provide for the better control of the Press; it is hereby enacted as follows;

1. (1) This Act may be called the Indian Press Act, 1910.*

(2) It extends to the whole of British India, inclusive of British Baluchistan, the Santhal Parganas and the Pargana of Spiti.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) "book" includes every volume, part or division of a volume, and pamphlet, in any language, and every sheet of music, map, chart or plan separately printed or lithographed;

(b) "document" includes also any painting, drawing or photograph or other visible representation;

(c) "High Court" means the highest Civil Court of Appeal for any local area except in the case of the Provinces of Ajmer-Merwara and Coorg where it means the High Court of Judicature for the North-Western Provinces and the High Court of Judicature at Madras respectively;

(d) "Magistrate" means a District Magistrate or Chief Presidency Magistrate;

(e) "newspaper" means any periodical work containing public news or comments on public news; and

(/) "printing-press" includes all engines, machinery, types, lithographic stones. implements, utensils and other plant or materials

used for the purpose of printing.

3. (1) Every person keeping a printing-press who is required to make a declaration under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall, at the time of making the same, deposit with the Magistrate before whom the declaration is made security to such an amount, not being less than fivre hundred or more than two thousand rupees, as the Magistrate may in each case think fit to require, in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India:

Provided that the Magistrate may, if he thinks fit, for special reasons to be recorded by him, dispense with the deposit of any security, or may from time to time cancel or vary any order under this sub-section.

(2) Whenever it appears to the Local Government that any printing-press kept in any place in the territories under its administration, in respect of which a declaration was made prior to the commencement of this Act under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867, is used for any of the purposes described in section 4, sub-section (1), the Local Government may, by notice in waiting, require the keeper of such press to deposit with the Magistrate within whose jurisdiction the press is situated security to such an amount, not being less than five hundred or more than five thousand rupees, as the Local Government may think fit to require, in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India.

4. (1) Whenever it appears to the Local Government that any printing-press in respect of which any security has been deposited as required by section 3 is used for the purpose of printing or publishing any newspaper, book or other document containing any words, signs or visible representations which are likely or may have a tendency, directly or indirectly, whether by inference, suggestion, allusion, metaphor, implication or otherwise :

(a) to incite to murder or to any offence under the Explosive Substances Act, 1908, or to any act of violence, or

(b) to seduce any officer, soldier or sailor in the Army or Navy of His Majesty from his allegiance or his duty, or

(c) to bring into hatred or contempt His Majesty or the Government established by law in British India or the administration of justice in British India or any Native Prince or Chief under the suzerainty of His Majesty, or any class or section of His Majesty's subjects in British India, or to excite disaffection towards His Majesty or the said Government or any such Prince or Chief, or

(d) to put any person in fear or to cause annoyance to him and thereby induce him to deliver to any person any property or valuable security, or to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which he is legally entitled to do, or

(e) to encourage or incite any person to interfere with the administration of the law or with the maintenance of law and order, or

(f) to convey any threat of injury to a public servant, or to any person in whom that public servant is believed to be interested, with a view to inducing that public servant to do any act or to forbear or delay to do any act connected with the exercise of his public functions,

the Local Government may, by notice in writing to the keeper of such printing-press, stating or describing the words, signs or visible representations which in its opinion are of the nature described above, declare the security deposited in respect of such press and all copies of such newspaper, book or other document wherever found to be forfeited to His Majesty.

Explanation I. In clause (c) the expression "disaffection"

includes disloyalty and all feelings of enmity.

Explanation II. Comments expressing disapproval of the measure of the Government or of any such Native Prince or Chief as aforesaid with a view to obtain their alteration by lawful means, or of the administrative or other action of the Government or of any such Native Prince or Chief or of the administration of justice in British India without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not come within the scope of clause (c). (2) After the expiry of ten days from the date of the issue of a notice under sub-section (1), the declaration made in respect of such press under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall be deemed to be aonulle"d.

5. Where the security given in respect of any press has been declared forfeited under section 4, every person making a fresh declaration in respect of such press under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall deposit with the Magistrate before whom such declaration is made security to such amount, not being less than one thousand or more than ten thousand rupees, as the Magistrate may think fit to require, in money or the' equivalent thereof in securities of the Government of India.

6. If after such further security has been deposited the printing-press is again used for the purpose of printing or publishing any newspaper, book or other document containing any words, signs or visible representations which in the opinion of the Local Government are of the nature described in section 4, sub-section (1), the Local Government may, by notice in writing to the keeper of such printing-press, stating or describing such words, signs or visible representations, declare:

(a) the further security so deposited,

(b) the printing-press used for the purpose of printing or publishing such newspaper, book or other document, or found in or upon the premises where such newspaper,

book or other document is, or at the time of printing the matter complained of was, printed, and

(c) all copies of such newspaper, book or other document wherever found, to be forfeited to His Majesty.

7. (1) Where any printing-press is or any copies of any newspaper, book or other document are declared forfeited to His Majesty under this Act, the Local Government may direct any Magistrate to issue a warrant empowering any police-officer, not below the rank of Sub-Inspector, to seize and detain any property ordered to be forfeited and to enter upon and search for such property in any premises:

(i) where any such property may be or may be reasonably suspected to be, or

(ii) where any copy of such newspaper, book or other document is kept for sale, distribution, publication or public exhibition or reasonably suspected to be so kept.

(2) Every warrant issued under this section shall, so far as relates to a search, be executed in manner provided for the execution of search-warrants under tifie Code of Criminal Procedure, 1898.

8. (1) Every publisher of a newspaper who is required to make a declaration under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall, at the time of making the. same, deposit with the Magistrate before whom the declaration is made security to such an amount not being less than five hundred or more than two thousand rupees, as the Magistrate may in each case think fit to require, in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India: Provided that if the person registered under the said Act as printer of the newspaper is also registered as the keeper of the press where the newspaper is printed, the publisher shall not be required to deposit security so long as such registration is in force:

Provided further that the Magistrate may, if he thinks fit, for special reasons, to be recorded by him, dispense with the deposit of any security or may from time to time cancel or vary any order under this sub-section.

(2) Whenever it appears to the Local Government that a newspaper published within its territories, in respect of which a declaration was made by the publisher thereof prior to the commencement of this Act, under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867, contains any words, signs or visible representations of the nature described in section 4, sub-section (1), the Local Government may, by notice in writing, require the publisher to deposit with the Magistrate within whose jurisdiction the newspaper is publihed security to such an amount, not being less than five hundred or more than five thousand rupees, as the Local Government may think fit to require, in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India.

9. (1) If any newspaper in respect of which any security has been deposited as required by section 8 contains any words, signs or visible representations which in the opinion of the Local Government are of the natuie described in section 4, sub-section (1), the Local Government may, by notice in writing to the'publisher of such newspaper, stating or describing such words, signs or visible representations, declare such security and all copies of such newspaper, wherever found, to be forfeited to His Majesty.

(2) After the expiry of ten days from the date of the issue of a notice under sub-section (1), the declaration made by the publisher of such newspaper under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall be deemed to be annulled.

10. Where the security given in respe'ct of any newspaper is declared forfeited, any person making a fresh declaration under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867, as publisher of such newspaper, or any other newspaper which is the

same in substance as the said newspaper, shall deposit with the Magistrate before whom the declaration is made security to such amount, not being less than one thousand or more than ten thousand rupees, as the Magistrate may think fit to require, in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India.

11. If after such further security has been deposited the newspaper again contains any words, signs or visible representations which in the opinion of the Local Government are of the nature described in section 4, sub-section (1), the Local Government may, by notice in writing to the publisher of such newspaper, stating or describing such words, signs or visible representations declare:

(a) the further security so deposited, and

(b) all copies of such newspaper wherever found, to be forfeited to His Majesty.

12. (1) Where any newspaper, book or other document wherever printed appears to the Local Government to contain any words, signs or visible representations of the nature described in section 4, sub-section (1), the Local Government may, by notification in the local official Gazette, stating the grounds of its opinion, declare sucht newspaper, book or other document to be forfeited to His Majesty and thereupon any police officer may seize the same wherever found, and any Magistrate may by warrant authorise any police officer not below the rank of Sub-Inspector to enter upon and search for the same in any premises where the newspaper, book or other document may be or may be reasonably suspected to be.

(2) Every warrant issued under this section shall, so far as relates to a search, be executed in manner provided for the execution of search warrants under the Code of Criminal Procedure, 1898.

13. The Chief Customs-officer or other officer authorised by the Local Government in this behalf may detain any package brought, whether by land or sea, into British India which he suspects

to contain any newspaper, books or other documents of the nature described in section 4, sub-section (1). and shall forthwith forward copies of any newspapers, books or other documents of the nature described in section 4, sub-section (1), and shall forthwith forward copies of any newspaper. books or other documents found therein to such officer as the Local Government may appoint in this behalf to be disposed of in such manner as the Local Government may direct.

14. No newspaper printed and published in British India shall be transmitted by post unless the printer and publisher have made a declaration under section 5, of the Press and Registration of Books Act, 1867, and the publisher has deposited security when so required under this Act.

15. Any officer in charge of a post-office or authorised by the Post-Master General in%this behalf may detain any article other than a letter or parcel in course of transmission by post, which he suspects to contain :

(a) Any newspaper, book or other document containing words, signs or visible representations of the nature described in section 4, sub-section (1) or,

(b) any newspaper in respect of which the declaration required by section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867, has not been made, or the security required by this Act has not been deposited by the publisher thereof,

and shall deliver all such articles to such officer as the Local Government may appoint in this behalf to be disposed of in such manner as the Local Government may direct.

16. (1) The printer of every newspaper in British India shall deliver at such place and to such officer as the Local Government may, by notification in the local.official Gazette, direct, and free of expense to the Government, two copies of each issue of such newspaper as soon as it is published.

(2) If any printer of any such newspaper neglects to deliver copies of the same in compliance with sub-sections (1), he shall, on the complaint of the officer to whom the copies should have been delivered or of any person authorised by that officer in this behalf, be punishable on conviction by a Magistrate having jurisdiction in the place where the newspaper was printed with fine which may extend to fifty rupees for every default.

17. Any person having an interest in any property in respect of which an order of forfeiture has been made under section 4, 6, 9, 11 or 12 may, within two months from the date of such order, apply-to the High Court to set aside such order on the ground that the newspaper, book or other document in respect of which the order was made did not contain any words, signs or visible representations of the nature described in section 4, sub-s'ection (1).

18. Every such application shall be heard and determined by a Special Bench of the High Court composed of three Judges, or, where the High Court consists of less than three Judges, of all the Judges.

19. (1) If it appears to the Special Bench that the words, signs or visible representations contained in the newspaper, book or other document in respect of which the order in question was made were not of the nature described in section 4, sub-section (1), the Special Bench shall set aside the order of forfeiture.

(2) Where there is a difference of opinion among the Judges forming the Special Bench, the decision shall be in accordance with the opinion of the majority (if any) of those Judges.

(3) Where there is no such majority which concurs in setting aside the order in question, such order shall stand.

20. On the hearing of any such application with reference to any newspaper, any copy of such newspaper published after the commencement of this Act may be given in evidence in aid of the proof of the nature or tendency of the words, signs or visible

representations contained in such newspaper which are alleged to be of the nature described in section 4, sub-section (1).

21. Every High Court shall, as soon as conveniently may be, frame rules to regulate the procedure in the case of such applications, the Lmount of the costs thereof and the execution of orders passed thereon, and until such rules are framed the practice of such Court in proceedings other than suits and appeals shall apply, so far as may be practicable, to such applications.

22. Every declaration of forfeiture purporting to be made under this Act shall, as against all persons, be conclusive evidence that the forfeiture therein referred to has taken place and no proceeding purporting to be taken under this Act shall be called in question by any Court, except the High Court on such application as aforesaid, and no civil br criminal proceeding except as provided by this Act, shall be instituted against any person fðr anything done or in good faith intended to be done under this Act.

23. (1) Whoever keeps in his possession a press for the printing of books or papers without making a deposit under section 3 or section 5, when required so to do, shall on conviction by a Magistrate be liable to the penalty to which he would be liable if he had failed to make the declaration prescribed by section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867.

(2) Whoever publishes any newspaper without making a deposit under section 8 or section 10, when required so to do, or publishes such newspaper knowing that such security has not been deposited, shall, on conviction by a Magistrate, be liable to the penalty to which he would be liable if he had failed to make the declaration prescribed by section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867.

24. Where any person has deposited any security under this Act and ceases to keep the press in respect of which such security was deposited, or, being a publisher, makes a declaration under

section 8 of the Press and Registration of Books Act, 1867, he may apply to the Magistrate within whose jurisdiction such press is situate for the return of the said security; and thereupon such security shall, upon proof to the satisfaction of the Magistrate and subject to the provisions hereinbefore contained, be returned to such person.

25. Every notice under this Act shall be sent to a Magistrate, who shall cause it to be served in the manner provided for the service of summonses under the Code of Criminal Procedure, 1898.

26. Nothing herein contained shall be deemed to prevent any person from being prosecuted under any other law for any act or omission which constitutes an offence against this Act.

॥ 8 ॥

THE INDIAN PRESS (EMERGENCY POWERS) ACT, 1931

An Act to provide against the publication of matter inciting to or encouraging murder or violence.

Whereas it is expedient to provide against the publication of matter inciting to or encouraging murder or violence; It is hereby enacted as follows :

1. (1) This Act may be called the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931.

(2) It extends to the whole of British India, inclusive of British Baluchistan and the Santhal Parganas.

(3) It shall remain in force for one year only, but the Governor-General in Council may, by notification in the Gazette of India, direct that it shall remain in force for a further period not exceeding one year.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(1) "book" includes every volume, part or division of a volume, pamphlet and leaflet, in any language, and every sheet of music, map, chart or plan separately printed or lithographed ;

(2) "document" includes also any painting, drawing or photograph'or other visible representation;

(3) "High Court" means the highest Civil Court of Appeal for any local area except in the case of the province of

Coorg where it means the High Court of Judicature at Madras;

(4) "Magistrate" means a District Magistrate or Chief Presir dency Magistrate;

(5) "newspaper" means any periodical work containing public news or comments on public news;

(6) "news-sheet" means any document other than a newspaper containing public news or comments on public news or any matter described in sub-section (1) of section 4;

(7) "press" includes a printing-press and all machines, implements and plant and parts thereof and all materials used for multiplying documents;

(8) "printing-press" includes all engines, machinery, types, lithographic stones, implements, utensils and other plant or materials used for the purpose of printing:

(9) "unauthorised newspaper" means :

  (a) any newspaper in respect of which there are not for the time being valid declarations under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867, and

  (b) any newspaper in respect of which security has been required under this Act, but has not been furnished as required;

(10) "unauthorised news-sheet" means any news-sheet other than a news-sheet published by a person authorised under section 15 to publish it; and

(11) "undeclared press" means any press other than a press in respect of which there is for the time being a valid declaration under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867.

CONTROL OF PRINTING-PRESSES AND NEWSPAPERS

3. (1) Any person keeping a printing-press who is required

to make a declaration under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867, may be required by the Magistrate before whom the declaration is made, for reasons to be recorded in writing, to deposit with the Magistrate within ten days from the day on which the declaration is made, security to such an amount, not being more than one thousand rupees, as the Magistrate may in each case think fit to require, in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India as the person making the deposit may choose:

Provided that if a deposit has been required under sub-section (3) from any previous keeper of the printing-press, the security which may be required under this sub-section may amount to three thousand rupees.

(2) Where security required under sub-section (1) has been deposited in respect of any printing-press, and for a period of three months from the date of the declaration mentioned in sub-section (1) no order is made by the Local Government under section 4 in respect of such press, the security shall, on application by the keeper of the press, be refunded.

(3) Whenever it appears to the Local Government that any printing-press kept in any place in the territories under its administration, in respect of which security under the provisions of this Act has not been required, or having been required has been refunded under sub-section (2), is used for the purpose of printing or publishing any newspaper, book or other document containing any words, signs or visible representations of the nature described in section 4, sub-section (1), the Local Government may, by notice in writing to the keeper of the press stating or describing such words, signs or visible representations, order the keeper to deposit with the Magistrate within whose jurisdiction the press is situated security to such an amount, not being less than five hundred or more than three thousand rupees as the Local Government may think

fit to require, in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India as the person making the deposit may choose.

(4) Such notice shall appoint a date, not being sooner than the tenth day after the date of the issue of the notice, on or before which the deposit shall be madc.

4. (1) Whenever it appears to the Local Government that any printing-press in respect of which any security has been ordered to be deposited under section 3 is used for the purpose of printing or publishing any newspaper, book or other document containing any words, signs or visible representations which:

(a) incite to or encourage, or tend to incite to or to encourage, the commission of any offence of murder or any cognizable offence involving violence, or

(b) directly or indirectly express approval or admiration of any such offence, or of any person, real or fictitious, who has committed or is alleged or represented to have committed any such offence, the Local Government may, by notice in writing to the keeper of such printing-press, stating or describing the words, signs or visible representations which in its opinion are of the nature described above:

(i) where security has been deposited, declare such security, or any portion thereof, to be forfeited to His Majesty, or

(ii) where security has not been deposited, declare the press to be forfeited to His Majesty,

and may also declare all copies of such newspaper, book or other document wherever found in British India to be forfeited to His Majesty.

Explanation. No expression of approval or admiration made in % historical or literary work shall be deemed to be of the nature described in this sub-section unless it has the tendency described in clause (a).

(2) After the expiry of ten days from the date of the issue of a notice under sub-section (1) declaring a security, or any portion thereof, to be forfeited, the declaration made in respect of such press under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall be deemed to be annulled.

5. (1) Where the security given in respect of any press, or any portion thereof, has been declared forfeited under section 4 or section 6, every person making a fresh declaration in respect of such press under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall deposit with the Magistrate before whom such declaration is made security to such an amount, not being less than one thousand or more than ten thousand rupees, as the Magistrate may think fit to require, in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India as the person making the deposit may choose.

(2) Where a portion only of the security given in respect of such press has been declared forfeited under section 4 or section 6, any unforfeited balance still in deposit shall be taken as part of the amount of security required under sub-section (1).

6. (1) If, after security has been deposited under section 5, the printing-press is again used for the purpose of printing or publishing any newspaper, book or other document containing any words, signs or visible representations which, in the opinion of the Local Government, are of the nature described in section 4, sub-section (1), the Local Government may, by notice in writing to the keeper of such printing-press, stating or describing such words, signs or visible representations, declare:

(a) the further security so deposited, or any portion thereof, and

(b) all copies of such newspaper, book or other document wherever found in British India, to be forfeited to His Majesty.

(2) After the expiry of ten days from the issue of a notice

under sub-section (1), the declaration made in respect of such press under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall be deemed to be annulled.

7. (1) Any publisher of a newspaper who is required to make a declaration under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867, may be required by the Magistrate before whom the declaration is made, for reasons to be recorded in writing, to deposit with the Magistrate within ten days from the day on which the declaration is made, security to such an amount, not being more than one thousand rupees, as the Magistrate may in each case think fit to require, in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India as the person making the deposit may choose:

Provided that if a deposit has been required under sub-section (3) from any previous publisher of the newspaper, the security which may be required under this sub-section may amount to three thousand rupees.

(2) Where security required under sub-section (1) has been deposited in respect of any newspaper, and for a period of three months from the date of the declaration mentioned in subsection (1) no order is made by the Local Government under section 8 in respect of such newspaper, the security shall, on application by the publisher of the newspaper, be refunded.

(3) Whenever it appears to the Local Government that a newspaper published within its territories, in respect of which security under the provisions of this Act has not been required, or having been required has been refunded under sub-section (2), contains any words, signs or visible representations of the nature described in section 4, sub-section (1), the Local Government may, by notice in writing to the publisher of such newspaper, stating or describing such words, signs or visible representations, require the publisher to deposit with the Magistrate within whose jurisdiction

the newspaper is published, security to such an amount, not being less than five hundred or more than three thousand rupees, as the Local Government may think fit to require, in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India as the person making the deposit may choose.

(4) Such notice shall appoint a date, not being sooner than the tenth day after the date of the issue of the notice, on or before which the deposit shall be made.

8. (1) If any newspaper in respect of which any security has been ordered to be deposited under section 7 contains any words, signs or visible representations which, in the opinion of the Local Government, are of the nature described in section 4, sub-section (1), the Local Government may, by notice in writing to the publisher of such newspaper, stating or describing such words, signs or visible representations,

(a) where the security has been deposited, declare such security, or any portion thereof, to be forfeited to His Majesty, or

(b) where the security has not been deposited, annul the declaration made by the publisher of such newspaper under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867,

and may also declare all copies of such newspaper, wherever found in British India, to be forfeited to His Majesty.

(2) After the expiry of ten days from the date of the issue of a notice under sub-section (1) declaring a security, or any portion thereof, to be forfeited; the declaration made by the publisher of such newspaper under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall be deemed to be annulled.

9. (1) Where the security given in respect of any newspaper, or any portion thereof, is declared forfeited under section 8 or section 10 any person making a fresh declaration under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867, as publisher of such newspaper, or any other newspaper which is the same in

substance as the said newspaper, shall deposit with the Magistrate before whom the declaration is made security to such an amount, not being less than one thousand or more than ten thousand rupees, as the Magistrate may think fit to require, in money or the equivalent thereof in securities of the Government of India as the person making the deposit may choose.

(2) Where a portion only of the security given in respect of such newspaper has been declared forfeited under section 8 or section 10, any unforfeited balance still in deposit shall be taken as part of the amount of security required under sub-section (1).

10. (1) If, after security has been deposited under section 9, the newspaper again contains any words, signs or visible representations which, in the opinion of the Local Government, are of the nature described in section 4, sub-section (1) the Local Government may, by notice in writing to the publisher of such newspaper, stating or describing such words, signs or visible representations, declare:

(a) the further security so deposited or any portion thereof, and

(b) all copies of such newspapers wherever found in British India to be forfeited to His Majesty.

(2) After the expiry of ten days from the date of the issue of a notice under sub-section (1), the declaration made by the publisher of such newspaper under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall be deemed to be annulled and no further declaration in respect of such newspaper shall be made save with the permission of the Local Government.

11. (1) Whoever keeps in his possession a press which is used for the printing of books or papers without making a deposit under section 3 or section 5, as required by the Local Government or the Magistrate as the case may be, shall on conviction by a Magistrate be liable to the penalty to which he would be liable if he had failed to make the declaration prescribed by section 4

of the Press and Registration of Books Act, 1867.

(2) Whoever publishes any newspaper without making a deposit under section 7 or section 9, as required by the Local Government or the Magistrate as the case may be, or publishes such newspaper knowing that such security has not been deposited, shall on conviction by a Magistrate be liable to the penalty to which he would be liable if he had failed to make the declaration prescribed by section 5 of the Press and Registration of Books.Act, 1867.

12. (1) Where a deposit is required from' the keeper of a printing-press under section 3, such press shall not be used for the printing or publishing of any newspaper, book or other document after the expiry of the time allowed to make the deposit until the deposit has been made, and where a deposit is required from the keeper of a printing-press under section 5, such press shall not be so used until the deposit has been made.

(2) Where any printing-press is used in contravention of subsection (1), the Local Government may, by notice in writing to the keeper thereof, declare the press to be forfeited to His Majesty.

(3) Where a deposit is required from the "publisher of a newspaper under section 7 and the deposit is not made within the time allowed, the declaration made by the publisher under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall be deemed to be annulled.

13. Where any person has deposited any security under this Act and ceases to keep the press in respect of which such security was deposited, or, being a publisher, makes a declaration under section 8 of the Press and Registration of Books Act, 1867, he may apply to the Magistrate within whose jurisdiction such press is situate for the return of the said security; and thereupon such security shall, upon proof to the satisfaction of the Magistrate and subject to the provisions hereinbefore contained, be returned

to such person.

14. Where any printing-press is, or any copies of any newspaper, book or other document are, declared forfeited to His Majesty under section 6, section 8, section 10 or section 12, the Local Government may direct a Magistrate to issue a warrant empowering any police-officer, not below the rank of Sub-Inspector, to seize and detain any property ordered to be forfeited and to enter upon and search for such property in any premises:

(i) where any such property may be or may be reasonably suspected to be, or

(ii) where any copy of such newspaper, book or other document is kept for sale, distribution, publication or public exhibition or is reasonably suspected to be so kept.

UNAUTHORISED NEWS-SHEETS AND NEWSPAPERS

15. (1) The Magistrate may, by order in writing and subject to such conditions as he may think fit to impose, authorise any person by name to publish a news-sheet, or to publish news-sheets from time to time.

(2) A copy of an order under sub-section (1) shall be furnished to the person thereby authorised.

(3) The Magistrate may at any time revoke an order made by him under sub-section (1).

16. (1) Any police-officer, or any other person empowered in this behalf by the Local Government, may seize any unauthorised news-sheet or unauthorised newspaper, wherever found.

(2)' Any Presidency Magistrate, District Magistrate, Sub-division-l al Magistrate or Magistrate of the first class may by warrant authorise any police-officer not below the rank of Sub-Inspector to enter upon and search any place where any stock of unauthorised news-sheets or unauthorised newspapers may be or may be reasonably suspected to be, and such police-officer may

seize any documents found in such place which, in his opinion, are unauthorised news-sheets or unauthorised newspapers.

(3) All documents seized under sub-section (1) shall be produced as soon as may be before a Presidency Magistrate, District Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Magistrate of the first class, and all documents seized under sub-section (2) shall be produced as soon as may be before the Court of the Magistrate who issued the warrant.

(4) If, in the opinion of such Magistrate or Court, any of such documents are authorised news-sheets or unauthorised newspapers, the Magistrate or Court may cause them to be destroyed. V, in the opinion of such Magistrate or Court, any of such documents are not unauthorised news-sheets or unauthorised newspapers, such Magistrate or Court shall dispose of them in the manner provided in sections 523, 524 and 525 of the Code of Criminal Procedure, 1898.

17. (1) Where a Presidency Magistrate, District Magistrate or Sub-divisional Magistrate has reason to believe that an unauthorised news-sheet or unauthorised newspaper is being produced from an undeclared press within the limits of His jurisdiction, he may by warrant authorise any police-officer not below the rank of Sub-Inspector to enter upon and search any place wherein such undeclared press may be or may be reasonably suspected to be, and if, in the opinion of such police-officer, any press found in such place is an undeclared press and is used to produce an unauthorised news-sheet or unauthorised newspaper, he may seize such press and any documents found in the place which in his opinion are unauthorised news-sheets or unauthorised newspapers.

(2) The police-officer shall make a report of the search to the Court which issued the warrant and shall produce before such Court, as soon as may be, all property seized:

Provided that where any press which has been seized cannot

be readily removed, the police-officer may produce before the Court only such parts thereof as he may think fit.

(3) If such'Court, after such inquiry as it may deem requisite, is of opinion that a press seized under this section is an undeclared press which is used to produce an unauthorised news-sheet or unauthorised newspaper, it may, by order in writing, declare the press to be forfeited to His Majesty. If, after such inquiry, the Court is not of such opinion, it shall dispose of the press in the manner provided in sections 523, 524 and 525 of the Code of Criminal Procedure, 1898.

(4) The Court shall deal with documents produced before it under this section in the manner provided in sub-section (4) of section 16.

18. (1) Whoever makes, sells, distributes, publishes or publicly exhibits or keeps for sale, distribution or publication, any unauthorised news-sheet or newspaper, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, any offence punishable under sub-section (1), and any abetment of any such offence, shall be cognisable.

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO THE SEIZURE OF CERTAIN DOCUMENTS

19. Where any newspaper, book or other document wherever made appears to the Local Government to contain any words, signs or visible representations of the nature described in section 4, sub-section (1), the Local Government may, by notification in the local official Gazette, stating the grounds of its opinion, declare every copy of the issue of the newspaper, and every copy of such. book or other document to be forfeited to His Majesty, and there-upon any police-officer may seize the same wherever found in British India, and any Magistrate may by warrant authorise any police-

officer not below the rank of Sub-Inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue or any such book or other^ document may be or may be reasonably suspected to be.

20. The Chief Customs-officer or other officer authorised by the Local Government in this behalf may detain any package brought, whether by land, sea or air, into British India which he suspects to contain any newspapers, books or other documents of the nature described in section 4, sub-section (1) and shall forthwith forward copies of any newspapers, books or other documents found therein to such officer as the Local Government may appoint in this behalf to be disposed of in such manner as the Local Government may, direct.

21. No unauthorised news-sheet or unauthorised newspaper shall be transmitted by post.

22. Any officer in charge of a post-office or authorised by the Post-Master General in this behalf may detain any article other than a letter or parcel in course of transmission by post, which he suspects to contain:

(a) any newspaper, book or other document containing words, signs or visible representations of the nature described in section 4, sub-section (1), or

(b) any unauthorised news-sheet or unauthorised newspaper, and shall deliver all such articles to such officer as the Local Government may appoint in this behalf to be disposed of in such manner as the Local Government may direct.

POWERS OF HIGH COURT

23. (1) The keeper of a printing-press who has been ordered to deposit security under sub-section (3) of section 3, or the publisher of a newspaper who has been ordered to deposit security under sub-section (3) of section 7, or any person having an interest

in any property in respect of which an order of forfeiture has been made under section 4, section 6, section 8, section 10 or section 19 may, within two months from the date of such order, apply to the High Court for the local area in which such order was'made, to set aside such order, and the High Court shall decide if the newspaper, book or other document in respect of which the order was made did or did not contain any words, signs or visible representations of the nature described in section 4, sub-section (1).

(2) The keeper of a printing-press in respect of which an order of foreiture has been made under sub-section (2) of section 12 on the ground that it has been used in contravention of sub-section (1) of that section may apply to such High Court to set aside the order on the ground that the press was not so used.

24. Every such application shall be heard and determined by a Special Bench of the High Court composed of three Judges, or, where the High Court consists of less than three judges, of all the Judges.

25. (1) If it appears to the Special Bench on an application under sub-section (1) of section 23 that the words, signs or visible representations contained in the newspaper, book or other document in respect of which the order in question was made were not of the nature described in section 4, sub-section (1), the Special Bench shall set aside the order.

(2) If it appears to the Special Bench on an application under sub-section (2) of section 23 that the printing-press was not used in contravention of sub-section (1) of section 12, it shall set aside the order of forfeiture.

(3) Where there is a difference of opinion among the Judges forming the Special Bench, the decision shall be in accordance with the opinion of the majority (if any) of those Judges.

(4) Where there is no such majority which concurs in setting aside the order in question, the order shall stand.

26. On the hearing of an application under sub-section (1) of section 23 with reference to any newspaper, any copy of such newspaper published after the commencement of this Act may be given in evidence in aid of the proof of the nature or tendency of the words, signs or visible representations contained in such newspaper, in respect of which the order was made.

27. Every High Court shall, as soon as conveniently may be, frame rules to regulate the procedure in the case of such applications, the amount of the costs thereof and the execution of orders passed thereon, and until such rules are framed the practice of such Court in proceedings other than suits and appeals shall apply, so far as may be practicable, to such applications.

SUPPLEMENTAL

28. Every notice under this Act shall be sent to a Magistrate, who shall cause it to be served in the manner-provided for the service of summonses under the Code of Criminal Procedure, 1898; Provided that if service in such manner cannot by the exercise of due diligence be effected, the serving officer shall, where the notice is directed to the keeper of a press, affix a copy thereof to some conspicuous part of the place where the press is situate, as described in the keeper's declaration under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867, and where the notice is directed to the publisher of a newspaper, to some conspicuous part of the premises where the publication of such newspaper is conducted, as given in the publisher's declaration under section 5 of the said Act; and thereupon the notice shall be deemed to have been duly served.

29. Every warrant issued under this Act shall, so far as it relates to a search, be executed in the manner provided for the execution of search warrants under the Code of Criminal Procedure, 1898.

30. Every declaration of forfeiture purporting to be made under this Act shall, as against all persons, be conclusive evidence that the forfeiture therein referred to has taken place, and no proceeding purporting to be taken under this Act shall be called in question by any Court, except the High Court on application under section 23, and no civil or criminal proceeding, except as provided by this Act, shall be instituted against any person for anything done or in good faith intended to be done under this Act.

31. Nothing herein contained shall be deemed to prevent any person for being prosecuted under any other law for any act or omission which constitutes an offence against this Act.

32. So long as this Act remains in force, all declarations required to be made under section 4, section 5, section 8 and section 8A of the Press and Registration of Books Act, 1867, shall be giade, in a Presidency-town before the Chief Presidency Magistrate, and elsewhere before the District Magistrate.

॥ 9 ॥

The Press and Registration of Books Act

(ACT 25 OF 1867 WITH AMENDMENTS UP TO 1960)

An Act for the Regulation of Printing-Presses and Newspapers, for the preservation of copies of books and newspapers printed in India, and for the registration of such books and newspapers.

Whereas it is expedient to provide for the regulation of printing-presses and of newspapers printed in India,, and for the registration of such books and newspapers: It is hereby enacted as follows:

PART I : PRELIMINARY

1. In this Act, unless there shall be something repugnant in the subject or context:

'Book' includes every volume, part or division of a volume, and pamphlet, in any language, and every sheet of music, map, chart or plan separately printed;

'Editor' means the person who controls the selection of the matter that is published in a newspaper;

'India' means the territory of India excluding the State of Jammu and Kashmir;

^Magistrate' means any person exercising the full powers of a Magistrate and includes a Magistrate of Police;

'Newspaper' means any printed periodical work containing public news or comments on public news:

'Paper' means any document including a newspaper, other than a book;

'Prescribed' means prescribed by rules made by the Central Government under section 20A;

'Press Registrar' means the Registrar of newspapers in India appointed by the Central Government under Section 19A and includes any other person appointed by the Central Government to perform all or any of the functions of the Press Registrar;

'Printing' includes cyclostyling and printing by lithography; 'Register' means the Register of newspapers maintained under section 19B.

PART II : OF PRINTING-PRESSES AND NEWSPAPERS

3. Every book or paper printed within India shall have printed legibly on it the name of the printer and the place of printing, and if the book or paper be published the name of the publisher and the place of publication.

4. (1) No person shall, within India, keep in his possession any press for the printing of books or papers, who shall not have made and subscribed the following declaration before the District, Presidency or Sub-Divisional Magistrate within whose local jurisdiction such press may be: "I, A. B., declare that I have a press for printing at---------------------------." And this last blank shall be filled up with a true and precise description of the place where such press may be situate.

(2) As often as the place where a press is kept is changed, a new declaration shall be necessary:

Provided that where the change is for a period not exceeding sixty days and the place where the press is kept after the change is within the local jurisdiction of the Magistrate referred to in sub-

section (1), no new declaration shall be necessary if (a) a statement relating to the change is furnished to the said Magistrate within twenty-four hours thereof; and (b) the keeper of the press continues to be the same.

5. (1) Every copy of every newspaper shall contain the names of the owner and editor thereof printed clearly on such copy in such form and manner as may be prescribed, and also the date of its publication.

(2) The printer and the publisher of every such newspaper shall appear in person or by agent authorised in this behalf in accordance 'with rules made under section 20, before a District, Presidency or Sub-Divisional Magistrate within whose local jurisdiction such newspaper shall be printed or published, and shall make and subscribe, in duplicate, the following declaration: "I, A. B., declare that I am the printer (or publisher or printer and publisher) of the newspaper entitled---------------and to be printed or published or printed and published, as the case may be at------------------." And the last blank in this form of declaration shall be filled up with a true and precise account of the premises where the printing or publication is conducted:

(2A) Every declaration under rule (2) shall specify the title of the newspaper, the language in which it is to be published and the periodicity of its publication and shall contain such other particulars as may be prescribed.

(2B) Where the printer or publisher of a newspaper making a declaration under rule (2) is not the owner thereof, the declaration shall specify the name of the owner and shall also be accompanied by an authority in writing from the owner authorising such person to make and subscribe such declaration.

(2C) A declaration in respect of a newspaper made under rule (2) and authenticated under section 6 shall be necessary before the newspaper can be published.

(2D) Where the title of any newspaper, or its language or the periodicity of its publication or its ownership is changed, the declaration shall cease to have effect and a new declaration shall be necessary before the publication of the newspaper can be continued.

(3) As often as the place of printing or publication is changed, a new declaration shall be necessary:

Provided that where the change is for a period not exceeding thirty days and the place of printing or publication after the change is within the local jurisdiction of the Magistrate referred to in rule (2), no new declaration shall be necessary if (a) a statement relating to the change is furnished to the said Magistrate within twenty-four hours thereof; and (b) the printer or publisher or the printer and publisher of the newspaper continues to be the same.

(4) As often as the printer or the publisher who shall have made such declaration as is aforesaid shall, leave India for a period exceeding thirty days or where such printer or publisher is by infirmity or otherwise rendered incapable of carrying out his duties for a period exceeding thirty days in circumstances not involving the vacation of his appointment, a new declaration shall be necessary.

(5) Every declaration made in respect of a newspaper shall be void, where the newspaper does not commence publication (a) within six weeks of the authentication of the declaration under section 6, in the case of a newspaper to be published once a week or oftener; and (b) within three months of the authentication of the declaration, in the case of any other newspaper; and in every such case, a new declaration shall be necessary before the newspaper can be published.

(6) Where, in any period of three months, any daily, tri-weekly, bi-weekly, weekly or fortnightly newspaper publishes issues the number of which is less than half of what should have been

published in accordance with the 'declaration made thereof, the declaration shall cease to have effect and a new declaration shall be necessary before the publication of the newspaper can be continued.

(7) Where any other newspaper has ceased publication for a period exceeding twelve months, every declaration made in respect thereof shall cease to have effect, and a new declaration shall be necessary before the newspaper can be republished.

(8) Every existing declaration in respect of a newspaper shall be cancelled by the Magistrate before whom a new declaration is made and subscribed in respect of the same:

Provided that no person who does not ordinarily reside in India or who has not attained majority in accordance with the provisions of the Indian Majority Act, 1875, or of the law to which he is subject in respect of the attainment of majority, shall be permitted to make the declaration prescribed by this section, nor shall any such person edit a newspaper.

6. Each of the two originals of every declaration so made and subscribed as is aforesaid, shall be authenticated by the signature and official seal of the Magistrate before whom the said declaration shall have been made:

Provided that where any declaration is made and subscribed under section 5 in respect of a newspaper, the declaration shall not, save in the case of newspapers owned by the same person, be so authenticated unless the Magistrate is, on inquiry from the Press Registrar, satisfied that the newspaper proposed to be published does not bear a title which is the same as, or similar to, that of any other newspaper published in the same language or in the same State.

One of the said originals shall be deposited among the records of the office of the Magistrate, and the other shall be deposited among the records of the High Court of Judicature, or other

principal Civil Court of original jurisdiction for the place where the said declaration shall have been made.

The Officer-in-Charge of each original shall allow any person to inspect that original on payment of a fee of one rupee, and shall give to any person applying a copy of the said declaration, attested by the seal of the Court which has custody of the original on payment of a fee of two rupees.

A copy of the declaration attested by the official seal of the Magistrate, or a copy of the order refusing to authenticate the declaration, shall be forwarded as soon as possible to' the person making and subscribing the declaration and also to the Press Registrar.

7. In any legal proceeding whatever, as well civil as criminal, the production of a copy of such declaration as is aforesaid, attested by the seal of some Court empowered by this Act to have the custody of such declarations, or, in the case of the editor, a copy of the newspaper containing his name printed on it as that of the editor shall be held (unless the contrary is proved) to be sufficient evidence, as against the person whose name shall be subscribed to such declaration, or printed on such newspaper, as the case may be, that the said person was printer or publisher, or printer and publisher (according as the words of the said declaration may be) of every portion of every newspaper whereof the title shall correspond with the title of the newspaper mentioned in the declaration or the editor of every portion of that issue of the newspaper of which a copy is produced.

8. If any person has subscribed to any declaration in respect of a newspaper under section 5 and the declaration has been authenticated by a Magistrate under section 6 and subsequently that person ceases to be the printer or publisher of the newspaper mentioned in such declaration, he shall appear before any District, Presidency or Sub-divisional Magistrate, and make and subscribe

in duplicate the following declaration: "I, A. B., declare that I have ceased to be the printer or publisher or printer and publisher of the newspaper entitled-----------------."Each original of the latter declaration shall be authenticated by the signature and seal of the Magistrate before whom the said latter declaration is made, and one original of the said latter declaration shall be filed along with each original of the former declaration.

The Officer-in-Charge of each original of the latter declaration shall allow any person applying to inspect that original on payment of a fee of one rupee, and shall give to any person applying a copy of the said latter declaration, attested by the seal of the Court having custody of the original, on payment of a fee of two rupees.

In all trials in which a copy, attested as is aforesaid, of the former declaration shall have been put in evidence, it shall be lawful to put in evidence a copy, attested as is aforesaid, of the latter declaration, and the former declaration shall not be taken to be evidence that the declarant was at any period subsequent to the date of the latter declaration, printer or publisher of the newspaper therein mentioned.

A copy of the latter declaration attested by the official seal of the Magistrate shall be forwarded to the Press Registrar.

(8A) If any person, whose name has appeared as editor on a copy of a newspaper, claims that he was not the editor of the issue in which his name has so appeared, he may, within two weeks of his becoming aware that his name has been so published, appear before a District, Presidency or Sub-Divisional Magistrate and make a declaration that his name was incorrectly published in that issue as that of the editor thereof, and if the Magistrate, after making such inquiry or causing such inquiry to be made as he may consider necessary, is satisfied that such declaration is true, he shall certify accordingly, and on that certificate being given the provisions of section 7 shall not aply to that person in respect of that issue of

the newspaper.

The Magistrate may extend the period allowed by this section in any case where he is satisfied that such person was prevented by sufficient cause from appearing and making the declaration within such period.

(8B) If, on an application made to him by the Press Registrar or any other person or otherwise, the Magistrate empowered to authenticate a declaration under this Act, is of opinion that any declaration made in respect of a newspaper should be cancelled, he may, after giving the person concerned an opportunity of showing cause against the action proposed to be taken, hold an inquiry into the matter and if, after considering the cause, if any, shown by such person and after giving him an opportunity to be heard, he is satisfied that (z) the newspaper, in respect of which the declaration has been made is being published in contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder; or (ii) the newspaper mentioned in the declaration bears a title which is the same as, or similar to, that of any other newspaper published either in the same language or in the same State; or (iii) the printer or publisher has ceased to be the printer or publisher of the newspaper published in such declaration; or (iv) the declaration was made on false representation or on the concealment of any material fact or in respect of a periodical work which is not a newspaper; the Magistrate may, by order, cancel the declaration and shall forward as soon as possible a copy of the order to the person making or subscribing the declaration and also to the Press Registrar.

(8C) (1) Any person aggrieved by an order of a Magistrate refusing to authenticate a declaration under section 6 or cancelling a declaration under section 8B may, within sixty days from the date on which such order is communicated to him, prefer an appeal to the Appellate Board to be called the Press and Registration Appellate Board consisting of a. Chairman and another member to be

appointed by the Central Government:

Provided that the Appellate Board may entertain an appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under this section, the Appellate Board may, after calling for the records from the Magistrate and after making such further inquiries as it thinks fit, confirm, modify or set aside the order appealed against.

(3) Subject to the provisions contained in sub-section (2), the Appellate Board may, by order, regulate its practice and procedure.

(4) The decision of the Appellate Board shall be final.

PART III : DELIVERY OF BOOKS

9. Printed copies of the whole of every book which shall be printed in India after this Act shall come into force, together with all maps, prints or other engravings belonging thereto, finished and coloured in the same manner as the best copies of the same, shall, notwithstanding any agreement (if the book be published) between the printer and publisher thereof, be delivered by the printer at such place and to such officer as the State Government shall, by notification in the Official Gazette, from time to time direct, and free of expense to the Government, as follows, that is to say: (a) in. any case, within one calendar month after the day on which any such bsok shall first be delivered out cf the press, one such copy, and (b) if within one calendar year from such day the State Government shall require the printer to deliver other such copies not exceeding two in number, then within one calendar month after the day on which any such requisition shall be made by the State Government on the printer, another such copy, or two other such copies, as the State Government may direct, the copies so delivered being bound, sewed or stitched together and upon the best paper on which any copies of the book shall be printed.

The publisher or other person employing the printer shall, at a reasonable time before the expiration of the said month, supply him with all maps, prints and engravings finished and coloured as aforesaid, which may be necessary to enable him to comply with the requirements aforesaid.

Nothing in the former part of this section shall apply to (i) any second or subsequent edition of a book in which edition no additions or alterations either in the letter-press or in the maps, prints or other engravings belonging to the book have been made, and a copy of the first or some preceding edition of which book has been delivered under this Act, or (if) any newspaper published in conformity with the rules laid down in section 5 of this Act.

10. The officer to whom a copy of a book is delivered under the last foregoing section shall give to the printer a receipt in writing thereof.

11. The copy delivered pursuant to clause (a) of the first paragraph of section 9 of this Act shall be disposed of as the State Government shall from time to time determine.

: Any copy delivered pursuant to clause (b) of the said paragraph shall be transmitted to the Central Government.

(11A) The printer of every newspaper in India shall deliver to such place and such officer as the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct, and free of expense to the Government, two copies of each issue of such newspaper as soon as it is published.

(11B) Subject to any rules that may be made under this Act, the publisher of every newspaper in India shall deliver free of expense to the Press Registrar one copy of each issue of such newspaper as soon as it is published.

PART IV : PENALTIES

12. Whoever shall print or publish any book or paper

otherwise than in conformity with the rule contained in section 3 of this Act shall, on conviction before a Magistrate, be punished by fine not exceeding two thousand rupees, or by simple imprisonment for a term not exceeding six months or by both.

13. Whoever shall keep in his possession any such press as aforesaid in contravention of any of the provisions contained in section 4 of this Act shall on conviction before a Magistrate,. be punished by fine not exceeding two thousand rupees, or by simple imprisonment for a term not exceeding six months, or by both. 14. Any person who shall, in making any declaration or other statement under the authority of this Act, make a statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, shall on conviction before a Magistrate, be punished by fine not exceeding two thousand rupees, and imprisonment for a term not exceeding six months.

15 (1) Whoever shall edit, print or publish any newspaper without conforming to the rules hereinbefore laid down, or whoever shall edit, print or publish or shall cause to be edited, printed or published, any newspaper knowing that the said rules have not been observed with respect to that newspaper, shall, on conviction before a Magistrate, be punished with fine not exceeding two thousand rupees, or imprisonment for a term not exceeding six months, or both.

(2) Where an offence is committed in relation to a newspaper under sub-section (1), the Magistrate may, in addition to the punishment imposed under the said sub-section, also cancel the declaration in respect of the newspaper.

(15A) If any person who has ceased to be printer or publisher of any newspaper fails or neglects to make a declaration in compliance with section 8, he shall, on conviction before a Magistrate, be punishable by fine not exceeding two hundred rupees. 16. If any printer of any such book as is referred to in section

9 of this Act, shall neglect to deliver copies of the same pursuant to that section, he shall for every such default forfeit to the Government such sum not exceeding fifty rupees as a Magistrate having jurisdiction in the place where thet book was printed may, on the application of the officer to whom the copies should have been delivered or any person authorised by that officer in this behalf, determine to be in the circumstances a reasonable penalty for the default, and, in addition to such sum, such further sum as the Magistrate may determine to be the value of the copies which the printer ought to have delivered.

If any publisher or other person employing any such printer shall neglect to supply him, in the manner prescribed in the second paragraph of section 9 of this Act, with the maps, prints or engravings which may be necessary to enable him to comply with the provisions of that section, such publisher or other person shall for every such default forfeit to the Government such sum not exceeding rupees fifty as such a Magistrate as aforesaid may, on such application as aforesaid, determine to be in the circumstances a reasonable penalty for the default, gind, in addition to such sum, such further sum as the Magistrate may determine to be the value of the maps, prints or engravings which such publisher or other person ought to have supplied.

(16A) If any printer of any newspaper published in India neglects to deliver copies of the same in compliance with section 11 A, he shall, on the complaint of the officer to whom copies should have been delivered or of any person authorised by that officer in this behalf, be punishable, on conviction by a Magistrate having jurisdiction in the place where the newspaper was printed, with fine which may extend to fifty rupees for every default.

(16B) If any publisher of any newspaper published in India neglects to deliver copies of the same in compliance with section 11B, he shall, on the complaint of the Press Registrar, be punishable,

on conviction by a Magistrate having jurisdiction in the place where the newspaper was printed, by fine which may extend to fifty rupees for every default.

17. Any sum forfeited to the Government under section 16 may be recovered, under the warrant of the Magistrate determining the sum, or of his successor in office, in the manner authorised by the Code of Criminal Procedure for the time being in force, and within the period prescribed by the Indian Penal Code for the levy of a fine.

PART V : REGISTRATION OF BOOKS

18. There shall be kept at such office, and by such officer as the State Government shall appoint in this behalf, a book to be called a Catalogue of Books printed in India, wherein shall be registered a memorandum of every book which shall have been delivered pursuant to clause (a) of the first paragraph of section 9 of this Act. Such memorandum shall (so far as may be practicable) contain the following particulars (that is to say) :

(1) the title of the book and the contents of the title-page, with a translation into English of such title and contents, when the same are not in the English language;

(2) the language in which the book is written;

(3) the name of the author, translator or editor of the book or any part thereof;

(4) the subject;

(5) the place of printing and the place of publication;

(6) the name or firm of the printer and the name or firm of the publisher;

(7) the date of issue from the press or of the publication;

(8) the number of sheets, leaves or pages;

(9) the size;

(10) the first, second or other number of the edition;

(11) the number of copies of which the edition consists;

(12) whether the book is printed, cyclostyled or lithographed;

(13) the price at which the book is sold to-the public; and

(14) the name and residence of the proprietor of the copyright or of any portion of such copyright.

Such memorandum shall be made and registered in the case of each book as soon as is practicable after the delivery of the copy thereof pursuant to clause (a) of the first paragraph of section 9. 19. The memoranda registered during each quarter in the said Catalogue shall be published in the Official Gazette as soon as may be after the end of each quarter, and a copy of the memoranda so published shall be sent to the Central Government.

PART V : REGISTRATION OF NEWSPAPERS

(19A). The Central Government may appoint a Registrar of newspapers for India and such other officers under the general superintendence and control of the Press Registrar as may be necessary, for the purpose of performing the functions assigned to them by or under this Act, and may, by, general or special order, provide for the distribution or allocation of functions to be performed by them under this Act.

(19B) (1) The Press Registrar shall maintain in the prescribed manner a Register of newspapers.

(2) The Register shall, as far as may be practicable, contain the following particulars about every newspaper published in India, namely: (a) the title of the newspaper; (b) the language in which the newspaper is' published; (c) periodicity of the publication of the newspaper; (d) the name of the editor, printer and publisher of the newspaper; (e) the place of printing and publication; (f) the average number of pages per week; (g) the number of days of

publication in the year; (h) the average number of copies printed, the average number of copies sold to the public and the average number of copies distributed free to the public, the average being calculated with reference to such, period as may be prescribed; (i) retail selling price per copy; (j) the names and addresses of the owners of the newspapers and such other particulars relating to ownership as may be prescribed; (k) any other particulars which may be prescribed.

(3) On receiving information from time to time about the aforesaid particulars, the Press Registrar shall cause relevant entries to be made in the Register and may make such necessary alterations or corrections therein as may be required for keeping the Register up-to-date,

(19C) On receiving from the Magistrate under section 6 a copy of the declaration in respect of a newspaper and on the publication of such newspaper, the Press Registrar shall, as soon as practicable thereafter, issue a certificate of registration in respect of that newspaper to the publisher thereof.

(19D) It shall be the duty of the publisher of every newspaper (a) to furnish to the Press Registrar an annual statement in respect of the newspaper at such time and containing such particulars referred to in sub-section (2) of section 19B as may be prescribed; (b) to publish in the newspaper at such times and such of the particulars relating to the newspaper referred to in sub-section (2) of section 19B as may be specified in this behalf by the Press Registrar.

(19E) The publisher of every newspaper shall furnish to the Press Registrar such returns, statistics and other information with respect to any of the particulars referred to in sub-section (2) of section 19B as the Press Registrar may fcom time to time require.

(19F) The Press Registrar or any gazetted officer authorised by him in writing in this behalf shall, for the purpose of the

collection of any information relating to a newspaper under this Act, have access to any relevant record or document relating to the newspaper in the possession of the publisher thereof, and may enter at any reasonable time any premises where he believes such record or document to be and may inspect or take copies of the relevant records or documents or ask any question necessary for obtaining any information required to be furnished under this Act.

(19G) The Press Registrar shall prepare, in such form and at such time each year as may be prescribed, an annular report containing a summary of the information obtained by him during the previous year in respect of the newspapers in India and giving an account of the working of such newspapers, and copies thereof shall be forwarded to the Central Government.

(19H) On the application of any person for the supply of the copy of any extract from the Register and on payment of such fee as may be prescribed, the Press Registrar shall furnish such copy to the applicant in such form and manner as may be prescribed.

(19I) Subject to the provisions of this Act and regulations made thereunder, the Press Registrar may delegate all or any of his powers under this Act to any officer subordinate to him.

(19J) The Press Registrar and all officers appointed under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

(19K) If the publisher of any newspaper (a) refuses or neglects to comply with the provisions of section 19D or Section 19E; or (b) publishes in the newspaper in pursuance of clause (b) of section 19D any particulars relating to the newspaper which he has reason to believe to be false; he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(19L) If any person engaged in connection with the collection of information under this Act wilfully discloses any information or the contents of any return given or furnished under this Act

otherwise than in the execution of his duties under this Act or for the purposes of the prosecution of an offence under this Act or under the Indian Penal Code, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

PART VI : MISCELLANEOUS

20. The State Government shall have power to make such rules not inconsistent with the rules made by the Central Government under section 20A as may be necessary or desirable for carrying out the objects of this Act, and from time to time repeal, alter and add to such rules.

(20A) (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules (a) prescribing the particulars which a declaration made and subscribed under section 5 may contain and the form and manner in which the names of the owner and the editor shall be printed on every copy of a newspaper; (b) prescribing the manner in which copies of any declaration attested by the official seal of a Magistrate may be forwarded to the Press Registrar and to the person making and subscribing the declaration; (c) prescribing the manner in which copies of any newspaper may be sent to the Press Registrar under section 1 lB; (d) prescribing the manner in which a Register may be maintained under section 19B and the particulars which it may contain; (e) prescribing the particulars which an annual statement to be furnished by the publisher of a newspaper to the Press Registrar may contain: (/) prescribing the form and manner in which an annual statemen. under section 19D, or any returns, statistics or other information under section 19E, maybe furnished to the Press Registrar; (g) prescribing the fees for furnishing copies of extracts from the Register and the manner in which such jopies may be furnished; (h) prescribing the manner in which a certificate of registration may be issued in

respect of a newspaper; (/) prescribing the form in which, and the time within which, annual reports may be prepared by the Press Registrar and forwarded to the Central Government.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validjty of anything previously done under.that rule.

(20B) Any rule made under any provision of this Act may provide that any contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees.

21 The State Government may, by notification in the Official Gazette, exclude any class of books or papers from the operation of the whole or any part or parts of this Act.

Provided that no such notification shall be issued without consulting the Central Government.

22. This Act extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

পরিশিষ্ট ঃ খ

পত্র-পত্রিকা

১৭৮০ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত (অসম্পূর্ণ)

বর্ণানুক্রমিক

॥ ইংরাজি ॥

অ্যাডভান্স (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)। অ্যাডভোকেট অব্ ইণ্ডিয়া, ১৮৮৬। এগ্রিকালচারাল গেজেট অব্ ইণ্ডিয়া। অমৃতবাজার পত্রিকা (১৮৬৮) ১৮৭৮, ২১ মার্চ। আর্মি লিষ্ট ঃ এইচ এম ফোরসেস ইন ইণ্ডিয়া। এশিয়ান। এশিয়াটিক জার্নাল।

এশিয়াটিক মীরর। এশিয়াটিক রিভিউ। বন্দেমাতরম্, ১৯০৬। বেঙ্গল অ্যালম্যানাক। বেঙ্গল অ্যানুয়াল। বেঙ্গল আর্মি লিষ্ট। বেঙ্গল ক্রনিক্ল। বেঙ্গল ডাইরেক্টরি। বেঙ্গল গেজেট, ১৭৮০। বেঙ্গল হরকরা, ১৭৯৮?। বেঙ্গল হেরাল্ড। বেঙ্গল জার্নাল, ১৭৮৫। বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন। বেঙ্গল স্যুভেনির। বেঙ্গলী। ভারত জ্যোতি, ১৯৩৮। ব্লিৎজ্, ১৯৪১। বোম্বাই ক্রনিক্ল, ১৮১৩। বোম্বাই ক্যুরিয়র, ১৭৯০। বোম্বাই দর্পণ। বোম্বাই গেজেট, ১৭৯১ (বোম্বাই হেরাল্ড, বোম্বাই ক্যুরিয়রের মিলনে)। বোম্বাই হেরাল্ড, ১৭৮৯। বোম্বাই রিভিউ। বোম্বাই সমাচার. ১৮২২। বোম্বাই সেন্টিনেল, ১৯৩০। বোম্বাই স্টেটসম্যান (১৮৬৪র পরে)। বোম্বাই টাইমস। বোম্বাই উইক্লি গাইড। বোম্বাই উইট্নেস। ব্রাহ্মাণিক্যাল ম্যাগাজিন,১৮২১১। ক্যালকাটা ক্রনিক্ল,১৭৮৬। ক্যালকাটা ক্যুরিয়র। ক্যালকাটা ডাইরেক্টরি। ক্যালকাটা গেজেট,

১৭৮৪। ক্যালকাটা জার্নাল,১৮৮৮ (ক্যালকাটা ক্রনিক্ল অব্ পলিটিক্যাল কমার্সিয়াল অ্যাণ্ড লিটারারী গেজেট)। ক্যালকাটা লাইব্রেরী গেজেট। ক্যালকাটা ম্যাগাজিন। ক্যালকাটা কোয়ার্টারলি রেজিষ্টার। ক্যালকাটা রিভিউ। ক্যাপিটাল,১৮৮৮। ক্রিশ্চিয়ান ইন্টেলিজেন্স। সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট (মুফস্বলাইট অব্ আগ্রা, লাহোর ক্রনিক্ল, পাঞ্জাব টাইম্‌স, ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন-এর মিলনে)। কমার্স। কমন্‌ওয়েল, ১৯১২ (অ্যানি বেসান্ত)। কম্প্যানিয়ন অ্যাণ্ড অ্যাপেনডিক্স টু দি বেঙ্গল অ্যালম্যানাক। কম্‌রেড, ১৯১১ (মহম্মদ আলী)। ক্রিসেন্ট। ঢাকা গেজেট। ডেইলি গেজেট। ডেইলি হিতবাদী। ডন (লীগপন্থী)। ডন ম্যাগাজিন, ১৮৯৭ (সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। দিল্লী মেইল। এন্‌কোয়ারার। ইভিনিং নিউজ। ইংলিশম্যান। ফরোয়ার্ড, ১৯২৩। ফ্রি ইণ্ডিয়া, ১৯৩৪। ফ্রি প্রেস বুলেটিন, ১৯৩২। ফ্রি প্রেস জার্নাল, ১৯৩০। ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া, ১৮১৮। ফ্রন্টিয়ার অ্যাডভোকেট। জেন্টেলম্যানস' গেজেট । গ্লিনিংস অব্ সায়েন্স। গভর্ণমেন্ট গেজেট। গভর্ণমেন্ট গেজেট (মাদ্রাজ)। হরিজন, ১৯৩২/৩৩। হরকরা, ১৭৯৩। (দি) হেসপেরাস। হিন্দ্ স্বরাজ। হিন্দু, ১৮৭৮ (মাদ্রাজ)। হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৮৫৩। হিন্দুস্তান রিভিউ। হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, ১৯৩৭। হিন্দুস্তান টাইম্‌স,১৯২৩। ইলাস্ট্রেটেড উইক্লি অব্ ইণ্ডিয়া, ১৯০১। ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ১৯১৯ (মতিলাল নেহরু)। ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়া, ১৯৩৭ (মানবেন্দ্র নাথ রায়)। ইণ্ডিয়া গেজেট, ১৭৮০। ইণ্ডিয়া হেরাল্ড, ১৭৯৫। ইণ্ডিয়ান অ্যাডভার্টাইজার। ইণ্ডিয়ান ডেইলি মেইল। ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ। ইণ্ডিয়ান ডেইলি টেলিগ্রাফ। ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট। ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারিং। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৯৩২। ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব্ সোসিওলজি। ইণ্ডিয়ান মীরর, ১৮৬১। ইণ্ডিয়ান নেশন। ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন। ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট। ইণ্ডিয়ান পীপ্‌ল। ইণ্ডিয়ান ফিলজফিক্যাল রিভিউ। ইণ্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স গেজেট। ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন, ১৮৬৬। (দি) ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টার। ইণ্ডিয়ান রিভিউ। ইণ্ডিয়ান সোশাল রিফরমার, ১৮৯০। ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর। ইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যান (কলি), ১৮৭৫। ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্নাল। ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড। ইন্দুপ্রকাশ। আইরিশ। জনবুল ইন দ্য ইষ্ট, ১৮২১। জার্নাল অব্ কমার্স। জার্নাল অব্ ন্যাচারাল হিস্টরি। জাস্টিস, ১৯১৭। জুভেনাইল এমুলেটর। ক্যালাইডস্কোপ। কর্মযোগীন্ (অরবিন্দ ঘোষ)। কাথিয়াবাড় টাইমস, ১৮৮৮। লাহোর ক্রনিক্ল, ১৮৪৬। লীডার (এলাহাবাদ), ১৯০৯। লিবার্টি (স্বরাজ্যদল), ১৯২৯। মাদ্রাজ ক্যুরিয়র, ১৭৮৫। মাদ্রাজ গেজেট, ১৭৯৫। মাদ্রাজ মেইল, ১৮৬৮। মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড। মাদ্রাজ টাইম্‌স, ১৮৬০। মাদ্রাজী। মডার্ণ রিভিউ। মর্ণিং পোষ্ট। মর্ণিং স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯৪০। মুফঃস্বলাইট অব্ আগ্রা, ১৮৪৫। মফঃস্বল আখবার আগ্রা। মাইশোর হেরাল্ড। মাইশোর স্ট্যাণ্ডার্ড। ন্যাশনাল কল। ন্যাশনাল হেরাল্ড, ১৯৩৮। ন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯৪৬। নেটিভ হেরাল্ড, ১৮৪৫। নেটিভ

পাবলিক ওপিনিয়ন। নিউ ইণ্ডিয়া, ১৯০১ (বিপিনচন্দ্র পাল)। নিউ ইণ্ডিয়া, ১৯১৩ (অ্যানি বেসান্ত)। নিউ টাইম্‌স, ১৯১৯। ওরিয়েন্টাল ক্রিশ্চান স্পেক্টেটর। ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজ্নি অর ক্যালকাটা অ্যামিউজমেন্ট, ১৭৮৫। ওরিয়েন্টাল অবজার্ভার। ওরিয়েন্টাল স্টার। পিপ্‌লস' ওয়র, ১৯৪২ (কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম মুখপত্র)। ফেওনিক্স। ফিলান্থ্রপিষ্ট। পাইওনীয়ার (এলাহাবাদ)। পাঞ্জাব টাইম্‌স। রেঙ্গুন গেজেট। রিফর্মার। রেইস অ্যাণ্ড রায়ত। স্যাটার্ডে রিভিউ। স্যাটার্ডে রিভিউ অব্ পলিটিক্স, লিটারেচার অ্যাণ্ড কমার্স। সার্চলাইট,১৯১৮। সার্ভেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া। সিন্ধ অবজার্ভার। সোসাল সার্ভিস কোয়ার্টারলি। সোফিয়া। স্টার অব্ ইণ্ডিয়া। সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯৩৬। স্বরাজ্য, ১৮২২। টেলিগ্রাফ। থিয়োসফিষ্ট। টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া, ১৮৬১ (বোম্বাই টাইম্‌স, বোম্বাই স্ট্যাণ্ডার্ড, বোম্বাই টেলিগ্রাফ-এর মিলনে)। ট্রিবিউন (লাহোর)। ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯১৮।

॥ কন্নড় ॥

কর্ণাটক বৈভব। কর্মবীর, ১৯২১। দেশভিমানী। নাগড়গান্নাড়ি। বৃত্তান্ত চিন্তামনি। সংযুক্ত কর্ণাটক, ১৯২৪।

॥ গুজরাটী ॥

আরাম। কাইজার্-ই-হিন্দ্, ১৮৮০। কাল। গুজরাট মিত্র, ১৮৮০। গুজরাট সমাচার, ১৮৮৫। গুজরাটী, ১৯২১। গুজরাটী পাঞ্চ। চিত্রজ্ঞান দর্পণ, ১৮৫০।

জন্মভূমি। জাম্-ই-জামসেদ, ১৮৩১। দূরবীণ, ১৮৩২-৫৬। দেশমিত্র, ১৮৭৩। নবজীবন, ১৯১৯। নবভারত, ১৯৩২। নূতন গুজরাট। পঞ্চবাহাদুর। পরহেজগর। পার্শী, ১৯১৩। প্রজাবন্ধুজ, ১৮৮৫। প্রজামিত্র, ১৯১৩। ফুলছাব, ১৯২১। বন্দেমাতরম্, ১৯৪১। বর্তমান, ১৮৪৯। মুম্বাইনা চাবুক, ১৮৩২-৫৬। মুম্বাইনা সমাচার, ১৮২২, সা, ১৮৩২ দৈ। মুম্বাই ভর্তম, ১৮৩০। রস্তুগফ্তর, ১৮৫১। শক্তি। সত্যপ্রকাশ, ১৮৫২। সমাচার, ১৮২২। সয়াজি বিজয়, ১৮৯৫। সামসের বাহাদুর, ১৮৫৪। সুরাট মিত্র, ১৮৬৩। সুরাট সমাচার। স্ত্রীবোধ, ১৮৫৭। হিন্দুস্তান, ১৯১৩।

॥ তামিল ॥

ইণ্ডিয়া। কল্কি ১৯৪১। থান্থি, ১৯৪২। দিনমণি, ১৯৩৪। দেশভক্তন্, ১৯১৭। স্বদেশমিত্রন্,১৮৮২-৯৯।

॥ তেলেগু ॥

অন্ধ্র পত্রিকা। অন্ধ্র প্রকাশিকা। অন্ধ্রভাষা সঞ্জিবনী। অমুদ্রিথগ্রন্থ চিন্তামনী। কল্পলতা। কল্পাবলী। জনতা। দেশভিমানী। বজ্রায়ুধম্। বিবেকবর্ধনী। বৈজয়ন্তী। মঞ্জুরানী। মনোরমা। সমদর্শিনী। সরস্বতী। সারদা। স্বরাজ।

॥ পাঞ্জাবী ॥

অমর কুন্দ। অলমুইন। আখ্বার শ্রীদরবার সাহেব, ১৮৬৭। অহল-ই-হদিস। কবি চন্দ্রোদয়। খাল্সা আখ্বার। খাল্সা নওজওয়ান। খাল্সা প্রকাশ। গুরমুখী আখবার, ১৮৮০। গুরুমত প্রকাশ। জঙ্গ শিয়াল। ধর্মপরচার। বাহাদুর। ভারত সুধার। ল্যাল খাল্সা গেজেট। শিংসভা গেজেট। সত্যধর্ম প্রচারক। সুকাব্য সমোধিনী। সুখারাওয়াক্। সুধা সাগর নির্গুনিয়ারা। সুধার পত্রিকা। সুধ্বীপত্তর।

॥ ফার্সী / উর্দু ॥

অল্‌বিলাগ, ১৯১৩। অল্-হিলাল, ১৯১২। আউধ আখ্বার। আউধ্ পাঞ্চ। আখ্বার অঞ্জুমান-ই-পাঞ্জাবী। আখ্বার-ই-আম। আখ্বার-ই-অলম্। আখ্বার-ই-তমন্নি। আখ্বার-উন্-নিসা। আখ্মল-উল-আখ্বার। আজাদ। আন্ওয়ার-উল-আখ্বার। আফ্তাব-ই-পাঞ্জাব। আল্‌বিদয়ার। আলহক্। উর্দু আখ্বার। উর্দু-ই-মোল্লা। কাইকুব্-ই-হিন্দ্। খাইর কাওয়া-ই-হিন্দ্। জাম্-ই-জাহান্নুমা। তেজ। দিল্লী পাঞ্চ। নাজ্মল্ আখ্বার। নাসির-উল-আখ্বার। নুসবাৎ-উল- আখ্বার। নুসরাৎ-উল-ইসলাম। পাঞ্জাবী আখ্বার। পাটনা আখ্বার। পৈসা আখ্বার। প্রতাপ। ভারত পত্রিকা। মদিনা। মরক্কা-ই-তেহ্জিব। মহালুম আক্রোসী। মিলাপ। মীরাৎ-উল-আখ্বার, ১৮২২। মুজহ্‌র-উল-হক। মুজাদ্দিদ। মুফিদ্-ই-হিন্দ্। মুশির-ই-কাইজার। মের-ই-দরক্ষণ্।

রাফিক্-ই-হিন্দ্। রেখতি আখ্বার। লরেন্স গেজেট। শামা-ই-হিন্দ্। সাফির-ই-হিন্দ্। সাম্স্-উল-আখ্বার। সিমলা আখ্বার। সৈয়দ্-উল-আখ্বার, ১৮৩৭। হকিকৎ, ১৯১৯। হমদর্দ। হাম্দাম্।

॥ বাংলা ॥

অনুবাদিকা। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮৬৮(১৮৭৮, ২১ মার্চ থেকে ইংরাজি)। আত্মশক্তি। আনন্দবাজার পত্রিকা (সা,বৈ,১২৮৫ / নবপর্যায়, ১৯২৬)। কল্যাণী। কৃষক, ১৯৩৯। খুলনাবাসী। গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা। চারুমিহির। জ্ঞানান্বেষণ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। দিগ্‌দর্শন, ১৮১৮। নব বিভাকর। নবযুগ। নবশক্তি (মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা)। নবশক্তি, ১৯২৯। নায়ক। নিত্যপ্রকাশ। পূর্ণচন্দ্রোদয়। প্রবাসী। বঙ্গদর্শন। বঙ্গদূত। বঙ্গবাণী, ১৯২৯। বঙ্গবাসী। বসুমতী। বাঙ্গালা গেজেট, ১৮১৮। বাংলার কথা। বিকাশ। ভারত, ১৯৩৯। ভারত মিহির। যুগান্তর, ১৯৩৭। রসরাজ। সন্ধ্যা, ১৯০৬। সঞ্জিবনী। সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮২১। সমাচার দর্পণ, ১৮১৮। সমাজ দর্পণ। সম্বাদকৌমুদী, ১৮১৯। সম্বাদ ভাস্কর। সম্বাদ রত্নাবলী। সম্বাদ সার সংগ্রহ। সম্বাদ সৌদামিণী। সংবাদ তিমির নাশক। সংবাদ প্রভাকর। সংবাদ মৌখ্য। সংবাদ রত্নাকর। সংবাদ শুভরাজেন্দ্র। সংবাদ সুধাকর। সাধনা। সাধারণী। সুলভ সমাচার। সোমপ্রকাশ। হালিশহর পত্রিকা। হিতবাদী। হিতৈষী।

॥ মারাঠী ॥

ইন্দুপ্রকাশ। উপদেশ চন্দ্রিকা, ১৮৪৪। কেশরী। দিগ্‌দর্শন, ১৮৪০। দেশ সেবক। দ্যন প্রকাশ, ১৮৪৯। দ্যন সিন্ধু, ১৮৪৩। দ্যয়নোদয় (ইং-মা), ১৮৪২। ধূমকেতু, ১৮৫৩। নবকাল ,১৯২৩। নবশক্তি, ১৯৩৪। প্রভাকর, ১৮৪১। প্রভাত। বর্তমান দীপিকা, ১৮৫২। বিচারলহরী, ১৮৫২। মহারাষ্ট্র। মারাঠা। মুম্বাই আখ্বার, ১৮৪০। লোকমান্য। লোক সংগ্রহ। সকল, ১৯৩১। সন্দেশ। হিতবাদ।

॥ মালয়ালম্ ॥

অল্ আমিন। কয়ানা কৌমুদী। কেরল কেশরী। কেরল সঞ্চেরী। কেরালা। নসরণ দীপিকা। মথ্রুভূমি, ১৯২৩। মনোরমা। মালয়াল মনোরমা। মালয়াল রাজ্যম্। মালয়ালী। স্বদেশভিমানী। স্বরাজ।

॥ হিন্দী ॥

অভ্যুদয়, ১৯০০। আজ, ১৯২০। ইন্দু। উদন্ত মার্তণ্ড, ১৮২৬। কবি বচনম্ সুধা, ১৮৬৭। কর্মযোগী, ১৯১০। ক্যালকাটা সমাচার। চন্দ্রিকা। জয়তী প্রতাপ। জ্ঞানশক্তি, ১৯১৬। নবযুগ। প্রতাপ, ১৯১৩। বিশ্বমিত্র, ১৯১৬। ভারত জীবন। ভারত মিত্র। শ্রীভেঙ্কটেশ্বর সমাচার। সৈনিক। হরিশচন্দ্র ম্যাগাজিন, ১৮৭৩। হিন্দী কেশরী, ১৯০৭। হিন্দী প্রদীপ। হিন্দী বিহারী। হিন্দুস্তান (ইং উ হি), ১৮৮৪। হিন্দুস্তান, ১৯৩৬।

॥ বিবিধ ॥

আকাশ। প্রেম। বার্তাবহ। বিশ্ববৃত্ত। বেদরী। মহিকণ্ঠ গেজেট। রাজস্থান। রাষ্ট্রমত। সহায়িকা। হরিকিশোর।

পরিশিষ্ট ঃ গ

ঘটনাপঞ্জি

সাল তারিখে খৃষ্টাব্দ ব্যবহৃত

১৫৫৭। পর্তুগীজগণ কর্তৃক ভারতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

১৫৬০। জার্মানি ও সুইজারল্যান্ড থেকে পৃথিবীর প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ।

১৬১৮। ইংরাজি ফরাসি ওলন্দাজ ও জার্মাণি ভাষায় নিয়মিত ভাবে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু হয় আমস্টার্ডাম থেকে।

১৬৭৪। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম ছাপাখানা বসায় বোম্বাইয়ে।

১৬৯০। মার্কিন যুক্তরাস্ট্রে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম প্রয়াস।

১৭০২। ইংল্যান্ড থেকে পৃথিবীর প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ।

১৭০৪। বোস্টন থেকে মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের প্রথম সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক) প্রকাশ।

১৭৬৮। সেপ্টেম্বর। উইলিয়ম বোল্টস কর্তৃক ভারতে (কলকাতা থেকে) প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়াস ব্যর্থ।

১৭৭৩। বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের (হ্যালহেডের 'ব্যাকরণ') প্রকাশ।

১৭৭৯। কলকাতায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

১৭৮০। ২৯শে জানুয়ারি। কলকাতা থেকে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র জেমস্ অগস্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ।

১৭৮৩। পেন্‌সিলভ্যানিয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ।

১৭৮৪। ফেব্রুয়ারি। কলকাতা থেকে 'ক্যালকাটা গেজেট' প্রকাশ

১৭৮৫। মাদ্রাজ থেকে মাদ্রাজের প্রথম সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক) 'মাদ্রাজ ক্যুরিয়র' প্রকাশ।

সংবাদপত্রের ওপর নিষেধ-বিধি আরোপ আরম্ভ।

১৭৮৯। বোম্বাই থেকে প্রথম সংবাদপত্র 'বোম্বাই হেরাল্ড' প্রকাশ।

১৭৯০। 'বোম্বাই ক্যুরিয়র' প্রকাশ। দেশীয় ভাষায় (গুজরাটী) প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশের গৌরবে উজ্জ্বল।

১৭৯১। 'বোম্বাই হেরাল্ড' ও 'বোম্বাই ক্যুরিয়র' একত্রিত হয়ে 'বোম্বাই গেজেট'-এ রূপান্তর।

১৭৯৫। প্রথমে মাদ্রাজে ও পরে অন্যান্য স্থানে সেন্সর প্রথা চালু।

১৭৯৮। মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্লির (গভর্নর জেনারেল) ভারত আগমন।

১৭৯৯। মে। ওয়েলেস্লি কর্তৃক সংবাদপত্রের ওপর পাঁচ-দফা রেগুলেশন্স জারি।

১৮০৫। ইংল্যান্ডে সংবাদপত্র কর্তৃক চাপ সৃষ্টি হওয়ায় ভারতের গভর্নর জেনারেল পদ থেকে ওয়েলেস্লির পদত্যাগ।

১৮০৭। জনসভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি।

১৮১১। সংবাদপত্র প্রসঙ্গে লর্ড মিন্টোর নতুন আদেশ জারি।

১৮১২। ভারতের সংবাদপত্রে প্রথম বাজার দর ছাপা আরম্ভ।

১৮১৩। একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার খর্ব করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কুড়ি বছরের মেয়াদে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন সনদ অনুমোদন। কলকাতার প্রথম লর্ড বিশপ— মিড্লটন ও প্রথম প্রেসবিটেরিয়ান মিনিস্টার— ব্রাইসের ভারত আগমন।

১৮১৪। হেস্টিংসের (ময়রা। গভর্নর জেনারেল) ভারত আগমন।

ব্রাইস কর্তৃক 'এশিয়াটিক মীরর' প্রকাশ।

ভারতস্থ ইউরোপীয় ক্রিশ্চানদের মধ্যে বিরোধ।

১৮১৮। ভারতে বৃটিশ অধিকারের শক্ত-খুঁটি স্থাপন।

'মর্ণিং পোষ্ট' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রের ওপর কোম্পানির দমন নীতি প্রয়োগের ব্যর্থতা প্রকাশ।

তৎকালীন ওলন্দাজ অধিকৃত শ্রীরামপুর থেকে 'দিগ্দর্শন' (এপ্রিলে) ও 'সমাচার দর্পণ' (২৩শে জুন) প্রকাশ।

রামমোহনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় দেশীয় ভাষায় (বাংলা) প্রথম নির্ভেজাল ভারতীয় সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেট' প্রকাশ।

২রা অক্টোবর সিল্ক বাকিংহাম কর্তৃক দ্বিসাপ্তাহিক 'ক্যালকাটা জার্ণাল' প্রকাশ।

১৮১৯। ১লা মে। 'ক্যালকাটা জার্ণাল'-এর দৈনিকে রূপান্তর ও ভারতের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের গৌরব লাভ।

১৮২১। 'ক্যালকাটা জার্ণালে'র বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী 'জন বুল ইন দ্য ইষ্ট' প্রকাশ (সম্পা: ব্রাইস)।

৪ঠা ডিসেম্বর। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে রামমোহন রায় কর্তৃক 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ।

১৮২২। কানপুরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও পত্রিকা প্রকাশ

গুজরাটী সাপ্তাহিক 'মুম্বাইনা সমাচার' প্রকাশ।

৫ই মার্চ। প্রগতিবাদী হিন্দু মতের বিরোধিতার জন্য, 'সম্বাদ কৌমুদী'র বিরোধী 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

১২ই এপ্রিল। রামমোহন কর্তৃক ফারসি সাপ্তাহিক 'মীরাৎ-উল-আখবার' প্রকাশ।

১৮২৩। ৮ই ফেব্রুয়ারি। বাকিংহামকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ।

১৭ই মার্চ। কলকাতার ছ'জন বিশিষ্ট বাঙালি কর্তৃক লিখিত ভাবে, প্রস্তাবিত সংবাদপত্র দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

৪ঠা এপ্রিল। সংবাদপত্র দমন আইন— কুখ্যাত 'অ্যাডাম-রেগুলেশনস' প্রবর্তন।

এই গ্যাগিং অ্যাক্টের প্রতিবাদে 'মীরাৎ-উল-আখবার'-এর প্রকাশ বন্ধ।

১০ই নভেম্বর। বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জার্ণাল' বন্ধ।

১৮২৪। জুলাই। সরকারি নির্দেশ অমান্য করায় 'বোম্বাই গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ফেরারকে ভারত থেকে বহিষ্কার।

ইউরোপীয়দিগকে নীল চাষের অনুমতি দান।

ভারতের সংবাদপত্রে বাণিজ্য বিষয়ক বিশেষ পৃষ্ঠা সংযোজন।

১৮২৫। কোম্পানির কর্মচারীদের ওপর সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা (বোম্বাই রেগুলেশন্স) জারি।

১৮২৬। প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র 'উদন্ত মার্তণ্ড' প্রকাশ।

১৮২৮। ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে বেন্টিঙ্কের নিয়োগ।

১৮২৯। ১০ই মে। বাংলা সাপ্তাহিক 'বঙ্গদূত' প্রকাশ।

কোম্পানিকে নতুন সনদ দেওয়ার পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন।

১৫ই ডিসেম্বর। টাউন হলে রামমোহন দ্বারকানাথ প্রমুখ কর্তৃক সনদ মঞ্জুরীর পক্ষে সভা অনুষ্ঠান।

১৮৩০। কোম্পানির বাণিজ্যে আর্থিক বিপর্যয়।
ভারতের সংবাদপত্রে স্কেচ/কার্টুন ছাপা শুরু।

১৮৩০-৩১। 'জন বুল'-এর 'ইংলিশম্যান'-এ রূপান্তর।

১৮৩১। ২৮শে জানুয়ারি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক 'সম্বাদ প্রভাকর' প্রকাশ।

১৮৩২। বালশাস্ত্রী জাম্ভেকর কর্তৃক ইঙ্গ-মারাঠী সাপ্তাহিক 'বোম্বাই দর্পণ' প্রকাশ।
'বোম্বাই উইক্লি গাইড', প্রথম বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকা, প্রকাশ।

১৮৩৩। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বৃটেন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনরায় সনদ মঞ্জুর।

১৮৩৫। ফেব্রুয়ারি। বেন্টিঙ্কের নিকট দমননীতি বাতিলের জন্য ভারতীয় সম্পাদকগণের যৌথ প্রতিবেদন পেশ।
বেন্টিঙ্কের ভারত ত্যাগ।
গভর্নর জেনারেল পদে অস্থায়ীভাবে মেটকাফের নিয়োগ। তৎ কর্তৃক সংবাদপত্রের ওপর প্রযুক্ত সকল দমন আইন বাতিল ঘোষণা এবং সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দান।

১৮৩৬। মার্চ। অক্ল্যান্ড ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত।

১৮৩৭। দিল্লি থেকে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ—'সৈয়দ্-উল্-আখ্বার' (উর্দু)।

১৮৩৯। মার্চ। গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য কর্তৃক বাংলা ত্রিসাপ্তাহিক 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশ।
১৪ই জুন। 'সম্বাদ প্রভাকরে'র দৈনিকে রূপান্তর। বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।

১৮৪০। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ বন্ধ।
বালশাস্ত্রী জাম্ভেকর কর্তৃক মারাঠী মাসিক 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশ।

১৮৪২। ফেব্রুয়ারি। এলেনবার্গ গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত।
স্টকলারের ভারত ত্যাগ এবং 'দি ইংলিশম্যান' নীলকরদের কাছে হস্তান্তরিত।

১৮৪৪। জুন। অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল পদে বার্ড।
জুলাই। স্থায়ী গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের আগমন।
হিন্দু ধর্মের ওপর ক্রিশ্চান মিশনারিদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পণ্ডিত মোরাবৎ দান্দেকর (ডাণ্ডেকর) কর্তৃক মারাঠী ভাষার মাসিক পত্রিকা 'উপদেশ চন্দ্রিকা' প্রকাশ।

১৮৪৭। ভারতের সংবাদপত্রে প্রথম ছবি ছাপা আরম্ভ— 'টেলিগ্রাফ' ও 'ক্যুরিয়র'-এ।

১৮৪৮। জানুয়ারি। ডালহৌসিকে গভর্নর জেনারেল নিয়োগ।

১৮৪৯। গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক 'বেঙ্গল রেকর্ডার' প্রকাশ। এটিই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নাম নেয়)।
আহমেদাবাদ থেকে প্রথম গুজরাটী পত্রিকা 'বর্তমান' প্রকাশ।

ফেব্রুয়ারি। পুণা থেকে 'দ্যন প্রকাশ' প্রকাশ।

১৮৫০। প্রথম সচিত্র পত্রিকা 'চিত্রজ্ঞান দর্পণ (গুজরাটী) প্রকাশ।

১৮৫১। বোম্বাই-দাঙ্গা— পয়গম্বর মহম্মদের ছবি ছাপা কেন্দ্র করে,

১৮৫২। বোম্বাইয়ে হিন্দু ধর্মের সংস্কারার্থে গুজরাটী পত্রিকা 'সত্যপ্রকাশে'র জন্ম।

১৮৫৩। 'হিন্দু পেট্রিয়ট; প্রকাশ। 'বেঙ্গল রেকর্ডারে'র পরিবর্তিত নাম।

১৮৫৩ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত বোম্বাইয়ে কারসোনদাস মুলজির প্রভাব।

১৮৫৪। রাধানাথ শিকদার ও প্যারিচাঁদ মিত্র কর্তৃক 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ।

বীরভূম মেদিনীপুর ও আরও কয়েকটি এলাকায় সাঁওতাল বিদ্রোহ।

পাঞ্জাবে মিশনারিগণ কর্তৃক গুরমুখী হরফ তৈরি এবং গুরমুখী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ।

সম্পাদকদিগের সংবাদ সংগ্রহের সুবিধার্থে বোম্বাইয়ে সরকারি উদ্যোগে 'এডিটরস্ রুম' (বা তথ্য দপ্তর) উদ্বোধন।

সংবাদপত্রের জন্য ডাক-মাশুলের সমহার নির্ধারণ।

১৮৫৬। ফেব্রুয়ারি। লর্ড ক্যানিং ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত।

জুলাই। বিধবা-বিবাহ অনুমোদন আইন বলবৎ।

১৮৫৭। বোম্বাই থেকে মহিলাদের জন্য ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'স্ত্রীবোধ' প্রকাশ গুজরাটী ভাষায়।

১০ই মে। 'সিপাহি বিদ্রোহ'। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৩ই জুন। লর্ড ক্যানিং কর্তৃক সংবাদপত্রের ওপর পুনরায় দমননীতি প্রয়োগ।

১৭ই জুন। ওই দমননীতি বলে সুপ্রিম কোর্টে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রথম মামলার শুনানী।

১৮৫৮। ইংল্যান্ডের রানি কর্তৃক সরাসরি ভাবে ভারতের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ এবং ঘোষণাপত্র প্রকাশ।

ভারতের প্রথম ভাইসরয় পদে লর্ড কানিংয়ের নিয়োগ।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের দমননীতি প্রত্যাহার।

'বোম্বাই টাইমস'-এর সম্পাদক পদ থেকে ডঃ জর্জ বুইস্টকে অপসারণ।

১৮৫৯। ভারতে প্রথম 'রয়টার' কর্তৃক সংবাদ সরবরাহ আরম্ভ।

১৮৬০। মাদ্রাজ থেকে 'মাদ্রাজ টাইমস' প্রকাশ।

১৮৬০-৭৮ কাল মধ্যে বৃটিশ স্বার্থদ্বারা পুষ্ট ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের উন্নতি। ইংল্যান্ড থেকে অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং আধুনিক মুদ্রণ-যন্ত্রপাতি আনয়ন।

১৮৬১। ১৪ই জুন। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জীর ৩৭ বছর বয়সে পরলোক গমন। প্রথমে কালিপ্রসন্ন সিংহ এবং পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র দায়িত্বভার গ্রহণ। সম্পাদক পদে কৃষ্ণদাস পালের নিয়োগ।

১লা আগস্ট। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক সাহায্যে মনমোহন ঘোষ কর্তৃক ইংরাজি পাক্ষিক 'ইণ্ডিয়ান মীরর' প্রকাশ।

'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট' অনুমোদন।

'জাতীয় ঐতিহ্যে'র অগ্রগতির এবং দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক এক টি সংস্থা গঠন।

'বোম্বাই টাইমস', 'স্ট্যান্ডার্ড', ' টেলিগ্রাফ' এবং 'ক্যুরিয়র'কে একত্রিত করে 'টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া' নামকরণ।

এলাহাবাদ থেকে 'পাইওনীয়ার' প্রকাশ। উদ্দেশ্য বৃটিশ আমলাতন্ত্রের এবং যুক্তপ্রদেশের জমিদারি-আভিজাত্যের স্বার্থ রক্ষা।

১৮৬২। জানুয়ারি। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে কর্তৃক ইঙ্গ-মারাঠী সংবাদপত্র 'ইন্দু প্রকাশ' প্রকাশ।

১৮৬৩। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'—বাংলার মফস্‌সল (নদীয়ার কুমারখালি) থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা।

১৮৬৫। রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্র (জাতীয় নবগোপাল) কর্তৃক 'পেট্রিয়টস' অ্যাসোসিয়েশন' গঠন। ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সরাসরি তার (টেলিগ্রাফ) সংযোগ স্থাপন।

১৮৬৬। ভারতে 'রয়টারে'র প্রথম কার্যালয় স্থাপন।

'ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকার জন্ম।

১৮৬৭। পাঞ্জাব থেকে গুরমুখী ভাষায় 'আখ্‌বার শ্রীদরবাদ সাহেব' প্রকাশ। এটিই সম্ভবত প্রথম পাঞ্জাবী পত্রিকা।

'হিন্দুমেলা' সংগঠন।

১৮৬৮। যশোহরের পালুয়া-মাগুরা গ্রাম থেকে বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ। ১৮৬৯ থেকে দ্বি-ভাষিকে রূপান্তর। ১৮৭১ কলকাতায় স্থানান্তর এবং ১৮৭২ ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা থেকে প্রকাশ আরম্ভ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক 'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রকাশ। পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাগজটি কিনে নেন।

'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক ডঃ জর্জ স্মিথ ভর্তুকী লাভের সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মাদ্রাজ থেকে 'মাদ্রাজ মেইল' প্রকাশ।

১৮৬৯। সুয়েজ-খাল জলপথ উন্মোচন।

১৮৭০। ১৮৭০-১৮৮৪ বোম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজের হিন্দু সংস্কারপন্থীদের একচেটিয়া প্রভাব।

রাজদ্রোহ আইন প্রবর্তন।

'হালিশহর পত্রিকা'র জন্ম।

'অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট' জারি।

১৮৭১। কেশব সেন কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান মীরর' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ।

১৮৭২। 'মফঃস্বলাইট অব্ আগ্রা' (১৮৪৫), 'লাহোর ক্রনিক্ল' (১৮৪৬), 'পাঞ্জাব টাইম্‌স' ও 'ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন' (১৮৬৬) একত্রিত হয়ে 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট' প্রতিষ্ঠা।

৮ই ফেব্রুয়ারি। আন্দামানে ওহাবী আন্দোলনের জনৈক বন্দি কর্তৃক লর্ড মেয়ো হত্যা।

১৮৭৩। অমৃতসরে 'শিং সভা' সংগঠন।

১৮৭৫। রেজিস্টার্ড সংবাদপত্রের ডাক-মাশুলের হার হ্রাস।

জানুয়ারি। রবার্ট নাইট কর্তৃক কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যান' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৬। জুলাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা। একই সঙ্গে পুণায় 'সার্বজনীক সভা' ও মাদ্রাজে 'নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৭। 'স্টেটসম্যানে'র সঙ্গে 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'র সংযুক্তি এবং 'স্টেটসম্যান অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'য় রূপান্তর।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'নেটিভ প্রেস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন।

মার্চ। 'প্রেস কমিশন' নিয়োগ।

১৮৭৮। মার্চ। 'ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস প্রেস অ্যাক্ট' জারি।

২০শে সেপ্টেম্বর। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার জন্ম।

অক্টোবর। 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' জারি।

১৮৮০। ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় পদে লর্ড রিপণের নিয়োগ।

পাঞ্জাবে শিখ-আন্দোলন এবং পাঞ্জাবী-সাংবাদিকতার অগ্রগতি আরম্ভ।

'টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া'য় ছবি ছাপা আরম্ভ।

১৮৮১। 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রত্যাহার।

১৮৮২। 'হান্টার কমিশন' নিয়োগ।

ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বাণিজ্যিক স্বার্থের সংঘাত।

১৮৮৩। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স' আহ্বান। 'ইলবার্ট বিল' আনয়ন ও তৎকেন্দ্রীক আন্দোলন। বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক টাউন হলে ২৮শে ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ সভা। ৫ই মে। সুরেন্দ্রনাথের বিচার— ভারতে প্রথম রাজনৈতিক বিক্ষোভ।

১৮৮৪। ১৮৮৪-৯১ পর্যন্ত বোম্বাইয়ে বাহারাম মালবারীর নেতৃত্ব। ডিসেম্বর। ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় পদে ডাফ্‌রিনের নিয়োগ।

১৮৮৫। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৬। 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' গঠন (সৈয়দ আহমেদ)।

১৮৮৭। সৈয়দ আহমেদ কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা।

১৮৯১। রাজদ্রোহ বিষয়ক প্রথম মামলা আরম্ভ— 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার বিরুদ্ধে।
'এজ অব্ কনসেন্ট অ্যাক্ট'।
'কাউন্সিল অ্যাক্ট'।

১৮৯৬। পুণাতে র‍্যান্ড ও লেফ্টেন্যান্ট আয়ার্সট হত্যা।

১৮৯৭। তিলকের বিচার।
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন' পত্রিকার জন্ম।

১৮৯৮। রাজদ্রোহ আইন সংশোধন ও তার শক্তিবৃদ্ধি।
'ডাক-ঘর আইন' জারি।

১৮৯৯। লর্ড কার্জনের ভারত আগমন।

১৯০১। 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশ (১২ই আগস্ট)।
'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' প্রকাশ।

১৯০৪। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র দৈনিকে রূপান্তর।
'ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট' প্রবর্তন।
মার্চ। টাউন হলে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী সভা।
নভেম্বর। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯০৫। ১লা সেপ্টেম্বর। 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' বঙ্গ-ভঙ্গ ঘোষণা।
১০ই অক্টোবর। 'কার্লাইল সর্কুলার' জারি।
১৬ই অক্টোবর। প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গ।
৪ঠা নভেম্বর। 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা।
প্রথম বয়কট আন্দোলন।

১৯০৬। কংগ্রেসের 'স্বরাজ' ঘোষণা।
'মুসলীম লীগ' গঠন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা।
'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার জন্ম।

১৯০৭। লাজপৎ রায় অজিত সিং প্রমুখ নেতারা বহিষ্কৃত।
জনসভা নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স ও আইন পাশ।
৯ই সেপ্টেম্বর। 'সন্ধ্যা' সিডিশান মামলা আরম্ভ।
'স্বরাজ' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯০৮। 'নিউজপেপারস (ইনসাইটমেন্ট টু অফেন্সেস) অ্যাক্ট' জারি।
মে। অরবিন্দের গ্রেপ্তার ও মাণিকতলার বোমার মামলা শুরু।

১৯০৯। 'মর্লি-মিন্টো রিফর্ম'।
'লীডার' পত্রিকার জন্ম।

১৯১০। 'ইণ্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট' জারি। ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় পদে লর্ড হার্ডিঞ্জ।

১৯১১। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরির ভারত সফর।
দিল্লি দরবার।
বঙ্গ-ভঙ্গ সংস্কার।
১৪ই ডিসেম্বর। নয়া দিল্লির ভিত্তি স্থাপন।

১৯১২। দিল্লিতে বৃটিশ-ভারতের রাজধানী স্থানান্তর।
আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক 'অলহিলাল' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯১৩। ভারত সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
অ্যানি বেসান্ত কর্তৃক মাদ্রাজে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা স্থাপন।

১৯১৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।
'দৈনিক বসুমতী' প্রতিষ্ঠা,

১৯১৫। ভারত রক্ষা আইন প্রবর্তন।
'প্রেস অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়া' গঠন।

১৯১৬। স্যাডলার কমিশন।
কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে লখনউ-চুক্তি।
'হোমরুল লীগ' গঠন।
পুণাতে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
ভারতীয়গণ কর্তৃক ভারত শাসন বিষয়ক প্রথম সাংবিধানিক খসড়া পেশ।

১৯১৭। 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন' গঠন।
১৯১৭ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে ভারতে কম্যুনিষ্ট চিন্তার প্রসার লাভ।

১৯১৮। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' প্রকাশ।

১৯১৯। 'মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম'।
পাঞ্জাব গোলযোগ।
১৩ই এপ্রিল। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।
রাজকীয় ঘোষণা।
সিডিশান (রাউলাট) আইন পাশ।
'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯২০। খিলাফৎ আন্দোলন।
অসহযোগ আন্দোলন।
ক ংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব আরম্ভ।
হিন্দী 'আজ' পত্রিকার জন্ম।
নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগনীতি গ্রহণ।
বিজ্ঞান কারিগরি ও বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকার যাত্রা শুরু।
অকালী-আন্দোলন।

১৯২১। 'মোপ্‌লা' বিদ্রোহ।
প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ভারত সফর উপলক্ষ্যে বোম্বাই দাঙ্গা।
বরদৌলী সত্যাগ্রহ।
প্রেস ল' বা সপ্রু কমিটি।

১৯২২। ফেব্রুয়ারি। চৌরিচৌরায় লোমহর্ষণ কাণ্ড।
নবপর্যায়ে দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ।

১৯২৩। ১লা জানুয়ারি। চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক স্বরাজ্য দল গঠন, 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ।
'হিন্দুস্থান টাইম্‌স' প্রতিষ্ঠা।

১৯২৭। ভারতীয় নৌ আইন।
সাইমন কমিশন নিয়োগ।
'ফ্রি প্রেস' সংবাদ সরবরাহ সংস্থা প্রতিষ্ঠা।

১৯২৯। লাহোর কংগ্রেস।
'ফরোয়ার্ডে'র বদলে 'লীবার্টি' পত্রিকার জন্ম।

১৯৩০। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক।
আইন অমান্য আন্দোলন।
'ফ্রি প্রেস জার্নাল' প্রতিষ্ঠা।
২৩শে এপ্রিল। 'প্রেস অর্ডিন্যান্স'।

১৯৩১। 'প্রেস এমার্জেন্সী পাওয়ার অ্যাক্ট' জারি।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি।
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক।

১৯৩২। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক।
কংগ্রেস বে-আইনি ঘোষিত।
কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড।
পুণা-চুক্তি।

১৯৩৩। 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ।

১৯৩৪। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার।
ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কারার্থে যুক্ত কমিটি।
মাদ্রাজে তামিল 'দিনমণী' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৫। নতুন ভারত সরকার আইন।
'ফ্রি প্রেস' সংবাদ সরবরাহ সংস্থা ও 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' বন্ধ।
১৯৩৫-৩৬— 'ইউনাইটেড প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া' সংবাদ সরবরাহ সংস্থা প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬। লিগ সমর্থক 'সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার জন্ম।

১৯৩৭। ১লা এপ্রিল। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্ব শাসন। অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন (১৯৩৯ পর্যন্ত)।
মানবেন্দ্র রায়ের 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়া' পত্রিকার জন্ম।
লিগ-সমর্থক 'স্টার অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশ।
'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার জন্ম।
গণসংযোগ আন্দোলন।

১৯৩৮। 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা (জওহরলাল নেহরু)।

১৯৩৯। ৩রা সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ। কংগ্রেসি মন্ত্রিদের পদত্যাগ।
রাজনৈতিক অচলাবস্থা।
'কৃষক' ও 'ভারত' পত্রিকার জন্ম।
ত্রিপুরী কংগ্রেস।
'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ্‌পেপারস সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৪০। মার্চ। রামগড় কংগ্রেস।
জিন্নার পাকিস্থান দাবির উগ্রতা।
সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ।
দিল্লিতে 'অল ইণ্ডিয়া নিউজপেপারস এডিটরস কন্‌ফারেন্স'।
'বেঙ্গল প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটি' গঠন।

'মর্ণিং স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার জন্ম।

১৯৪১। পার্ল হারবার আক্রমণ।
'ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস নিউজপেপারস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন।

১৯৪২। সিঙ্গাপুর পতন।
ভারতে ক্রিপ্‌স-মিশন (২২শে মার্চ— ১২ই এপ্রিল)।
আগস্ট বিপ্লব, 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কারাবরণ।
'স্পেশাল কোর্টস অর্ডিন্যান্স'।
ভারতের প্রথম কম্যুনিষ্ট মুখপত্র (সংবাদপত্র) 'পিপলস্‌ ওয়র' প্রকাশ—-বোম্বাই থেকে।

১৯৪৩। ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে লর্ড ওয়াভেল।

১৯৪৪। গান্ধি-জিন্না আলোচনা। পাকিস্তান প্রশ্নে আলোচনায় অচলাবস্থা।

১৯৪৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত।
'অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিস অব্‌ ইণ্ডিয়া' গঠন
'ফ্রি প্রেস' সংবাদ সরবরাহ সংস্থার পুনঃপ্রবর্তন।
ভারতের স্বশাসন বিষয়ে লর্ড ওয়াভেলের বেতার ঘোষণা।
'আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজে'র বিচার।

১৯৪৬। 'রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি'র বিদ্রোহ।
ভারতে 'ক্যাবিনেট মিশন'। 'ক্যাবিনেট মিশনে'র পরিকল্পনা ঘোষণা।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে লিগের যোগদানের সিদ্ধান্ত, কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।
২৯শে জুলাই। মুসলীম লিগ কর্তৃক 'ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শনে'র সিদ্ধান্ত।
১৬ই আগস্ট। কলকাতায় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।
২রা সেপ্টেম্বর। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন।
৯ই ডিসেম্বর। গণ-পরিষদের বৈঠক আরম্ভ।
'ন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার জন্ম।

১৯৪৭। ৩রা জুন। ভারত বিভাগ ও ভারতের স্বাধীনতার তারিখ ঘোষণা।
১৫ই আগস্ট। ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

পরিশিষ্ট ঃ ঘ

গ্রন্থপঞ্জি

এই গ্রন্থ রচনায় ব্যবহৃত পুস্তকের তালিকার সঙ্গে, পরবর্তী অনুশীলনের জন্য আরও কিছু পুস্তকের তালিকা দেওয়া হলো।

অজিত কুমার চক্রবর্তী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৬।

অনাথ নাথ বসু। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। ১৩২৭।

গান্ধীজী। ১৩৫৫।

অপর্ণা দেবী। মানুষ চিত্তরঞ্জন। ১৩৬২।

অমল হোম। Some Aspects of Modern Journalism in India.

অম্বিকাচরণ মজুমদার। Indian National Evolution.

অরুণচন্দ্র গুহ। সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব কাহিনী। ১৩২৮।

আবুল কালাম আজাদ। India Wins Freedom. 1959.

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। গ্রন্থাবলী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির সং।

উপেন্দ্রনাথ কর। সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব কাহিনী। ১৩২৮।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ভারত-পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ।১৩৫৭।

ঋষি দাস। লোকমাণ্য তিলক। ১৩৬৪।

এল. নটরাজন। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫০-১৯০০)। ১৩৬০।

কম্যুনিষ্ট পার্টি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও কম্যুনিষ্ট পার্টির ঘোষণা। ১৩৪৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।

কাজী আবদুল ওদুদ। বাংলার জাগরণ। ১৩৬৩।

কালীপ্রসন্ন সিংহ। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। ১৩৩১।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ। ১৩৬৩।

গোপালচন্দ্র রায়। কংগ্রসের ইতিবৃত্ত (১৮৮৫:১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭)।১৩৫৬। ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান।

গৌর গোবিন্দ রায়। আচার্য কেশবচন্দ্র। শতবার্ষিকী সং। অখণ্ড। ১৩৪৫।

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। কংগ্রেস সংগঠনে বাংলা। ১৩৫১।

জীবনকুমার ঠাকুরতা। দাদাভাই নৌরজী। ১৫৩১।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। বিপ্লবী বাংলা।

জ্ঞানেন্দ্র কুমার। লাজপৎ রায়। ১৩২৮।

তারাপদ পাল। সাংবাদিকতা ও গান্ধীজী। যুগান্তর সাময়িকী। ৩০.১.৬৬।

একজন ব্যর্থ ভাগ্যান্বেষী। ঐ । ২৯.১।.৬৭।

রামায়ণে রিপোর্টিং। ঐ। ৪,৫.'৬৬।

মহাভারতে রিপোর্টিং। ঐ । ৯,১০,১১.'৬৬।

পৌরাণিক যুগে সাংবাদিকতা। সমকালীন, কার্তিক '৭৫; শ্রাবণ, ভাদ্র '৭৬।

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী। বিপ্লবী ভারত। ১৩৫৫।

দীনেন্দ্রকুমার রায়। অরবিন্দ প্রসঙ্গ। ১৩৩০।

দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়। সিপাহী যুদ্ধ। ১৩৩৮।

দেবপ্রসাদ ঘোষ। সতের বৎসর পরে। ১৩৪৫।

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। ভারতের স্বরাজ সাধক। ১৩৩০। লালা লাজপৎ রায়। ১৩১৮।

নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাজা রামমোহন রায়। ১৩১৭।

নগেন্দ্রনাথ সোম। মধুস্মৃতি। ২য় সং, ১৩৬১।

নলিনীকিশোর গুহ। বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ। ১৩৩০।

নির্মলকুমার বসু। গান্ধী চরিত। ১৩৫৬।

নিশিথ নাথ কুণ্ডু। অহিংসা অসহযোগের কথা। ১৩৩৩।
পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ। বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ। ১৯৭৭।
পুলকেশচন্দ্র দে সরকার। বিপ্লবের পথে ভারত।
প্রফুল্লকুমার সরকার। জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪৭।
প্রবোধচন্দ্র সিংহ। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ভারতে জাতীয় আন্দোলন। ১৯৬০।
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া। ১৩৩৯।
বিপ্লবী যুগের কথা।
প্রমোদ সেনগুপ্ত। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ : ১৮৫৭। ১৩৬৪।
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। কালের ভেরী।
স্বরাজ সাধন।
বিনয় ঘোষ। বাঙলার নব জাগৃতি। ১৩৫৫।
ফ্যাসিজম্ ও জনযুদ্ধ। ১৩৪৯।
বিপিনচন্দ্র পাল। আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ। ১৩২৯।
নবযুগের বাংলা। ১৩৬২।
My Life and Times. 2 vols.
বিধুভূষণ সেনগুপ্ত। সাংবাদিকের স্মৃতিকথা। ১৩৬২।
Journalism as a Career. 1955.
বীণাপাণি দাস। (সম্পা:) পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বা স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায়। ১৩৩৭।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাময়িক পত্র। ১ম, ২য় খণ্ড। ১৩৫৪।
সাহিত্য সাধক চরিতমালা।
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সিপাহী বিদ্রোহ বা মিউটিনি। ১৩১২।
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস। ১৩৬০।
যুগ সমস্যা। ১৩৩৩।
ভূপেন্দ্রনাথ বসু। ঋষি অরবিন্দ। ১৩৪৭।
মধুসূদন মজুমদার। দেশপ্রেমিক বিপিনচন্দ্র। ১৩৫৬।
মহম্মদ ওয়াজেদ আলী। কায়েদে আজম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্। ১৩৫৫।
মহম্মদ নাজমোদ্দিন। মহাত্মা গান্ধীর ভ্রম। ১৩৩৩।

মহম্মদ শামসুর রহমান চৌধুরী। মহম্মদ আলী। ১৩৩৮
মুজীবর রহমান খাঁ। পাকিস্তান। ১৩৪৯।
যতীন্দ্রনাথ মজুমদার। স্বরাজ্য দলের কীর্তি। ১৩৩০।
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি।
যাযাবর। দৃষ্টিপাত। ১৩৬৫।
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্র বাণী।
যোগেশচন্দ্র বাগল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। ১৩৪৮।
মুক্তির সন্ধানে ভারত। ১৩৪৭।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভ্যতার সংকট। ১৩৪৮।
আত্মশক্তি। ১৩১২।
কালান্তর। ১৩৫৬।
রাজকুমার চক্রবর্তী। লোকমান্য তিলক। ১৩৪৩।
রাজেন্দ্র প্রসাদ। মুসলীম লীগ কী চায়। ১৩৫৩।
রামগোপাল সান্যাল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। ১২৯৪।
রেজাউল করিম। মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ। ১৩৬৫।
শিবনাথ শাস্ত্রী। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। ১৩১১।
শ্রীপতিচরণ রায়। হোমরুল। ১৩০০।
সখারাম গণেশ দেউস্কর। দেশের কথা। ১৩১৪।
সতীশচন্দ্র গুহ। যাঁদের ডাকে জাগল ভারত। ১৩৫৫।
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। কংগ্রেস।
সরোজ আচার্য। সাহিত্যে শালীনতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ। ১৩৭৬।
সুকুমার রঞ্জন দাস। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ১৩২৮।
সুধাংশু সেন। ভারতীয় বাহিনীর নবজাগরণ। ১৩৫৪।
সুরেশচন্দ্র দেব। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার জন্মবৃত্তান্ত / 'স্বদেশী আন্দোল ও বাংলার নবযুগ' দ্রঃ।
সুশীলকুমার গুপ্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ। ১৩৬৬।
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও
উমা মুখোপাধ্যায়। স্বদেশী আন্দোন ও বাংলার নবযুগ। ১৯৬১।
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ।

জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯৬০।
Growth of Nationalism in India. 1957.
The Origin of the National Education Movement. 1957.
Sri Aurobindo and the new Thought in Indian Politics. 1964.
Sri Aurobindo's Political Thought. 1958.
Bande Mataram and Indian Nationalism. 1957.
Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj. 1958.
India's Fight for Freedom. 1958.
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও
কালিদাস মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ। ১৩৬৪।
হেমচন্দ্র কানুনগো। বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা।
হেমন্তকুমার সরকার। সুভাষের সঙ্গে বারো বছর (১৯১২-২৪)। ১৩৫৬।
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। ৩ খণ্ড। ১৩৫৪।
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। কংগ্রেস। ১৩৩৫।
The Newspapers in India.

বালগঙ্গাধর তিলক। ১৩২৭।
ডায়ার ও পাঞ্জাব কাহিনী। ১৩১৮।

Annual Reports on the Press in the Bombay Presidency. 1935.
(The) Asiatic Review containing reports of official proceedings.
Commission on the freedom of the Press (U.S.A.) : Report. 1947.
Cambridge History of India.
India in 1917-18, 1922-23.

Memoir of William Hickey.
Mountstuart Elphinstone : Selections from official writings.
(The) Press Law Committee Report. 1922.
Papers relating to the Public Press in India. 1958.
Royal Commission on the Press in the U.K. : Report.
Selections from the Records of the Bengal Government. 1855, 1859.
Selentions from the Records of the North-West Frontier Government. 1848-1872.
(The) Sedition Committee Report. 1918.
(The) Simon Commission Report. 1930.
Annie Besant / India, Awake.
India : A Nation.
B.A. Ambedkar / What the Congress and Gandhi did to the Untouch-ables.
B.G. Tilak / Speeches.
B.K. Barua / Assamese Literature. 1941.
B.N. Motivala / Karsondas Mulji. 1935.
Binney Dibblee / The Newspapers. 1928.
C.E. Buckland / Bengal Under the Lieutenant-Governors.
C.F. Andrews / The Renaissance in India.
C.Y. Chintamoni / Indian Politics since the Mutiny.
Countess Minto / Minto, Morley and India.
D.G. Tendulkar / Mahatma. 1953.
D.V. Gundappa / The Press in Mysore. 1940.
Edward Thompson / Lord Metcalfe. 1937.
Edward Thompson &
G.T. Garratt / The Rise and Fulfilment of British Rule in India. 1934.
Edwin Emary &
Henry Ladd Smith / The Press and America. 1959.
F.E. Keay / Hindi Literature. 1933.

George Anderson &
Hanubedar / The last days of the Company.
George Birdwood,Sir / The Native Press of Inida. 1879.
George Campbell, Sir / Memoirs of My Indian Carrier.
George T. Mathew / News and Rumour in Renaissance Europe. 1959.
Gopal Krishna Gokhale / Speechess and Writings.
H.E. Busteed / Echoes from Old Calcutta. 1882.
Henry Cotton / New India.
H.H. Beveridge / A Comprehensive History of India.
H. Wickham Steed / The Press. 1934.
Jatindra Kumar Mazumder / Raja Ram Mohan Roy and progressive Movements in India. 1941.
Ram Mohan Roy : Selections from Writing and official record. 3 volms. 1938-1941.
Jawharlal Nehru / An Autobiography. 1962.
J.H. Stocqueter / Memoirs of a Journalist. 1873.
J. Long, Rev. / Vernacular Press of Bengal. 1859.
J. Natarajan / The History of Indian Journalism. 1954.
John Bruce Norton / The Rebellion in India.
John C. Marshman / Life and Times of Carey, Marshman and Ward. 1867.
John Malcom, Sir / The Political History of India.
J.W. Kaye / Lord Metcalfe : Selections from the papers. 1855.
Lord Metcalfe. 1884.
K.D. Umrigar / The Indian Press and its Future.
K.M. Munshi / Gugarata and its Literature. 1935.
K.R. Srinivasa Iyenger / S. Srinivasa Iyenger. 1939.
K. Subba Row / Revived Memories.
Lala Lajpatrai / Young India.
Leiceaster Stample / History and Influence of the Press in British India. 1923.

L.N. Hallward / William Bolts. 1920.
L.S.S.O'Malley / Moders India and the West.
Margarita Barnes / The Indian Press. 1940.
M. Brecher / Jawaharlal Nehru. 1960.
M.G. Ranade / Miscellaneous Writings. 1915.
M.K. Gandhi / *Young India* (1919-1921).
Mohit Moitra / A History of Indian Journalism. 1969.
Mrinal Kanti Bose / The Press and its Problem.
Nadig Krishnamurti / Indian Journalism.
N.C. Kelkar / Bal Gangadhar Tilak.
Nirmal Sinha / Freedom Movement in Bengal (1818-1904) who's who. 1968.
Paramananda Dutta / Memoirs of Motilal Ghose. 1935.
Pat Lovett / Journalism in India. 1928.
Pattabhai Sitaramayya / History of Indian National Congress. 1947.
P.H. Bhuraney / History of the Anglo-Indian Press in Bombay upto 1900. (submitted as thesis).
Ralph E. Turner / James Silk Buckingham. 1934.
Ram Gopal / Bal Gangadhar Tilak.
Ramsay Muir / The Making of British India.1915.
Rangaswami Parthasarathy / Memoirs of a News Editor, 30 years with the Hindu. 1980.
R.C. Majumdar / An Advanced History of India. 1965.
Reginald Coupland, Sir / Indian Constitutional Progress. 1946.
Roper Lethbridge, Sir / The Press in India. 1915.
S.C. Sanial / History of the Indian Press এবং অন্যান্য প্রবন্ধ); Calcutta Re-view. 1907-18.
S.H. Steinberg / Five Hundred Years of Printing. 1955.
S. Natarajan / A History of the Press in India. 1962.
S. Pyarelal / The Last Phase. 2 volms. 1957.
S.P. Sen (Ed.) / The Indian Press. 1966.

Smarajit Chakraborti / The Bengali Press. 1976.
Stanely Reed / The India I knew. 1949.
Stanford Arnot / History of the Indian Press. 1829.
Subhas Bose . The Indian Struggle.
Surendra Nath baneiji / A Nation in Making.
T.B. Macaulay / Warren Hastings.
Valentine Chirol / Indian Unrest. 1910.
V.P. Menon / Integration of Indian State.
W.H. Russell / My Indian Mutiny Diary.
William Bolts / Considerations on Indian Affairs. 1775.
W.W. Hunter / The Indian Musalmans. 1876.

The Quarterly Review of Historical Studies. 1975-76.

এবং সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্র।